







# কলের গান

বাক্সলা ও আসামী ভাষায় "হিজ মাস্টারস ভয়েস"

রেকর্ড ও জোনোফোন রেকর্ড ১৯২৬ সাল

ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত প্রকাশিত সমুদয়

গান ও অ্যাক্টিংএর সংগ্রহ।



**কার সহযোগিতায়**

প্রসিদ্ধ ও সম্ভ্রান্ত গ্রামোফোন ব্রিটেন্ডা

**৩নং দেবদী কলিকতা**

৭. মূল্য ২৫. আড়াই টাকা।



প্রকাশক—

শ্রী শ্রীশচন্দ্র দে

১১ মুজাপুর ষ্ট্রট, কলিকাতা

জানুয়ারী

১৯২৭

প্রিন্টার—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীসরস্বতী প্রেস,

১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রট

কলিকাতা ।

# সূচীপত্র ।

( বর্ণমালানুসারে )

রেকর্ড ।	পৃষ্ঠা ।	রেকর্ড ।	পৃষ্ঠা ।
অজয়সিংহ ও হামির :	৩৬৯	অসার সংসার মায়ায়	৪৮৯
অতি কাতর হৃদয়ে	৪৬৯	আইবুড়া মেয়ের খেদ	৪১৫
অতি শীতল :	১৪৭	আকুল নয়নে	৫৫০
অধীর হয়ে দড়ি নিয়ে	১৫৮	আকুল হ'য়ে ফুল ফুটেছে	২২
অগত জনৈ কেন	৫২৬	আঁখি পিয়াসী মন উদাসী	৮৯
অনেক দিন পরে এলে	৮৯৯	আগে তো জানি না রে সই	৮৩
অন্তরে লুকায়ে কেন জননী	৪০	আজ শরত প্রভাতে	১২৭
অন্ধ বিমূঢ় মন	২৩০	আজি এসেছি এসেছি বঁধু	৭৩
অন্ধকারের অন্তরেতে	৫১৮	আজিকার স্বপনের কথা	১২৫
অন্ধের নড়ি ছুখীর হরি	৪৩২	আজি কুঞ্জ মাঝে বল	৪৪
অবহেলা অনাদরে প্রেম	১০৩	আজি দক্ষিণ ছুয়ার খোলা	৪০০
অমন আড়াল দিয়ে	৩০৯	আজি তোমার শরণ	৪৩৫
অমন ক'রে মাতোর হাসি	২৩৯	আজি প্রণমি তোমারে	২৫১
অমল ধবল পালে লেগেছে	৫২৬	আজি বর্ষা রাতের শেষে	৪০২
অলকে কুসুম না দিও	১৩৯	আজি বাহুতে দাও ধরা	৩৮
অগ্নি ভুবনমনোমোহিনি !	৮৯	আজি মন প্রাণ কেন গো	৫০১
অশ্রুমাখান নিহিত এ ব্যথা	৩৫	আজি মর্ম্মর ধ্বনি কেন	৪০৪

রেকর্ড।	পৃষ্ঠা।	রেকর্ড।	পৃষ্ঠা।
আজি যামিনী জাগি	১২১	আমায় কি দিয়ে সাজাবি মা	২৬
আল কীহা মেরি	১৩৭	আমায় নিয়ে বেড়ায়	১৩৬
আজু রজন। ২। ৭। ৩। ৬।	৬৩	আমায় পাগল করবি কবে	২৪২
আড়াল থেকে উকি ঝুঁকি	৩	আমায় ভালবাস না বাস	১২৪
আদর করে হৃদে রাখ	৫১১	আমায় যাবার বেলায়	১৬২
আদারিণী	২২২	আমায় সবই দিয়েছ	৪৮৬
আঁধারের মাঝে আলো	২৩	আমার কপালে যা আছে	৫১৩
আনন্দে আনন্দময়ে ভজ	৪২৩	আমার কাঁচা পিরীত	৬৭
আপন বলে কে আছে মা	৪৩৩	আমার কুটীর দ্বাণী	২৩১
আপনারে আপনি দেখ	১৬০	আমার কুহু কুটীর	৪৪২
আবনের বিচার	৩৭৩	আমার দেশ	৪৪৪
আবার এসেছে আষাঢ়	৫৮৬	আমার নিশীথ রাতের	৫৮৫
আবার তোরা মাতুষ হ	৩৬২	আমার পরাণ যাহা চায়	৩০৫
আবার বল আবার বল	১১৩	আমার প্রিয়ে	২০২
আমার কথা কসনে লো	১৭১	আমার বাসনা শ্রামা	২৪৭
আমার শ্রামা কি কালো	১৬৭	আমার বিবি	৫৬৫
আমার ৬ ধরে তুমি	২০	আমার বুক পিঠে স্টেটে	৭২
আমার হৃদয়েরই ব্যথা	১৬৪	আমার মন কেন উদাসী	৮৬
আমরা ও তোমরা	৫০	আমার মনটি করিয়ে চুরি	৬২
আমর বাঙ্গলা ভাষা	৩২২	আমার মা এখন বেঁচে	৪৪৮
আমায় অভাবের শরে	৫০১	আমার মাথা নত করে	৪৭৬
আমায় কান্দাল বলিয়া	৪৮৭	আমার ঘেটে ঘরই	৪৩১

রেকর্ড।	পৃষ্ঠা।	রেকর্ড	পৃষ্ঠা।
আমার যা কিছু ছিল	২৯	আমি চেয়ে থাকি	১৭৮
আমার সকল দুঃখের	৩৯৮	আমি জগতের কাছে	২০
আমার সাধনের বাঁশী	১১০	আমি ত তোমাতে চাহিনি	৪৭৭
আমার সুন্দর নায়েতে	১২০	আমি তোমায় ভালবাসিব	৫০৩
আমারে আমার বনিতে	৭	আমি তোমারি আশে	৪৬৬
আমারে আসতে বলে	৫২৪	আমি তোমারি	৭৮
আমারে জালাও কেন	৪৬	আমি দারাসুত চিনি	৪৮৪
আমি আধতাড়া ঘুমে	৫৭	আমি নিতে জানি	৪৮০
আমি আমি করি	১২২	আমি ফেরি করি পাড়ায়	৬৫
আমি আমি বলে কারে	৬২৯	আমি বড় আশা করে	৫৮
আমি আর তো ডাকিতে	২৪৫	আমি ভাবনার হাত হতে	১৩
আমি এই চন্দ্ৰম	৬০৬	আমি মুক্তি চাই না হরি	৫৪২
আমি কখন ভাবি	১৩৮	আমি যখন যা চেয়েছি	৪২২
আমি কারে রেখে	১৮২	আমি যারে বাসি ভাল	১০৩
আমি কি অভাবে	৬১৭	আমি যে হারায় তারা	২৪৬
আমি কি তোর কেউ নই	৪৫৭	আমি রব চিরদিন	১০০
আমি কি তোর ছেলে নই	৫৪৮	আমি সকল কাজের	৫৩২
আমি কি দুঃখে ডরাই	৮৭	আমি সনাই হেসে হেসে	৩০
আমি কি যেন কি চাই	৪০	আমি স্বখাত সলিলে	৮
আমি কেমনে বোঝাব	১৪৩	আমি সংসার সাগরে	৮২
আমি গিয়াছিলাম যদি	৬	আমি সাগরপারের	৪১৩
আমি চিরকাল অনম্মারেড	৬২৯	আমি সুখের লাগিয়া	১৭৮

রেকর্ড ।	পৃষ্ঠা ।	রেকর্ড ।	পৃষ্ঠা ।
আমি হব না তোমার বাধা	৯	আঁশা তোরে বলিহারী	২৪৯
আয় মা আয় মা উমা	৪৫৮	আশীষ করি গো সতী	১৭২
আয় মা জগত জননী	৫৪২	আসি আসি বলে কেন	৬৩
আয় মা সর্বমঙ্গলা	৫৪৭	আসি বলে চলে গেল	১১৭
আয় মা সাজাব আজি	৪২১	ইন্দীবর দল শ্যাম	৮০
আয় রে বসন্ত ও তোর	১৭৭	ইব্রাহিমের জাগরণ	৪৫০
আয় লো আয়	৫২	উঁকি মেরে কুঞ্জে কুঞ্জে	৪৩
আঁর এ যাতনা মম	১৯৮	উজ্জল কোমল কুমলে	১২
আঁর কতকাল থাকুবো	৭০৭	উঠিতে কিশোরী	১৫৪
আঁর কত দিন থাকুব হরি	১১২	উমা আমার কেমন	৫৩১
আঁর কারে ডাকুবো শ্রাম	১৬৮	উমাকে বিদায় দিয়া	৫৩৫
আঁর কারো কাছে	১২৬	এই বলে নূপুর বাজে	২২১
আঁর কি আমার দিতে	৪৪৪	এই বিশ্বমাঝে	৫৭
আঁর কি আসিবে শ্রাম	৫৭৮	এই বেলা জপ না মন তারা	৩৮
আঁর কি গো বাজিবে না	১	এই মা ছিলে কোথায়	৮৮৪
আঁর কেন মিছে আশা	১২০	এই লভিছু নন্দ তব	৪০১
আঁর ডাকিতে পারব না	৩১৮	এ আবার কি বেশ	২২৫
আঁর বাঁশা বাজায়ো না	১২২	একটা কথা বলবো রে প্রাণ	৭৯
আঁর যেন শ্যামের বাঁশী	৫২৯	একটা ভূতে রক্ষা নাই মা	৫৩১
আলোকে আঁধারে অমৃতে	৫০২	একটি কথা বলবো বধু	১৬৫
আলোকেই এই স্বরণা	৪০৩	একটু কেবল বসতে দিও	৪০০
আঁশা করি ওহে হরি	৯৮	একদা তুমি প্রিয়ে	৪২৭

রেকর্ড ।	পৃষ্ঠা ।	রেকর্ড ।	পৃষ্ঠা ।
একবার চল দেখি মন	৪২৩	এমন প্রেমমাখা হরিনাম	৪৩৬
একবার ডাক দেখি মন	৫৩২	এমন বাদরে তুমি কোথা	৩২৪
এক আকুলতা ভুবনে	৮৬	এমন মধুর নিশিতে	১৬১
এ কি বেশ ধরেছে	২৪৬	এমন মোহন নয়নের ছল	৪২৫
একি রূপ হেরি হরি	৫২৫	এ মায়া প্রপঞ্চময়	৪৬৭
একি হেরি শ্যামা	৪১০	এল রণে ঐ শ্যামা	৫০৬
এখনও কি ব্রহ্মময়ী হয়নি	১২৩	এলে কেন এত অবেলায়	১৩৩
এখন কি আর নাগর	২৩৫	এলে মা বাপের বাড়ী	২০০
এখন নতুন প্রেমেতে	৪৫৬	এলোকেশে হেসে হেসে	৪৮১
এ ক্ষণের সঙ্গে কি সহি	৯১	এস এস কাছে	৪৭২
এড়াতে চিন্তায় উঠিলে	৪৭৮	এস এস বলে রসিক	১১২
এত কি চাতুরী সহে প্রাণ	২৫৫	এস কোলে করি উমা	৪৫৮
এত গয়না বেটি কোথায়	৪৩০	এস গো মা ভবরাণী	৪৭১
এত যে বাসিলে ভাল	১৬৫	এস প্রাণ এস হৃদয়	১৩৬
এ দশা তোর কে করিল	২১২	এস প্রিয়তম এস হে	৪২০
এ দিকে এসেছে কিগো	৫২১	এস মা আনন্দময়ী	৪৭২
এ পাতকি যদি ডুবে যায়	৪৯২	এস মা ঈশানী আমার	৪৭৮
এ বয়সে আর কি শ্যামা	২৩৬	এস মা এস মা আজি	১০১
এবার আমার উমা এলে	৪৬০	এস যদি খেলবে হরি	৬৫
এবারে উমা এলে	২০১	এস সোণার বরণ	১৮
এ ভরা বাদর মাহে	৮২	এস হে পরাণ বঁধুয়া	১১৪
এমন দিন কি হবে	৫২৯	এসেছি এসেছি এসেছি গো	১১৬

রেকর্ড ।	পৃষ্ঠা ।	রেকর্ড ।	পৃষ্ঠা ।
এ হ'লো কি	২০৫	ও রাই ধনি গো তুমি	৬১৭
ঐ আসচে রে তোরা	৫২৮	ওলো সই কই কৃষ্ণ	২৪
ঐখানে দাঁড়াও হে	১৫৬	ও সেই মহাসিদ্ধুর	৫২৪
ঐ দেখা যায় ঘরখানি	৬৩	ও সে ফিরে ফিরে চায়	৩৪
ঐ বুঝি বাঁশী বাজে	৩২	ওহে পাখি বল দেখি	৫০৩
ঐ ভয়ে মুদ্রিনে আঁখি	১২২	ঔদরিক	৫৪০
ঐ যে কুঞ্জের মাঝে	১৮২	কর্ণ ও কুন্তী	৬৮২
ঐ যে বাজিল বাঁশী	১২৪	কর্ণ ও নিয়তি	৬২৪
ঐ সুনীল আকাশে	১৮০	কর্ণ ও পরশুরাম	৬৭৫
ও আমার চাঁদের আলো	৭০৫	কত অপরাধ করেছি	১০৮
ও আমার ধ্যানের ধন	৭০৪	কত আর সহিব বল	৫৭১
ও কুজার বন্ধু	১৫০	কত আরাধনা করে	১২০
ওগো আগার নবীন শাখী	৫৮৬	কত আশা করে	৭
ও তোরা শ্রীদাম সখা	১৫৭	কত কথা মনে পড়ে	১৪২
ওধারে যাব না লো সই	৪৬	কত করে বাছিয়া	৩
ও বৌ মুখ তুলে চাও	২১০	কত খেলা জান তুমি	৫২১
ও মা কি ভাবে থাক	২৪৫	কত গান ত হ'ল গাওয়া	১৬২
ওম্ম কেমন মা	৫২২	কত জালা প্রেমেতে	১৬৬
ওমা জিনয়না যেও না	৫৬২	কতদিন ভবে থাকিব মা	৫৬২
ও যে মানেনা মানা	১১৭	কতদিনে হবে সে প্রেম	৪৬৮
ওরে ভালবাসা তুই	১৭২	কত দুঃখ সহিব তারা	৪৫
ওরে মাঝি তরী হেথা	১০৫	কত মিশি বসে জেগেছি	৪২৫

রেকর্ড ।	পৃষ্ঠা ।	রেকর্ড ।	পৃষ্ঠা ।
কতবার আসিয়া কত ভাল ১২৫		কলির ব্রাহ্মণ	৬১৪
কতবার ডেকেছি কত গান ২৮		কংস বধ ( যাজ্ঞা )	২৫৩
কত মরমের ব্যথা ৩		কাঁচা বয়স দেখে	১৩৫
কত সাপিলাম কত কাঁদি: ১৩২		কাঁদি কি হাসি	৬১৬
কত লুকান মরম ব্যথা ১১৪		কাঁহা জীবন ধন	৬৭
কথা কই কই কই ৬১৫		কান্নাল আমারে কান্নাল	২৩৩
কণ্ঠাদায় ২৮৮		কাছে কাছে আছ তবু	২২
কপটে আমারে এত ১১৫		কাজ কি শ্যামের কথা	৬২
কব কি গিরিবর ৪২		কাননে কাননে তোমারি	১৬
কাল প্ববাহ চলে ধীরে ১৩৮		কান্নু কহে রাই	১৫১
কাল মেয়ের রূপসাগরে ৫১৭		কাপড় যি না দেয় দিদি	৪৩৩
কবে তুমি আসবে বলে ৪২৮		কাফুর খাঁর আক্রমণ হইতে	
কবে তৃষিত এ মরু ৪২৩		দেবলার উদ্ধার	৪৪৫
কবে তোমারি মুরলী ৫২২		কার আশে প্রাণ উড়ু উড়ু	৪১
কবে মা আনন্দময়ী ২৪১		কার মা এমন দয়াময়ী	২৭
কবে মানস নয়নে ৫৮৭		কাল এত ভাল কিসে	১১৬
কর তাঁর নাম গান ২৮০		কাল গেল কালী কালী	৫০৫
করমের শ্রোতে যেতেছি ১৬৭		কাল পাখীটা মোরে	১৮৪
কলঙ্ক যার মাথার মণি ১৮৫		কাল বরণী শ্যামা	২৭
কলিকাতার ভিখারী ২৬২		কাল বৈশাখী	২৬২
কলির কীর্তি ৫২১		কাল রূপের টেউ	৩৬৫
কলির বউ ৪৩৮		কাল হল কার্ণ আমার	৫৩১



রেকর্ড ।	পৃষ্ঠা ।	রেকর্ড ।	পৃষ্ঠা ।
কালী আমার শোনে না	৫৫৬	কি পাপ বিবাহ করে হয়	৪৩৭
কালী কেন বাঁশরী বাজায়	২৪	কিবা শোভিছে কৈলাশ	৬০২
কালী তোর তরে কদমতলায়	৫	কি রাঁধন রেঁধেছ দিদি	৫৭৭
কালী করুণাময়ী	১২২	কি রূপ তোমার তারা	৫১১
কালী গো কেন গ্রাংটা	৫৬৫	কিশোরী আর বাঁশরী	৭০৩
কালী নাহি জুপ রে মন	৩১৭	কি স্থর বাজে ভাঙ্গা হৃদি	১৬
কালীপূজা ( বলিদান )	২২৭	কি হবে কি হবে উমা	৪৬২
কালোর গুণ	৭০২	কি হবে দীনের গুতি	৫১৫
কালোয়াৎ	৫৫৪	কুলবনে সাজের বেলায়	১
কি আর বলিব তোরে	৫৪	কুমার ও স্মিত্রা	৬৯১
কি কর কি কর শ্রাম	৫২	কুলমান অকূলে দিয়ে শ্রাম	৫১১
কি করে ঝোকেরই কথায়	২৩৪	কুপাময়ী মা আমার	৩১১
কি খেদ উপজে তোমারে	২৩৭	কৃষ্ণরাধার সংবাদ	৬০৩
কি গুণ বল কি গুণ জানে	৮	কেউ ভাল মোরে বাসে নি	২৭
কি চোখে শ্রাম আজি তুমি	২৩	কে গায়রে স্মধুর স্নরে	১০৪
কি ছার আর কেন মায়া	২০১	কে গো তুমি আড়াল	১৩৪
কি ছার দাক্ষণ মানের	১৫৫	কে দিল তোমার গলে	৮
কিছু ভাল লাগে না	৫২৪	কে বলনা ফুল ভালবাসে	১২৪
কি টিপ পরে	৫৩৩	কেন এমন করে লুকায়ে	১৮০
কি দাক্ষণ বুকে ব্যথা	৭০২	কেন কুণ্ঠিত হব যতনে	৪৮৮
কি দিয়ে পূজিব তারিণী	৪৩২	কেন কেন যারেনাতি পায়	১৩৭
কি দিয়ে পূজিব ধন না	১৫২	কেন গো মা জিব কেটেছ	৪৭৩

রেকর্ড ।	পৃষ্ঠা ।	রেকর্ড ।	পৃষ্ঠা ।
কেন চোখের জলে	৪৫১	কেনে বা সরি বল না	৫৫১
কেন দাঁড়িয়ে শ্রাম	৪৬৭	কেনে ভাল বল	৬০
কেন দিতেছ গল্পনা	৪২৭	কেনে লাগিয়া গেছ	১৯০
কেন দিবানিশি ভাসি	৬২	কেনে সখি যাব যমুনার	৭১২
কেন প্রিয়তম ধরা দাও	১০৩	কেশব কুরু কল্পনা দীনে	৬০৭
কেন বঞ্চিত হব চরণে	৫৩৬	কে সজনি ওলো ধনি	৬০২
কেন বঞ্চিত হব ভোজনে	৫৫১	কোথা হেহ প্রাণিসখা	৫২৮
কেন মজায় অবলা	১১৬	কোথা হতে এসে	২৬
কেন মিছে মায়া	৪২৯	কোন অজানী দেশের	১৮৫
কেন রং দিলি ঢং করে	৬৬৪	কোন গুণে তোর দয়াময়ী	১২১
কেন হারাবি হুকুল	৪৭১	কোন ছেলে তোর	৪৪১
কেন হেরি রণমাঝে	৩১৬	কোন প্রাণে উমা	৪৮৯
কেন নাম দিল ত্রিগুণধারিণী	৫৩৪	কোমল মধুর হরি	৫৩৬
কে নেবে গরম গরম টা	৬০৭	কমা কর ওহে হর	৪৩১
কে বলে আমায়	১৭১	কীর খাওয়া মুচকে হাসি	৫৫২
কে বলে তারিণী তোমায়	১৩০	খালি খালি বুলি কেন	১৩১
কে বলে দয়াময়ী মা,	২৩৩	খুলে দে তরণী	৫২৫
কে বলে মা তুই গো	১৭	খুলে দে মা চোখের তুলি	৪৫
কে বলে মায়েরে কাল	৫৩৮	খেতে মধু বঁধু শুধু	৯৩
কে বলে শ্রাম তোমায়	১০	খেয়া ঘাটের পাটনি	৩৯৫
কেবা জানতে পারে	৫৮১	খেলার রসে ছিল কানাই	৫৭
কেমন ক'রে মনের কথা	১৯২	খেংরে বিধ বেড়ে দেবো	৫৯৯

রেকর্ড	পৃষ্ঠা ।	রেকর্ড	পৃষ্ঠা ।
খাপা ঘুমিয়ে রইলি	২২৩	গোবিন্দ চরণাবিন্দ	২৪৪
গত নিশি শ্রাম গেছে কিরে ৬৩		গোবিন্দ-মুখারবিন্দ	২২২
গতি কি গড়ে হবে না	৪৭৭	গোয়ালিনী গো তোরা	৬৬৩
গয়লা দিদি লো	৭৩	ঘনতমসাবৃত অশ্বর ধরণী	৫৯৩
গলে শোভে বনমালা	১৮৩	ঘুচিয়ে দে মা জীবন জালা	৫১৬
গা তোল গা তোল	৫০৭	ঘোড় দৌড়ের মাঠ	৩২৫
গিয়েছিলে বঁধু আসি বলে ১৭৪		চরণ কমলে প্রণমি জননী	২৩৭
গিরি একি তব বিবেচনা	৪৬১	চরণ ছাড়িয়ে কেন	১১৯
গিরি কার মেয়ে আনিলে	৯৬	চরণ ধরে আছি পরে	৬১৫
গিরি গণেশ আমার	৫০৭	চরণে কিসে হয়েছি অপরাধী	৭
গিরি গৌরী আমার	৪৬৪	চল চল চল সবে মাতি	৩৩৩
গিরীশনন্দিনী মহেশ	৪৭০	চলিলে আনন্দময়ী	৫৬৮
গুণমণি দাসী তব পাশ	৬০৭	চলে না চলে না শ্রামা	৯২
গৃহিণীর মানভঞ্জন	২১২	চাই না চাই না চাই না রে	৮০
গুণ শুনে যার মন ভুলিল	৭১৫	চাই বেলফুল	৬৫
গৃহিণীর মানভঞ্জন	২১২	চাক্রে স্বামী	২১৫
গেছো রামায়ণ	২৭২	চারগীগণের গীত	৩৫৫
গেল ভেসে জীবন যৌবন	১৮৪	চাষার প্রেম	৫৫৩
গোঠে হ'তে আইল	৬১	চিন্তাময়ী তারা তুমি	৪৭
গোধন কিরে ধীরে ধীরে	৩১	চিরদিন কি এমনি যাবে	১২৩
গোপাল দাঁর তুরঙ্গ	৩১২	চিরদুঃখী করেছ বলে	৪৯৫
গোপিকা প্রাণধন গোবুল	১০	চির সখা হে ছেড়োনা	৮৬

রেকর্ড	পৃষ্ঠা ।	রেকর্ড	পৃষ্ঠা ।
চুল বাঁধা ভাত রাঁধা	১৩৪	অয়দেব ও পদ্মা	৩৪৬
চোখ ঠেঁরে তুই করলি কি	৬০৮	অয় শিবশঙ্কর শশাঙ্কশেখর	৪২৯
ছ'জনায় মিলে পথ দেখায়	১২৪	অয় সীতাপতি	৫১৮
ছাত্তের প্রার্থনা ("ডিগ্রি")	২২০	আগরণে যায় বিভাবরী	৪৩৬
ছাড়িয়ে সংসার কোথা	৪৫৫	জাতের নামে বজ্জাতি সব	৪০৫
ছি ছি একি রীত	৩৬	জানি গো জননী তুমি	৩১৫
ছি ছি ছাড়	৫৫১	জানি গো জানি তারে	১০৩
ছি ছি হেরে গেলে শ্রাম	১৬	জানি না কি বলে	১২২-১৩০
চিয় কুহুম প্রায় আছি	২১	জানি না কেন ভালবাসি	১০০
ছিল বসি কুহুম কাননে	৩০৬	জানিনা জানিনা ভালবাসা	১৮৯
ছুঁয়ে না তারে	১০০	জানি না যা কেমন করে	২৪৩
জগৎ জননী তারা	৫৬৪	জামাইয়ের আহ্লাদ	২১৪
জগৎ তোমাতে	৫৪৩	জাল গুটিয়ে নে মা শ্রামা	৪৫৭
জগৎসিংহ ও ওসমান	৩৭৮	জীবন বুখা মম যায়	৪৬৫
জড়িয়ে গেছে সরু মোটা	২৩৫	জীবন সারা কর্ষ করা	১৩১
জনমাবধি আমি তোরে	৭১৫	জীবনে মরণে শয়নে	২৫২
জনা ও প্রবীর	৬৩৫	ঝর ঝর দর দর নয়নে বারি	৩০
জন্য সৈন্তগণকে উৎসাহ	৬৩৮	টাকা—টাকা—টাকা	৫৬৪
জয় জয় শঙ্কর বোম্ বোম্	৪৭৩	ডাক দেখি মন তেমনি	১৩
জয় মা সর্বমঙ্গলা	১৩২	ডাকলে কি গো থাকতে	৮৪
জয় জ্ঞানেশ্বর জগদীশ্বর	৫৩৭	ডাক হরি বলে	৫৫৮
জয় যাত্রায় যাও গো	১৩৮	ডেকে ডেকে কেন ঘুম	৫৪৭

রেকর্ড ।	পৃষ্ঠা ।	রেকর্ড ।	পৃষ্ঠা ।
টল টল সুকোমল নয়ন	১৭৬	তুমি করগো আমায় বধির	৭১১
তখন বলেছিলেম রাই	৩৫	তুমি কাদের কুলের বউ	৫২৩
তনয়ে তার তারিণী	৫৪৩	তুমি-কার কে তোমার	৫৬৯
তব অমল পরশরস	৫৮৩	তুমি কি রোহিণী	৬৩১
তব শুভ সম্মিলনে	৯১	তুমি কেমন করে	২৫০
তব সিংহাসনের আসন	৫৮৫	তুমি নাঞ্চি দেখা দিতে	৫২৭
তবু ভাল তবু ভাল	২৫	তুমি নির্মল কর মঙ্গল	৫৭৫
তবে তারা তোমার ভরসা	৫৬৭	তুমি বায়না ধরে	৬১০
তামুক খেতে আর	১১৫	তুমি যা ও যাবে যাও	৬১১
তাম্রকূট মাহাত্ম্য	২৭৩	তুমি যা কর তা কর-হরি	১৯
তাঁরা এই কি পরিণাম	৫১৫	তুমি যে স্বরের আগুন	৩৯৫
তারা কাঁদালি এবার	২৩৯	তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা	৪৪৩
তারা তারা তারা বলে	৫৭১	তুমি হৃদয় মাঝে রয়েছ	৩৬৮
তারা পদ ভাবনা	১৬৬	তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর	২৫৭
তারে কোথায় গেলে	৪৮৯	তোমরা ও আমরা	৪৯
তারে দেখবি যদি	৪২৩	তোমরা বল ছাড় ছাড়	৬৮
তারে ভোলা হলো এ কি	৮০	তোমা বিনা এ জগতে	৫৯২
তীর্থবাসী হওয়া মিছে	১১০	তোমায় কি দিয়ে তুষিলে	১১
তুই ভিখারী কি রাজার	১৮৬	তোমায় দেখিবার আশা	৫৪৮
তুমি আমারি তুমি	৭০৪	তোমায় শুধু দেখবো	৩১০
তুমি একলা ঘরে বসে	৪০৬	তোমারই গৃহে পানিত স্নেহে	৫
তুমি এস হে এস হে	১০৪	তোমারই বিরহে সইরে	৩৮৮

রেকর্ড ।	পৃষ্ঠা ।	রেকর্ড ।	পৃষ্ঠা
কোনারেই ভাল বেসেছি	৭০৭	দিন তো যায় মা	৪২০
তোমার চরণ কমল	৩১৬	দিন ফুঃল সমঝে চল	৫২২
তোমার ভাল তোমাতে	৫২৪	দিনে ছুপূরে আলোকে	৭৭
তোমার মোহন বাঁশী	৫৮৩	দিবানিশি ডাকি তাই	৪৬৭
তোমারি চরণে কেমনে	৪৬৪	দিবানিশি তারা বলে	৪৭৩
তোমারি মধুর প্রেম	৫৮৪	দীনতারিণী তারা	৫১৩
তোমারি রাগিণী	২২২	দীনতারিণী তারা দীন	৫৭৮
তোর আপন জ্বনে ছাড়বে	২০	দীনতারিণী বলে মা	৫৭৫
তোর আসামী নইরে শমন	১১১	দীনদয়াময়ী তারা	৫১২
তোর সিন্ধুর সিদূর	৪৭৪	দীন ছনিয়া কো মালিক	৫৬৩
তোরা কে জামাই দেখবি	৫৮০	দীনবন্ধু করুণাসিকু	২২
তোরা কে পারে যাবি	৫৬১	তুই হৃদয়ের নদী	২২৫
তোরা সত্যি করে সত্যি	৪০২	তুঃখ না পেলে তুঃখহরা	৩১১
থেকে থেকে কে যেন	১২৩	তুঃখের বেশে এসেছ বলে	৫৮৪
দয়াময় দয়া করিয়া	৫৩৮	তুর্গা নাম মহামন্ত্র	৩১৭
দয়াল তোমার আশার	৫২৪	তুর্গে ত্রিনয়নী চতুর্কে মা	১৩২
দাও সাড়া দাও, কও কথ্য	২৭	তুস্তরে নিস্তার না দেখি	৪৬১
দাঁড়িয়ে আছ তুমি	৩২৬	তুঃখ দেছ যদি	১১১
দিওনা আর মরম বেদনা	৩২	দূর হয়ে যা তুই ছোড়া	৬০২
দিও না দিও না ব্যথা	১৩৪	দূরে কোথায় দূরে	৪২৬
দিন চলে যাবে	৭০৮	দেখ গিরি রাণী	২৫
দিন থাকিতে শ্রামা তোকে	১৭	দেখ দেখ মধ্যম পাণ্ডব	৬১৮

রেকর্ড	পৃষ্ঠা ।	রেকর্ড	পৃষ্ঠা ।
দেখ রে নয়ম মন	২৩৯	ধিনতা ধিনা পাকা নোনা	৫২৩
দেখলে তোর চুলোচুলি	৫৩৩	ধীরে তীরে কর পার	৭৯
দেখ লো সৃজনী	৫৬৯	নগর সঙ্কীর্্তন	২৪৯
দেখ সখি বসন্ত রায়	১৪৪	নজরা দিল বাহার	২২৩
দেখা কেন দাঙ না সখা	১	নতুন রাধুণী হয়েছি	৭৬
দেখা দিয়ে কোথায় লুকালি	৫১১	নন্দ-কুল-চন্দ্রমা	১৪৬
দেখা পেলাম ফকতনে	৪৩৫	নবকুমার ও মতিবিবি	৬৫৮
দেখায়ে বাঙ এ অখীনে	২৪৮	নবঘন শ্রাম মৃগতী মনোহর	১২
দেখা হবে ছাঁতনাতলার	১০	নব জলধর পিতাম্বর শ্রাম	১৮
দেখে এলাম তারে সখি	৫৫	নবমী নিশি অগ্নি	৫৪৬
দেখেছি রূপসাগরে	১১২	নবমী নিশি পোচাল	৪৬০
দেখে যা দেখে যা দেখে যা	৭১৩	নবযুগের পিতৃভক্তি	২৮৪
দে দে আমাদের ত্রজের	১৫৩	নব্যা জ্ঞী	৭০৮
দেলো সখি দে পরাইয়ে	৭১৪	নবীন যৌবনে কত আশা	৪২০
দেশ দেশ নন্দিত করি	৩৯১	নয়ন গলিয়ে যায়	৬৮
দোকাননী তাই দোকান	৫৩৫	নয়ন চাহিছে হেরিতে	৭১১
ধর ধর জালা পর পলে	৭০৬	নয়ন মুদিয়ে কেন মা অভয়ে	৫৯
ধর ধর হে সখা প্রণয়হার	১৬২	নয়নে নয়নে চকিত চাহনী	১৪০
ধর যা আছে আমার	১৮৯	নয়নে নয়নে যবে হ'ল	১৬৪
ধর হে বারিদ মিনতি মোর	১০৬	নয়নেরই ধুমঘোর মুছে	৪৯৮
ধিক্ ধিক্ জেবেরে নির্ভর	১৫২	নরেন্দ্র ও হেমলতা	৬৪১
ধিক্ ধিক্ জেবেরে	১৪৮	নাইয়ে বেলা নাথলো	৭০৫

রেকর্ড।	পৃষ্ঠা	রেকর্ড।	পৃষ্ঠা
নাগরী লো নাগর ধরা	১৮৭	নৃপতি হুখ বাহু যদি	১৫৪
নাচ দেখি মা কালী	৫৭৮	নেবে আয় শ্রাম নেবে	২৪০
নাচবি যদি আয় মা শ্রামা	৫১৬	ত্যাংটা মেয়ে আছে কোন্	৫৮১
নাচিয়ে নাচিয়ে একবার	২২২	পতিত পাবন এ পাতকী	৪৮৩
নারী হব আমি এবার মলে	৫৪৫	পতিতোদ্ধারিণী গায়ে	২৩২
নিজে না বুঝিলে পরে	১১৮	পথ ভোলা এক পরিষ্কার	৪২৪
নিষ্ঠুর হরি বংশীধারী	৫১৫	পথে যেতে যেতে বাঁশী	১০৭
নিভাস্ত আপন জ্বরে	৪৭০	পথের কথা বলে কোম্পে কে	১৫৭
নিভাস্ত আমারি তবু	১০২	পথের মাঝে এত কাঁটা	১৯২
নিভাস্ত না রইতে পেরে	১৭০	পর সনে প্রেম করা ঘটে	৪৪৮
নিদ নাহি আঁখি পাতে	১৪২	পরায় ভাঙ্গিয়া গেছে	১৮৩
নিপট নিষ্ঠুর শ্রাম নটবর	৫৩০	পল্লিরাণী	৫৭৩
নিমেয়ের দেখা যদি	৯৮	পাই যেন মা শেষের দিনে	৪৪০
নিশি গেল পোহাইয়ে	৫৫০	পাঁটা	৪১৭
নিশিদিন তোমায়	৪৭৬	পাঁটা খেতে কেন পাই না	৫৪২
নিশি যে পোহায়ে যায়	৪৭২	পাখি এই যে গাহিলি	৩৬৩
নিশীথ শয়নে ভেবে রাখি	৪৬৬	পাখি তুই চূপ করে আঁজ	১৪৭
নীলব ভারতে কেন	১৪১	পাঠশালা	২৫৯
নীল আকাশে অসীম	৪৮২	পাতকী বজিয়ে কি গো	৪৬২
নীল আকাশে কিরণ হাসে	১৭৯	পাপ সাগরে ডুবিয়ে	৫১৭
নীলবরণা যমুনাধাইছে	৪৬৭	পাপিয়া ধরিল তখন	৭১২
নৃতন বিজ্ঞানবর	২৭১	পাবনা জেলার মাকিরগান	৫৮৯



রেকর্ড ।	পৃষ্ঠা ।	রেকর্ড ।	পৃষ্ঠা ।
পাল্‌কী বেহারার বিরহ	২৫৬	প্রিয়া বিনে হিয়া মোর	১৪৫
পিতাপুত্রের বগড়া	৫৫৮	প্রেম যে মাথা বিষে ...	১০২
পিন্ধা বিনা আর কিছুই	২৪৭	প্রেম পূজা আজি সাক্ষ	২১
পুঁথির বিধান যাক পুড়ে	৪০৮	প্রেমে জল হয়ে যাও গলে	৫৭২
পূজব কত মাটির প্রতিমা	৪৯০	প্রেমের কথা পরের কাছে	১৭২
পূজার কৌৎকা	২১০	ফাঁকি দিয়ে প্রাণ নিয়ে	৬০
পূর্ণ হৃদয় মোর ছিল গো	১৮১	ফিৎনে লও মা তোমার	৫০৩
পেয়েছিলে যাহা রেখেছিলে	২৮	ফুলের মালায় ঝাঞ্জবে ভাল	৭২
পোড়ারমুখী কলকিনী রাই	৫৩০	ফোটা ফুলের মত তোর	৬০৬
পৌরোহিত্য ...	৬১৩	বঁধুর নাগাল আর পেলেম	৩৬৩
প্রত্যাগমন	২৫০	বউ কথা কও না	৫১২
প্রবীর ও মদনমঞ্জরী	৬৬৩	বউ কাটকি শ্বাশুড়ী	২১৭
প্রভাত সমরে আকুল হৃদয়ে	৪৭৫	বউ বড় মিষ্টি ...	৪১৬
প্রভাতে যারে নন্দে পাখী	৭৭	বউ বাজাই ...	২১৩
প্রমোত্তর	৫২১	বন্ধ আমার জননী আমার	২২৬
প্রসন্নকুমার ও পার্বতী	৬৬৭	বন্ধমাতার বীরতনয়	৩৩৫
প্রাণ আর বাঁচে কেমনে	৭৯	বড় আদিরের ধন কুসুমরতন	২২
প্রাণ কেড়ে নে দেখ গো	৬০৬	বড় আশা ছিল ...	৫৫৬
প্রাণে ব্যথা দিয়ে যেও না	১৪	বড় নেশায় পড়েছি	১১০
প্রাণের আধার কোথা	১২১	বড় ভালবাসি ...	৫২৬
প্রাণেশ্বর বদন তুলে দেখ	৬০০	বন্দে মাতরম ...	৩২০
প্রিয়তম কত সব বিরহ	১৬২	বরষা আইল ঐ ঘনঘোর	১৭৯

রেকর্ড ।	পৃষ্ঠা ।	রেকর্ড ।	পৃষ্ঠা ।
বরের বাপের শ্রদ্ধা	২০৬	বাদল মেঘে মাদল বাজে	৩২৪
বলজী, খিজির খা, দেবলা	৪৪৮	বাবু সাজ মন ...	২২৪
বল তারে ভুলি কেমনে	১৮৮	বামে ল'য়ে রাইক্ষিশোরী	২২২
বল দেখি ভাই শিবের	৪২৯	বারি ঝরে ঝর ঝর	১৬০
বল বল বল সবে ...	৩৯৮	বারে বারে ডাকি তোমাঘ	২৪৭
ব'লো গো আমার কথা	৫১৪	বাসনা ছিল মা মনে	২৪২
বলো গো তারে সই	১১৪	বাসিবে না যদি ভাল	৪২১
বদিয়া বিজন বনে	১৭৬	বাহারে পয়সা ...	২০৮
বহুদিন পরে ...	১৪৬	বিচ্ছেদের এত দুঃখ	১২৫
বহুদূর হতে এসেছি আমি	৬২	বিড়াল ...	২১৬
বাঁধ না তরীখানি	৪	বিদেশী বঁধু বিদেশিনী চায়	১৮৭
বাঁধ মা বাঁধ মা ...	৭১	বিধি যা লিখে ললাটে	৫১০
বাঁধি যত মন	১৭৭	বিধি বার কন্ঠে	৫৫৭
বাঁধিয়ে কি দিয়ে ...	৫৮	বিফল জনম সমান স্বপন	২৩৬
বাঁশী শুনে আকুল পরাণ	৫১৭	বিবাহ ( ছাদনাতলা )	২৬৪
বাকাল বৈষ্ণবীর গান	৫২০	বিবাহ ( বাসরঘর )	২৬৬
বাকালী পল্টনের শিবির		বিমল আনন্দে জাগ রে	৫৭৬
দৃশ্য	৩৩৪	বিমলা ও পরাশর	৩৫৩
বাজাওয়ে চিকণকাল	৬০	বিমুখী ভাবং ...	১৫৬
বাজে মুরলী মধুর তানে	৫৮৮	বিলিয়ে দিছিস পেটের	১৮৬
বাজে শ্রামের মোহন বেণু	৬২	বিশ্বরাজ হে কেন ডাক	৮৫
বাদল বাউল বাস্ফায় রে	৪০২	বিশ্বেশ্বর মহিম ও সন্ন্যাস	৬৪৬

রেকর্ড ।	পৃষ্ঠা ।	রেকর্ড ।	পৃষ্ঠা ।
বিষ্ণুৎবারের বারবেলা	৩০৭	ভালবাসি যারে সে যদি	৪৭৬
বুঝি তাই এসেছে	৫৩	ভালবাসি হরি যেই মনে	৪৮৩
বুঝিতে পারি না তারা	২৪	ভালবাসে কি না বাসে	১৪
বুড়ি তুই গাঁজাড় ঘোগার	৩০২	ভালবেসে কান্দাইলে	৭০
বুদ্ধ পয়গম্বর আল্লা মহেশ্বর	৩৪২	ভাল ভাল বঁধু সেজেছ	৪৪
বৃথা দিন গেল ...	৫৮০	ভাল যদি বাস কেউ	৩৭
বেণু বাজে না তাই	৫৫৪	ভাল যদি বাস হে সখা	৬৪
ব্যাই ব্যান ...	৬০৫	ভাসিয়ে ছুঃখ পাথারে	২৪০
ব্রহ্ম চল ব্রহ্মেশ্বর	১৫২	ভুবন মোহন বেশে কে	৫২৭
ভবের খেলা সাক্ষ হবে	২২১	ভুলিতে বলো না সখি	১৬৩
ভান্নলো না তোরা মায়া	৫৩৫	ভুলিতে বসেছি বঁধু	৩৭
ভাতায় কেমন মিষ্টি	৭৪	ভুলিস্ নে ভুলিস্ নে	৪৫৬
ভারছ কি বসে সুষের	৫০২	ভৃঙ্গসেন ও নাগরিক	৩৮১
ভারতবর্ষ ...	৩৫৬	ভেঙ্গে গেছে মোর	১৩১
ভাল আপদ হাড় জ্বালালে	৩৩৭	ভেঙ্গে দাও, ভেঙ্গে দাও	১২৩
ভাল খেলা খেলিলে তারা	৫৪১	ভেঙ্গে মোর ঘরের চাবি	৪০৭
ভাল খেলা খেলিলে বনমালী	৪২	ভেদ বিচার কিছু নাহি	৪০৫
ভাল ছিলাম জননী গো	৫০২	ভেবে দেখ মন, কত তোরে	৬৭০
ভাল বাসা বল কারে কয়	১০৪	ভোজপুরী ভিখারীর গান	২৭৫
ভাল বাসিতাম ..	৮২	ভোমরা আমি ফুলবাগানে	২৩৫
ভাল বাগি দুটি কথা	৪৮০	ভোরের বাতাস ধীরে	৫২৬
ভাল বাসি বলে কি রে	২৯	ভোরের বেলায় কখন	৪২৫

রেকর্ড ।	পৃষ্ঠা	রেকর্ড ।	পৃষ্ঠা ।
মষ্টির ফুটবল কাইন্টাল		মরমে মরমযাতনা	৪৫২
দর্শন	৩১	মরমে মরিয়ে আছি	৪১
মথরাবাসিনী, মধুরহাসিনী	২০	মরি কি শোভে আজি	৩১৫
মধুরপুর-নাগরী	১৪৯	মরির মরিব সপি	১৪৫
মধুর মধুর তান	২১৭	মলয় আসিয়া বলে গেছে	৫০০
মন কালী জপ কালী জপ	১১২	মা আমাদের পাগলিনী	৫৭৯
মন চুরি যে করেছে	১৯৮	মা আমার কি এমন দিন	১২৯
মন বিনা অনুভূতি	৪১৩	মা আমার বড় ভয়	৫৬৬
মন মজিল সখি'রে	৫২৮	মা এবার বাজী ভোর	১০১
মন যে নিল	১১৭	মা কবে আসবে আবার	৩৬
মন রে বাসনা যদি গাবে	৫৭৭	মাখন দিয়ে খাবি কি লো	৭৫
মনে কত ভালবাসা	১০২	মা গো আমার এই ভাবনা	৫৬৭
মনেব সাধে শিবের হৃদে	১৬	মাগো আমার সকলই	১৭৫
মনেই বাসনা স্নান	৫২৫	মা গো চিন্তে কি পারনি	৭০
মনের বাসনা হরি	৯৮	মা জাগাও যদি তবে	৫৮২
মনে হ'ল এত দিনে	২৭৬	মাঝে মাঝে তব দেখা	১২১
মম মানস মাধবী কুঞ্জে	৫০২	মাণিকপীঠের গান	৫৬১
মম স্তন্যদায় যে দিনে	৫৩৩	মা তোমার এ কোন দেশী	১২০
মরতে ইচ্ছা নাই	৪১৪	মা তোমার কি এতদিনে	৪৮৪
মরম জালা কত সহি	৫১২	মা তোমার মায়া বিভূতি	১৭৫
মরমব্যথা কব লো কারে	৬৪	মা তোর রক্ত দেখে	৫০৪
মরমে মরম ব্যথা	৬০২	মা তোরে আর জাকিব না	৪৭

রেকর্ড ।	পৃষ্ঠা ।	রেকর্ড ।	পৃষ্ঠা ।
মা বলে কাঁদিলে শিশু	২৪১	যদি আসে তবে কেন	৩১
মা বলে ডাকিলে তোমায়	৫০৫	যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার	৫৩৮
মা বলে ডাকিস্ না রে মন	৫৬৭	যদি এক বিন্দু প্রেম পাই	৫০৫
মামা বলে আর কতকাল	৪৯৬	যদি ডাকের মত পরিতাম	৮৬
মা মা বলে আর ডাকব না	১৯১	যদি তারে নাই চিনি গো	১৭০
মায়া জ্বলে ঘেরা হ'য়ে	২১৭	যদি তোর ডাক শুনে	৩৯১
মায়ের ঘরের শুধু ভাত	৪০৪	যদি দয়া করে এ দীনের	৪৯০
মায়ের চরণ তলে ঠাই লব	১০৯	যদি পরাণে না জাগে	৬১
মায়ের পূজা বারমাস	৪৯৮	যদি বারণ কর তবে	২৫১
মায়ের মৃতি গড়াতে চাই	৫৪৪	যদি মরমে লুকায়ে রবে	৪২২
মা যার আনন্দময়ী	২২৬	যদি যাব রে ভব পারে	২৪৪
মিছায় আসিলাম কি কাজ	৪৮৩	যবে মা জাহ্নবি তব	৫০৮
মিছে কাজে ঘুরসনে মন	৫৫৫	যমুনাই কূলে সখি	৮৩
মিলনের গাতি গাহিব	১৭৭	যমুনে এই কি তুমি	১৮
মুখটি আমার বুকে নেই	৭৫	যাই একটু ঘুরে আসি	১৩৩
মুড়িমাছাওয়া	২৯৫	যাও শঠ লম্পট	৯৫
মুরলী তানে হল প্রাণ	৪৮২	যাও হে আমার কুঞ্জ	৫৫০
মেঘের পরে মেঘ জমেছে	৩০৪	যাকে তাকে কারুকে	১৩১
মোহ-মদিরায় বিভোর	৪১০	যা থাকে কপালে তোরা	৪৩৪
ম্যালেরিয়া	৪১৯	যাব কি না যাব গো জলে	৮১
যত দিন যায় তত কাজ	৪৬৩	যাবত জীবন রবে	৬৬
যতনে যাতনা বাড়ে	১৯৫	যাব সহি আনতে বারি	১৯১

রেকর্ড	পৃষ্ঠা	রেকর্ড	পৃষ্ঠা
যাবে কি জীবন শ্রামা	৫১৩	রয়েছ জাগিয়া ঘেন	১৯৩
যাবে কি হে দিন আমার	১০১	রাই অনাদর হোরি	৮৫
যারে না দেখে প্রাণটা	৩৬৪	রাই ধৈর্য্যং রহ ধৈর্য্যং	১৪৯
যামিনী না যেতে জাগালে	৩০৪	রাগ ক'রো না প্রেমময়ী	৬১০
যামিনীর শেষে ঘুমের	৭০০	রাঙ্গা জবা কে দিল তোর	৩০৭
যা যা করণাময়ী	৭৮	রাণি এই লও তোমার	৩১৬
যার তরে আঁখি ঝরে	১৭০	রাধে তোর তরে ছল করে	৮
যাস্নে লো সহিষ্ট বনে	৫৭৯	রাম রহিম না জুদা করে	২০২
যুদ্ধের বাজনা	২৫১	রিজিয়া ও বীরেন্দ্র সিং	৬৫৪
যেতে হবে যেতে হবে	৩৩৬	রূপে যার মন মজেছে	৭২
যে দিকে তাকাই কুল	৪৬৯	রোগীর বন্ধু	৬৮৭
যে বলে সে বলুক কাল	১৬৪	লক্ষ্মণ সেন ও সুষেণ	৬৪৪
যেমন আছ তেমনি থাক	৫৭৭	লম্পট নিষ্ঠুর বালা	৫১৬
যেমন শ্রামা তেমনি শ্রাম	৬০০	লোক লোকাচার	৪৯৫
যে মনেতে মন নিলে	৫১৬	লোকা ধোবার যাত্রা	৬১৩
যে যাতনা যতনে	৫৭১	লুচি	৪১৮
যেয়ো না যেয়োনা ব্রজেরি	১০৯	লোহারই বাঁধনে বেঁধেছ	৪৬২
যোগেশ ও জ্ঞানদা	৬৭০	শমন শকট নিকট জননী	৫০৯
ঐক্যবরণা ত্রিনয়না তুমি	২৫৮	শরণ তেরো আয় যাতঃ	১১১
রতন দেখিয়ে অবাধ হয়ে	৫৬১	শাউড়ীতে মেরেছে, ঠোনা	৭৬
রমেশ ও সুরেশ	৬৪৮	শায়দ সপ্তমী উষা	৫৬৮
রসিক নাগর বিষহে কাতর	৮৪	শিবের বুকে থেকে	৪৮১

রেকর্ড	পৃষ্ঠা	রেকর্ড	পৃষ্ঠা
শিশুবলিদানোত্তর রাজগুরু,		সই কার বাঁশী বল	৩৬৬
রাজা ও রাণী	৩৫৮	সই কেবা শুনাইল	১২৬
শুধু চোখের দেখায়	৫১২	সই কেমনে ধরিব হিয়া	৫৪
শুধু তোমার বাণী নয় হে	৩২৭	সই রে তারি রূপ মনে	১১৮
শুধু ছ'দিনেরই খেলা	১৩৮	সকলই সাঁপিছু জীবনে	৪৬৪
শুধু দেখে যাব একবার	১৬৫	সকল দুয়ার হইতে	১৪০
শুধু সে রেখে গেছে	২৫	সকল ব্যথার ব্যথী আমি	১৫
শুন ওলে বনি	৫৬	সকল রকমে কাঙ্ক্ষাল	৪৮৭
শেষের সে দিন মন	৪৬০	সকাল বেলা বাদল	১৬১
শোন রে উপায় তোরে	৪২৪	সখি আমার হইল কি	১৮৭
শান্তী কীটাকি বউ	২১৮	সখি আজিও তারে	৫১০
শ্রাশান-দৃশ	৬৬১	সখি কই সে কালশী	৫১৮
শ্রাশানে কেন মা	৪৫৭	সখি কেবা শুনাইল	৩৩
শ্রাম তুমি বাঁকা	১৫	সখি গো ও সে চলে যায়	১১৫
শ্রাম মনে কি পড়ে গো	১২	সখি বলে এলে কি হে	২৪
শ্রাম রসিক রে	৫৯৫	সখি রে মরমে পরশে	১২৮
শ্রাম রাখি কি কুল রাখি	১১৮	সখি স্নেহজল চখে	১৮১
শ্রামা কি আছে আমার	২৪	সখি হবি কি আমার বর	২৬
শ্রামা জগদাশ্রয়ী	৯৩	সজনি সজনি রাখিকা লো	৪২৬
শ্রামের বাঁশের বাঁশী	১৩০	সজল ললদাঙ্গ	২২৬
শ্রাম সুন্দর রূপ মনোহর	৭০১	সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি	২৩১
ও বির্মলা	৩৫২	সদা কালী কালী বল মন	১২৯

রেকর্ড ।	।।	রকর্ড ।	পৃষ্ঠা ।
সন্ধির প্রস্তাবে ভীমের		সার্থক জনম আমার	৩২২
ক্রোধ	৩৬৬	সীতারাম বল মোর মন	৬১২
সন্ধ্যা হ'ল গো	৫৯৬	সীতারাম ভঞ্জন।	৫২৯
সরল মনে সরল প্রাণে	৭০	সুখনিশি পোহায়েছে	১৮২
সর সর সুন্দর শ্রাম	১০৭	সুখের বাসনা কর	৫০৮
সহচরী ও হারাণ	৬৫১	সুন্দর এ দেহ একদিন	৫৫৪
সহে না আর এ যাতনা	১২২	সুন্দর লالا শচীছালা	৪১১
সংসারেতে এসে বিদেশীর	৫৭০	সুন্দরী রাধে আঙুয়ে বনি	৮৮
সংসারে সং সাজিয়ে মা	২৪৩	সূর্যগ্রহণ	২৭৬
সাজের বৈল্যেতে কে	৫৩০	সূর্য্যসিংহ! কোন্‌প্রয়োজনে	৬২২
সাগরকূলে বসিয়া বিরলে	৬৮	সেথা আমি কি গাহিব	১২৭
সাধন করণা চাইরে মত্তয়া	১১১	সে নাকি বড় সুন্দরী	৩৬৫
সাধ না মিটিল আশা না	৫৩২	সে নিষ্ঠুর কালাচাঁদে	৪৭৯
সাধে কি করুণাময়ী	১২৬	সে মধুর মুখ মনে পড়ে	৪২১
সাধে কি পড়েছে ভোলা	৫০০	সে মুখ কেন অহরহ মনে	১৩৬
সাধের সাগর জনমের মত	১৭৬	সে যে আমার কত আপন	৪৮
সাক্ষ্য সমীরে থরে থরে	৫২৭	সোহাগে মৃণাল ভুজে	৫৭৬
সারা জীবন ধরে উমা	৫৪৯	স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আদর	২০২
সারা নিশি আঁখিজলে	৫৩	স্নেহের সন্তানে কি দিয়েছ	৪৭৫
সারা সকালটি বসে বসে	৫৯	স্বপন আমার ভেঙ্গেছে	১৪৩
সারাটি জীবন ধরিয়া	৪৮৫	স্বপন যদি ভাঙিলে	৫৭৬
সারা বরষ দেখিনি মা	৫৩৪	স্বপনে তায়ে দেখেছিছ	৪৮



রেকর্ড	পৃষ্ঠা।	রেকর্ড	পৃষ্ঠা।
স্বপনে তাহারে কুড়ায়ে	৪৮২	হাওড়া ষ্টেশনে বাঙ্গালী	
স্বপনে দেখা দিয়ে ...	৪	পলটনকে বিদায় ...	৩৩৩
স্বামীর প্রতি স্ত্রীর সোহাগ	২০৩	হায় রে পয়সা ...	২০৭
হর হর হর বোম্ বম্ বম্	৫৯৮	হাসি কান্না	৩০০
হরি কত আর দেখাবে	৫৪৬	হাসিস কেন বল না কুসুম	২
হরি ঠাকুর কোন খানে	৫২০	হিন্দু মুসলমানের মিলন	৩৫৭
হরি তব পদে ...	৫৫৭	হিন্দু রমণী	৫৭২
হরি তোমা বিনা কেমনে	৫০৯	হুকারে আজি কে	৪১৯
হরি দেহি শ্রীচরণ ...	১২৭	হুজুর	২৮০
হরিনাম নিতে কভু	৬১১	হৃদয় আমার হারিয়েছে	৬৬
হরিরাজ শ্রীলেখাকে তাহার		হৃদয় আসন রেখেছি শূন্য	৪৭১
পিতার ছবি দেখাইতেছে	৬২৬	হৃদয় রাসমন্দিরে	৫৭০
হরি ব'লে ডাক রসনা	৯৯	হৃদয়ে তোমারে রাখিব	৪২৪
হরি হর হের মানস	৬৯০	হৃদে বাঁধিয়া কেন নয়নজল	৪৭২
হরি হে আপনি নাচ	৫০৮	হের সখা গভীর মেঘদল	১০৬
হরি হে কেমনে চিনিব	৫৬৬	হেলে ছলে নেচে চলে	৭১

# জোনোফোন রেকর্ডের সূচীপত্র

## বর্ণমালানুসারে

রেকর্ড	পৃষ্ঠা	রেকর্ড	পৃষ্ঠা
আকাশে ঢেউ লেগেছে	৭১৯	কার কথায় করেছ	৭৪৪
আজি এসেছি, আজি	৭২১	কবে তুমিত এ মরু	৭২১
আমার সাতের চন্ননা	৭২১	কি মধুর স্বরে	৭২৩
আমার মিন্‌সে যদি	৭২৩	কালু সে বিনোদ	৭২৯
আমার দেহে যদি	৭২৬	কি করিলি অবোধ বালিকা	
আমার আহ্বানে প্রাণ	৭৩১	( পৃথ্বীরাজ )	৭৫১
আমার জন্মভূমি	৭৩৩	কেলো ও হারিণী (ইন্দিরা)	৭৪১
আহা কিবা মানিয়েছে	৭৪৫	ঘোষের দহি নিবি গো	৭৩২
আমি নিশি নিশি	৭২৪	জননী আশীর্বাদ করুন	
আমি বেচি পানের	৭৩২	( পূর্ণচন্দ্র )	৭৫৮
আসি বলে সে	৭২৬	তিন তিনবার আক্রমণ	
ইলশা মাছের মুড়াখানি	৭৬৩	( পদ্মিনী )	৭৩৪
একবার শ্রাম নাচ	৭২৭	তুমি কে গা ( ভাস্তি )	৭৫৪
এ পোড়া ভাগ্যে	৭৭৪	তোমায় চিনি গো	৭২৮
ওরে মন চল করি	৭৬২	তোৎলা পুরোহিত ও কালা	
ও বৌ কওনা	৭৪৫	যজ্ঞমান	৭৭৩
ওগো অতিথি ঠাকুর		হরন্ত সন্তানে কি মা	৭৪৭
( বিষ্ণুদল )	৭৪৮	দেহি দেবি দরশন	৭৪৭

রেকর্ড	পৃষ্ঠা	রেকর্ড	পৃষ্ঠা
পাগল কয়িলে ওই	৭৬১	মাতিয়ে দে মা	৭২৫
প্রেমের কথা আর	৭৩০	মেয়ের খন্তরবাড়ী যাত্রা	৭৬৬
ফুটেছে কমল-কলি	৭৩১	হমুনে, এই কি তুমি	৭২৩
বন্ধু তোমার গরবে	৭২৫	যামিনী যে যায় হায়	৭১৯
বনে বনে চুড়ি রে	৭১৯	রূপ দেখে ভালবাস	৭৩০
বাজাল জমিদারের নিকট		লয়লা কি খেলা	৭২০
দুর্গোৎসবের ফর্দ পেশ	৭৭০	শুন সবে কলিকালের	৭৪৬
বিজয়বসন্ত	৭৩৭	গংসারে চায় গৃহলক্ষ্মী	৭৬৪
বুঝি বৌ কয়নি কথা	৭২৩	সে যে পাশে এসে	৭২০
ভাগ্নে আমার বাজায়	৭৬২	হরি হে আমার	৭১৮
ভিখারীর চালাকী	৭৬৮	হরে চাকর ও কীরি বি	
'মা মা' রবে মন	৭২৬	ভ্রমর	৭৩৯

# গ্রামোফোন রেকর্ড সংগীত ।

মিস আনোদিনী

পি ৫৭১১

সিদ্ধু খান্সাজ ।

আর কিগে। বাজিবে না মরমেরি বীণা মোর ।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া আরো কত নিশি হ'বে ভোর ॥

এ জীবনের যত অশা,                      প্রাণ ভরা ভালবাসা

সকলই ত ফুরায়েছে আছে শুধু স্মৃতি-ডোর ॥

গজল ।

বুঝবনে সাজের বেলায়, রাধা রাধা বলে কে বাঁশি বাজায় ।

আসিব না ব'লে                      গিয়েছিলে চ'লে

আবার কেন দুঃখ দিতে গো আসিলে

দাশীর তানে উহ মরি মুরি,      কি করি কি করি প্রাণ যে

যায় হায় ॥

পি ৫৮১৩

ঝিকিট মিশ্র ।

দেখা কেন দেওনা সখা,

একা থাকি কেমন করে;

## রেকর্ড সঙ্গীত ।

না দেখিলে প্রাণে মরি,  
প্রাণ যে কেমন করে ।  
তুলসী কুসুম লয়ে করে,  
আছি সখা দাঁড়াইয়ে,  
তুমি এলে তোমার পায়ে  
সাজিয়ে দেব থরে থরে ;  
মজেছি হে তোমার প্রেমে,  
পড়েছি বাঁধা চরণে,  
কালচাঁদ নিজগুণে রেখে মোরে শ্রীচর:

## সিদ্ধু খান্সাজ ।

হাসিস্ কেন বল্‌না কুসুম,  
প্রাণ ভোলান মুখটি তুলে ।  
মুখে লুকিয়ে রাখিস মধু  
বল্‌না কারে দিবি বলে ।  
দীরে ধীরে ধীর সমীরে  
কি কথা তুই বলিস্ কারে ;  
বলনা কে তোরা আছে আপন,  
ভাল বাসিস্ হৃদয় খুলে ।

---

রেকর্ড সংহীত ।

পি ৬২০০

কেদারা (কমিক)

কত করে বাছিয়া                      যতনেতে রাঁধিয়া,  
রাখিলু সাজায়ে সখা, খাইবে বলিয়া ।        •

ডিম ভাজা দম ভাতে,                      ঝালে ঝোলে অম্বলেতে,  
আসি বলে, কই এলে, সেই গেলে চলিয়া ॥

অনেক হয়েছে রাত্রি—এস প্রিয়ে মাথা ঝাঙ,

জ্ঞানমুখী নিশাবাতি—আছি বসে দেখা দাও,

কিনে ইলিশ খেলে না'ক, মলে দুঃখ যাবে না'কো,

এ' পোড়া বরাতে নিলে, বেড়ালে তা তুলিয়া ॥

नाम्ब्रा ।

আড়াল থেকে উকি ঝুকি, মারবে। কত আর ।

সামনে আসি' শুনি বাঁশী হ'বে যা হ'বার ( আমার

লোক ভয় থাকে যথা, প্রেমটা তথা মুখের কথা,

প্রাণে যদি লাগ লো ব্যথা, ছুটলো নেশার তা'র ।

যদি প্রাণ প্রেমের তুরে, সপে থাকি শ্রামের করে,

ভাববো তবে কিসের তরে, ঠ'কবো বারে বার ।

পি ৬৪১১

বিষিট ।

কত মরমের কথা রেখেছি যাপিনা,

କହିବ ତୋଝାରେ ବଳିଯା ଗୋ ।

কত বরসের পরে পেয়েছি আজিকে  
যেওনা যেওনা চলিয়া গো ॥

কত শারদ সন্ধ্যায় মধু জোছনায়  
কাঁদিয়াছি নখা কাঁজালিনী প্রায়  
কত হা হতাশ দীবঘ নিঃশ্বাস  
রয়েছে হৃদয়ে মিশিয়া গো ॥

### মিস্ নন্দরাণী

পি ৬৪১১

বেহাগ মিশ্র ।

স্বপনে দেখা দিয়ে মরমে দিয়ে ব্যথা  
বিষাদ ঢেলে প্রাণে চলিয়ে গেছ গো ।  
স্বপনে কয়ে কথা আমার কানে কানে,  
নিমেষে মিলাইল কে জানে কিসে গো  
পুরাণ কত স্মৃতি জাগায়ে মৃত প্রাণে,  
কাঁদিল কাঁদাইল ধরিয়ে চরণে—  
স্বপ্তি ভেঙ্গে গেল মরম ছিড়ে গেল,  
কেমনে পাব সেই স্বপন ফিরেগো ॥

### মিস্ আব্দুল্লাহ

৪৭২১

ছায়াবর্ত ।

বাধ না তরীখানি আমার এই নদীকূলে ।

একা যে দাঁড়ায়ে আছি লহনা আমারে তুলে ।

## রেকর্ড সঙ্গীত ।

কোথা হ'তে আস তুমি বাহিয়ে তরণীখানি,  
মুখপানে চেয়ে চেয়ে কোথা যাও নাহি জানি,  
যখন হেরেছি, মন সপেছি তোমারে ভুলে ।  
সাজায়ে এনেছি ডালা রেখেছি এই নদীতটে,  
শুনেছি তোমারি গান রাগিনী সেই ছায়ানটে,  
যাবে যাও চ'লে তুমি থেকোনা আমারে ভুলে ॥

## ভাটিয়ালি ।

কালো তোর তরে কদমতলায় চেয়ে থাকি ।  
কভু পথ পানে কভু তমাল পানে,  
চেয়ে চেয়ে গেল আমার কাজল পরা জোড়া আঁখি  
কালো বাজে যখন তোমার বাঁশী,  
ঘরকন্না সব ভুলে যাই অগ্নি রে আসি ;  
আমার কেশ বাঁধা হয় না, গা ঘষা হয় না,  
আমাদের পা ঘষা হয় না, আরো হয়না কত কি ।  
( ও ছাই মনেওত পড়ে না )

কালো আমি তোমায় ভালবাসি ব'লে,  
তাঁই কি তুমি ধর করে ( ও আমার ) কাল বাঁশী ॥

তোমারই গৃহে পালিত স্নেহে  
তুমি ধন্য ধন্য হে ।



## রেকর্ড সঙ্গীত

আমার প্রাণ, তোমার দান,

তুমি ধন্য ধন্য হে ।

পিতার বক্ষে রেখেছ আমারে,

জনম দিয়েছ জননী ক্রোড়ে,

বেঁধেছ সখার প্রণয়ডোরে

তুমি ধন্য ধন্য হে ।

তোমার বিশাল বিপুল ভুবন,

করেছে আমার নয়ন লোভন,

নদী গিরি বন সরস শোভন,

তুমি ধন্য ধন্য হে ।

হৃদয় বাহিরে স্বদেশে বিদেশে,

যুগযুগান্তে নিমেষে নিমেষে,

জনমে মরণে শোকে আনন্দে

তুমি ধন্য ধন্য হে ।

খান্ধাজ ।

আমি গিয়াছিলাম যদি আনিতে কিছু দিয়া সব আজি এসেছি ।

মনের মাঝেতে কাহারে খুঁজিতে আপন হারায়ে ফেলেছি ॥

সেদিন উঠেছিল যেমতি জোছনা তাহারি বর্ণ হইল স্নান,

আমি নীরব নয়নে ক্ষুদ্র এ প্রাণে তাহারি মূরতি এঁকেছি ॥

প্রভাত কিরণে হাসিছে ধরণী ধীরে ধীরে চ'লে যায়,

আমি নিঃশব্দে বিশ্ব হারায়ে তখন পড়িলাম লুটায় তাহারি পায় ॥

তারি মুখচ্ছবি রাখি শরণে স্তব্ধ রজনী শয়নে,  
আমি নিমেষে তাহারে দেখেছি ভাল নিমেষে প্রাণ দিয়েছি ॥

---

পি ৫১৮৫

ঝিঝিট খান্ধাজ ।

আমি কত আশা ক'রে তোমারি ছুয়ারে ভিখারির রোশে এসেছি ॥  
খোল দ্বার খোল, তোল মুগ তোল, দেখ দেখ কত কৈদেছি ॥  
কি আছে আমার জান না কি তুমি, পথে পথে কেন কৈদে  
বেড়াই আনি.

না ছিল আমার সকলি এবার বুঝি বা হারাতে বসেছি ।

• কানাড়া মিশ্র ।

আমাদের, আমার বলিতে কে আর, যারা ছিল তারা গিয়েছে ।  
পাজ্ব ভেঙ্গেছে, ঝাঁজর হয়েছে, বাকি শুধু প্রাণ রয়েছে ।  
উদাস নয়নে চারিধারে চাই, আপন বলিতে পারেও না পাই,  
আপনার যারা ফেলে গেছে তারা, এ হৃদিশ্ম শান হয়েছে ।

---

পি ৫২৬২

পিলুবোরোয়া ।

চরণে কিসে হয়েছে অপরাধী ।  
বলে দাও মাথা খাও, আমি চরণে ধরিয়া সাধি ॥  
কৈদে কৈদে গেছে সারাটি জীবন, দাঁড়াও দাঁড়ও কেন চলে বাও,  
হয়োনা আমার স্থখে প্রতিবাদী ।

## ঝিঝিট খান্ধাজ ।

আমি স্বখাত সলিলে ডুবিয়া মরিলাম তাই প্রাণে বড় বাজে গো ।  
 নিজ হাতে গড়া খেলাঘর থানি লাগিল না কোন কাজে গো ।  
 এসেছ যদি হে এস আরো কাছে, দেখ এ হৃদয়ে কি জ্বালা রয়েছে,  
 কি যাতনা তুমি ত জান না, তাই মরি লোক লাজে গো ॥

পি ৫৩০৬

দাদরা ।

কে দিল তোমার গলে বনফুলের মালা ।  
 কোথা হ'তে পেলো তুমি ও চিকণ কালা ॥  
 যাও যাও বন্ধু এসনা কাছে, তোমার প্রেমেতে কাজ কি আছে,  
 তুমি আস, মান রাখি, কর কত ছলা ॥

।

কি গুণ বল কি গুণ জানে হরি হে তোমার বাঁশের বাঁশী ।  
 এই কি সাধনা তার কি মহিমা তোমার কেমনে ঢালে সে  
 অমিয় রাশি  
 পশিলে অবশে সে স্বর-লহরী, জানি না কেন যে সঙ্গিনা পাগরি,  
 কেন বা উঠে পরাণ শিহরি কে যেন মরমে পরালে ফাঁসি ॥

পি ৫৫২৪

ভাটিয়ালি ।

রাখে তোর তরে চল করে বাজাই বাঁশী ।  
 তোর মুখ পানে, চাহি আকুল প্রাণে  
 চেয়ে চেয়ে দেখি তোর সখা মাখা মধুর হাসি ॥

আমার সাধা বাঁশী রাধা রাধা বলে ডাকে তাই

সকলেই জাঙ্কন,

আমার গোষ্ঠে যাওয়া হয় না বেশ ভূষা হয় না,

সদাই কদমতলায় থাকি, কেউ মানাও ত করে না।

( রাধে ) প্রেমের গুরু তুমি আমার, আমি তোমার কাল শশী

তোরে বড় ভালবাসি ॥

পুরবী।

তুমি যা কর তা কর হরি

আমিত চলিলাম জলে,

বড় লজ্জা পাবে তুমি

দাসী তোমার লজ্জা পেলে,

জল আনিতে যাই ঘাটে যদি কোন বিঘ্ন ঘটে,

গলেতে ঘট বেঁধে ঘাটে ঝাপ দিব যমুনার জলে ॥

পি ৫৭১২

গৌরী মিশ্র

আমি হ'ব না তোমার বাধা।

শুধু পথে যেতে তব সরাইব বাধা ॥

কাছে কাছে রব বাধা।

হ'ব প্রথর আতপে ছায়া

শীতলিতে তব কায়া

পবনের পায়ে মেগে নেব সখা মন্দ মধুর হাওয়া।

বর্ষধারা মুছাব আঁচলে মিলাব চাঁদের সূখা ॥

## বেহাগ মিশ্র ।

দেখা হ'বে ছাঁদনা তলায়,

বলে গেল ইসারায় ।

ঘটা করে বর এসেছে চুপিসাড়ে দেখে পালায় ॥

বসে রব সভার মাঝে, হেথা আসা তার কি সাজে

লোকের কাছে পাছে লাজে যৌবন ভরে পড়ে যায়

ছি ছি কি আধিখ্যোতা . বোঝে না মরমের ব্যথ

না খেলে লাজের মাথা মন যোগান হ'বে দায় ॥

পি ৫৭৩২

খাম্বাজ মিশ্র ।

গোপিকা প্রাণধন গোঁকুল রঞ্জন কাঁচা মেরি প্রেগময়ী রাধা ।

তোমায় না হেরিলে বিরহে তত্ত্ব দহে এস হে হৃদয়ে কি আধা ॥

আয়নে সঁপিযে তোমায় দুঃখনলে দহে হৃদয় রাই নামে বাঁশী সাধা ।

যমুনা পুলিনে মধুর মুরলী তানে নিবারি প্রাণের প্রেম ক্ষুধা ॥

রঞ্জে রাখাল সনে দেখু চরাইলু বনে সঙ্গে লয়ে বলাই দাদা ।

তোমারি মানের দায়ে ধরেছিছু ছুটি পায়ে মাথায় বহেছি

নন্দের রাধা

পরজ ।

কে বলে শ্রাম তোমায় কারো,

যে যা বলে বলুক লোকে কালই আমার ভাল ।

কাল বলে যে যে লোকে, দেখুক তারা আমার চোখে,

দেখবে তাঁদের কিরণ মাথা ভুবন ভরা আলো ॥

৫৮৪১

সাহানা ।

দুঃখ দেছ যদি তাহে নাহি কতি  
 সহিবারে রেহ শকতি,  
 তোমারি দান এ কারা যদি  
 চাহি না লভিতে ~~কতি~~ ;  
 তোমার করুণা নিখিল জগতে  
 কোন্ পথে চলে কে পারে বলিতে  
 দুঃখ সুখ নাথ মিলিত তোমাতে  
 তোমার কঠিন মুরতি ।

স্বরট মঞ্জার ।

তোমায় কি দিয়ে তুষিলে প্রাণ তোমায় পাব  
 মুখ ফুটে বলে দাও না দাও না,  
 কি কথা কহিলে ভাল গো বাসিবে,  
 তেমন দুটো কথা কও না কও না ।  
 যেখানেই রাখি থাক গো অসুখী,  
 কোথাও কি সুখ পাও না পাও না ;  
 কাছে কাছে রাখি কাদ মুখ ঢাকি,  
 কাছে থেকেও কি সুখ পাও না পাও না ;

পি ৫২৬৫

( ভাঙ্গা কীর্তন )

নবঘন শ্রাম, মূরতি মনোহর  
হামারি হিয়াপরে জাগে ।

শ্রুতিমূলে চঞ্চল, কুণ্ডল মণিময়

• শীতবাস দোলে শীত ভাগে ।

ইন্দু বিনিমিত, কুন্দ কুসুম ইঁস

মণ্ডিত শব পদ যুগে ।

মিনতি চরণ পরে ভকতি মিলাও বঁধু

নিতি নিতি নব অহুরাগে ।

নীল নলিনীদল, আঁখি দুটি উজ্জল

বিজ্রলী চমকে রূপরাগে ।

শত বিধু-নিমিত, চাকু মুখ পঙ্কজ,

শিখি-পাখা শোভে শির-তাজে :

ভৃগুপদ চিহ্নিত, বিশাল-হিয়া মাঝে

পরিমল ফুলহার রাজে ।

( ভাঙ্গা কীর্তন )

শ্রাম মনে কি পড়ে গো যমুনায়ে,

যার পুলিনেতে বসি, ওহে কীলশলী

শুনাইতে বাঁশী শ্রীরাধায় ।

• কোথায় ময়ূরী বকুল ডালে

কোথায় নন্দ গোপাল তোমার  
রাখিলে পরাণ গো-পালে  
তুমি ভকতের হরি,                      জীবনে মরণে  
ভকতের লাগি ধরিতে চরণে  
তাই হে মিনতি                      দাও হে স্মৃতি  
ঠাই যেন পাই রাক্ষা পায় ।

পি ৫২৮:

বেহাগ ।

আমি ভাবনার হাত হ'তে  
এড়াব মা কেমন ক'রে  
যত ভারি, ভাবিব না  
তত যেন চেপে ধরে ।  
যত হাঁসি খেলা করি  
ভাবনা মোর সহচরী  
সদা ভেবে ভেবে মরি  
পার হব মা কেমন করে ।

আড়ানা ।

ডাক দেখি মন তেমনি ক'রে  
মা আমারে দয়া ক'রে  
ডাকের মতন ডাকলে পরে  
মা কি আমার থাকতে পারে



দয়াময়ী মা যে আমার

আছেন তিনি জগৎ জুড়ে ।

পৃ ৬৪১২

পরজ মিশ্র ।

প্রাণে বাথা দিয়ে যেওনা যেওনা  
 অবলা কাঁদালে ভাল তো হবে না ।  
 আমি যে অবলা কিছু নাহি জানি,  
 প্রাণসখা তুমি যেওনা যেওনা ।  
 আমি যে তব প্রেমের ভিখারী,  
 কাঁদায়ে আমারে যেওনা যেওনা ।  
 যাবে যদি তুমি ওহে প্রাণসখা,  
 মরম বেদনা দিও না দিও না ॥

— ০ —

স্বরট মিশ্র ।

ভাল বাসে কি না বাসে জানি না,  
 ভালবাসে যে সে জানে ।  
 আমি তো ভাসি স্থখেরি সুগরে,  
 তারি দরশনে ॥  
 একবার তারে হেরিলে নয়নে,  
 চেয়ে থাকি আমি আকুল পরাণে,  
 • মনে হয় তারে হৃদয়েতে রাখি,  
 • দিবানিশি যতনে ॥

পি ৬৭১৪

পথের কথা বলে দেবে কে আমাকে,  
 আমি যাব রে যাব রে সে দেশে যেথা সে থাকে ।  
 বসে আছি তুমি কোন বনে, কার ধানে এক মনে,  
 গাইছ ও কি গান, করুণা নিদান, শুনে আকুল হল প্রাণ—  
 যাব কোন পথে যাব কার সাথে,  
 পথের মালিক কোথায় আমি পাব তোমাকে ॥

বাগেশ্রী ।

সকল ব্যথার ব্যথী আমি হই, তুমি হও সব স্থখের ভাগী ।  
 তুমি হাস আপন মনে, আমি কাঁদি তোমার লাগি ॥  
 স্থখের স্বপন ঘুমে, ঘুমায়ে থাক গো তুমি,  
 আমি রব অধোমুখে, তোমার শিয়রে জাগি ॥

পি ৬৪৫৬

খাছাজ ।

শ্রাম তুমি বাঁকা, বাঁকা তোমার মন ।  
 বাঁকায় বাঁকায় মিলে গেছে, বাঁকা মদন মোহন ॥  
 বাঁকা তোমার শিখী বাঁকা, বাঁকা তোমার চূড়া বাঁকা,  
 বাঁকা তোমার চরণ বাঁকা, বাঁকা ছনয়ন ।

## ভৈরবী ।

ছি, ছি, হেরে গেলে শ্রাম ( তুমি )  
 ডুবে গেল তোমার ভুবন ভরা নাম  
 শক্তির কি দাও পরিচয়,  
 ধরতে জান রমণীর পায়,  
 তুমি ভাগ্য, তুমি বিধাতা,  
 কে তোমায় হ'ল বাম ॥

পি ৬৪৮৭

গজল ।

কি সুর বাজে ভাঙ্গা হৃদি মাঝে,  
 আমি জানি, আমার মন জানে ।  
 কাহার ও ছবি, হৃদে রেখে ভাবি,  
 আমি জানি, আমার মন জানে ॥  
 যখনই ভাবি তোমারে পাব না,  
 তখনই জাগে মনেতে ভাবনা,  
 সে যে কি যাতনা, তুমি তো বোঝ না,  
 আমি জানি, আমার মন জানে ॥

— —

গজল ।

( আমি ) কাননে কাননে তোমারি সন্ধানে,  
 বেড়াব দেখা কি পাব না ।

মিলনেরি আশা নিভে যায় যদি,  
 তবু কি গো দেখা পাব না ॥  
 কি ফল জীবনে নিরাশা মাগানো,  
 কি হবে প্রণয় বিরহ জালানো,  
 যদি আঁখি পার না ঘোচে আনার  
 চোখের দেখা কি গো পাব না ॥

— —

পি ৬২১:

ছায়ানট সাহানা ।

দিন থাকতে আঁমা তোকে, ডাটো কথা রাগি বলে  
 কাল মনে ঘিরবে যবে, থাকিস্ নে মা যেন তুলে ॥  
 ছেলে বলে দয়া করে, পথ দেখাতে আলো ধরে,  
 দাড়াই এসে হৃদয়পুরে, দেখি তোরে যাব চলে ॥

— — —

কে বলে মা তুই গো আঁমা,

দয়াময়ী দীন তারিণী ।

দয়ার লেশ যে কোন কালে

• ছিল মা তোরা, তাও শুনিনি

মা হয়ে যে কাটতে পারে,

বল মায়ের সে কি ধার ধারে

প্রাণ তারে মা বলতে চায়,

যে হয় মা তাপহারিণী ॥

— — —

পি ৬২৪৬

যমুনে, এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিনী ।  
 ও যার বিমল তটে, রূপের হাটে বিকাত নীলকান্তমণি ॥  
 কোথা সে ব্রজের শোভা, গোলক হতেও মনোলোভা.  
 কোথা শ্রীদাম বলরাম সুবল সুদাম ;  
 কোথা সেই সুনীল তত্ত্বর ধেমু বেণু মা যশোদা রোহিণী ॥  
 কোথা চাকু চন্দ্রাবলী, কোথা বা সে জলকেলি,  
 কোথা ললিতা সখী সুহাসিনী ;  
 কোথা সেই বংশীধারা রাসবিহারী বামেতে রাই বিনোদিনী ॥

নব জলধর পীতাম্বর শ্যাম বিপিনচারী .  
 বন্ধিম ঠাম কুস্তম ভ্রমণ গোপনাবী মনোহারী ॥  
 সুধাকর কিবা শ্রীমুখ কমল,  
 প্রেম পীয়ুষ ঢল ঢল ঢল,  
 বিমল ফুল অধর যুগল মধুর মুরলীধারী ॥  
 অতুল রাতুল চরণ রাজে,  
 ধীর মধুর নূপুর বাজে,  
 মোহন সাজে মোহে ফলদন্ত নটবর বনোয়ারি ॥

পি ৬২২২

লক্ষ্মী বন্দনা ।

এস' সোনার বরণ রাণী গো শঙ্খ কমল করে ।  
 এস' মা লক্ষ্মী, বোস মা লক্ষ্মী, থাক মা লক্ষ্মী দরে ।

গাছে গাছে দেছ ভারে ভারে ফল,

মাঠে মাঠে দেছ ধান,

গোষ্ঠে গোষ্ঠে স্ত্রীলা কপিনী,

তুংঘের নদীতে তুলেছ বান ।

কল কল করে নদীর জল ধুয়ে নেছ জ্বর জ্বালা,

তোমারি রতনে, সাজান যতনে পরেছ ডিক্কারি মালা,

চিরদিন স্তখে রেখ গো, অচলা হুইয়ে থেক গো,

আজি তোমারি অন্ন, অন্নপূর্ণা দিব মা তোমারি করে ।

### লক্ষ্মী বন্দনা ।

উজ্জল কোমল কমল রাজীব চরণ যুগল রাজে,

চরণে নৃপূর বাজিছে মধুর, বাজে ঐ শুন বাজে ।

অলঙ্কৃত রঞ্জিত চরণ দুখানি যেন স্নোভার খনি,

পদ্ম গন্ধ তায় ~~বাজিছে~~ ~~মধুর~~ মধুর উজ্জল মাণি ।

কিরোদ তনয়া, হরি প্রিয়া, তুমি ভক্ত জন মনোরমা,

বিশ্ব পালিনী, তুমি মা, পদ্মা তুমি লক্ষ্মী তুমি রমা ।

এক করে তব, কমল শোভে, অন্ন করে শোভে ধাত্ত,

বার বারে মা গো সোনার বাংলা অন্নে বিতর্কে অন্ন ।

কণ্ঠ হার তব অমূল্য উজ্জল, প্রভাত তপন সম,

তোমারি সকল অঙ্গ ~~বর্ণ~~ ~~সুন্দর~~ সুন্দর, নিত্য নব অল্পময় ।

কিরোদ তনয়া হরিপ্রিয়া তুমি ভক্তজন মনোরমা,

বিশ্বপালিনী তুমি মা পদ্মা, তুমি লক্ষ্মী, তুমি রমা ।

রেকর্ড সঙ্গীত ।

তব শিরসিত কোমল কুঞ্চিত কমল পলাশ আঁপি,  
তোমাৰি মুকুট ৰূপেৰি প্রভায় কয়িতেছে বিকি মিকি  
নন্দন সন্ময়ে ছলদী হইতে লভিয়া জনম তুমি,  
বিরিয়াছ মাগে। দেব নারায়ণে তোমার জদয় স্বামী ।  
ক্ষিরোদ তনয়া হরিপ্রিয়া তুমি ভক্ৰজন মনোরমা,  
বিশ্ব পালিনী তুমি না পদ্মা তুমি লক্ষ্মী তুমি রমা ।

পৃ ৭১৮৬

ভৈরবী মিশ্র ।

আমার ভাবত পরে তুমি নিয়ে চল সখা ।  
আমি যে পথ চিনি না  
তোমাৰি উপর কবিত্ব নিভর  
তোমা বই কায়েৎ জানি না ॥  
আজ হতে তুমি জদরের রাজা,  
তোমারেই আমি করিব গো পূজা,  
মন্দের কণা কিছু রাখিব না  
কারো কথা আমি মানি না ॥

—

❀

ভৈরবী ।

আমি জগতের কাছে ঘৃণা হয়েছি  
তুমি যেন ঘৃণা করো না ।  
আদর যতন করিতে যেমন  
সে বাধন যেন ছিঁড়ে না ॥

আপনার পর সব্বারে চিনেছি  
 হৃদয়ের বীণা ভাঙিয়া ফেলিছি  
 শুধু তুমি থেকে, ছুটো কথা করে ॥

ভুলে গেল দূরে মেঘ না ॥ •

প ৭৩৫১

ইমন মিশ্র ।

ছিল কুণ্ডল প্রায় আছি এক বারে গো ।  
 শুধু হৃদয় ছায়, দলিছে শতেক পায়ে,  
 কত বাথা পাউ প্রাণে, ক'ই আর করে গো ॥  
 তার'তো সে দিন নাই, তাই পদধূলি থাই,  
 থাকে পাউ তারি কাছে, ককণার কথা চাই,  
 কেউ ত' চাহেনা ফিরে, একা ভাসি আঁপি নীরে,  
 সকলই কপালে করে, কি কব আর করে গো ॥

ভীম পলশী ।

প্রেম পূজা আজি মাজ করেছি,  
 প্রতিমা ফেলিছি ভাঙিয়া  
 বাসনা কুণ্ডল হৃদয়ে যা ছিল,  
 সকল দিগাচি জাগিয়া ।  
 হৃদয় মন্দির দেপ দেপি চাছি,

বসন্তে কল পাড়ায় ।



আশার প্রদীপ ধিকি ধিকি জলি,

তাও বরিষ বায় নিভিয়া ॥

পি ৭৪০৮

বড় আদরের ধন, কুসুম রতন

ভালবাসি তাই তোমারে

তব একি প্রেমনীতি, ছি ছি কি কুরীতি

মধু লুটাইয়া দাও ভ্রমরারে

কীট পতঙ্গ অতি নীচ হীনে

কি স্থখে বুকে রাখলো গোপনে

দূষিত পরাগে, হাঁসিয়ে মোহাগে

ছলনায় ভরা কত অমুরাগে

মজাইতে চাও সবারে

ভালবাসি ছি ছি তোমারে,

তবু ভালবাসি কেন তোমারে ॥

আকুল হ'য়ে ফুল ফুটেছে ভূরে না তায় মন

ফুলের চেয়ে হাসি মাখা দেখতে দুঃখন

কে জানে সাধ করে কেমন ।

অলি গুঞ্জরে, শুনে প্রাণ কেমন করে

কি জানি কোন স্থরে তার বাজে অস্তর

কি করি বৃষ্টিতে নারি শুনি তায় তরে ।

কে জানে কেন এমন, মন হয়েছে অন্তমন  
মন ত' আমার ছিল না এমন ॥

পি ৭৬২৩

আশাবরী ।

(ওগো) আধারের মাঝে আলো দেখে আমি  
ছুটিব তাহারই পাছে ।

যত খুঁজি (চলি) দেখি স্তূরের আলো  
স্তূরেই রহিয়াছে ॥

আলোর ভিখারী এ প্রাণ আমার,  
সহেনা সহেনা এ ঘোর আঁধার,  
কোথা আলো ওগো অন্ধ নয়ন,  
বুঝি আলেয়ায় ছলিয়াছে ।

টোরী ।

(আমি) কোথা হ'তে এসে, কোথা যাই ভেসে  
কি আশার আশে জানি না ।

(আমার) মরমের তার গিয়াছে ছিঁড়িয়া  
মরমে সহিতে বেদনা ॥

স্মৃতির যাতনা আর তো সহেনা,  
তবু কেন মন বুঝেও বোঝে না ;  
এ যাতনা বুঝি মধুতে মাখান'  
স্মৃতিটুকু কেড়ে নিওনী ॥

পি ৭৬২৩

হাষির ।

ওলো সই কই রুঞ্চ এল লো আমার ।  
 বাপি আমি যার তরে  
 • সে ত নাহি মনে করে  
 ভুলিয়াছে কুহকে কাহার ;  
 কালো আসি বলে গেল চ'লে, ফিরিল না আর ॥  
 শুকাল কমল রাশি  
 নলিন চন্দ্রমা হাসি  
 ফণীসম দংশে মণিহার  
 গ্রাম চান্দ বিনে সইলো, জদয় আধারী ॥

সিক্ক ।

সখি বলে এলে কিহে বঁকো সখা হরি,  
 (আমার) গোলক-বিহারী  
 এতক্ষণে হ'ল মনে বলে কি ছঃগিনী নারী ॥  
 পামাণে গড়েছ হৃদয় কঠিন, দয়ামায়া হীন করি,  
 যে তোমারে মাখে, সেই প্রাণে কাদে, ভাল জানি  
 হে মুরারী ।

হায় মথুরায় কাদালে সবায়  
 কাদালে পিতায়, কাদালে মাতায়  
 হৃদয় যশোদায়, কেঁদে অঙ্কপ্রায়  
 কাদালে বাধায়, ব্রজ গোপিকায়

২।

ধেমু বংস সব কাঁদিল কেশব  
কাঁদিল ঘমুনা উজ্জান ধরি  
আমি যে কাঁদিব, পাথারে ভাসিব,  
কি আশ্চর্য্য বংশীধারা ।

৭৮৭০

কীন্তন ভাঙ্গা ।

শুধুই সে রেখে গেছে চরণ রেখা গো,  
মলিন স্মৃতিবর্ণা বাসনা মাথা গো ।  
চঞ্চল। চপল। আলোক রাশি মাঝে,  
নিমিষে চোঁয়ে গেছে সোহাগ স্মৃতি সাজে :  
আর তো আসিল না আর তো হাসিল না  
আর তো দিলেন। সে, ফিরিয়া দেখা গো ॥

বিবিট-মিশ্র ।

তবু ভাল—তবু ভাল  
এতদিনে তুমি ভোলনি যে মগ।  
তবু ভাল—তবু ভাল ।  
কতদিন কত কথা—মনে আসি দিত ব্যথা  
চুপে চুপে ফুলে ফুলে কাঁদি, করি কত ছুতনত ।  
পান্যানে সঁপিয়া প্রাণ করিষ্ঠ গরল পান  
প্রেম বিষে জ্বর জ্বর নাহি মান অপমান  
প্রাণ মন তোমায গাঢ়িয়া দিয়াছি কি জ্বাছে উপাশ নল

অসময়ে দেখা দিলে যে হে সখা  
তবু ভাল, তবু ভাল ।

মিস্ আশ্চর্য্যময়ী ।

পি ২৩২২

জয়দেব ।

সই হবি কি আমার বর  
তবে হাঁস মৃদু হাসি, ধর করে বাঁশী বাজালো বাজালো  
কিশোরী-ভোলা-স্বর ॥  
খুলি কটীবাস, পর পীতধড়া,  
নে লো শিরে সখি, মোহন শিখিচুড়া,  
ছুঁড়ি চল গোঠে, যমুনার তটে, সাজ সে রাখাল নটবর ॥

—•—

জয়দেব ।

আমায় কি দিয়ে সাজাবে মা,  
আমি হব না ত গৃহবাসিনী ।  
কোন প্রয়োজন, রজত কাঞ্চন, হইলে গো সন্ন্যাসিনী ॥  
ছাই ভস্ম তার হয় অলঙ্কার,  
পারিবে কি দিতে সেই উপহার ।  
পার যদি দাও, সে ভাবে সাজাও,  
যেন কাঁদাও না অভাগিনী ॥  
আমি কাঁদিব না তুমি গো কাঁদিলে,

ভাসিব আবেগে আঁখির সলিলে ।

হৃদয়ের বল নাশিবে সকল,

তোর ছল ছল আঁখি মেহ-কাকালিনী ॥

ମି ୩୨୦୮

ভৈরবী ।

কেউ ভাল মোরে বাসে নি ত কভু তুমি তাই ভাল বেসেছ।

যতনে কেহ ত কহে নি ক কথা। তুমি হেসে কথা ক'য়েছ ॥

আজ্ঞনমের এই আঁধার নাশিতে, আজ্ঞনম দুখী হৃদয় তুষ্টিতে,

পথে চলে যেতে কহেনিকো। কেহ তুমি তাই আজি এসেছ।

দীর্ঘ বরষের সঞ্চিত জ্ঞান। জুড়িয়ে ভুলায়ে দিয়েছ ॥

ଉଦ୍ୟୋଗ ।

( ଓଗୋ )      ନାଓ ନାଢ଼ା ନାଓ      କଓ କଥା କଓ

বরষি অমিয় শ্রবণে ।

এস প্রিয়তম                      দেবতা আমার

এস গানে এস ধোয়ানে ॥

স্নিগ্ধ মাধুরী                      মধুর মিলনে

স্বপন-বিলাস-বিজড়িত জানে,

হৃদয় যাতান                      কুসুম গন্ধে

এস দীর্ঘ বিরহ অবসানে ।

পি ৪৩০৩

মোগল-পাঠান ।

পেয়েছিলে যাহা, রেখেছিলে তাহা দিয়েছিলে ভালবাসা,

গিয়াছে যখন, যাক্না তখন, মিছে কেন কর আশা ।

আসে যা আশ্রয় করিত কি তোমার

যেতে চাহে যাহা উঁচু কর তার,

করুণার সার, বিপির বিচার, একই কথা কাদা ভাসা ।

সেদিন প্রভাতে কিবা ছিল মাথ

এসেছ জগতে শূণ্য দুহাতে

তবে কেন বল, ফেল অশ্রুজল—বিবাদের কেন ভাষা !

লহ আশীর্বাদ, দাও দগ্ধবাদ

টুটুক প্রমাদ, মিটে যাক্ সাপ

রূপায় যাহার, যা নড়ে তোমার মিটেছে তাহার গাশা ।

দেবনা দেবী ,

কতবার শুকেছি কত গান গেয়েছি,

অসাড় হয়ে ছিলে পাঁড়ে, বপির ছিল কাণ ।

আজ্কে হঠাৎ চমকে উঠে --

দেখছ বিশ্ব নিচ্ছে লুটে--

রবির তরে কমল ফোটে আবুল করে প্রাণ ॥

আর ত আমি গাঠিব না,

পাছু কিরে চাইব না

চপটা করে আপনার ঘরে থাকব করে মান ॥

পি ৪৩৫২

দেবলা দেবী ।

আমার যা কিছু ছিল সকলই বিলায়ে দিয়াছি

তোমাতে হারাইয়ে ।

তব চরণ-জড়িতা, আশ্রিতা লতারে যেওনা

যেওনা দলিয়ে ॥

আমি ক্ষণিক না রব, হ'য়ে তোমা হারা,

তুমি স্থান বায় মোর নয়নের তারা,

এ ক্ষুদ্র হৃদয় পুলক উজ্জল, নভি তোমারই কিরণ ধারা

( আমি ) তব অদর্শনে বাঁচিব না কভু যাবে জীবন

প্রদীপ নিভিয়া :

— ০ —

দেবলা দেবী ।

কাছে কাছে আছি তব কেন দরে ,

দূরা দিয়ে পুনঃ কেন যাও সরে ॥

সুখ মাঝে সখা এ যে বড় দুখ,

শীতল অনলে জলে যায় বুক,

সহেনা সহেনা এ বড় বাতনা,

প্রলয় ভীষণ আলোক আধারে ॥

তোমার ও পরশে পরাণ পুলকে,

হরষে মাতিবে আঁখির পলকে,

এস এস নাথ হে চিরবাহিত,

শ্রমেয় ভিখারী দাঁড়ায়ে দুয়ারে ॥



পি ৪৬০২

দেবীচৌধুরাণী

আমি সদাই হেসে হেসে বেড়াই ভেসে ভেসে

এ ভব-সাগরে ভরি না ।

যাঁর তাঁরি আমি তাঁরি অহুগামী—

তাঁরি কৰ্ম বই করি না ।

এনেছে এসেছি রেখেছে রয়েছি

রূপ দেছে রূপে রূপসী হয়েছি—

ঢল ঢল ঢল যৌবন পেয়েছি—

তাঁরি প্রাণ বই ভুজি না ॥

রূপ দিছি তায় দেখুক শুভ্রক

যৌবন দিয়েছি রাখুক চাকুক

প্রাণ দিছি ভাল বাসতে হয় বাসুক,

অত শত ভেবে মরি না ॥

— ০ —

দেবীচৌধুরাণী

ঝর ঝর দর দর নয়নে বারি কেন কেন কিশোরী ।

যদি সোহাগে তাকাস গতি শ্রীপতি তরী ॥

ওলো সে ভালবাসা এ মর তলে রমণী পূজি সোহাগ ভরি ।

কোলে তুলে নে তুলে নে ওলো শ্রীহরি অরি ॥

— \* —

পি ৪৭২২

পানিপথ ।

অশ্রু মাখান নিহিত এ ব্যথা

কেমনে তোমাকে জানাবো গো !

সারা জীবনের সারা হৃদয়ের  
কত জ্বালা'কত বেদনা গো ॥  
কত যাতনায় প্রকাশিতে চাই  
ভাষায়ু'ছন্দ খুঁজিয়া না পাই,  
আতি পাতি করি খুঁজি সব ঠাই,  
দেবতা তোমারে পাইনা গো ॥

— ০ —

হারানিধি ।

গোধন ফিরে ধীরে ধীরে ধীরে গগণে ছাইলে রেণু ।  
( হাওয়া হাওয়া হবে )  
ডুবি'ল রবি রক্তিম ছবি, বাজিল মোহন বেণু ॥  
আকুল বেণী ধাইল রাণী শ্রম-স্বাস বহে তাহে  
ননৌ লয়ে করে স্তনে ক্ষীর ঝরে অনিমিত্ত পথ চাহে ॥  
গোষ্ঠে গহনে, ফিরায় গোধনে, শ্রমবারি স্ত্রামকায়ে ।  
অলকা তিলকা, মলিন রেখা, শিথিপাখা দোলে বায়ে ॥  
ভ্রমর জিনি, নৃপুৰ ধ্বনি, রুণু রুহু রুণু বাজে !  
বনমালা দোলে বলা সাথে চলে, করে ধরি ব্রজরাজে ।  
রাণী কুতূহলে নিল কৈকালে তুলে মা বলে ডাকিল কান্দু ।  
রাখাল মিলি দিল করতালি নাদিল যত ধেমু ॥

— ০ —

পি ৪৮৬৭

কানাড়া মিশ্র ।

যদি আসে তবে কেন যেতে চায় ।  
দেখা দিয়ে তবে কেন গো লুকায় ॥

চেয়ে থাকে ফুল, হৃদয় আকুল,

বায়ু বলে এসে 'ভেসে যাউ ।'

ধরে রাখো ধরে রাখো

সুখপাপী কঁাকি দিয়ে উড়ে যায় ।

পথিকের বেশে, সুগনিশি এসে

বলে হেসে হেসে গিশে যায় ॥

জেগে থাক জেগে থাক বরষের সাপ

নিমিমে গিলার ॥

রাজা ও রাণী ।

ঐ বুঝি বাঁশী বাজে, বনমাঝে কি গনমাঝে ।

বসন্ত বায় বহিছে কোথায় ফুটেছে ফুল,

বলগে সজনি এ সুখ রজনী কোনখানে

উদিয়াছে বনমাঝে কি গনমাঝে ॥

যাব কি যাবনা, মিছে এ ভাবনা মিছে

মরি লোকলাজে ।

কে জানে কোথা সে বিরহ হৃদাশে

ফিরে অভিসার সাজে ॥

পি ৫০৬৭

শাস্তি কি শাস্তি ।

কেন দিবানিশি ভাসি আঁখি জলে

মুহু মুহু ভাসে যদি পরশে কে বলে তাপিত

তনয় আয়রে কোলে ॥

ব্যথা পেয়েছ ব্যথা পেয়েছি,  
যত কৈদেছ তত কৈদেছি ;  
আমি সাথে সাথে সদা রয়েছি ;  
কেন পাছবাসে ভ্রম নিরাশে এস আবাসে,  
দূরে থেকে না পাবে যাতনা জালা সবে না  
হৃদি কমলে ॥

—\*—

বিষবৃক্ষ ।

ভুলিতে বসেছি বধু প্রেম লালসায় ।  
ফিরিয়ে দিতেছি তব সোহাগ তোমায় ॥  
আর মায়া বাড়াও না, আর লোভ দেখাও না,  
আর মোহন রূপে ছ'লো না আমায় ।  
বুছ হেসে কাছে বুসে কাজ নাই ভালবেসে  
থাক দূরে হৃদাকাশে হেরিব তোমায় ॥

পি ৫২৬৩

( সই ) সখি কেবা শুনাইল ক্রাম নাম ।  
প্রাণের ভিত্তর দিয়া মরমে পশিল গো,  
আকুল করিল মোর প্রাণ ॥  
না জানি কতক মধু ক্রাম:নামে আছে গো,  
বদন ছাড়িতে নাহি পারে ।  
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো,  
কেমনে পাইব সই তারে ॥

নাম পরতাপে যার অবশ করিল গো,

অন্ধের পরশে কিবা হয় ।

সে চাঁদ বদন তার নয়নে দেখিয়া গো,

যুবতীর ধরম সহি কি রয় ॥

কীর্তন ।

সই কেমনে ধরিব হিয়া ।

আমার বধূয়া আন বাড়ী যায় আমার আশ্বিনা দিয়া ॥

সে বধু কালিয়া না চায় ফিরিয়া এমতি করিল কে,

আমার অন্তর যেমতি করিছে তেমতি হউক সে,

বাহার লাগিয়া সব তেয়াগিল লোকে অপয়শ কয় ।

সেই গুণনিধি ছাড়িয়া পিরাতি আর জন কার হয় ॥

যুবতী হইয়ে জ্ঞান হারাইয়ে এমতি করিল কে,

আমার পরাণ যেমতি জলিছে তেমতি হউক সে,

কহে চণ্ডীদাস করহ বিশ্বাস শুনি সে উত্তম গুণে,

কেবা কোথা ভাল আছয় সুন্দর পিয়া পরমুখে দিয়ে ॥

পি ৫৫২৫

কীর্তন ।

ও সে ফিরে ফিরে যায় প্রভাতে

যমুনা তীরে কালা বাশরী বাজায়

রাধা থাকে গৃহ কাজে

দূর থেকে বাশী বাজে

ভাসি ধোয়ার ছলে চোখের জলে

কাল ভাকে উভরায় ।

নিশিতে ঘুমের ঘারে শুনি

পাগল বাঁশা ডেকেছে রে

কাঁদি কুলের শিকল পরে

জগে নিশি কেটে যায় ।

মরণ ত হল না সখি এখন মরণ আমার প্রিয় সখি

তোরা শ্রাম নাম শুনা দেখি

আমি মরে জুড়াই যমুনায় ॥

-----

কীৰ্ত্তন ।

হখন বলেছিলেম রাই

বনে যাসনি

একে বামিনী তাতে কামিনী ধনি

কি জানি কি হতে কি হবে

ঘরের বার হ'সনি ॥

বলি লম্পট নটবর, তরুণ তাহে নাগর

তার প্রেমতরঙ্গে ভাসিস্নি ॥

তুগতে হবে আপন বলে মাছিতে হানিবে ছলে,

চাক পেলে গিলে মধু খাস্নে ।

দ্বাশি কাল কাল

কাল পেলে হবি কাল

কাল রোগের কথা ত শুনিস্নি

যেমন করম তেমনি ফল  
 এখন রাধা ঘরে চল  
 সাধের কান্না কোঁদে আর কাঁদামুনি ॥

পি ৫৭৪০

রাগিনী বেলাঙলী ।

মা কবে আসিবে আর ।

বলে মা, মা, শুনে প্রাণ জড়াক গো আমার ।  
 এমন দিন আর কবে হবে, মায় বিয়ে দেখা হবে,  
 বিদাতা করিবে কবে এমন স্তমার,।  
 সপ্তমী অষ্টমী তিথি হয় সেন মা নিতি নিতি  
 না পোছায় নবমী রাত্তি বাসনা আমার ॥

ললিত ভৈরবী ।

ছি ছি একি রীত অতি বিপরীত,

হেরি যে তোমার তে গিরিরাজন ।

হয় না কি মনে প্রাণের উমাধনে

বৎসরান্তে একবর্ষ আনিতে ভবন ॥

যাও যাও আর বিলম্ব না সয়,

যথা প্রাণেব উমা সেই হিমালয় ।

উমা বিনে হেরি জগৎ শূন্যময়

এনে দাও উমায় ধরি শ্রীচরণ :

এ কাল যামিনী প্রভাত হইছে

সেই হেমবরণারে না হেরিলে,

নিশ্চয় অনলে নতুবা সলিলে

এ ছার জীবন দিব বিসর্জন ॥

পি ৫৮৮৭

( মোগল পাঠান )

ভাল যদি বাস কেউ,

মুখে বলনা ।

নীরবে জানাও প্রেম

কথা কয়ো না ।

নীরব নয়ন-কোণে

নীরব চাহনিটি

নধুর অধরে গুণে।

নীরব নেহারিটি

আঁখিতে নীরব ভাষা

নীরব নবীন আশা

জদর-দ্বারে শুধু যাবে গো জানা ।

নীরবে জানাও গুণে

নীরবে প্রাণের কথা

নীরবে চাহিও স্থখে বিরহ-মিলন-ব্যথা

নীরবে যেন গো হয়, প্রাণে প্রাণে বিনিময়

নীরবে রাখিও মনে যেন ভুল না ।



( মোগল পাঠান )

আজ বাহুতে দাও ধরা বাহু বাড়ায়ে

ওগো সাধনার ধন মাণিক রতন

সঙ্গে রহ গো জড়ায়ে ।

আজি পুলকে ভুলোক কাঁপিয়া

জানাব জগৎ ব্যাপিয়া

হৃদয়ের প্রীতি মিলনের গীতি

যাক গো বিশ্বে ছড়ায়ে

আজি বাধনে মিলন, মিলনে বাধন

অটুট হউক ধরায়ে

তুমি জনমে জনম জীবনে মরণে

রেখ রেখ পদছায়ে ॥

পি ৫২৬৬

কালেংড়া ।

এই বেলা জপ না মন তারা ।

না জানি হইবে রে মন কবে আঁখি হারা ।

জপিলে সে তারা নাম, পূরিবে মনস্কাম,

শমন কিঙ্কর আসি হবে দিশেঁহারা ।

তুল্লভ জনম ধরে, যে না জপে তারা নারে

শত ধিক সেই নরে, সে যে জ্যাস্ত মরা ।

• শুচি বা অশুচি ভাবে তারা মাকে যেই ভাবে

মুক্তি তার দাসী ভাবে, হয় হাত-ধরা ।

রাম বলে ওমা তারা দ্বিতাপে হতেছি সারা  
দে মা তারা জুড়ে তে'র তারা নামের ধারা ॥

ঝিঝিট ।

নয়ন মুদিলে, কেন মা অভয়ে  
নিদ্রা কাতর সম্মানে ।  
তোমার ডাকিলে শোন না, একি বিবেচনা  
মা হ'রে কঠিনা কেমনে ?  
জননী বলিয়ে দিগ্যানিশি ডাকি  
নয়নের নীরে ভাসিতেছে আঁখি,  
দেখিয়ে দেখ না, তুনিয়ে শে'ন না  
( ওমা ) বলনা বাঁচি মা কেমনে ।  
না জানি আপনা ভকত যত  
যাতনা সহিতে হইবে যে এত  
তারে মা ভবানী এই বারের মত  
রাগ গো মা বান্ধা পায় ।

পি ৫৯৭৩

বেহাগ ।

দ্বিঃ না আর মরম বেদনা :  
একি ব্যবহার হেরি মা তোমার, আশ্রিত জনেরে কেন মা কর  
রক্ষনা ॥  
নয়ন মুদিলে দেখিতে যে পাই, চেয়ে দেখি মা আর তুমি নাই,

মরমে ব্যথিত তাই মা জানাই, দয়াময়ী নামে কলঙ্ক রেখে না ।  
 তোমার বিশ্বব্যাপী রূপ চাই না দেখিতে, দেখিতেছি ঘটে যাচ্ছে  
 সর্বভূতে,  
 মায়ের মূর্তন রূপে, দেখা দে তোর রূপে, ঐ রূপে মজেছি  
 অস্ত্র যে চাহি না ॥

### ভীমপল্লী ।

অস্তুরে নুকায়ে কেন জননী,  
 দগতের মা হয়ে তোমার লজ্জা করে না জানি ।  
 ক্ষুধা পেলে গেছে দাণ্ড, বসন ভূষণ জোঁগাও,  
 দাণ্ডন দেখা থাক একা কি জ্ঞান বল শুনি ॥  
 মা বলে পথে পথে ডাকি তোরে দিনে রেতে,  
 দি নুনে সাড়া মা হয়ে, কেমনে হলি পাদাণী ॥

পি ৬২০১

আমি কি যেন ক চাই, কি যেন কি নাই,  
 ধরি ধরি ধরি ধরিতে না পাই ।  
 আপনার বলি রয়েছে সকলি,  
 তবু যেন নাই নাই ॥  
 পাখী গায় শুনি কার যেন গান,  
 নিষরি ঝরে কে করে সিনান,  
 জীসে কে আকাশে চমকে পরাণ,  
 একি সাথ কোথা উধাও ধাই ।

মনে হয় যেন কত যুগ হতে,

ফুল সম দুটি ভেসে ছিন্ন শ্রোতে,

একটি হারারে গিয়াছে কোথাতে,

চুড়ি চুড়ি সারা ছনিয়া তাই ॥ \*

কার আশে প্রাণ উড় উড় সে যেন

আসছে আসছে আসছে না,

মেঘে ঢাকা চাদের আলো,

যেন ফুটছে ফুটছে ফুটছে না ।

কি যেন পাবার আশে, হাত বাড়িয়ে

বসে আছে আকুল আশ্বাসে

কি যেন কে বাত্ করছে—

ধরতে গেলে যাচ্ছে সরে,

যেন পাচ্ছে পাচ্ছে পাচ্ছে না ॥

পি ৬২৭০

সিদ্ধু থাম্বাজ ।

মরমে মরিয়া আছি হেরিয়ে সে মনোচোরে ।

কালিন্দির কূলে কালা দাঁড়িয়ে আছে আলো করে ॥

মরি কি রূপ হেরিলাম,

নবীন নীরদ শ্রাম,

মনে মনে সঁপিলাম, মন প্রাণ তাঁরি করে ।

কোকিল কুজ্জন জিনি  
 মরি কি মুরলীধ্বনি,  
 থাকুল করে মন প্রাণ শ্রাম-বিরহ-বিকায়ে ॥

— — —  
 বেহাগ ।

কব কি গিরিবর ।  
 প্রাণের নন্দিনী, জনম দুঃখিনী  
 বারেক তাহারে মনে নাহি কর ॥  
 না জানি কি ভাব মনেতে ভাবিলে,  
 সোনার প্রতিমা পাগলেরে দিলে,  
 বর্ষ গেল তবু তবু নাহি নিলে, কঠিন তব অন্তর ।  
 নিশিথে শয়নে ছিলাম যখন,  
 দেখিলাম ওগো বড় দুঃস্বপন,  
 সেই অবধি আমার স্থির নহে মন, চঞ্চল নিরন্তর ।  
 লাষণ্য বিবর্ণ হইয়াছে অতি,  
 চলিবার মায়ের নাহিক শক্তি,  
 দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করেন ভগবতী পথশ্রমে হয়ে কাতর ।

পি ৬৪১৩

সিন্ধু মিশ্র ।

ভাল খেলা খেলিলে বনমালী ।  
 কলঙ্ক ঘুচালে, সকলি ভুলালে,  
 মাজিয়ে কুঞ্জ কালী ॥

নট চুড়ামনি ওহে চিন্তামণি  
কাদাও বমণী কি হেতু না জানি  
সহিবে না আর, বিরত তোমার,  
করো না করো না চতুরালী ॥  
কি মায়া তোমার, বোঝে সাধ্য কার,  
আমরা কি ছার  
মায়াতে তোমার মোহিত সংসার,  
সর্বশূণ্যকর, তুমি নটবর,  
ছাড় ছাড় হরি নাগরালী ।

কীৰ্ত্তন ভাঙ্গা ।

উঁকি মেয়ে কুঞ্জে কুঞ্জে দেখি কোথা কালোসোণা  
সোণার বরণ কাল হ'লো তবু কাল এলো না ।  
হায় গো রাধার সোণার বরণ  
কেন চাঁপার কলি মলিন হ'লো—হায় গো রাধার সোণার বরণ  
যেন রাজা শশী মেঘে ঢাকিল—হায় গো রাধার সোণার বরণ  
যেন পূর্ণিমার চাঁদ রাই গ্রাসিল—হায় গো রাধার সোণার বরণ  
তাহা টল টল করে গো  
( রাধার ) কমল নয়নে জল—টল টল করে গো  
দেখি অপরূপ, জলে কমল ভাসে—এ যে কমলে  
জলে ভাসে গো অপরূপ ।

(কাল) কেন এলো না (নিষ্ঠুর কাল)

ও সে আসবে ব'লে চলে গেল, নিষ্ঠুর কাল। কেন এলো না  
কাল। আসিব বলে চলে গেল কাল। কেন এলো না ॥

পি ৬৪১৫

মলতান ।

আজি কুঞ্জ মাঝে বল কোন লাজে,

মোহন সাজে এলে তুলাতে আমায় ।

(তুমি) ছাড় হে চাতুরী নিরদয় হরি

(আমি) প্রেম করি ভাল চিনেছি তোমায় ॥

কপটের শিরোমণি, তুমি শ্রাম গুণমণি,

চলনায় ভরা প্রাণ আগে তো হে নাহি জানি,

তাহ'লে কতকি হরি, প্রেম ফাঁস গলে পারি,

(আমি) কুল মান ত্যাজি শেষে মজি প্রেম দায় ॥

শুনিলু মুরলী বাজে যমুনারি-কূলে,

রাধা রাধা নানে মৃদু মৃদু রোলে,

জল আনিবার ছলে যমুনাতে যাই ব'লে

(আমায়) কলঙ্কিনী রাখে তাই বলেগো আমায় ॥

সাহানা ।

ভাল ভাল বধু সেজেছ হে ।

নখর আঁধাত শোভিছে হৃদয়ে, আমাকে রুধির লেগেছে হে ।

মিটি মিটি আঁখি ঘুমে ঢল ঢল, চলিতে চরণ টল টল টল,

কার কুঞ্জে নিশি পোহাইলে বল, প্রভাতে জাগাতে এসেছ হে  
চাহিতে না পার নয়ন পাশরি, অলসে অবস তহু ভারি ভারি  
পীতবাস কেন আনু খালু হেরি, কার অধর সুধা গিয়েছ হে ॥

পি ৬৪৮৮

সাহান। মিশ্র ।

খুলে দে মা চোখের ঠুলি, মা বলে তোর কাছে যাই ।  
দেখি নাই মা অনেক দিন, মা বলে তাই ডাকি নাই ॥  
ভবের মাঝে ফেলে দিয়ে, দেখলিনি মা একবার চেয়ে,  
এখন পেলা ভেঙ্গে দে মা, মা বলে তোর কোলে যাই ।

বাস্বাজ ।

কত দুঃখ সইব তারা সহেনা তো আর যাতনা ।  
( আমার ) কেঁদে কেঁদে প্রাণ যায় মা,  
তবু তো না পাই সাধনা ॥  
জানি মা মঙ্গল তরে, সন্তানে তাড়না করে,  
কিন্তু মা তোর ব্যবহারে, বিপরীত হয় ধারণা ।  
যে মা কথা প্রাণ ভরা, যাছে স্মৃত আত্মহারা,  
তুই যে মা সেই মা তারা  
স্মৃতে না হয় আর বাসনা ॥



পি ৬৫৭০

বেহাগ মিশ্র ।

আমারে জালাও কেন শ্রাম ।

ভাবে তোমায় যায় গো জানা, বাঁকা তব নাম

মন বাঁকা ভঙ্গী বাঁকা চুড়ায় বাঁকা শিথি পাগা,

বাঁকা চোখে চেয়ে থাকা করি নাকা ঠাম ।

বাঁকা বাঁকা কথা বল, বাঁকা পথে বেকে চল,

বাঁকা ভাব দেখে চল, বাঁকা সব কাম ॥

মূলতান ।

ও ধারে যাব না লো সই

দাঁড়িয়ে কাল কদম তলায় ।

( ও সে ) নয়না হানে মারে প্রাণে

কুলবালার মন ভোলায় ॥

যাহু জানে মোহনবাণী ব্রজবাসীর মন উদাসী,

ভাল নয় তার মুহু হাসি

প্রেম ফাঁসি দেবে গলায় ॥

সরে আয় সরে আয় চতুর সে শ্রাম রায়,

মজাবে প্রেমদায়ে প্রমদায়—

‘পুরুষ নিষ্ঠুর অতি ভাল জানে রাধামতি.

দহন দিবারাতি কালার বিরহ জালায় ॥

পি. ৬৬৩১

ভীমপলত্রী

চিন্তাময়ী তারা তুমি,  
আমার চিন্তা করেছে কি ।  
নামে জগৎ চিন্তাময়ী,  
ব্যাভারে কই তেমন দেখি ॥  
প্রভাতে বিষয় চিন্তা,  
মধ্যাহ্নে জঠর চিন্তা,  
শয়নে দাও সর্ব চিন্তা:  
বল মা শ্রামা কখন ডাকি ॥

মালকোষ ।

মা তোরে আর ডাকিব না  
মা তোরে মা বলিব না ;  
বলিব না, সাদিব না, মা বলে আর কাদিব না  
ডাকলে যে মা না শুনে কানে,  
সন্তানের প্রাণে নানা দুঃখ হানে,  
থাকিতে সে মা আর এজীবনে,  
মা বলে আর পাইব না ।  
ওরে বেটি, ও পাষাণের মেয়ে,  
চক্ষু কর্ণের মাথাটি খেয়ে  
খাকলে কেন মবুনা যেয়ে  
দুঃখ কভু তা গণিব না ॥

পি ৭১৮৫

সে যে আমার কত আপন আগে জানি নি  
 এল কাছে আরও কাছে কেন আনি নি ;  
 তুলে' নয়ন মুখের পানে, চাই'ল কেন সেই তা জানে  
 ছিল যে তার গভীর মানে - তখন মানি নি ।  
 ও গো আমার দিন-শেষের গভীর আধারে  
 পড়ছে মনে এই কথাটি আজ বারে বারে  
 গেল যে দিন দূরে সরে'—একলা পথের সাথি ক'রে  
 বল্ গো তোরা কেন তারে ধরে রাগিনি,—  
 ঘরের আগল খুলে তারে কেন ডাকিনি ॥

— — —

স্বপনে তারে দেখেছিলাম স্বপনে হ'ল পরিচয় ।  
 স্বপ্নে ভাল বেসেছিলাম ডেকেছিলাম প্রেমময় ॥  
 স্বপ্নে আমি নিঝুম রাতে ধরাধরি করে' হাতে,  
 বেড়িয়েছিলাম কত রাতে জানিনা সে কোন সময় ;  
 স্বপ্নে যে গো হয়েছিল তারি সাথে পরিচয় ।  
 স্বপ্নে আমি বীণার সাথে শুনেছিলাম করুণ সুর,  
 বইতে ছিল সমীর যখন আনন্দেতে ভরপুর ;  
 সুর লহরী তানে তানে নাচলো তখন আমার প্রাণে  
 প্রভাত সমীর পাখীর গানে মাতায়ে বয় ভুবনময়  
 স্বপ্নে যে গো হয়ে ছিল হৃদয়ের বিনিময় ॥

পি ৪৩৮৭

কমিক ।

( তোমরা ও আমরা )

( তোমরা ) হাসিয়া খেলিয়া বেড়াও হুখে

( ঘরে ) মোরা বন্ধ ব্রহ্মি ;

তোমরা কিরূপে কাটাও দীর্ঘ বেলা

ভাবিয়া অবাক হই—

আগিসে কাটাও তামাক গল্প গুজোবে

পরে হজ-গজ সাহেবকে ছুটো বুঝোবে,

পরে আপনার কাগজ পত্র গুছোবে

কোরে গোটাকত সহি ।

সঁরটা কীরটা তোমরা খাও

( আর ) মোরা খাই তার দহি ।

যতক্ষণটা তোমরা না বাড়ী ফেরো

( ঘরে ) মোরা উপবাসী রহি ।

তোমরা খাইবে আমরা রাঁধিব,

না খাইলে মাথার দিব্য সাধিব,

তোমরা বকিবে আমরা কাঁদিব,

( তাও ) তোমাদের সহে কই ?

তোমরা সহর ঘুরে বেড়াও রাতে,

সেটা যেন কিছু নহে ;

আমরা কাহারও সহিত কহিলে কথা,

তোমাদের নাহি সহে ।

তোমাদের চাই মেজ খাস কামরা,

আমরা ধোয়ায় রহি না জ্যান্ত না মরা,  
থিয়েটারে, নাচে যাইতে তোমরা,

মোরা সে সময় কেহ নই ।

প্রেমের স্থখটা তোমরা লুটিতে চাও

( তার ) যাতনা আমরা সহি,

পুত্র সাধটি তোমরা করিবে

( তার ) দুঃখ আমরা বহি ;

কোলে কর ছেলে যখন বেড়ায় খেলিয়া

কাঁদিলেই দাও আমাদের কোলে ফেলিয়া,

রাত্রে কাঁদিলে ছেলে ঘুমটা ভাঙিলে

বকুনি আমরা সহি ।

### শ্রীঅভয়ানন্দ চট্টোপাধ্যায়

পি ৪৩৮৭

কমিক ।

( আমরা ও তোমরা )

আমরা খাটিয়া বহিয়া আনিয়া দিই

তোমরা বসিয়া খাও । ৩

আমরা ছপুরে আপিসে ঘামিয়া মরি

তোমরা নিজা যাও ।

বিপদে আপদে আমরা পড়ে লড়ি

তোমরা গমনা পত্র আর টাকা কড়ি

অমায়িক ভাবে গুছায়ে তাহা—

দ্রুত চম্পট দাও ।

সম্পদে ছুটে কোথা হতে এসে পড়,

আহা, যেন কতকাল চেনা ।

তোমরা দোকানী স্কাকরা পসারী ডাক—

আর আমাদের হয় দেনা ।

সুখেতে সোহাগে গায়েতে পড়িয়া ঢলি

—নব-কান্তিক আর কি—আদরেতে গলি

প্রাণবল্লভ প্রিয়তম বলি

কৃতার্থ করিয়ে দাও ।

তোমরা অবাধে যা খুসি বলিয়া যাও

ভয়ে মোরা স্তব্ধ রই ;

আমরা কহিতে পাছে কি বেকাস বলি,

সদা সেই ভয়ে সারা হই ।

কথায় কথায় ধরণী ভাসাও কাঁদি,—

আমরা যেন কতই অপরাধী

পড়িয়া যুগল চরণ ধরিয়া কাঁদি

তবু নাহি কিরে চাও ।

আমরা বেচারি ব্যবসা চাকুরী করি

তোমরা কর আয়েস ।

আমরা সদাই মনিব বকুনি খাই ।

আর তোমরা খাও পায়ের ।

তথাপি যদি বা তোমাদের মনোমত

কার্য করে না পুরাই মনোরথ,  
অবহেলে চলে যাও নেড়ে দিবে নথ,  
অথবা মরিতে ধাও ।

গি ৬৭৫৫

ঝিঁঝিট খাখাজ

কি কর কি কর শ্রাম নটবর যাই সর নিজ কাজে,  
মনতি করি করে ধরি হরি কমা কর পথ মাঝে ॥  
আমরা গোকুলের গোপ-ললনা তুমি কি কালা জেনেও জানন'  
ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা ছাড়না ছলনা মরি মরি হরি লাজে ॥  
তুমি হে শ্রাম কাল জিভজ কখন করনি রমণী সঙ্গ,  
দিওনা দিওনা অঙ্গে অঙ্গ এ হেন তোমার কি সাজে ॥

### ৮ বঙ্গদানুন্দরী দাসী

আশাবরী ।

আয় লো আয় খোঁপের বালা ঐ তোমার চিকণ কালা বায়  
সখি তোমায় দেখরে বলে আড় নয়নে চায় ॥  
চোখের কোনে প্রেমের হাঁসি মুহু মুহু বাজায় বাঁশী,  
থেকে থেকে এঁকে বেঁকে নাচে ছপুয় পায় ॥  
সদা বাঁশী রাধা বলে জনলে প্রাণ অমনি গলে,  
যাইয়ে যাই কদমতলে পুরাই বাসনায় ॥

বুঝি তাই এসেছে •

সে যে ভাল বেসেছে ।

সে যে সকল হৃদয় নিয়ে

চরণে লুটায় দিয়ে

নিমিষে আপনা ভুলে

ভালবেসেছে ।

সে যে সরম বাঁধন দুটি

ছল ছল আঁখি দুটি

স্বপনের ডোরে আঁকি

বুকে রেখেছে ।

সে যে ভালবেসেছে ॥

কবে কোন নদী কূলে

কি জানি কি এক ভুলে

কাহারে নয়ন ভুলে শুধু দেখেছে ।

কোথাকার দুটি আঁখি

জোছনার সনে মাখি

স্বপনের ডোরে আঁকি বুকে রেখেছে ।

জনমের তরে সে যে ভালবেসেছে ॥

আমি সারা নিশি আঁখিজলে ভাসি

আছি পথ পানে চাহিয়া ।

হিয়ার মাঝারে পাতিয়া শয়ন

প্রেমের প্রদীপ আলিয়া ॥



বসে আছি কবে আসি অলখিতে  
 বিভোরতা মম হেরিয়া ;  
 ওগো চিত চোর অবিদিতে লোর  
 মুছিবে নয়ন চুম্বিয়া ॥  
 ভেবেছিহু যত সোহাগ যতন  
 যাইব সকলই ভুলিয়া ;  
 রহিব সতত ভাবের অতীত  
 পরশ স্বখে ডুবিয়া ॥

পি ৫১৮৭

কীর্তন ।

(আমি) কি আর বলিব তোরে হে বঁধু,  
 (কি আর বলিব তোরে)  
 (আমি) আপনি সাধিয়া পিরীতি করিহু,  
 রহিতে নারিহু ঘরে ।  
 ( রইতে দিলি না বঁধু )  
 ( ঘরে রইতে দিলি না বঁধু )  
 তোমার সনে প্রেম করে,  
 ঘরে রইতে দিলি না বঁধু  
 এবার যা হবার তা হল,  
 মন ফিরে দাও প্রাণ বাঁচুক তাই ভাল ।

এবার যা হবার তা হল, \*

বলি তোমার প্রেমে কাজ নাই রে.

তোমার লাগিয়ে বঁধু হে—

\* বঁধু হে ওহে প্রাণবঁধু—

ওহে নিরদয় ওহে প্রাণবঁধু—

এবার কামনা করিব সাগরে মরিব,

সাধিব মনের সাধ ।

( বঁধুহে বঁধুহে বঁধুহে )

নারী হব না রে—

\*( আর নারী হব না রে ) .

\* বলি নারী হবার বড় আলা,

আর নারী হব না রে ।

### কীর্তন ।

দেখে এলাম তারে সখী,

• দেখে এলাম তারে গো ।

এক অঙ্গে এত রূপ,

নয়নে না ধরে গো ॥

এমন কভু দেখি নাই

( এক অঙ্গে এত রূপ কভু দেখি নাই ) •

বেমন চাঁদ উঠেছে,

( দুকুল আলো করে যেন চাঁদ উঠেছে )

যমুনায় যেন চাঁদ উঠেছে,

অধরে মুরলী লয়ে

• কদম্বে হেলন রে ।\*

আমার হিয়াতে জাগে.

সেইরূপ আমার হিয়ায় জাগে ।

মোহন মুরতি                      ত্রিভঙ্গ মুরতি

আমার হিয়ায় জাগে,

( মুরতিস্থানি রে )

( বলি ) এমন রূপ ত দেখি নাই

আমার হিয়াতে জাগে,

( সেইরূপ আমার হিয়াতে জাগে )

মুরতিস্থানি হিয়াতে জাগে ।

পি ৫৭৪১

কীর্তন ।

শুন ওলো ধনি

চতুরা রমণী

গরবেতে সদাই থাক

( আবার ) জনম ভোমার

হইবে সফল

বদন ফিরায়ে দেখ

( জনম সফল হবে ) ( নারীর জীবন সফল হবে )

( একবার বদন ফিরে চেয়ে দেখ )

( আবার ) গরবে পৃথিবী

দেখ সরা খানি

ডাকিলে না শুন কানে

(এত কিসের গরব) (বলি নারী জাতির এত কিসের গরব,  
ব'লি ডাকিলে কথা শোন না হে)  
(তান) গরবীনি প্রেমময়ী  
আবার আপন ঘোবন,  
(তান) রাধে প্রেমময়ী গরবিনী ।

কীর্তন ।

খেলার রসে ছিল কানাই শ্রীধামেরি সনে  
হেন কালে শ্রীরাধারে পড়ে গেল মনে ॥  
(ওমনি হোল) (ওমনি রাধা বদন মনে হল)  
(বিনোদ গেলা খেলতে খেলতে রাধা বদন মনে হল)  
আপনার দেখু সব সঙ্গিগণে দিয়ে ।  
রাধা বলি বাজায় বাঁশী ত্রিভঙ্গ হয়ে ॥  
(বলে রাধে) (বাঁশীতে বলে রাধে রাধে)  
(কোথায় বৃন্দাবন বিলাসিনী বাঁশীতে বলে রাধে রাধে)  
(তান) (গরবিনী,—মানিনী—প্রেমময়ী রাই ধনী)

পি ৫৮৮৮

ঝিঝিট খাড়াড ।

আমি আধভাঙ্গা ঘুমে ঘুমাইতেছি  
কেন একেবারে ভাঙ্গিল ।  
ভালবাসা-বাসি ভুলিতে আছি, .  
কেন পুনঃ মনে জাগিল ।

কাছে হ'তে জনে দূরে যেতেছিহু,  
 স্মৃতির অনল নিভাইতেছিহু,  
 কাছে কাছে এল দূরে দূরে গেল,  
 স্মৃতি কেন পুনঃ জ্বলিল ।

খান্জাজ ।

আমি বড় আশা ক'রে এসেছি দুয়ারে  
 শেষ দেখাটুকু দেখিতে,  
 সে কি আসিবে না কিরেও কি চাবে না  
 কেঁদে কি হবে গো কিরিতে ।  
 ভিখারীর আশা অধিক ত নয়  
 কিছু ভিক্ষা পেলে হাসিমুখে লয়  
 সে ভিক্ষার আশাতে, আজি এ প্রভাতে  
 পাব না কি লভিতে ।

মিস্ বটস্বানী ;

পি ৩৫ ৭৮

সাজাহান ।

(তুমি) বাঁধিয়ে কি দিয়ে রেখেছ হৃদি হে,  
 আমি পারি না যে যেতে ছাড়ায়ে ।  
 এ যে বিচিত্র নিগূঢ় নিগূঢ় মধুর,  
 প্রিয় বাহিত কারা এ ।

এ যে চলে যেতে বাজে চরণে,  
এ যে বিরহে বাজে স্বরণে,  
মিলনেরি হাসে চুশনের পাশে হারায়

সাজাহান ।

আমি সারা সকালটি বসে বসে এই,  
সাধের মালাটি গৈঁথেছি ।  
আমি পরাব বলিয়া তোমার গলায়,  
মালাটি আমার গৈঁথেছি ॥  
আমি সারা সকালটি করি নাই কিছু,  
করি নাই কিছু বঁধু আর ।  
শুধু বকুলের তলে বসিয়া বিরলে,  
মালাটি আমার গৈঁথেছি ।  
তখন গাহিতেছিল সে তরুশাখা প'রে  
স্বললিত স্বরে পাঁপিয়া,  
তখন হুলিতেছিল তরুশাখা ধীরে  
প্রভাত-সমীরে কাঁপিয়া,  
তখন প্রভাতের হাসি পড়েছিল আসি  
কুসুম-কুসুম-ভবনে ;  
আমি তার মাঝখানে বসিয়া বিজনে  
মালাটি আমার গৈঁথেছি ।  
বঁধু মালাটি আমার গাঁথা নয় শুধু  
বকুল-কুসুম কুড়িয়ে,

আছে প্রভাতের প্রীতি সমীরণ গীতি

কুহুমে কুহুমে জড়িয়ে ॥

আছে সবার উপরে মাথা তায় বঁধু

তব মধুর হাসি গো ।

ধর গলে ফুলহার মালাটি তোমার

তোমার কারণে গেঁথেছি ॥

— — —

অপৌরুষ বেদনা দাসী

৩১

খান্ধাজ দাদরা ।

বাজাওয়ে চিকণ কালা,

মনপ্রাণ জরে নিল পাইয়ে অবলা ।

গুরুজনার মাঝে বসি, নাম ধরে বাজাওয়ে বাঁধা ।

পারি না যে দেখে আসি, ঘটিল কি জালা ॥

— — —

জঙ্গলা ।

( বুঝি ) ফাঁকি দিয়ে গেল নিয়ে নাগরে তোমার ।

সখি কোথা হতে দুঃখ দিতে এলোরে আবার ॥

নূতন বঁধু নূতন মধু নূতন মোহাগ ।

নূতন পেলে শুকনো ফুলে আসে কি লো আর ॥

পি ২১২

ঝিঁঝিট খান্ধাজ ।

কেমনে বল ভাল না বেসে থাকি ।

গল করেছে তোমার ঐ ছুটি আঁখি ॥

কে যেন মজায়ে, রেখেছে প্রাণ লুকায়ে,  
সাধ হয় সদা, বৃকে করে রাখি ॥

খান্ধাজ ঠুংরি ।

যদি পরাণে না জাগে আকুল পিয়াসা,  
চোখের দেখা দিতে এস না । ( বঁধু )  
ভাল বেসে যদি দুঃখ পাও সখা,  
পায় ধরি ভাল বে'স না ॥  
একলাটি বসিয়ে সারাটি দিন আমি,  
চেয়ে'রব ঐ পথের পানে ;  
সারাটি রজনী একেলা জাগিয়ে,  
চাঁদ জাগিবে আমার সনে,  
যাহা চাহ সখা দিব ফিরাইয়া,  
স্মৃতিটুকু ফিরে চেও না ।

পি ২১৩

বেহাগ খান্ধাজ—ফেরতা ।

গোষ্ঠে হ'তে আইল নন্দহুলাল । ( আমার )  
গোধূলি-ধূসর শ্রাম'কলেবর, আজাহুলস্থিত বনমাল ॥  
ঘন ঘন শিক্রা বেণু শুনিয়া, ব্রজবাসিগণ সব ধায় ;  
মজল খারি দীপ করে বধূগণ,  
মন্দির ছায়ায় দাঁড়ায় ;  
ধেহু বৎসগণ গোষ্ঠে পরবেশল,



মন্দিরে চলে নন্দলাল,  
 আকুল পশ্বে যশোমতি ধাওল,  
 ঝর ঝর দুটি আঁখি লাল ।  
 পাগলিনীর মত, ( হায় পাগলিনীর মত )  
 ধারার বিরাম নাই, প্রেমধারার বিরাম নাই ( বিরাম নাই )

পুরবী—একতাল ।

বাজে শ্রামের মোহন বেগু ।  
 বেগুর রব শুনে জুড়াল তনু ॥  
 যে বনে বাজিছে সেই বনে ধাই,  
 এ ছার জীবনে আর কাজ নাই ;  
 পুরাইব আশ মন-অভিলাষ, হয়ে থাকি শ্রামের চরণরেণু ।  
 পঞ্চম স্বরেতে ধরিয়াকে তান,  
 পবন দাঁড়ায়ে শুনিতেছে গান,  
 যাহার নামেতে যমুনা উজান, হান্ধা হান্ধা রবে ডাকিছে ধেমু ॥

পি ২২৩

জঙ্গলা খেমটা ।

বহুদূর হতে এসেছি বঁধু, বারেক ফিরিয়া চাও হে ।  
 বহু আশা প্রাণে পুরেছি বঁধু, আর কেন চলে যাও হে ॥  
 হৃদয়ে রেখেছি প্রেম সরোবর, হাসির কমল তায়,  
 আদরে হিলোলে ধুষে পরিমলে মাখাব শীকর গায় ;

কতই করিব খেলা—

প্রাণে দিব আশা বুকে ভালবাসা করিব পিরীতি মেলা ।

আদর সোহাগ রেখেছি বঁধু একবার ফিরে চাও হে ॥

সিন্ধু খান্ধাজ ।

ঐ দেখা যায় ঘরখানি ও বাড়মণি

আমি বালাখানা কোথায় পাব আমি হুঃখিনী মালিনী ॥

এস বাড় আমার ঘরে, আমি রাখবো তোমায় হৃদমাঝারে ;

মাসী বলা ছেড়ে দেবে, তুমি নাতি আমি দিদিমণি ॥

ভীমপলত্ৰী—যং

আসি আসি বলে কেন প্রাণে ব্যথা দাও ।

এমন নিদ্রায় তুমি কাঁদিয়ে চলে যেতে চাও ॥

যতক্ষণ থাক তুমি, কি আনন্দে থাকি আমি,

পায়ে ধরি প্রাণনাথ হৃদে এসে প্রাণ জুড়াও ॥

বেহাগ খান্ধাজ—ঠুংরী ।

আজ রজনী হাম ভাগে সোহাইলু,

পেগলু পিয়া মুখ-চন্দা :

জীবন যৌবন সকল করি মানিলু,

দশদিশ ভেল-নিরানন্দ ॥

আজু মজু গেহ গেহ করিহু, মানিহু আজু মজু দেহ ভেল দেহা ।  
 আজু বিহি মোহে অহুকুল হওল টুটল সবহ সন্দেহা ।  
 সোহি কোকিল আব লাখ ডাকউ লাখ উদয় করু চন্দা ।  
 পাঁচ বাণ আব লাখ লাখ হউ মলয় পবন বহু মন্দা ॥

পি ৩২৮

যৎ ।

ভাল যদি বাস হে সখা ।  
 দূরে থাক স'রে স'রে, দিওনা দেখা  
 দূর হ'তে সে বড় ভাল,  
 অধরে বেঁধেছ হাসি ভুবন আলো  
 চঞ্চল নয়নে তার অমিয় মাখা ॥  
 রওহে রওহে দূরে,  
 এ ভাল দেখিহে তারে,  
 কাছে গেলে চাঁদ অধা নয়,  
 প্রেম কি প্রেমানন্দ সখা, সকল সময় ;  
 নিকটে তরঙ্গ দূরে রজত রেখা ।

ঠুংরি ।

মরম ব্যথা কব লোঁ কারে, আছি মরমে ম'রে  
 যাক্ ব্যথা সেই জানে জানে না পরে ॥  
 সজনি আগে জানিনে,  
 এ ফুল বাসে কুটিল কীট নিবাসে ;

তা হ'লে কি সহি, আমি ফলে বসে রই,  
গল্পনা-আলাতে জর জর হই ?  
কি জানি কি কালে ফলটা আমার  
সাধের হার পরেছি গলায় ।  
বল দেপি প্রাণ সখি আজি কখনো কারে ॥

পি ১১০০

কমিক ।

চাই বেল ফল ।

আমার এ ফলের গন্ধে প্রাণ করে আকুল ॥  
মতিয়া বেল টাটকা ভোগা, এনেছি গ'ড়ে মালা,  
এ মালা পরলে গলে, কত নাগর অমনি ভোলে ॥

কমিক ।

আমি ফেরি করি পাড়ায় পাড়ায় বেলওয়ারী চুড়ি ।  
চুড়ি কেনে কত সোহাগভরে যুবতী ছুঁড়ী ॥  
আমার চুড়ির এমনি গুণ, নিবে যায় সই মনের আঙুন,  
হাতে পড়লে প্রাণটা করে,  
ওলো সই মাইরী মাইরী মাইরী ॥

পি ১১০১

এস যদি খেলবে হরি নারীর মনে হোলি খেলা ।  
সেদিন বড় পালিয়েছিলে শাস্তি পাবে চিকণ কালী ॥

বারে বারে নাগরালি, এবার ভাঙ্গবো তোমার চতুরালী,

একবার বাজাও তোমার সেই মুরলী

প্রাণ কেড়ে নাও নির্মূর কাল ॥

কাল অঙ্গ রান্না ফাগে,

এবার দেখবো তোমায় কেমন শাজে.

সাজায়ে রমণীসাজে নাচবে যত ব্রজবাল।

— — —

সঙ্গলী ।

ওকি হ'ল গো আমার বুঝ বা সখি ( হৃদয় আমার হারিয়েছে ) ।

পথেরি মাঝারে খেলিতে গিয়ে ( হৃদয় আমার হারিয়েছে ) ।

একদিন সখি সকালবেলাতে,

মন ল'য়ে আমি গেছিছু খেলিতে,

মন কুড়াইতে মন ছড়াইতে, পথেরি মাঝারে খেলে বেড়াইতে,

সহসা সঙ্গনী দেখিছু চেয়ে হৃদয় আমার হারিয়েছে ।

আমার কুসুম আমার হৃদয় সহেনি কখন রবির তাপ,

আমার হৃদয় কামিনী পাণ্ডী সহেনি কখন বিরহ-তাপ ।

চিরদিন সখি হাসিত খেলিত,

জ্যোৎস্না-আলোকে খেলে বেড়াইত,

সহসা সঙ্গনী দেখিছু চেয়ে ( হৃদয় আমার হারিয়েছে ) ।

— ০ —

পি ১১০২

বেলাগ—খাদ্যাদ ।

দাম্বত জীবন রবে আর কা'রে ভাল বাসব না ।

ভালবেসে এই হ'ল ভালবাসা কি লাঞ্ছনা ॥

মনেয়ে বুঝাইব ভালবাসা ভুলে যাব,  
পৃথিবীতে ন'লে দিব কেউ কা'কে ভালবাসে না ॥

পানপান্ধ ।

আমার কাঁচা পিরীত পাড়ার লোকে পাকতে দিলে না ।  
কোন অভাগী নজরা দিলে পিরীত পোকায় কাটলে  
আর বাড়ে না ।  
বিচ্ছেদ ছুরি কে হানিলে, আমার তারে কেড়ে নিলে,  
প্রেমের ভরা ডুবিয়ে দিলে ধর্মে সবে না ।  
আঁধার ঘরে আলো যেমন সে আগার যে ছিল তেমন,  
কুবাতিসে নিবিয়ে দিলে (ও তার) ভাল ত হবে না

পি ১১১৪

গৌরসারঃ ।

কাঁহা জীবনধন বৃন্দাবনপ্রাণ কাঁহা মেরি হৃদয় কি রাজা ।  
শুভ্র হৃদয়-পুরী আ ও আ ও মুরারি মোহন বাঁশরী বাজা ॥  
নয়ন-সলিলে বসন ভিত্তা'ওল, সাধকি সাগর হিয়াপর শুখাল,  
শিরতাজ মেরি শিরোপরি আজা ;  
নয়না কো রোসনি নয়না ছোড়াকৈ, ঘুরত ফিরত কাঁহা  
কাঁকে কাঁকে,  
হা তা পিয়াবঁধু এ কোন সাজা ॥

রেকড সঞ্জীত ।

জুজলা ।

নয়ন গলিয়ে যায় সুনীলিম গগনে ।

হাসিতেছে চারিদিক্ দিনমণি কিরণে ॥

• হাসিতেছে তরুশির, হাসিছে ফল ক্রটিব,

সাঁতারে সমীর দাঁর নীর নাচে পবনে ।

কালিন্দীর কল কল, ঢেউগুলি ঢল ঢল,

জলে চলে অবিরল জলি তপনে ॥

— — —

১১১৫

৩পাণী

তোমরা বল ছাড় ছাড়, ছাড়তে কি গো পারা যায় ।

ছাড়বার কথা মনে হলে, প্রাণটি আমার বিগড়ে যায় ।

ছুটী কর দিয়ে মাথে প্রাণ সংপর্শ হাতে হাতে ।

দান করা প্রাণ ফিরিয়ে নিতে সহজে কি পারা যায় ॥

( দান করা প্রাণ ফিরিয়ে নিলে কালীঘাটের কুকুর শ্রম )

কেদারা মিশ্র ।

সাগর কূলে বসিয়া; বিরলে হেরিব লহরমালা ।

মনবেদনা কব সমীরণে গগনে জানাব জালা ॥

প্রভাসগাময় নানব প্রাণ আর না হেরিব নর বদান

সমাজ শাসনে রহিব না আর, বাঁধব না দুখডালা ॥

— ০ —

১১১৬

ইমন ভূপালী ।

গত নিশি শ্যাম গেছে ফিরে । ( সখিরে )  
 রাধা রাধা রাধা বলে কত ভেকেছে আমারে—  
 বনমালা বাঁশরী তার ফেলে গেছে ঘারে ॥  
 সারা নিশি জেগে জেগে ঘুমায়ে প'ড়েছিলাম,  
 তাই বুঝি শ্যামচাঁদে হারাইলাম ;—  
 হয় কি করিলাম, নরমে তার বাথা দিলাম,  
 কে এমন স্বপ্নদ আছে এনে দেবে তারে ॥

— ০ —

পরজ :

কাজ কি শ্যামের কথা কহিয়ে । ( ওগো তোদের )  
 আপনি করেছি প্রেম, আপনি বুঝিয়ে ॥  
 খামি যদি করি মান, শ্যাম আমার সাথে মান,  
 হই হব অপমান, শ্যামের লাগিয়ে ॥

— ০ —

পি ১১১৭

ললিত ।

আমার মনটি করিয়া চুরি, আমার প্রাণটি করিয়া চুরি ।  
 এই আসি বলে গিয়েছিলে চলে, এতদিনে এলে ফিরি (গো)  
 কত নিশি গেছে কত দিন, কত সকাল সন্ধ্যা বেলা ।  
 কত বার মাস কত যুগ যুগান্তের অতীতে পড়েছে ঢুলি ।  
 কত মরু গেছে কত সাগরে, কত সাগরে শুকাল বারি ।  
 কত নদী গেছে শুথ ভুলি গো, গলে গেছে কত গিরি ।



সারা জীবনে সাধে রচেছি ভোর,  
কোথা যাবে মোর সকল চোর  
ধরেছি যখন বেঁধেছি তখন আর কি ছাড়িতে পারি গো,  
আর কি ছাড়িতে পারি ।

ভেরবী ।

সরল মনে সরল প্রাণে প্রাণ যদি নিতে পার দিতে গো পারি  
শুধু মুখেরি কথায় মজেছি ব'লে যেন 'করো না চল চাতুরী ।  
হৃদয় মাঝারে আঁকিয়ে ছবি দিদিদিনের ভরে লুকায়ে রাখি,  
নিলে জীবন বাঁপনে প্রাণে প্রাণে মিটাব দোহে দোহাশ্রি ।

পি ১২৬২

শাস্ত্রাজ্ঞ—মিশ্র ।

মাগো চিন্তে কি পারনি মোরে ।  
( আমায় ) দেখেছিলি আগে রাম অবতারে ॥  
ভক্তিভরে দিলি মুখে তুলি ফল  
হাতে হাতে মাগো তুই পারি মোক্ষফল  
চতুর্বিধ ফল আমারি সম্বল  
যে যা যাচে মাগো তখন দিই তারে  
ছিল মনেরি বাসনা ভক্তিভে মোরে ( মনে পড়ে কি )  
সেই জ্বেলের কথা মনে পড়ে কি, মনে পড়ে কি ?

সেই নবদুর্বাদল রামরূপ মনে পড়ে কি ?  
 ছিল মনেরি বাসনা ভক্তিতে মোরে, তাই  
 পূরিল কামনা ছাপরে ॥

কীর্তন ।

বাধ মা বাধ বাঁধ মা আর আমি পালাব না ।  
 বাধা ত পড়েছি আমি কোথা যাব বল না ॥  
 বাঁধ মা বাঁধ মা মোরে, বাঁধ মা কঠিন ভোরে  
 মা মা বলে সকাতরে মুখ পানে চাব না,—  
 তোর প্রাণে ব্যথা দিব না, গোপালে বেঁধেছ বলে ।  
 মা মা মা ব'লে ডাকিলে পরাণ গলে,  
 কত সুখা উথলে মা—তাকি তুমি জান না ॥

৭৭৫

কীর্তন ।

হেলে ছলে নেচে চলে গোষ্ঠাবহারী ।  
 কঞ্চল দিগ্ধি মিসি নছে বিখারি ॥  
 বন্ধিম ঠান দ্বিরে শিথিপাখা শোভয়ে,  
 মন্দর পাতধটি কটিতট বেড়য়ে,  
 নৃপুয় কণ্ঠ কণ্ঠ যুগ্মর যুগ্ম যুগ্ম,  
 নাচত বাজত বংশী বোলায়ত,  
 দীরে ফিরে চায় দেখু ছ'ধারি ॥

কীর্তন ।

আজ ফুলের মালায় সাজবে ভাল রাম কান্ধু ছুঁতাই ।  
 থরে থরে আয়না রে ভাই প্রাণ ভরে সাজাইব ॥  
 রূপের ছটায় মাতবে গোকুল, দেখবে শোভা ধরায় অতুল,  
 ( আজ প্রাণভরে সাজাই )  
 চোখের দেখায় আশ মেটে না প্রাণের দেখা চাই ।  
 প্রাণ দিয়ে প্রাণ নেয় বলে তাই, সশত দেখা পাই ॥

প ১২৩৫

জঙ্গল ।

আমার বুকে পিঠে সঁটে ধরেছে রে ;  
 যেন বেড়াফালে ছেঁগে ধরেছে রে ।  
 পোড়া ঝোড়া মড়া সবড়া,  
 তার ফুলগন্ধ গুণে দিয়ে চাড়া  
 (ঝেড়ে) চোখা চোখা বাণ মেরেছে রে ।

—•—

জঙ্গল ॥

রূপে ধার মন মজেছে তারে কি গো ধার লো ভোলা ।  
 উঠতে গিয়ে পড়বি ঢালে প্রেমের এইত বিষম জ্বালা ॥  
 — ভালবাসা ভুলতে পারে, দেখতেও সুই পাই না কারে,  
 — ভালবাসা ভুলতে পারে ও তার ভালবাসা ছেলেখেলা

— \* —

পি ১২৩৬

জঙ্গলা ( নৃত্য-সম্বলিত )

গয়লা দিদি লো তোমার ময়লা বড় প্রাণ ।  
 তুমি সেরেকে জল ছ'সের ঢেলে ছুঁয়ে ডাকা-ও বান ॥  
 তোমার হাত পা দোলা কোমর দোলা সার,  
 দোলায় নাই কিছু বাহার,  
 আবার কৈড়ে থই থই অথৈ জলে ভরতি কানে কান ॥

— ০ —

কেদার মিশ্র ।

আজি এসেছি, আজি এসেছি এসেছি বঁধু হে,  
 নিয়ে এই হাসি, রূপ, গান ।  
 আজি আমার যা কিছু আছে, এনেছি তোমার কাছে,  
 তোমায় করিতে সব দান ।  
 আজি তোমারি চরণ তলে রাখি এ কুসুম ভার,  
 এ হার তোমার গলে দিই বঁধু উপহার,  
 সুধার আধার ভরি, তোমার অধরে ধরি—  
 কর বঁধু কর তায় পান ।  
 আজি জ্বরের সব আশা, সব সুখ ভালবাসা,  
 তোমাতে হউক অবসান ।  
 ঐ ভেসে আসে কুসুমিত উপবন সৌরভ,  
 ভেসে আসে উজ্জল-জলদল-কলরব,  
 ভেসে আসে রাশি রাশি জ্যোৎস্নার মৃদু হাসি,  
 ভেসে আসে গাণিয়ার তান,

আজি, এমন চাঁদের আলো—মরি যদি সেও ভাল ;

সে মরণ স্বরণ সমান ।

আজি, তোমার চরণতলে নুঁচায় পড়িতে চাই,

তোমার জীবনতলে ডুবিয়া মরিতে চাই,

তোমার নয়নতলে শয়ন লাভিব ব'লে,

আসিয়াছি তোমার নিধান ;

আজি সব ভাষা সব বাক—নীরব হইয়া থাক,

প্রাণে শুধু মিশে থাক প্রাণ ।

পি ২০২৭

ভৈরবী ।

ওগো কেউ বল না ভাতার কেমন মিষ্টি

আমার শুধু হ'য়েছিল ছেলেবেলায় ছেলেখেলা করে শুভদৃষ্টি ॥

।মিষ্টি শুড ।মিষ্টি চিনি আর মিষ্টি মধু,

কিসের মত মিষ্টি ছাগো সাতটা পাকের বধু

সে কি তেঁস্তার জল চেঁস্তার কল

দুটী মাসের দুপুর বেলায় বৃষ্টি ॥

মিষ্টি ছিল বাবার আদর, আর মায়ের কোল,

লাগুন মাসে ফাগের খেলা, কচি আবেগ ঝোল

তার চেয়ে কি মিষ্টি ভাতার নারীর ধর্ম্ম কয় ঠাট্টা ।

কত মিষ্টি সেই বিধাতা যার মিষ্টি ভাতার ভিষ্টি ।

সিদ্ধু খান্সাজ।

মুখটী আমার বুকে নেই তার নামটী আছে মনে ।  
 সেই নামটী দিবানিশি ফিরুছে আমার সনে ॥  
 আমি উঠি বসি, যাই শুভে বিছানায়,  
 নাম সঙ্গে ওঠে, সঙ্গে বসে, সঙ্গে শুভে যায়,  
 নাম কত কথা শুনার আগায়, পেনে পরে নিজ্জনে ॥  
 নাম আমার জপমালা, জুড়ায় জালা ;  
 আমার সিঁথের সিদূর, হাতের বালা ;  
 নাই বিরহ অহরহ মধুর মোহ নাম আলাপনে :  
 আমি নামের প্রেমে স্নেহে আছি অনেক দাঃ  
 দেহের মিলনে ।

মিস্ বিভাবতী ।

পি ৩৭২৭

বারোয়া—মিশ্র ।

মাখন দিয়ে খাবি গিলে। পোড়া পাঁউরুটী ।  
 ( আবার ) হুট পুট হবে দেহ বাড়বে নানান ভিন্নকুটী ॥  
 সকাল বেলা মুখ না ধুয়ে পাঁউরুটী খাও মাখন দিয়ে,  
 পিঙ্গি পড়া বন্ধ হবে বাবুর মুখে শুনেছি ।  
 গরম টগবগে জলে, দুটো ডিম দিবি ফেলে,  
 পাচ মিনিট বই রাখিলে কো হজমে হবে বেশি ।

ভিমের লালসানি দিয়ে, পোড়া পাউরুটি খেয়ে,  
 চৌট চোটে চোটে উঠে যাবে, কায়দা এ সব বিলিতি ।  
 উপোস তিরেস করিস নাকে ছেড়ে দে একাদশী ।

### বেহাগ—গাহাজ ।

নতন রাঁধুনি হয়েছি—তোদের নিমন্ত্রণ শুনিদি ।  
 ঝুলে গিয়ে বই পড়ে পড়ে ফোড়ন দিতে শিখেছি ।  
 সকাল থেকে ছুটে ছুটে, তরকারী নিয়েছি কুটে,  
 কিসের সঙ্গে কি দিতে হয় ঐটে ভুলে গিয়েছি ।  
 রাঁধতে গিয়ে শাকের ঘণ্ট, হলাম ভারি লগু ভগু, \*  
 চুন না দিয়ে দাঁছি চিনি মাছার মাছারি ছি ।  
 রেবিছি অঙ্গল বিসম গুণগোল  
 অরুচি হয়ত থাকবে নাকে নিমপাত, বলে দিছি ।  
 রাখতে রাখতে একটু একটু চেখে দেবেছি ।

—০—

পি ৪১১২

বাহার মিশ্র ।

শাউড়িতে ঘেরছে চোন! স্বপ্নবাজী যাব না ।  
 ননদেতে ভেংচি কাটে চিম্টি কাটে একজনা ॥  
 বল্তে দিদি লজ্জা করে, খোঁপা ন'ডা দেয় গো বরে,  
 সোহাগু ক'রে দাড়ি দ'রে বলে কখনা কথা কওনা ।  
 অ'মি দিদি বিয়ের ক'নে কইতে কথা তারি সনে  
 পারি দিদি, বল্ দেখি তুই এ'কি ক'ণ্ডকারখানা ॥

বাবা আমায় এবার যদি শশুরবাড়ী পাঠান দিদি,  
কেদে মা'র ধুব্বো আঁচল প্রাণ থাকতে ছাড়বো না ॥

—\*—

থাষাজ :

দিনে দুপুরে আলোকে আঁধারে তোমা বনে কেন পাই না ।  
তোমারি বিরহে সদাই বিরহে ছানাবড়া ছাড়া থাই না ॥  
কত জ্বোরে ডাকি কোথায় বধুয়া ক্ষুধায় কাতরা দাওহে রাধিয়া,  
বাটুনা বাটিয়া কুটুনা কুটিয়া কানাদে ঠেলিতে চাই না ।  
যবে হ'তে তুমি গেছ রে চলিয়া বিরহ উঠেছে জ্বোরে জাগাইয়া  
বিরহের পালা পাড়ে হৃদ বলে খিয়েটারে আর যাই না ॥

—•—

মিস বাণা চক্রবর্তী (এমেচার)

পি ৭৩৫২

প্রভাতে যারে নন্দে পাখী, কেমনে বল তারে ডাকি  
কোন ভরসায় তাঁরে মাগি ।  
কুসুম ল'গে গন্ধ বরণ, নিতি নিতি যারে করেছি বরণ,  
এ কণ্টক বনে কি করি চরন, কোন ফুলে বল সে পদ ঢাকি ।  
নিশান আঁধারে ডাকিব তোমায়ে, যখন গাবে না পাখী ।  
কণ্টক দিব চরণে যবে, কুসুম মৃদিবে আঁখি :  
হেন পূজা যদি নাহি লাগে ভাল, কেন তুমি মোরে  
করিলে কাঙ্গাল,  
বল রে দরি আর কত কাল, হৃদনের লাগি রহিব জাগি ।



ভৈরবী ।

না বা করুণাময়ী জানিলাম তোর করুণা,  
 বাবে স্থখে দুখে দিন, দীনের দিন ত' রবে না  
 ভজন সাধন যে জন জানে না. তারে ত' তারিলে তোর  
 ক্ষতি কিছু হবে না ॥

আগমে শুনেছি সার, দয়াময়ী বিনে আর. ভবাদি  
 করিতে পার, কেহ ত' পারে না  
 অপম দেখিয়া যদি আশারে তারিবে না  
 দয়াময়ী নাম তোর তবে কেউ এ সংসারে লবে না ॥

বিনোদিনী দাসী । ( শট্‌লা )

পি ২১৩৭

গজল ।

যত দিন প্রাণ এ দেহে রহিবে,  
 আমি তোমারি তুমি আমারি ।  
 যদি না আস ভাল না বাস  
 তবু তোমারি তবু তোমারি ।

যে দিন হ'তে তোমারে ছেড়েছি,  
 সে দিন হ'তে প্রাণ ম'পেছি,  
 অদম্ণ মাঝারে ছবি এঁকেছি,  
 ছবি তোমারি, ছবি তোমারি ।

যে জ্বালায় জ্বলে মম অন্তর,  
নিশি দিন নাথ জানাব কত ত্বার,  
হৃদয় মাঝারে চাহিয়ে দেখি  
মরতি তোমারি মরতি তোমারি।

ভৈরবী ।

একটা কথা বল্‌বো রে প্রাণ মনেতে সাধ আছে  
অনেক দিনের পরে বিধি মিলায়ে দিয়েছে  
দয়া করে এস যাও আমার এখানে,  
রাখ্‌ব তোমায় যতনে,  
ফলের মাঝে রাখ্‌ব তোমায় যত ফুল ফুটে আছে

স্বপ্নীলা বিনোদিনী দাসী ।

পি ১২

বারোয়াপিলু — কাওয়ালী ।

প্রাণ আর বাঁচে কেমনে ।

যারে না হেরিলে সখি      নিরন্তর করে আঁখি  
নয়নে নয়নে রাখি নয়নের ধনে ।

খান্‌দাজ — কাওয়ালী ।

ধীরে ধীরে তীরে কর পার ।

আমরা গোপেরি নারী না জানি সঁতার ॥

তরী করে টলমল,      পসরাতে উঠে জল,  
মাঝখানে ডুবাতে তরী কলক তোমার ।

পি ৩০

হাথির কাণ্ডালী ।

তারে ভোলা হল একি দায় !

আমার প্রাণ যায় ।

কি ক্ষণে হইল দেখা, বুঝি প্রাণ যায় ।

বিমল জোছনা নাখা, চক্ৰিমা তুলিতে আঁকা,

হেরিলে তার মুগশশী প্রাণ জুড়ায় ॥

— \* —

পাঙ্গাড়—খেমটা ।

চাইনা, চাইনা, চাইনা রে তোয় ওজন করা ভালবাসা ।

সিক্কুম ভালবাসা, বিন্দুতে কি যায় পিপাসা ॥

ভালবাসা পাকা সোনা, ভাল বাসায় খাদ মেশে না,

ভালবাসা বেচা কেনা, ভরাডুবি করে আশা ॥

— ০ —

কুমারী বকুল বসু ।

দেশ —

পি ৬২০২

ইন্দীবর দল জাম ।

প্রেমিক হৃদি রাসমাধে

অংতি ত্রিভঙ্গ ঠাম ॥

তটিনী গর্ভে হরি, শিখ বারিধি তুমি,

সুদূর প্রান্তরে, ধুমুয়া মরুভূমি

গগনে গ্রহ তারা, তব জ্যোতিতে তারা

রেকর্ড সঙ্গীত ।

সৃষ্টি লীলা রসে

তোমারি ব্রজধাম,

তোমারি ব্রজধাম,

তোমারি ব্রজধাম ॥

পি ৭৩৫৩

কাফি সিদ্ধু !

বাব কিনা যাব গো জলে

ব'সে ভাবছি কূলে ।

আমি অমন রূপ আর কভু দেখিনি

, যেন জলের ভিতর অনল জলে ॥

মরি কি মধুর হাসি

ঝরিছে অমিয় রাশি ।

মোহন বাঁশীর তানে করে উদাসী

সাধ হয় মন প্রাণ বিকাই চরণ তলে ।

পি ৭৬২৫

আশাবরী ।

আঁখি পিয়াসী, মন উদাসী ।

আকুল করিল মোহন বাঁশী ॥

বাঁশীর তান্

মোহিল মন প্রাণ

## রেকর্ড সঙ্গীত ।

এমন মধুর গান  
 তুলন না যায় ;  
 ঢালিছে তুষিত প্রাণে  
 অমিয় রাশি ॥

—

## কুমারী সুই বসু ।

পি ৭৩৫৩

স্বরট খান্সাজ ।

আমি সংসার সাগরে ভাসিয়া বেড়াই,  
 আর শুধুই দুঃখের বোঝা ব'ই ।  
 পরাণের দুঃখ পরাণে চাপিয়ে, মরমে মরে রই ॥  
 হাসিতে খেলিতে বাধা পায় পায়,  
 কোন কাজে মন কিছুতে না ধায়  
 কোথা প্রেমময়, ডাকি হে তোমায়,  
 তোমারেই দুঃখ জানাই ॥

## মিস্ চারুশীলা ( প্রোদন ) ।

পি ৬৭৭৭

ঝাঁঝিঁট খান্সাজ ।

ভাল বাসিতাম যারে বাসিতাম  
 তারে প্রাণের অধিক বাসিতাম ।  
 (আমি) এ জীবনে আর বাসি নাই ভাল  
 তাহারে শুধু বাসিতাম ॥

সে তো ভাল বাসিতো আমারে  
কত যে যতন করিত গো মোরে ;  
দূরে স'রে গিয়ে দেখিত আমারে  
আমিও তাতে দেখিতাম ॥

—

ভৈরবী—মিশ্র ।

আগে তো জানি না লো সহ  
সে এত কঁাদাবে আমার ।  
তা'হোলে কি মন প্রাণ  
সঁপি সে নিষ্ঠুর জন্যে (নিদ্রায় কালয়) ;  
হীরে ভেবে কাচ ভাঙারে  
রেখে ছিলাম বুকে ধ'রে ;  
ভ্রমর ভেবে পদ্ম-মধু দান ক'রেছি গোব'রে পোকায় ॥

পি ৭০৫২

কেদারা ।

যমুনারই কূলে সখি শুনে শ্রামের বাণীর গান,  
আপনারে ভুলে গেছি হারাইল কুলমান ॥  
সে যে গো পরেরি প্রাণ, আগেতো ছিলনা জ্ঞান ;  
তা হোলে কি সঁপি প্রাণ, সহি এত অপমান ॥

রাজা পৃথু ।

ডাকুলে কি গো থাকতে পারি,

আকুল প্রাণে তাই তো আসি

সাধের খেলা খেলি যত, খেলতে বড় ভালবাসি ॥

যুগে যুগে খেলি যত, খেলা আমার বাড়ে তত ;

ভক্ত সনে অবিরত থাকি আমি দিবানিশি ॥

### ডালিমমণি দাসী ।

পি, ৩৬৩৬

কীর্তন ।

রসিক নাগর, বিরহে কাতর, পড়িল ধরণী তলে । '

( অমনি পড়লো নাগর—রাধা রাধা ব'লে )

(তখন) স্রবল আসিয়ে, ব্যথিত হইয়ে, তুলে বসাপুল কোলে

(

(ভাইয়ে একি হ'ল বলে ) ( কেন এমন হলি ভাই )

(এই যে কথা কহিতেছিলি)

বসন ভিজায় মুখখানি মুছায়, মধুর মধুর বোলে ।

( রাধাকুণ্ডের জলে ) ( বিরহতাপ দূর যাবে বলে )

আচম্বিতে আসি—( কানাইরে ও ভাই )

রাধাকুণ্ডে বসি অচেতন কেন হলি ॥

( আমার সচৈতন্য—কেন অচৈতন্য হলি—ভাইরে ) ।

কীর্তন ।

রাই অনাদর হেরি রসিকবর অভিমানে করল পয়ান ।  
 ( অভিমানে ) ( রাই ধনীর মান দেখে )  
 বলে আমি কোথায় বা যাব হে—  
 ( আমার রাই যদি নিলে না )  
 নয়ন-হিল্লোলে পথ লখই না পারই,  
 ( অমনি ভেসে গেল ) ( নয়নজলে নীলগিরি ভেসে গেল )  
 পীতবাসে মুছই বয়ান ।  
 ( কেউ দেখবে ব'লে ) ( আমি নাগর হ'য়ে কাঁদিলাম )  
 নিজ অপরাধ নাহি জান । ( হরি হরি )  
 সো হেন প্রেমময়ী গঠিলা কি নিরদয় কাছে করল মুখে মান,  
 ( কিছু বুঝতে নাওলাম—কিসের লেগে মান ॥ )

মিস দাস ( এমেচার )

পি ১২৪৪

কীর্তন ।

বিশ্বরাজ হে, কেন ডাক সখা ব'লে আর,  
 তোমার মধুমাখা ডাকে হরি হে  
 আমি নিদাক্ষণ লাজে মরি ( আর ডেকোনা ডেকোনা হে )  
 ওহে কলুষ সাধনে যাহার হৃদয় সতত মগন রয় হে ;  
 তার কি গুণ স্মরিয়ে পুণ্যময় হরি হে ( দীনের সখা হরি হে )  
 ( ওহে দেবদুর্লভ হরি হে )  
 সেখে সখা বল তায় ( একি ভালবাসা )



আমি বুঝিই এখন, পতিতপাবন তোমার প্রেমের রীতি,  
যে জন চায়না তোমারে, তুমি চাও তারে, সান্বিষ্টে বল স্বহৃদ  
( একি ভালবাসা )

—০—

ভাটিয়ালি ।

( এগো দরদী ) আমার মন কেন উদাসী হতে চায় ।  
ও তার ডাক নাহি হাঁক নাহি গো আপনি আপনি চ'লে যায় ।  
ধৈর্য না ধরে অন্তরে, সদা কেঁদে উঠে মন শিহরে নয়ন ঝরে,  
যেন নীরবে স্রবে সদা ডাকিতেছে আয় গো আয় !  
যেমন ভাটির স্রোতে ভাটির গড়ান, সাগর যেমন সদা গো  
টানে নদীর পরাণ  
সে টান এতই সরল মনের গরল অমৃত হইয়া যায় ।

—০—

প ১২৫৭ বেহাগ—কাওয়ালী ।

চির সখা হে, ছেড়না মোরে ছেড়না ।  
সংসার-গহনে নির্ভয়-নির্ভর, নির্জনে সজনে সঙ্কে রহ ॥  
অধর্মের হও ধন, অনাথের নাথ হও হে, অবলের বল !  
জরা-ভারাতুরে নবীন করহে, ওহে সুধাসাগর !

—০—

বাহার ।

এ কি আকুলতা ভুবনে, এ কি চঞ্চলতা পবনে,  
এ কি মধুর মদির-রস-রাশি, আজি শূন্যতলে চলে ভাসি,  
ঝরে চন্দ্রকরে এ কি হাসি, ফুল-গন্ধ-লুটে গগনে ।

এ কি প্রাণভরা অমুরাগে আজি বিশ্ব-জগত-জন জাগে,  
আজি নিখিল নীল গগনে স্মৃৎ পরশ কোথা হ'তে লাগে,  
স্মৃতে শিহরে সকল বনরাজি, উঠে মোহন কাশরী বাজি,  
হের পূর্ণ-বিকশিত আজি, মম অন্তর সুন্দর স্বপনে ।

-----

পি ১২৫৮

বাউল ।

যদি ডাকের মত পারিতাম ডাকতে ।

তবে কি মা এমন ক'রে তুমি লুকিয়ে থাকতে পারতে ॥

নাম জানিনা ডাক জানি না আমি জানি না কোন কথা বলতে ॥

আমি ডেকে দেখা পাইনা তোমায়, আমার জনম গেল কাঁদতে ।

দুঃখ পেলে মা তোমায় ডাকি, স্মৃৎ পেলে যে ভুলে যাই নাম

করুতে,

মনে ব'সে মন দেখ মা আমায় দেখা দাও না তাইতে ॥

কাঁদাল যদি ছেলের মত ছেলে হ'ত তবে তুমি জানতে

(কাঁদাল) জোর ক'রে কোল কেড়ে নিত তুমি পারতে না তায়

ঠেলতে ॥

-----

রামপ্রসাদী ।

আমি কি দুখে ডরাই ।

তবে দাও দুঃখ মা আর কত চাই ॥

আগে পাছে দুঃখ চলে মা যখন আমি যেখানে যাই,

তখন দুখের পথে চ'লে গিয়ে দুখের হাটে বাজার মিলাই !

বিষের কুমি বিষে থাকে মা, বিষ খেয়ে প্রাণ রাখে সদাই,  
 আমি তেমনি হুখের কুমি, হুখের বোঝা নিয়ে বেড়াই ।  
 প্রসাদ বলে মা ব্রহ্মময়ী, বোঝা নামাও খানিক জিরাই,  
 ওমা স্থখ পেয়ে লোক গর্ভ করে আমি করি হুখের বড়াই

পি ১৭৬৫

ভৈরবী ।

সুন্দরী রাধে আওয়ে বনি  
 ব্রজরমণীগণ-মুকুট-মণি !  
 কুঙ্কিত-কেশিনী                      নিরুপম-বেশিনী  
 রস-আবেশিনী ভঙ্গিনী রে—  
 অধর-সুরঙ্গিনী                      অঙ্গ-তরঙ্গিনী  
 সঙ্গিনী নব নব রঙ্গিনী রে !  
 কুরঙ্গগামিনী                      মতিমা দশনী  
 দামিনী চমক নেহারিণী রে—  
 আভরণধারিণী                      নব-অভিসারিণী  
 শ্রামের হৃদয়-বিহারিণী রে !  
 নব অঙ্গুরাগিণী                      অখিল সোহাগিনী  
 পঞ্চম রাগিণী সোহিনী রে ।  
 ১. রাস বিনোদিনী                      হাস বিকাশিনী  
 গোবিন্দদাস চিত মোহিনী রে ॥

মল্লার ।

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূণ্য মন্দির মোর ।  
 বাজা ঘন গরজন্তি সন্ততি ভুবন ভরি বরিশস্তিয়া ।  
 কাস্ত পাহন বিরহ দারুণ সঘন থরতর হস্তিয়া !  
 কুলিশ শত শত পাতমোদিত ময়ূর নাচত মাতিয়া ।  
 মত্ত দাহুরী ডাকে ডাহুক ফাটি যাওত ছাতিয়া !  
 তিমির দিক ভরি ঘোর যামিনী অথির বিজুড়িত পাতিয়া ।  
 বিজ্ঞাপতি কহে ক্যায়সে গোয়াই হরি বিনে দিন রাতিয়া ।

পি ১৭৬৬

টোরি ভৈরবী ।

অয়ি ভুবন-মন-মোহিনী ।  
 অয়ি নির্মল-সূর্য্য-করোজ্জল-ধরণি !  
 জনক-জননী-জননি !  
 নীল-সিদ্ধুজল বোত চরণ তল  
 অনিল বিকম্পিত শ্রামল অঞ্চল,  
 অম্বর-চূষিত ভাল হিমাচল শুভ্র-ভূষার-কিরিটিণ  
 প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,  
 প্রথম সাম্রাজ্য তব তপোবনে,  
 প্রথম প্রচারিত তব বন-ভবনে,  
 জ্ঞানধর্ম কত কাব্যকাহিনী ॥  
 চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য, দেশ বিদেশে  
 জাহ্নবী যমুনা বিগলিত ককণা,  
 পুণ্য-পিয়ুষ-স্তুত বাহিনি !

# রেকর্ড সঙ্গীত ।

## বাউল ।

তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে

তা ব'লে ভাবনা করা চলবে না ;

তোর আশা লতা পড়বে ছিড়ে

হয়ত রে ফল ফলবে না ।

আসবে পথে আধাঁর নেমে

তাই ব'লে কি রইবি থেমে,

(ও তুই ) বারে বারে জ্বালবি বাতি,

হয়ত বাতি জ্বলবে না ।

শুনে তোমার মুখের বাণী

আসবে ছুটে কত প্রাণী ।

হয়ত তোমার আপন ঘরে

পাষণ হিয়া টলবে না !

বন্ধ ছয়ার দেখ'বি ব'লে

অমনি কি তুই আস'বি চ'লে,

(ও তোর) বারে বারে ঠেলতে হবে,

হয়ত ছয়ার খুলবে না,

তা ব'লে ভাবনা করা চলবে না ।

—•—

পি ১৮৬৩

সিদ্ধু মিশ্র ।

• মথুরাবাসিনী মধুরহাসিনী, শ্রামবিলাসিনী রে ।

কহ লো নাগরী গেহ পরিহারি, কাহে তু বিবাগিনী রে

বৃন্দাবনধন, গোপিনী-মোহন, কাছে তু তেয়াগিনী রে ॥  
 দেশ দেশ পর, সো শ্রামস্বন্দর, ফিরে তুয়া লাগি রে ॥  
 বিকচ নলিনে, যমুনা পুলিনে বহুত পিয়াসা রে ।  
 চন্দ্রমাশালিনী, বা মধুযামিনী, না মিটল আশা রে ॥

—•—

### ঝাঁঝিট খাষাজ

এ জনমের সঙ্গে কি সেই জনমের সাধ ফুরাইবে ।  
 কিম্বা জন্ম জন্মান্তরে এ সাধ মোর পুরাইবে ॥  
 বিধি তোরে সাধি শুন, জন্ম যদি দিবে পুনঃ,  
 আবার আমারে যেন রমণী জনম দিবে ।  
 লাজ ভয় তেয়াগিব এ সাধ মোর পুরাইব ।  
 সাগর সেচে রতন নিব কণ্ঠে রাখব নিশি দিনে ॥

কে ৪২

কান্তন ।

তব শুভ সন্মিলনে প্রাণ জুড়াব হৃদয়স্বামী ।  
 কবে বসিব একান্তে প্রাণকান্ত তোমায় নিয়ে আমি ।  
 আমি হৃদয়ে ধরি ত্রীপদ, সব বিপদ ঘুচাব হে  
 ( বিপদ রবে না, রবে না, বিপদ রবে না হে )  
 বল সে দিন আমার কবে বা হ'বে, যে দিন—  
 আমার শোক তাপ সব যাবে, জুড়াবে তাপিত প্রাণী ।  
 তব অখিল নীলালোকে, আমি ডুবাব মানস হে,  
 আমার বাসনা, রবে না রবে না ।

বল সে দিন আমার কবে বা হ'বে, যে দিন—

আমি সকল ভুলিব, শুধু হৃদয়ে জাগিবে তুমি ।

—

কীৰ্ত্তন ।

দীনবন্ধু করুণাসিদ্ধু রূপাবিন্দু বিতর, দীনে রূপাবিন্দু বিতর ।

আমার হৃদি বৃন্দাবনে কমল-আসনে, মন প্রাণ সনে বিহর (হরি)

নয়ন মুদি বা চাহিয়া থাকি,

অথবা যে দিকে ফিরাই আঁখি,

হৃদয় মাঝারে সতত নিরখি, তব রূপ চির সুন্দর ( হরি ) ।

এই কর হরি দিন দয়াময়,

তোমায় আমায় যেন ছুটি নাহি হয়,

জলেরই তরঙ্গ জলে কর লয়, চিন্ময় চির সুন্দর (হরি)

### শ্রীমতী দেবশাল্মা দাসী ( দেবী )

পি ৬৪১৬

ভূপালি ।

চলেনা চলেনা শ্রামা তোমা বিনা দিন আমার চলেনা ।

( মা ) তোমা বিনা মম আপনার জন, হিত কথা কেহ বলে না

জীবন তরু শুষ্ক হয় মা গো, তোমা বিনা সে'ত বাঁচে না;

আমার জীবনের সম্বল তব রূপাবল বিনা শুভ ফল ফলে না ॥

(মা) তোমা ভিন্ন আমার জীবন অরণ্য,

সেথায় প্রেমের আগুন জলে না,

আমার অস্থির সমান রিপু বলবান,  
আমার কথা কেহ শোনে না ;  
( মা ) তুমি না হ'লে প্রসন্ন, এক মুষ্টি অন্ন,  
এ সংসারে কই মিলে না,  
ওমা কহে অকিঞ্চন তব শ্রীচরণ,  
বিনা গতি মুক্তি হবে না ॥

—•—

বেহাগ ।

শ্রামা জগদীশ্বরী কখন শঙ্কর বামে কখন রাসরাসেশ্বরী ॥  
অগতির গতি দায়িনী ভবদুঃখ বিনাশিনী,  
তারো এ ভব তারিণী, দেবী তব কিঙ্করী ॥

—\*—

প ৬৪৮২      ঝাঁঝিট খাষাজ ।

কি চোখে শ্রাম আজি তুমি আমার পানে চেয়েছ ।  
কত যেন প্রেমসুধা প্রাণে ঢেলে দিয়েছ ॥  
জুড়াইতে মর্ম্মব্যথা, হৃদয়ের কত কথা,  
বলেছি তোমারে কালা তুমি তো তা শুনেছ ॥

ভৈরবী ।

খেতে মধু বঁধু শুধু হেথা এসেছে ।  
অনুরাগে তাই আগে ভাল বেসেছে ( কালা )  
কোন দিন তো এমন সাজে,



আসেনি সে কুঞ্জ মাঝে,  
 দূরে থেকে চোখে দেখে, ফিরে গিয়েছে ( কালা )  
 আজি দেখি লীলাবেশে, কাছে এসে ভালবেসে,  
 সোহাগেতে হৃদয়েতে তুলে নিয়েছে ( কালা ) ॥

পি ৬৫৭১

আসোয়ারি ।

বুঝিতে পারি না তারা এ কেমন মা তোমার ধারা  
 কেঁদে কেঁদে হই মা সারা তবু তোমার পাই না সাড়া  
 ভবের মাঝে পাঠিয়ে দিয়ে দেখলি না একবার চেয়ে  
 মরি গো মা ভবভয়ে তরাও গো মা ভবদারা ॥

ভৈরবী ।

শ্রামা কি আছে আমার ভবে ।  
 যা ভাবি আমার যা দেখি আমার  
 সকলই তোমার তোমারই রবে ।  
 সুখ দুঃখ তারা যা ভাবি আপন  
 সে সবই তোমার তোমারই সৃজন,  
 সকলে তো নহে পাগল এমন  
 তোমার বোঝাটি নিজের বহিবে ॥

—•—

পি ৬৭৫৬

ঝিঝিট ।

• কালা কেন বাঁশরী বাজায় ।  
 বাঁশরী স্বরেতে আমার প্রাণ বুঝি যায় ॥

• অবলা সরলা বালা কত আর সহিব জালা,  
বাঁশের বাঁশীতে বুঝি কুল মান মজায় ॥  
মনে করি ভুলে রই সে নিষ্ঠুর কালায় লো সই,  
হৃদি মাঝে আছে সদা কিছুতে না যায় ॥

— ০ —

আড়ানা বাহার ।

• যাও শঠ লম্পট হেথায় এসোনা  
কি লাজে বলনা করিছ ছলনা,  
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে পুরাও গো বাসনা ॥  
যেখানে পোহালে সারাটী রজনী,  
সেখানেতে যাও নট শিরোমণি ।  
অপমানে মানে রয়েছ মানিনী,  
• হেথায় আসা তোমার ক'রে দেছে মানা ॥  
সারা নিশি জেগে আশাতে তোমারি,  
• জেগে জেগে ঐ ঘুমালো কিশোরী ।  
নিরবে শ্রীহরি কর হে শ্রীহরি,  
কালি এস হে কালিয়ে সোনা ॥

— ০ —

পি ৬২২২

ভৈরো ( আগমনী ) ।

দেখ গিরিরাণী, ঐ আসে ভবানী,  
ভুবন আলো করি সিংহ আরোহণে ।  
ধরাসন ত্যজিয়ে, দেখ একবার চেয়ে,  
ঐ তোমার মেয়ে আসিছেন ভবনে ।

সহ সরস্বতী লক্ষ্মী ষড়ানন,

মাহের কোল আলো করে গজানন ;

নয়নভরে সবে কর নিরীক্ষণ,

ছুঃখ নিশি পোহাইল এত দিনে ॥

উমা এলো তোর সঙ্ঘসর পরে,

সাধ পূর্ণ সবার হইল এবারে ;

মণিক্ষের নিরানন্দ গেল দূরে,

আনন্দময়ী দেবীর আগমনে ॥

ভৈরবী ।

গিরি কার মেয়ে আনিলে বল হে

(গিরি) কার মেয়ে আনিলে বল ।

আনতে গিয়ে গৌরী, আনলে কার কুমারী ;

ছলনা কোরনা সত্য করি বল ॥

কৈ আমার বল লক্ষ্মী ষড়ানন,

বীণাপাণি আর গজেন্দ্র বদন ;

কেন না সঙ্গে হেরি পঞ্চানন,

বুঝি ভোলানাথ তোমাতে ভুলালে ॥

ননীর পুতলী জানিতাম উমারে, •

এ যে দশভূজা যুগেন্দ্র উপরে ;

যোগীন্দ্র মুণিগ্র লুটায় পদপরে,

পূজে যোড় করে দেবতা সকলে ॥

পৃ ৭০০০

বেংগ খাঙ্গাজ ।

কাল বরণী শ্রামা,  
ওমা কাল ঘরণী ।  
গলে দোলে মুণ্ডমালা  
অসি মুণ্ড ধারণী ॥  
ভাকিনী যোগিনী সঙ্গে,  
নাচ মা নানা রঙ্গে,  
দাঁড়ায়েছ শিব অঙ্গে,  
ওমা শিব সোহাগিনী ॥  
কৌথা গো মা মহামায়া ।  
কলুষ কাঁপে মা কামা,  
অধিনীয়ে কর দয়া,  
ভব ভয় বিনাশিনী ॥

—•—

সোহিনী ।

কার মা এমন দয়াময়ী আমাদের মা তুমি যেমন ।  
সঙ্গে থাক দিবানিশি চোখের আড় করোনা কখন ॥  
পরীক্ষা অনল জ্বলে, আপনি দাও মা তাতে কেলে,  
(আবার) আপনি দাও মা উপায় বলে যাহার যাতে বাঁচে জীবন ॥  
তুমি ভালবাস যেমন, আমি তো বাসিনা তেমন,  
শিখাও মোরে ভালবাসা, আমার প্রতি তোমার যেমন ।

—•—

পি ৭১৮৬

সিদ্ধু ।

মনেরি বাসনা হরি খেলবো হোলী তোমার সনে ।  
 দেখবো আবীর কেমন সাজে তোমার কাল বরণে ॥  
 এসেছি তোমারি পাশে হরি খেলতে হোলী হরষে ;  
 পুরাও মোদের অভিলাষে শ্রাম দুঃখ দিওনা মনে ॥  
 শ্রীরাধারে সঙ্গ করি গোঁড়ানী সনে খেল হোলী ;  
 পুলিনের বাসনা হরি, হরি আবীর দিতে ও চরণে ॥

—০—

দেশ ।

আশা করি ওহে হরি খেলব হোলী তোমার সনে ।  
 বাসনা পুরাও হে শ্রাম খেলে হোলী মোদের সনে ॥  
 গাঁথিয়া কুম্ভ মাল্য, এনেছি সব ব্রজবালা,  
 যতনে পরাব মাল্য ( হরি ) রং দিব ও চাঁদ বদনে ॥  
 আয়লো সবে সহচরী, হরিকে রাখ লো ঘেরি ॥  
 আজ যেন না পালায় হরি, ভঙ্গ দিয়ে হোলী রণে ॥

মিস্ পাহরজান ।

পি ২৩

খান্জ—৪২ ।

নিমেষের দেখা যদি পাই তোমারই ।  
 আঁখিতে মুছাই যত বালাই তোমারই ।  
 • লাজ নয়নে চকিত চাঁহনি, সে যে বিষম দায়,  
 যৌবন বধে বা প্রাণ, দোহাই তোমারই ।

আর কত স'ব বল, তোমারই বিরহানল,  
কতদিন ভালবাসা, লুকাই তোমারই ।

গৌরী (একতারা)

হরি ব'লে ডাক বসনা ( এই বেলা রে)  
আর এমন দিন পাবে না ছে ।  
কর হরি ধ্যান, পাবি পরিজ্ঞান,  
তবে কেন ভুলে রইলি ।  
হরিনাম আর না নিলে মন,  
তবে কিসে তরিবে—  
( ভবসিদ্ধ পাবে কিসে যাবে )  
ওরে আমার মন, তবে  
কিসে ভব-পারাবারে যাবে ।

মিস্ গোবিন্দরানী বাঈ ।

পি ৬৪৫৭

ভৈরবী ।

ভালবাসি বলে কিরে আসিতে ভাল বাস না ।  
আপন করম দোষে না পুরিল বাসনা ॥  
হেরে তব মুখশশী, স্থখ-সাগরে ভাসি  
তাই বুঝি রেখেছ দাসি ভাবিতে তব ভাবনা ॥

আশোয়ারী।

ছুঁয়োনা ছুঁয়োনা তারে ভালবাসা যারে ।  
পরশনে স্নান হবে হীরা কণ্ঠহারে রে ॥  
খ্যানে দরশন কর; সেইরূপ নিরন্তর,  
দেবত্ব হবে না আর ছুঁলে তব দেবতারে

পি ৬৭২০

গারা !

জানি না কেন ভালবাসি ।  
যতনে যাতনা বাড়ে কেন মন অভিলষী ॥  
বাস কি না বাস ভাল, আমি ভাল বেমে  
থাকি ভাল, হইল আশা বিফল, আমি  
নিরাশা সাগরে ভাসি ॥

ভৈরবী ।

আমি-রব চিরদিন তব পথ চাহি ।  
ফিরে দেখা পাই আর নাই পাই ॥  
অবহেলা অপমান, বুক পেতে লব প্রাণ,  
ভাল বেসেছিল জানি, মনে, শুধু রবে তাই ॥  
আমি তবু তব লাগি, দিবানিশি রব জাগি,  
এমনই যুগ যুগ জনন বাহি ॥

পি ৬২২৩

ভৈরবী ।

( মা ) এবার বাজি ভোর ( গো )

কিছুই দিলে না পেলো না দিবে না পাৰে না,

তায় বা কি ক্ষতি মোর ॥

ও মা দিতি দিতাম নিতাম খেতাম,

মজুরি করিয়ে ভোর ;—

এবার মজুরি হোল না মজুরা চাব কি,

কি জোরে করিব জোর ॥

ও মা আমি আছি কোথা তুমি মা কোথা,

মিছে মিছি করি শের ;

শুধু শোর করা সারা তোমার যে কুধারা,

মোর যে বিপদ ঘোর ॥

ওমা আমি টানি কুলে মোর প্রতিকূলে,

দাক্ষণ করম ভোর ॥

ওমা প্রসাদ কহিছে, পড়ে ছটানায়,

স্বধা না পেলো চকোর ॥

— — —

আশাবরী ।

এস মা এস মা আজি অভয়া বরদা তারা ।

হরষ মগন কিবা ভুবন আপন হারা ॥

উঠিছে মধুর গীতি, উথলে জগতে প্রীতি,

প্রভাতের স্মরণ বরিষে অমির ধারা ॥



দাঁড়ায়ে ছুয়ারে সারি, দেখে কত নরনারী ।

ভকতি বিহ্বলচিত্ত পুলকিত মাতোয়ারা ॥

পি ৬২৪৭

বেহাগ

নিতান্ত আমারি তবু যেন সে আমার নয় ।

নিতি নিতি দেখি তবু নাহি পাই পরিচয় ॥

যত ভালবাসি যেন তত ভালবাসি নাই,

যত পাই ভালবাসা আরো চাই আরো চাই ;

পলকে তাহারে পাই, পলকে হারিয়ে যাই,

মিলনে নিখিলহারি, বিরহে নিখিলময় ॥

মোহিনী ।

প্রেম যে মাখা বিষে জানিতাম কি তার ।

তা হলে কি পান করি মরি যাতনায় ॥

প্রেমের স্মৃতি যে সখি পলকে ফুরায় ;

প্রেমের যাতনা হৃদে চিরকাল রয় ॥

প্রেমের কুসুম সে তো পরশে শুকায় ;

প্রেমের কণ্টক-জ্বালা ঘুচিবার নয় ॥

পি ৭০৫৩

ঝাঁঝিট খাম্বাজ ।

মনে কত ভালবাসা আধারে লুকায়ে আছে ।

কুটিতে পারে না ভয়ে, হিমে না রে যায় পাছে ॥

হৃদয় গোপন করে রাখে নিজ মান ভরে ;

পারে না মরম কথা কহিতে কাহারও কাছে ॥

লি লু বারেয়া ।

অবহেলা অনাদরে প্রেম যে শুকায়ে যায় ।  
 হীরা কি অঁধারে জল, হিমে কি ফুল ফোটে হয় ॥  
 গুণীর পরশ বিনা, গানে কি শিহরে বীণা ;  
 কুরে কোকিল কি গো, বিনা সে মলয় বায় ॥  
 নিরাশা, বিরোগ ভয়, প্রেমের মরণ নয় ;  
 বাচে না শুধু সে ঘৃণা অবহেলা যাতনায় ॥

পি ৭৩৫৪

সাহানা ।

ওডি, এল, রায়ের চিরপরিচিত গান  
 'কেন প্রিয়তম ধরা দাও শুধু স্বপনে ।'

বেহাগ ।

জানি গো জানি তারে, জানি ভাল জানি ।  
 লম্পট শঠ সে যে, চতুরের চুড়ামণি ॥  
 মন প্রাণ দিয়ে পায়, বুঝেছি ঠেকেছি দায় ।  
 চুরি করে গেছে চলে, অবলার হৃদয়মণি ॥  
 কত মধু নিশি গেল সে'তো ব্রজ নাহি এলো ।  
 (আমার) নয়ন জল সার হ'ল কোথা শ্রাম গুণমণি ॥

পি ৭৫৬১

খানজা।

কে গায় রে সুমধুর স্বরে  
আমার হৃদয় আকুল করে মন প্রাণ হরে ।  
সুদূর আকাশে বসি গায় কি রে পূর্ণশশী ।  
তা না হ'লে এত সুখ কোথা হ'তে ধরে ।  
ধুমন্ত জগত দিয়া যায় স্বপ্ন বরষিয়া  
প্রবাসীর সুখস্মৃতি জাগায় অঙ্গরে ॥

—•—

জঙ্গলা ।

ভালবাসা বল কারে কয় ?  
সেকি চোখে চোখে, বুকে বুকে, প্রাণে প্রাণে মিশে রয় ?  
সে কি বিরহেতে কাদে মিলনেতে হাসে  
আপন ভুলিয়ে ছোট প্রিয়তম আশে  
সে কি হয় না মোচন এমনি বাধন প্রাণে প্রাণে মিশে রয় ?  
সে কি আধারে আলোক মরণে জীবন চিরসুখাময় সুখাময় ?

—•—

মিস্ ইন্ডুবাল্লা ( এমেচার )

পি ৪৩৯৭

ইমন ।

তুমি এস হে, তুমি এস হে, তুমি এস হে  
এস হে এস হে ।  
আমার দলিত হিয়ায় পরতে পরতে  
তুমি ব'স হে তুমি ব'স হে ।  
ব'স হে ব'স হে ।

পাতিয়াছি হেথায় রতন আসন  
রচিয়াছি দেখ কুসুম শয়ন,  
কত অভিলাষ কত আকিঞ্চন, নয়নের কোণে তুমি  
একবার চাহ হে, একবার চাহ হে ।

পিক-মুখরিত অলি-গুঞ্জরিত মন্দ-মলয় সমীর-সিঞ্চিত  
হে প্রিয়স্বহৃদ, হে চিরবাস্তিত বারেকের তরে তুমি হাস হে  
তুমি হাস হে, হাস হে ॥

জঙ্গলা ।

ওরে মাঝি তরী হেথা বাধব না'ক আজকের সাজে ।  
ভিড়িয়ে নাকে। চলুক তরী নদীর মাঝে ।  
ঐ নদীর ঐ ঘাটেতে জলটি যেথায় ছুঁয়ে আছে,  
আজিও সে ঐ ঘাটেতে পল্লী-বালায় কাকন বাজে ॥  
মোন সাজের স্নান মাধুরী কতই ব্যথা দিচ্ছে ডেকে ।  
প্রাণের ছোট দিপটি তথায় বিষাদ ছবি দিচ্ছে এঁকে ।  
একটী গৃহ হেথায় কি না  
আমার ছিল বড়ই চেনা—  
আজও তাহার ছবিটা আমার হৃদয় মাঝে সদাই রাজে ॥  
ঐ নদীর ঐ ঘাটেতে এমন সময় আমার প্রিয়া  
যেত ছোট কলসিটিকে কোমল তাহার কক্ষে নিয়া  
সোহাগে জল উথলে উঠি,  
পড়ত তাহার বক্ষে লুটি,  
পথে প্রিয়া আমায় দেখে ঘোম্টা দিত হবলাজে ॥



চমকে ডাকি চমকে চমকে লুকি চপলা মন উতলা,  
 নীরদ ঝরিছে ঝর ঝর ঝর কিবা বাজে ।  
 ঘন ঘন গভীর গরজে ॥

পি ৪৭৫৫

আড়ানা বাহার ॥

( ও তার ) পথে যেতে যেতে বাশী শুনেছি ।  
 সে যে কালোসোনা জানি না চিনি না,  
 কি করি বল না প্রাণ মঁপেছি ॥  
 গো তারে এনে দে সজ্জনী,  
 কাঁদিতেছে প্রাণ দিবস রজনী,  
 নিপট নিষ্ঠুর লোকমুখে শুনি,  
 অবলা জানি না তাই ভাল বেসেছি ॥

কাফি ।

সর সর সুন্দর শ্রাম আমি বারি ল'য়ে চ'লে যাই !  
 রাধা মে চরণে বাঁধা শ্রাম তাও কি তোমার মনে নাই  
 কৃতার্থ যে পদ পেলে সাধে কি শ্রাম  
 তোমায় ঘাই হে তুলে,  
 আমার চারিধারে অরি ফেরে শ্রাম  
 সদাই মনে ভয় পাই ।

সাধ মেটে না তোর সঙ্গে থেকে,  
সদাই ভয় কোথায় দেখে,  
আমার ঘর ভাল শ্রাম নিরাপদে  
সেখায় হৃদে তোমায় দেখতে পাই ॥

পি ৬১৭০

বিঁঝিট মিশ্র ।

আহা কত অপরাধ করেছি আমি চরণে তোমার মা গো !  
তবু কোল-ছাড়া মোরে করনি, কখন ফেলে চলে গেলে না গো,  
আমি চলিয়া গিয়াছি “আসি” বলে  
তুমি বিদায় দিয়েছ আঁখি জলে  
কত আশীষ করেছ বলেছ “বাছারে, যেন সাবধানে থেকে ;  
আর পড়িলে বিপদে, যেন প্রাণভরে ‘মা মা’ বলে ডেকে ।”  
যবে, মলিন হৃদয় তপ্ত লয়ে ফিরিয়াছি অভিষপ্ত ।  
করিয়াছি পাপ বলিয়াছি “মাগো ক্ষমা করে পান্নে রেখো”  
তুমি যুঁহি আঁখি জল বলিয়াছ “বল আর ওপথে যাব না কো”  
যবে পড়িয়াছি পাতক-শয়নে,  
চাহি, চারিদিকে দীন কল্পন-নয়নে  
প্রলাপের ঘোরে কত কটু বলি মা তবু নাহি রাগ ।  
• আমি বুঝি বা না বুঝি দেখি বা না দেখি  
তুমি সতত শিয়রে জাগো ।

ভৈরবী ।

মায়েষ চরণ তলে ঠাই লব, . .  
 আমি অস্বপ্নে কোথায় যাব ।  
 ঘরে জাগণা না হয় যদি,  
 বাইরে রব ক্ষতি কি .  
 মায়েষ নাম ভরসা করে  
 উপবাসী হয়ে রব ।  
 প্রসাদ বলে ওমা আমার  
 বিদায় দিলে নাহি যাব, .  
 দুই'বাহু প্রসারিয়া  
 তোমার চরণতলে প্রাণ তেজিব ।

পি ৬২০৩

খান্ধাজ ।

(তুমি) যেয়োনা যেয়োনা ব্রজরি ললনা,  
 জল আনিবার তরে,  
 জাম নবঘনে হেরিলে নয়নে  
 (তুই) ফিরিতে নারিবে ঘরে ।  
 অধর মুরলী গধু প্রাণে ভরা,  
 সুন্দর সুঠাম-প্রাণ মনচোরা,  
 গীতবাস পুরা শিরে শিখিচুড়া,  
 ফেরে সে যমুনার কিনারে ।



জঙ্গলা ।

বড় নেশায় পড়েছি শ্রামের বাঁশীতে,  
 বায়ে বায়ে বলি এসনা এসনা,  
 এসনা এসনা বাঁশী বাজাতে ।  
 চমকে চমকে উঠি যদি, শুনি তার বাঁশী,  
 ডাকে রাই, অমনি ছুটে যাই,—  
 ঘরে থেকে কিবা হবে, ভেবে ভেবে প্রাণ যাবে,  
 থাকি সয়ে থাকি—  
 লাগনা গগনা সহিতে ।

পি ৬২৭১

রামপ্রসাদী ।

তীর্থবাসী হওয়া মিছে,  
 মায়ের রাক্ষা চরণ ছাড়া রে মন,  
 কোন তীর্থ আর কোথায় আছে  
 দ্বারকা মথুরাপুরী, শ্রীবৃন্দাবন আদি করি,  
 কৃষ্ণ যথায় লীলাকারী লীলা করেছে,  
 সেই কৃষ্ণ জন্মে যখন, কংস যায় বধিতে জীবন,  
 মা যোগমায়া রূপ ধরে তখন কৃষ্ণের জীবন বাঁচিয়েছে ।  
 শিবের কৃত কাশীক্ষেত্র, সকল তীর্থের সার তীর্থ,  
 যে দেখেছে সেই তীর্থ, নিম্পাপ হয়েছে।  
 প্রসাদ ভাবে দিবানিশি, যার কৃত সেই সোনার কাশী,  
 সে নিজের হয়ে আশানবাসী, আমার মায়ের চরণ সার করেছে ।

ভীমপন্থী ।

আমি তোরা আসামী নইরে শমন,  
 মিছে কেন কর তাড়না ।  
 শমন শোন রে নির্ঘাশ, আমি দুর্গাদাস,  
 তোরা ধার কিছু ধারিনা ॥  
 জগদম্বা আমার রাজা, আমি মায়ের খাসের প্রজা,  
 তোরা ধার ধারি না ।  
 ক'রে মহাবীজ হয়েছি খারিজ,  
 তোরা কাছারী যেতে হবে না ॥  
 দেখগে চিত্রগুপ্তের কাছে. যে যায় বাকী আছে.  
 তুমি আমার নাম তা'তে পাবে না  
 আমি দুর্গাপুরনিবাসী, এখানে নাই নিরিখ বেশী,  
 নাইক তশীল যাতনা ॥  
 রামপ্রসাদ কয় তপন তনয়  
 আর কখনো হেথায় এসো না ।  
 তুমি এসেছ এখানে আমার মা যদি তা শোনে,  
 তোমার অপমানের বাকী রবে না ।

— ১ —

দি ৬৭৭৮

কালেংড়া ।

শরণ তেরো আয়ে মাতঃ চণ্ডীকে ভবানী (কালিকে ভবানী)  
 তেরো নাম জগতে জননী, সকল দুঃখ দূর হো ;  
 জয়তি জয়তি জয়তি তেরো চণ্ডীকে ভবানি ॥

শুভ্রন এক দাস তেরো, চরণ কমল রজঃ চাহত  
মাগত কর জোড়িকে, ভক্তিকে বরদানী ॥

কেদারা ।

কালী জপ কালী জপ কালী জপ হে মন ।  
আদ জ্যোত জগ ম্যাগিত্য বিরাজে  
রূপ অপার ভকত্ প্রতিপালী ॥  
মুণ্ডমালা ধর্পর তহু সাজিত,  
ভক্তন কো আনন্দ দেতি হো ;  
ছষ্টন কো উরশালী ॥  
সকল দৈত্য সংগ্রামহি জিতে  
স্বর নর মুনী সব কর ভয়ভীতে  
ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র স্তুতি করে  
জাহি জাহি জয় জয় মাতোয়ালী ॥  
চৌদ্দ ভুবন জিতি যশ লিনী,  
স্বমন বৃষ্টি দেও অণ সব কিনি  
লহ লহ লপকী জীব অতিলালী  
বিশ্বনাথকে দুঃখ হয় হালী ॥

মিস্ জাহ্নবীমতী দাসী

পি ৬৬:৬

হাফিজ ।

আর কত দিন থাকব হরি

একা আশি শূন্য ঘরে ।

শূন্য এ হৃদয় আসন

যতনে বসাব কারে ॥

একা কাঁদি, একা হাসি, একা চোখের জলে ভাসি ;

চোখের জলে গাঁথা মালা পরাই হরি তোমারে ॥

## মিস মোড়শী দাসী

দাদরা ।

আবার বল আবার বল শুনি কেমন সে চিকণকাল ।

শুনেছি তার দৃষ্টি ভালো দোষের মধ্যে একটু কালা ॥

সকল কথা শুনতে না পারি,

সকল কথা শুনতে না চায়,

না চাক যখন মুখ পানে চায়,

( আমার ) জুড়িয়ে যায় সকল জালা ।

ইচ্ছা জগে মাঝে মাঝে,

কাটাই কাল তাহার কাজে,

ঘটে না তা লোক লাজে,

( আমার ) শুচলো না তাই মনের জালা ॥

## শ্রীমতী কনকসরোজিনী : (এমেচার)

পি ৬৪৫৮

ফি ১

কেন মজায় অবলা একি জালা ॥

শঠের শিরোমণি চিত্তমণির চিন্তে,

রেকর্ড সঙ্গীত ।

শরীর করিলাম কালা  
বোঝেনা বেদনা সহেনা যাতনা,  
জানিনা কেন করে ছালা, একি জালা

কালেংড়া ।

( তুমি ) বলো গো তারে সহি ।  
সে কালা আমার নয় আমি এখন তার হই ।  
রাখা বলে বাজায় বাশী, কাদে সব ব্রজবাসী,  
ননদিনী সর্বনাশী, আমি দ্বিগুণ জালা কারে কই

মিস্ কিরণময়ী ( এমেচার )

৬৭২১

বেহাগ ।

কত লুকান মরম ব্যথা, কত অজানা  
মনের কথা ফুটে উঠে উজ্জল নয়নে ।  
কত রাগ বিরাগ, কত মান সোহাগ,  
কত কল্পিত চুসন, লাজ আনত আননে ॥  
কত নিশি জাগরণে, কত হিয়া শিহরণে,  
কত মধুর স্বপন তাহার বিহনে ॥

—•—

মিস্ সত্যবাণী

আড়ানা বাহার ।

এস হে পরাণ বঁধুয়া ।

হৃদয় দেবতা তুমি হে আমার  
পূজিব পরাণ ভরিয়া ॥  
নয়নাসারে চরণ ধুইয়ে,  
মুছাব যতনে কেশপাশ দিয়ে,  
প্রেম কুসুম লয়ে, আছি হে দাঁড়ায়ে,  
অন্তর হ'তে নাবিয়া ॥

পি. ৬২২৩

গজল ।

কপটে আমারে এত দুঃখ দেওয়া ভাল নয় ।  
মনে দুঃখ দিলে পরে প্রাণে ব্যথা ( দুঃখ ) পেতে হয় ।  
কথায় কথায় প্রবঞ্চনা, এ কেমন প্রেম কালসোনা ।  
যে যাহারে ভালবাসে ব্যবহারে জানা যায় ( কালা ) ॥

— —

দাদরা ।

সখি গো ও সে চলে যায় ।  
ও সে চলে যায় পরাণ ভাঙিয়া গো সখি,  
ও কানাই মোর ওগো সখি ॥  
এ বুকে বজ্র হেনে যায় চলে সে সজনি,  
আর যে মর্ম্ম ব্যথা সহিতে নারি সজনি ;  
কে জানে মনের ব্যথা গো,  
হায় ! কারে বা জানাব গো ;

হৃদি বেদনা আমি কাদিয়া, আমি কাদিয়া মিটাব হায় ।  
ও কানাইয়া মোর ওগো সখি ! ও সে চলে দায় ॥

পি ৭০০১

দাদরা ।

কাল এত ভাল কিসে লাগলো কিশোরী ।  
ময়ূর পাখা দেখতে বাঁকা  
( ও তার ) নামটি বাঁকা বিহারী ॥  
পয়সা কড়ির বিষম জ্বালা  
তাই গলাতে বন কুলের মালা রাই লো !  
( ও তার ) মর নাতি তাই কলম তগাদ  
ছোঁড়া বাজায় বাঁশরী ॥  
মা বাপে দেয় না খেতে, তাই  
চুরী করে খায় গোকুলেতে রাইলো !  
ও সে বনে থাকে, দেখে রাখে  
ও সে মন করে চুরী ॥

জঙ্গলা ।

এসেছি এসেছি এসেছি গো,  
পায়ে ঠেলো না, মুখে বল আমি চলে যেতে রাজ্জী গো  
অনেক দিনের পরে দেখা মনে কি পড়ে না সখা,  
তাই তোমারে দেখতে আসা, চোখের দেখা গো ।  
আজকের মতন দাও গো বিদায়

পুনঃ ফিরে আসিব পড়ে যদি মনে ।  
ভুল না আমারে, তাই তোমারে সাধি গো ॥

### ৩ কৃষ্ণভামিনী ।

পি ৩২২

হাস্তীর মিশ্র—যং ।

মন যে নিল সে ত আর ফিরে দিল না ।  
জনম ফুরায়ে গেল, আর দেখা হ'ল না ॥  
তাহারে হেরিলে সই মুখপানে চেয়ে রই,  
বলি বলি মনে করি, আর বলা হলো না ।  
নিশীথে ঘুমায়ে থাকি, শয়নে স্বপনে দেখি,  
ইচ্ছে হয় যে জুড়ে রাখি, আর দেখা হলো না ॥

— — —

হাস্তীর—যং ।

আসি ব'লে চ'লে গেল কই সই আসিল না ।  
আমি ভাবি যারি তরে, সে ত ভুলে ভাবলে না ॥  
বলেছিলাম দুঃখ ভরে,  
ধ'রে তারি দুটি করে,  
বাবে যাও হে প্রাণনাথ, যেন ভুলে থেক না ॥

— — —

পি ১৭৪০

ভৈরবী ।

ও যে মানে না মানা ।

আখি ফিরাইলে বলে “না, না, না” ;



যত বলি “নাহি রাত্তি, মলিন হয়েছে বাত্টি ॥  
 মুখপানে চেয়ে বলে “না, না, না ॥”  
 বিধুর বিকল হ’য়ে খ্যাপা পবনে,  
 কাপ্তন করিছে হাহা ফুলের বনে,  
 আমি যত বলি “তবে, এবার যেতে হবে”,  
 ছুয়ারে দাঁড়িয়ে বলে “না, না, না ॥”

জঙ্গলা ।

সখি নিজে না বুঝিলে তোরে বোঝান দায় ।  
 তবে কেন মিছামিছি কাঁদিয়ে কাঁদায় ॥  
 কাঁদিলে মিটিত যদি, কেঁদে বহাতাম নদী,  
 আমার আশা ছিল যে অবধি চেয়েছে বিদায়  
 ভেবেছিহু মনে মনে এ ফুল ফুটিবে বনে,  
 মিশিয়া শিশির সনে ঝ’রে বসুধায় ॥  
 নিশীথে অপরে এসে নিল প্রাণ ভালবেসে,  
 আগে না বুঝিলে শেষে প্রমাদ ঘটায় ॥

মানদাসুন্দরী দাসী ।

পি ১৯৩৯

সিন্ধু খানসাজ ।

শ্রাম রাখি কি কুল রাখি সই,  
 আমার হল একি দায় ।  
 ঘরেতে গুরুগঞ্জন বাঁশীরবে প্রাণ যায় ॥

## রেকর্ড সঙ্গীত ।

বাঁশী বাজে রাধা রবে আমি ভাসি নয়ন জলে,  
ছলে বলে মন নিলে করি কি উপায় ॥

## কানেড়া মিশ্র ।

চরণ ছাড়িয়ে কেন দাও না ।  
আমি যে রূপসী ছার, আমা হতে কে আর,  
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে কেন যাও না ॥  
কোটি চন্দ্রজিনি ও রূপের তুলনা হয় না,  
সে চাঁদ চকোর হ'য়ে আছে ভূমে লুটাইয়ে  
ছি ! • ছি ! বধু তোমার লজ্জা কি হয় না ॥

পি ২১০০

## কীর্তন ।

এস এস বল রসিক নেয়ে  
পার হবি যদি আওনা ধেয়ে,  
( আজ যমুনা পারে কে যাবি গো )  
( আয় গো—বলি ও গোয়ালিনী গো ) ।  
( আমার দাঁড়াবার সময় নাই )  
আসিয়া নিকটে লাগাল না,  
দেখিয়া কিশোরী বাড়াল পা,  
( আয় গো পারে যাবে বলে ) ( আজ যমুনা পারে যাবে বলে )  
যেই নোকায় পা দিলে নাবিক তখন ক্রোধ ক'রে  
কি বলছেন রে—

## কীর্তন ।

আমার সুন্দর নায়েতে কে আসি দেয় পা,  
 অম্নি হাসিয়া বলয়ে ষোল পোণ হে ।  
 ( এর কমে পার করি না ) ( একে, ষোল পোণ কড়ি )  
 কমে পার করি না, শুন ওহে গোয়ালিনী ।  
 তোমার একে ত নিতম্ব উচু,  
 আবার তাহে গুরুতর কুচ  
 তাই বলি এক নায়ে ভার তিনজনার হে,  
 ( তিন গুণ লব ) ( তোমার কাছে ধনি তিনগুণ লব )  
 ( তুমি ত্রিগুণময়ী বলে )  
 আমি ত ভুবন নেয়ে  
 তাহে তুমি রাখে যুবতী মেয়ে,  
 চেয়ে দেখ হাস্ত পরিহাসে গেল দিন হে ।

পি ২১২৫

ভৈরৱী মিশ্র ।

মা তোমার এ কোন্ দেশী বিচার ।  
 খুঁজে বেড়াই পথে পথে দেখা দাও না একটিবার ॥  
 মদ খেয়ে মা বেড়াসু খেয়ে, কে জানে মা কেমন মেয়ে  
 কোলের ছেলে দেখলিনি মা চেয়ে—  
 ঐ মদে মাতবো মাগো মা বলে ডাকবো না আর ।

ভৈরবী ।

ওগে। দয়াময়ী কোন্ গুণে তোর দয়াময়ী নাম রটেছে ।

ভেকে ভেকে কেঁদে কেঁদে মাগো নয়নের জলে বুক ভেসেছে

অস্তুর-বামিনী অস্তুরেতে রাখি,

নয়নের বারি মুছাতে না পারি,

তবে কেন শ্রামা, এ দুঃখ, দিলি মা,

দুঃখহরা নাম কে রেখেছে ?

—

প ২১৫০

ভীমপলত্রী ।

যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে ।

আছি নাথ দিবানিশি আশাপথ নিরখিয়ে ॥

তুমি ত্রিভুবন নাথ, আমি ভিখারী অনাথ,

দয়া করি এ দাসেরে করুণা বিতর হে ॥

সিদ্ধ ।

মাঝে মাঝে তব দেখা পাই,

‘চিরদিন কেন পাই না ।

কেন যেহ আসে হৃদয় আকাশে ;

তোমাতে দেখিতে দেয় না ॥

কণিক আলোকে আঁখির পলকে,

(ওগো) তোমারে যদি পাইগো দেখিতে,

হারাই হারাই সদা ভয় হয়

হারাইয়া ফেলি চকিতে ॥

পি ২১৫২

ঝিঝিট ।

আর বাঁশী বাজাঘো না শ্রাম ।

একবার বাঁশী বেজে রাধার, গেছে কুলমান ॥

তা নইলে কি ত্রিলোচন, করেন পরম যতন

সতত সেবিছে মা তোর ঐ চরণ দুখানি ॥

খাষাজ ।

জানি না কি ব'লে ডাকি শ্যামা মা তোরে ।

কখন শঙ্কর বামে, কভু হয় হৃদি পরে ॥

কখন বিশ্বরূপিণী, কভু শ্রামা উলঙ্গিনী ।

কভু শ্রাম-সোহাগিনী কভু রাধার পায়ে ধ'রে ॥

যে যা বলে শুনিব না, মা নামের নাই তুলনা,

তাই ডাকি বলে শ্রামা তোমার অভয় চরণ পাবার তরে ।

পি ২৩২৯

ভৈরোঁ মিশ্র ।

আমি আমি করি বুঝিতে না পারি

কে আমি আমাতে আছে কি রতন ॥

কার সাধ্য বলে, বেড়াই চ'লে বুলে,

কার অভাবে হবে এ দেহ পতন ॥

(এই) দেহ মাঝে আছে প্রাণের সঞ্চার,  
তারে আমি বলি আমি যে আমার,  
(এই) প্রাণ চ'লে গেলে কেবা হবে কার  
কেবা কার কোথায় রবে ধন জন ॥

-----  
ভৈরবী ।

(আমায়) থেকে থেকে কে যেন ডাকে ।  
আবেশে চমকি যাই, আর নাহি দেখা পাই,  
মনেরি ব্যথা মনে গাঁথা থাকে ।  
যতনে যে ছবি আঁকি, চুরি করে চেয়ে থাকি,  
সোহাগে কতই ডাকি, আঁখিতে মিশায়ে আঁখি,  
দেখা দিয়ে দিতে ফাঁকি কে বল শেখালে তাকে ॥

পি ২৩৯৭

সিন্ধু ।

এখনও কি ব্রহ্মময়ী হয় নি মা তোর মনের মত ।  
(ও গো) অকৃতী সন্তানে মাগো যন্ত্রণা দিবি কত ?  
ভুলায়ে ভবে আনিলি,  
বিষ-বিষ খাওয়ালি,  
বিষের জালায় সদাই জ্বলি, মা বলে আর ডাকবো কত ॥

-----  
ইমন কলাগণ ।

চিরদিন কি এমনি যাবে কালী বল না ।  
কাল-নিবারিণী কালী কালের ভয় ত রবে না ॥

শুন রে অবোধ মন,  
কালীনাম কর স্মরণ.  
হবে জীবের জীববারণ শমনভয় তো হবে না ॥

পি ৩৩৩১

আসোয়ারী ।

আমায় ভাল বাস না বাস ।  
আগি তো কখন তোমার ছাড়িব না আশ ॥  
যথায় তথায় থাকি,  
তোমা ছাড়া হইনে স্থখী,  
মারিলে মারিতে পার, রাখিলে তোমারই যশ ॥

সোহিনী ।

ঐ যে বাজিল বাঁশী যমুনা-পুলিনে ।  
যমুনা-পুলিনে লো সেই কুসুম-কাননে ॥  
কি ক্ষণে যমুনায় এলান,  
কৃষ্ণরূপ কি হেরিলাম,  
মনপ্রাণ সব হারালান কালার দরশনে ॥

পি ৩৪৮৯

ভীমপলত্রী ।

(আমায়) ছ'জনায় মিলে পথ দেখায় ব'লে,  
পদে পদে পথ ভুলি হে ।  
নানা কথাই ছলে, নানা মুণি বলে,  
সংশয়ে তাই ভুলি হে ॥

তোমার কাছে বাব এহঁ ছিল সাধ  
তোমার বাণী শুনে ঘুচাব প্রমাদ,  
কাণের কাছে সবাই করিছে বিবাদ ;  
(আমায়) একবার তোমার প্রেমে বেঁধে,  
একবার তোমায় দেখাও অবচ্ছেদে ।  
এই ছটার মাঝে পড়ে, মরি কেঁদে কেঁদে,  
চরণেতে লও তুলি হে ॥

তুই হৃদয় না - একে গা নাগাল নাহি,  
বল দেব কার পানে আগ্রহে ছুটিয়া যায়,  
সম্মুখে রয়েছ তার তুমি প্রেম-পারাবার  
তোমারি অনন্ত হৃদে, দুটিতে মিলেতে চায় ॥  
ঐ এক আশা ধরি দুই জনে মিলিয়াছে,  
ঐ এক লক্ষা ধরি দুই জনে চলিয়াছে,  
পথে বাধা শত শত পাষণ পর্বত কত,  
দুই বলে এক হ'য়ে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চায় ॥  
(বল দেব কার পানে আগ্রহে ছুটিয়া যায় ।

কতবার আসিয়া কত ভাল বাসিয়া,  
গিয়াছি ফিরিয়া কত কাদিয়া কাদিয়া



কত নিশি জেগেছি, কতই বা কেঁদেছি,  
 তবু সাড়া পাই না সাধিয়া সাধিয়া ।  
 হে নাথ কোথায় তুমি দেখা দাও দেখা দাও,  
 আমি যে তোমারি কোলে তুলে নাও তুলে নাও,  
 সহেনা যাতনা আর, আসা যাওয়া বারে বার,  
 নিয়ে আসে নিয়ে যায় বাঁধিয়া বাঁধিয়া ॥

---

মুলতান ।

আর কারো কাছে যাবনা আমি তোমারি কাছে রব হে ।  
 আর কারো সনে কব না কথা, তোমার সনে কব হে ॥  
 ঐ অভয়পদ হৃদয়ে ধরি তুলিব সব দুঃখ হে ।  
 তোমারি দেওয়া বেদনা-ভার হৃদয়ে তুলি লব হে ॥

পি ৩৮২০

পুরবী ।

সাধে কি করুণাময়ী করি তোমার উপাসনা ।  
 কলভয় না থাকিলে কেহ তোমায় সাধিত না ॥  
 শুন গো মা আত্মশক্তি, করিতে জীবের মুক্তি,  
 কার হেন আছে শক্তি, তুমি বিনা ত্রিনয়না ॥

---

ভৈরবী ।

মনের সাধে শিবের হৃদে দাঁড়ায়েছ মা পদ দিখে ।  
 ছল করে জিব বাড়িয়ে আছ মা, যেন কত ক্রাকা মেখে ॥

বল্ দেখি মা ওমা তারা, তোর দেশের কি এমনি ধারা,  
ওগো তোর মাকি তোর বাবার বুকে দাঁড়াত মা পদ দিয়ে

৪৩৮৪

ভীমপলত্ৰী ।

দেহি শ্রীচরণ জুড়াক এ জীবন  
আর এ যন্ত্রণা সহে না ।  
বারে বারে হরি সহিতে না পারি  
জননী-জঠর-যন্ত্রণা ॥  
এই অধমের প্রতি ওহে যত্নপতি,  
করহে কিঞ্চিৎ করুণা ॥

মিশ্র ভৈরবী—একতাল ।

সেখা আমি কি গাহিব গান ।  
যেথা গভীর ওঙ্কারে, সাম ঝঙ্কারে,  
কাঁপিত দূর বিমান ॥  
যেথা সুর-সপ্তকে বাঁধিয়া বীণা,  
বাণী-শুল্ক-কমলাসীনা,  
রোধি তটিনী-জল প্রবাহ তুলিতে মোহন তান ॥  
আলোড়িত চন্দ্রালোক শারদ, করি হরিগুণ  
গান নারদ ।

মন্ত্র মুগ্ধ করিতে ভুবন, টলাইতে ভগবান ॥  
যোগীশ্বর-পুণ্য-পরশে, মর্ত্যরাগ উদিল হরষে,  
মুগ্ধ-কমলাকান্ত-চরণে, জাহ্নবী জনম পান ॥

## রেকর্ড সংকীর্ণ

আর কি ভারতে আছে সে যত,  
আর কি আছে সে মোহন নত,  
আর কি আছে সে মধুর কণ্ঠ,  
আব কি আছে সে প্রাণ ॥

---

৪১১৭

ভূপালী ।

সখি রে মরমে পরশে তারি গান ।  
অধীর আকুল করে প্রাণ ;  
জোছনা উছলি উঠে মনসা মুরতি পড়ে  
হৃদয়ে হৃদয়ে সনাতন সত্যে গলে থরে  
বিশ্ববিমোহন গান ।  
আগ্নিকলে হামিমাখা আহা কি করণ বেদন।  
নিজে হোসে কেনে বলে আর কেননা  
হৃদয় দিয়েছি প্রতিদান ॥

---

পরজ ।

সইরে তারি রূপ মনে পড়ে ।  
তারি রূপ মনে হলে মনে মনে আমি  
ভাসি সদা নয়নের জলে ।  
সদা সর্বক্ষণ দহে মোর মন,  
সে কেন আমারে ছুঃখ দিলে ॥

## রেকর্ড সঙ্গীত ।

পি ৪৭:০

রামকলী ।

( সঙ্গ ) কালী কালী কালী বল মন ।

কালী বিনা কে করিবে কালভয় নিবারণ ॥

মন রে মনের কালি কালীনামে ঘুচাও কালী,

আস্তু কালী যেতে কালী কালান্তে কালের সদন

— — —

লিলু মিশ্র ।

কালী করুণাময়ী শিবানী অভয়া ।

শব হ'য়ে প'ড়ে শিব পদে তবু কি হ'ল না দয়া ॥

কালী ভেবে হলান্ন কালি,

চোঁখে কালি মুখে কালি,

ও কালী যোগেশ জায়া ॥

— — —

পি ৫০৬৫

সিদ্ধু কাফি ।

ঐ ভয়ে মুদিয়ে আঁখি দুখ বলব কি ।

নয়ন মুদিলে পাছে তারাহারা হয়ে থাকি ॥

একদিন ঘুমিয়েছিলাম, স্বপ্নে তারা হারাইলাম,

সেই অবধি তারানাম যতনে হৃদয়ে রাখি ॥

সিদ্ধু ভৈরবী ।

মা আমার কি এমন দিন হবে ।

কালের মুখ দিয়ে কালি আমার অঙ্কে

কালি মিশাইবে ॥

পতিতপাবনী তার। কালী তারা ভয়হারা,  
তুমি না তারিলে ত্বর। স্বনামে কলঙ্ক হবে ॥

পি ৫৮৮২

ভৈরবী ।

কে বলে তারিণী তোমায় কালবরণী ( শ্রীমা ) ।  
নিরুপম রূপা শ্রীমা ভুবনমোহিনী ॥  
তাই নইলে কি দ্বিলোচন করে পরম যতন  
সতত সেবিছে মা তোরে ঐ চরণ দুখানি ॥

গাঙ্গাজ ।

জানি না কি বলে ডাকি শ্রীমা মা তোরে ।  
কখন শঙ্কর বামে, কভু হয় হৃদি পরে ॥  
কখন বিশ্বরূপিনী, কভু শ্রীমা উলঙ্গিনী,  
কভু শ্রীমসোহাগিনী কভু রাধার পায়ে ধরে ॥  
যে যা বলে শুনিব না, মা নামের নাই তুলনা,  
তাই ডাকি বলে শ্রীমা তোমার অভয় চরণ পাবার তরে ॥

মিস্ মানিককুমারী দাসী

পি ৭০৫৪

ভীমপলশ্রী ।

( গুণো ) শ্রীমের বাঁশের বাঁশী কি গুণ জ্ঞান ।  
যে শুনেছে বাঁশীর গান, চাড়ায়েছে কুলমান :  
গমুনা বহিছে উজ্জান বাঁশীর তান ॥

ওরে পোড়া বাঁশী, রাধা অভিলাষী ;  
চল গিয়ে দেখে আসি রাধা যেখানে ॥

— ০ —

সিদ্ধু খাখাঙ ।

যাকে তাকে কারুকে ভালবাসা দিস্নে ।  
অরসিকে দিয়ে মন জ্বালাতন হস্নে ॥  
ভাল যদি বাসিস কারে, ওজন করবি নিক্তি ধরে ;  
তবে ভাল বাসবি তারে নইলে ভালবাসা দিস নে ॥

— ০ —

মিস্ মলিনা

পি ৩২১০

( দৌলতে হুনিয়া )

জীবন সারা কৰ্ম কবা নাইকো অবসর ।

জীবন ফুল তুলে রচৈছি বাসর ॥

স্বভাব কেবল অভাব পূরণ,                      যেথা সাজে যেমন রতন

তরে তরে বসাই সেথা সাজাই মনোহর,

অস্ত্রাচলের কনে আমি উদয় অচল বর ।

— ১ —

জয়দেব ।

খালি খালি বুলি কেন খেলি চল বোন বরকনে,  
কে কার বর কে কার কণে, বেছে নে সই মনে মনে,  
আমি হব সইয়ের বর, সই হবে আমার কনে,  
কারও কথা শুনবো নাকো, রাখবো কনে চখের কোণে,

আমারও যে সাধ হয় ভাই পাধা রই ওই শ্রীচরণে,  
ইসারায় উঠবো বসবো, মেনে মেনে লাজ কেনে,  
বুঝি নোস্নো তোরা মনের মতন,  
সইয়ের বর চাই ভাই চন্ডনে ।

### নন্দরানী দেবী ( এমেচার )

পি ৫২৭৪

কেদারা ।

দুর্গে ত্রিনয়নী চণ্ডিকে মা, বাকুল তনয় দেবী কর কৃপা দান,  
দম্ভজ দলনী তারা, নাশ মন রিপু দলে ত্রিতাপ বারিণী উঃম  
ত্রিতাপ নাশ  
আমার মন্ত্রের সাধনে কিঞ্চিং বরদান কৃপা কর কর শিব  
তব পদদান ।

—০—

দাদরা ।

জয় মা সর্বমঙ্গলা গিরিবালা নমি পায় ।  
সৃষ্টিস্থিতি লয়কারিণী তোরে মাঝি বোঝা যায় ?  
অরণাগত পদতলে প্রণতঃ মহাকালে,  
সর্ব তোমার পদতলে ধ্যান মনে বোঝা যায় ।

—০—

পি ৬১৭১

আশবরী ।

কত সাধিলাম কত কাঁদিলাম,  
কত বোঝাইলাম আম হাতে ধরে  
পায় ঠেলে সে চলে গেল ওগো,

সে নিষ্ঠুর হয়ে ।  
 আশা ভরসা যা ছিল,  
 আঁখি জলে ভেসে গেল  
 সুখ পাখী উড়ে গেল,  
 নিরাশ পবনে হয়ে ।

— ০ —

বেহাগ ।

এলে কেন এত অবেলায়,  
 জীবন তরণী ভাসিয়ে দিয়াছি,  
 ধীরে ধীরে ঐ বয়ে যায় ।  
 ও কুলে উঠিব করিয়াছি আশ,  
 কেন দিতে চাও বাঁধনের ফাঁস,  
 তুমি কাঁদিয়ে ব্যাকুল চাহনি চেওনা,  
 দেখে মম বুক ফেটে যায় ।

— — —

পি ৬২৭২

দাদরা ।

যাই একটু ঘুরে আনি, মনটা কেমন করছে সই ।  
 কি আছে কি যেন নাই, বুঝছি শুনে বাঁশী ওঠে ।  
 ভাবে যে ঐ বাজায় বাঁশী, তাকেই যেন ভালবাসি,  
 তাহার যদি হইগো দাসী ( আমি ) সবই যেন কিনে লই ।  
 বললে কেহ আমার কথা, কই রাখা আজ গেল কোথা,  
 বলো তারে সে ত দেখা, দুঃখ নাই যেথা শান্তি বই ।



দাদরা ।

চুল বাঁধা ভাত রাধা সই কই আর ঘটলো ।  
 আজ হ'তে কলঙ্কিনী ( সই ) নাম বুঝি রটলো ॥  
 আজ সে ভোরে একলা পেয়ে এমন ভাবে গেছে চেয়ে  
 কত চেষ্টা করি তবু ( সই ) মনটি না হটলো ।  
 অই শুনি বাজে বাঁশী, আর হেথায় বসি,  
 ভাবাবেশে আগে আগে (সই) প্রাণটা না ছুটলো ।

—

মনীষা দাসী । ( নেনী ) ।

দি ১৭৭৩

বেহাগ খাছাজ ।

দিওনা দিওনা দিওনা ব্যথা ।  
 ( ধগে ) যেওনা যেওনা রাখনা কথা ॥  
 হৃদয়ে হৃদয়ে গিশায়ে থাকি ॥  
 জাগায়ে জাগিয়ে স্বপন দেপি.  
 নড়েনা চড়েনা নয়ন পাতা ॥  
 এমন মধুর মৃদুল হাসি.  
 বোলোনা বোলোনা বোলোনা আসি  
 কাদায়ে কাদিয়ে যাবে গো কোথা ॥

—

গান্ধাজ মিশ্র ।

কে গো তুমি আড়াল থেকে মুখের পানে চেয়ে থাক ।  
 কেন তুমি এমন ক'রে ভাল মন্দের খবর রাখ ॥

ভাকিলে এসনা কাছে, বেড়াও তুমি পাছে পাছে,  
কেন তুমি দাও না দেখা দিবানিশি আপনি দেখ ॥

### নব সুন্দরী দাসী ( নব্বী ) ।

পি ২২০

ষাটুকরী ।

কাচা বয়েস দেখে ওগো নজর দেয় ভূতে ।  
কে যেন পাছে আসে ছম্ ছম্ করে গা—  
পারিনে একলা শুতে ॥  
নব যৌবন যবে ফোটে, কোথা থেকে কত ভূত জোটে,  
ফেবে পানার আশে আশে পাশে, আগু পিছুতে ॥  
বেঙ্গ দৈত্য লুকিয়ে দেখে  
চাংড়া ভূতে চিঠি লেখে,  
শ্রাব গলায়-দ'ড়ে জালায় বড় আসে গুঁতুতে ॥  
ভূতের ভেতর আছে বড় লোক,  
এত বড় জিবখানা তার অতি ছোট চোখ,  
গজা ময়রা হার মেনে যায়, সে যে পায়না কিছুতে ॥  
আতুরে আবদারে ভূত,  
প্যান পেনে ঘ্যান ঘেনে ভূত.  
ঘুনিয়ে ঘুনিয়ে কাছে আসে চায় বিছানা ছুঁতে ।  
নাকে কথা কয় পড়ে বোধোদয় আমায় দেয়না ঘুমুতে ॥

রাগা-প্রভাণ ।

সে মুখ কেন অহরহ মনে পড়ে পড়ে মনে ।  
 নিখিল ছাড়িয়ে কেন, কেন চাহি সেই জনে॥  
 এ নিখিল স্বর মাঝে, তারি ছবি প্রাণে বাজে  
 ভাসে সেই মুখ সদা স্বপনে কি জাগরণে ।  
 এ মোহের মদিরা ঘোর, ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে মোর,  
 কেন রহে গিছে পড়ি পাপবাহু পরধনে ॥

— — —

পি ২২১

বিষমঙ্গল ।

আমায় নিয়ে বেড়াও হাত ধ'রে ।  
 আমি দেখানেই যাই সে যায় পাছে,  
 আমায় বলুতে হয়না জোর ক'রে ॥  
 মুখখানি সে যত্নে মুছায় আমার মুখের পানে চায়,  
 আমি হাসলে হাসে কাঁদলে কাঁদে কতই রাখে আদরে ।  
 আমি জানুতে এলাম তাই  
 কে বলে রে আপনার রতন নাই,  
 সত্যি মিথ্যা দেখুনা চেয়ে, কচ্ছে কথা সোহাগ ভরে ॥

— \* —

বেদোরা ।

এস, প্রাণ এস, হৃদয় আবরি তোমায় রাখি হে ।  
 এস, নিধি এস, আরো কাছে এস,  
 আঁখি পাশে এস, নয়ন ভরি দেখি হে ॥  
 এসে প্রফুল্ল ফুলদল সজ,

মলয় মারুত শত সঙ্গ,  
এস আবরি সকল অঙ্গ, জীবন সনে রাখি মাখি হে ॥

—•—

পি ৩৭৩১

বারোঁয়া মিশ্র—মধ্যমান ।

আজু কাঁহা মেরি হৃদয় কি রাজা,  
কাঁহা কাঁহা চুঁড়ত হি হাম ।  
আপন শির ময়ে আপন হি কাটুহু,  
কোন কামসে তেয়াগিহু ধাম ॥  
ধরম করম সরম ভরম  
সব হি দিহু পানিয়ামে ডারি ;  
দিয়ার নাগর নটবর শেখর,  
রহল কাঁহাসে জান কিয়া ঠাম ॥  
রোয়ত রোয়ত দোয়াত  
অবহ জাউরি নাম ॥

সিন্ধু খান্সাজ—মধ্যমান ।

কেন কেধ কেন যারে নাহি পায় ।  
উচাটন মন প্রাণ ধবিবারে চায় ॥  
রবি বিরাজে আকাশে, কমলিনী জলে ভাসে,  
কি আশে সে হেসে হেসে ভাহু পানে চায়,  
চেয়ে চেয়ে নলিনী মলিনী শেষ হয় ॥

মিস নীহারবালা (ষ্টার থিয়েটার) এমেন্টার ।

পি ৭৩৯৮

আমি কখন ভার্জি কখন গড়ি নাইক ঠিকানা ।

ফিরি সাথে সাথে, পথে কি বিপথে, চিরদিন

অচেনা অজানা ।

ললাট পটে কালের রেখা, অদেখা আঁথরে রহি গো লেখা ।

নাহি নাম ধাম' চলি অবিরাম, পড়ে রয়

পাছে স্মৃতির নিশানা ॥

— ০ —

ফাল প্রবাহ চলে ধীরে—ধীরে ।

জীবন মরণ ছায়া ভাসে কারণ-নীরে ॥

কহু কুসুম বিতান

কুহু কুহু পাখী করে গান,

বোদন-ধ্বনি কহু ছায় গগন ঘিরে ।

হাসে—হাসে, কহু শিহরে তরাসে,

উন্মাদিনী করে ফিরে অকুল-তীরে ॥

— " —

পি ৭৫৬৩

জয় যাত্রায় যাও গো

ওঠ, ওঠ জয় রথে তব ।

মোর জয় মালা গৌথ

অশা চেয়ে বাসে রব ।

মোর আচল বিচারে রাধি

পথধুলা দিব ঢাকি  
 ফিরে এলে হে বিজয়ী  
 তোমায় জদয়ে বরিয়া লব ।  
 আঁকিও ঠাঁসির রেখা  
 সজল অঁখির কোনে  
 নব বসন্ত সভায় এনো  
 এনো এ শূন্য বনে ;  
 আমার সোনার প্রদীপ জ্বাল  
 আধার ঘরের আলো  
 পরাও রথের ভালে  
 চাঁদের তিলক নব ॥

অলকে কুস্তম না দিও  
 শুধু শিথিল করবী বাঁধিও ।  
 কাজল বিহীন সজল নয়নে  
 জদয় ছুয়ারে ঘা দিও ।  
 আকুলে, আঁচলে বাঁধিয়া চরণে  
 মরণের ফাঁদে ফাঁদিও  
 না করিও বাদ মনে যাহা সাধ  
 নিদয়া নীরবে সাধিও ।

এস বিনা ভ্রমণে দোষ নেই তাহে দোষ নেই  
 যে আসে আশ্রুক ঐ জব কপ অযতন ছাঁদে ছাঁদিও

গুধু হাসি খানি আঁপি পানে হানি  
উতলা হৃদয়ে ঘা দিও ।

মিস্ শাহ্না ব্রানী ।

পি ৫২৬৭

জঙ্গলা ।

নয়নে নয়নে, চকিত চাহনি

\* চকিতে চপলা খেলিয়ে যায় ।

সোহাগে গলিয়ে, হেলিয়ে ছুলিয়ে

চলিতে চরণে চমকি চায়

আখ উরু ধরে চিকুর টাচর

বিলোলিত লোল ললিমা লহর

পরান নিয়ে যায়, কিছু না ফিরে দেয়

একি হ'ল সখি দায় ।

—•—

মিস্ প্রফুল্লকুমারী ।

পি ৪৮৬২

ছায়ানট ।

সকল ছায়ার হস্তে ফিরিয়া,

তোমারি ছায়ায় এসেছি ।

সকলের কাছে লাক্ষিত হ'য়ে,

তোমাকে ভাল বেসেছি ॥

কত বে আঘাত লেগেছে গায়,

কত যে কাটা ফুটেছে পায়,

এসে অবেলায় অপরাধী প্রায়,

ছুয়ায়ে দাড়ায়ে রয়েছি ॥

লহ লহ মোর হৃদয়েরি ভার,

হৃদয় দেবতা হে প্রিয় আমার,

অশ্রুসিক্ত মনোবেদনা

অঘ্য বাঁয়া এনেছি ॥

— — —

ইমন মিশ্র ।

ভেঙ্গে গেছে মোর সোনার স্বপ্ন,

ছিঁড়ে গেছে মোর বীণার তার ।

হৃদয় ভরিয়া উঠিছে কেবল মরম-ভেদি-হাহাকার ॥

যে দিকে তাকাই, কিছু নাহি পাই,

প্রেমনিধি গিয়াছে চলিয়া,

আছে শুধু বাকি চিহ্ন স্মৃতিটুকু,

তায় ল'য়ে মরি কাঁদিয়া ॥

ভেঙ্গে গেছে আশা, মিছে ভালবাসা,

আসার আশা আর নাহি তার ॥

— — —

মিস্ প্রতিভা সোম (রানী) এমেরাল্ড ।

পি ৭৩৫৫      তিলক কামোদ ।

নীরব ভারতে কেন ভারতীর বীণা,

সোনার প্রতিমা আজি শোকে মলিনা ॥



কুঞ্জে কুঞ্জে মার কোকিল কণ্ঠে,  
 খেলিত স্মৃধা তরঙ্গে ;  
 আজি সে নিকুঞ্জ কান্তি শশ্মান সমান ।  
 বীর রাগ মদে যেই তানে গঞ্জিত ভারত ;  
 আজি সে দিবাকরাগ শ্রবণে শুনিয়া ॥

পিলু বারওয়া ।

কত কথা মনে পড়ে ।  
 চাদিনীর সনে মলয় পবনে,  
 অতীতের স্মৃতি ভেসে আসে প্রাণে ;  
 নিরুদম নিশিতে পাপিয়ার তানে,  
 ভাসিতছে আঁখিনীরে ॥  
 কত খেলা নিয়ে কেটেছে কত,  
 মান অভিমান ভেঙেছে শত ;  
 আজি ওগো তার কিছু নাহি আর ,  
 স্মৃতিটুকু শুধু রয়েছে পড়ে ॥

পি ৭৫৬৪

বেহাগ ।

নিদ নাহি আঁখি পাত্তে  
 আমিও একাকী, তুমিও একাকী আজি এ বাদল রাতে ।  
 ডাকিছে দাদুরী মিলন পিয়াসে  
 ঝিলি ডাকিছে উল্লাসে  
 (ওগো) পল্লীর বঁধু বিরহী বঁধুরে মধুর মিলনে সম্ভাষে

আমাবও সে সাথ, এ বাদল রাত, কাটাব নাথেরি সাথে ॥  
 নয়নে বাদল, গগনে বাদল, জীবনে বাদল ছাইয়া ;  
 এস গো আমার বাদলের ঝুঁ, চাতকিনী আছে চাহিয়া ;  
 জাগিছে রজনী, তোমার লাগিয়া, সজনী তোমার জাগিয়া  
 কোন পরাণে হে নিষ্ঠুর কালা এখনো আমারে ত্যাজিয়া  
 এ জীবন ভার হরেছে অবহ সঁপিব তোমারি হাতে ॥

— ০ —

গাঙ্গারী ।

স্বপন আমার ভেঙ্গেছে এবার  
 . গুচেছে আঁধার ঘোর,  
 আশার ছলনা মোহেরই খেলনা  
 বয়েছি এবার তোর ।  
 নিরাশা আকুল নয়নে গো তার  
 দুখানে আমি চাহিব না আর  
 অতীতের স্মৃতি কুড়ায়ে আনিয়া  
 রাখিব না ফল ভোর ।  
 আমি বুঝেছি এবার স্বপন আমার  
 ভেঙ্গেছে আঁধার ঘোর ॥

— ০ —

পি ৭৮৭১

মিশ্র সারঃ

আমি কেমনে বোঝাব তোমার,

( আমি ) স্বপন-কৃষ্ণকে খুঁজিয়া বেড়াই, ঘুরে মরি শুধু আঁধারে ।

সে যে অতীতের স্মৃতি, নয়নের জল ।  
 বিরহের ব্যথা, হাঁসি কোলাহল,  
 নিঝুম রাতির পাণিয়ার তান, ভয় হৃদয় মাঝারে ॥  
 সে যে কুসুম-স্বাস, চাঁদের চাহনি,  
 মলয় অনিল, বাশীর রাগিণী,  
 কুল কুল নাদে তটীনের গীতি, মিশিতে সাগর মাঝারে ॥  
 সে যে বকুল মালার আকুল পরশ,  
 প্রথম মিলনে জাগায় হরষ  
 বিনায় রাতের নীরব চাহনি, অ কুলিত হৃদি মাঝারে ॥

বসন্ত

দেখে সখি বয় বসন্ত বায়,  
 ঝরিছে বকুল, পাণিয়া আকুল  
 গুণ গুণ গুণ অলিকুল গায় ॥  
 ঝরিছে বকুল বুরু বুরু বুরু ।  
 হরষ আমার হিয়া তুরু তুরু  
 কুঞ্জ কুটীরে ঐ স্মধুর  
 শ্রামের বাশরী রাধা রাধা গায় ॥  
 ঐ যমুনার তট নীকুল ( বুঝি )  
 শ্রামের দেখিয়া হরষ আকুল  
 নাচিছে যমুনা প্রাবিয়া তুকুল  
 গোকুল বিহারী আজি মথুরায় ।

### ৩ পান্নামহী দাসী ।

৩৩০

কীর্তন ।

প্রিয়া বিনে হিয়া মোর কাটিয়া না যায় কেন ॥  
 প্রিয়া কোথায় গেল গো অনাথিনী ক'রে,  
 নিলাজ পরাণ নাহি যায় গো, প্রাণ গেল না কেন,  
 কি স্থখে বা দেহে আছে প্রাণ কেন গেল না ।  
 কি স্থখে আছেগো প্রাণ আমার, প্রাণকৃষ্ণ হারাইয়ে,  
 (নিলাজ) প্রাণ কেন সঙ্গে গেলি না, তবেই জানতাম  
 অনুগত ॥

—•—

কীর্তন ।

• মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব ।  
 আমার কাহ্ন হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাব ॥  
 না পোড়াও রাধা-অঙ্গ, না ভাসাও জলে ;  
 দেখ যেন অঙ্গ পোড়াওনা গো, কৃষ্ণবিলাস  
 ক'রে গেছে, অঙ্গ জলে ভাসাও না গো ।  
 মরিলে তুলিয়ে রেখো তমালেরি ডালে ;  
 পরশ হবে, কাল ত পরশ হবে,  
 কৃষ্ণ কাল তমাল কাল, কাল ত পরশ হবে ;  
 কাল বড় ভালবাসি, শিশুকাল হতে চিরকাল,  
 কাল বড় ভালবাসি,  
 আমার কাল-অনুগত দেহ কাল-ছাড়া ক'র না গো ॥

পি ৩৩১

কীর্তন ।

মন্দ-কুল-চক্রমা শিখিচন্দ্রিকালঙ্কতি ।

আমি আর দেখতে পাই না কেন, কোথা গেল

কেবা নিল,

মন্দ-মুরলী-রব কোন সুরেন্দ্র নিল হুতি ॥

বাঁশী কোথা বাজে আর কেবা শোনে,

রাধা নামে সাধা বাঁশী কার নাম ধ'রে বাজে,

সে দেশে কি রাধা আছে,

যার ধ্বনি নবান্বদ গর্জ্জন জিনি

আকর্ষে গোপী-চাতকিনী,

ক রাস-রস-তাণ্ডবী সখি জীব-রক্ষৌষধি ।

ওরে কই রে আমার রাসবিহারী নাচত বাহু ধরা ধরি

শ্রীরাসমণ্ডল করে

নিধির মর্ম্ম স্তম্ভদতম তব হস্তা হা দিক্ বিধি ॥

কেন দিবে নিধি হ'রে নিলে, কেন দত্তাপহারী চলি

বিধি তোর মন্দ করি নাই রে ॥

কীর্তন ।

বহুদিন পরে বঁধুয়া আইলে দেখা না হইত পরাণ গেলে

( ছিল প্রাণ তাই দেখা হ'ল, বঁধু নইলে দেখা হ'ত না )

দুঃখিনীর দিন দুঃখেতে গেল মথুরা নগরে ছিলে ত ভাল,

হোক তুমি ত কুশলে ছিলে, বঁধু আমার,

ভাগ্যে যা হোক ; বিচ্ছেদ-বেদনা সহিলাম যত,  
 পাষণ হ'লে ফাটিয়া যেত,  
 ( অবলার প্রাণে কতই স্নেহ হে )  
 ওহে পাষণ হ'লে ফাটিয়া যেত  
 সব দুঃখ মোর গেল হে দূরে  
 হারাণ রতন পেলাম ঘরে  
 গগনে উদয় হ'উক চন্দ্র মলয়-পবন বহুক মন্দ ॥

পি ৩৩২

কীর্তন ।

অতি শীতল মলয়ানিল

মলয়ার বাতাস ভাল লাগে না মা (কৃষ্ণবিলাসিতে)  
 যদি মলয়-চন্দন (কৃষ্ণ) বিলাসিতে  
 মলয়-চন্দন মাখি থায়, (বলি হয় গো)  
 কৃষ্ণ বিলাসিতে আমার শ্রীচন্দন শুকায়ে যায় মা ।  
 ছিল মন্দ মধুর বহনা ; হরি বৈমুখী এবার ম'লাম ২ (প্রাণে)  
 বুঝি বাঁচলাম নাগো (সঙ্গিনী) কৃষ্ণ বিলাসিতে  
 আমার ইহ মদনানল দাহন, প্রাণ আর বাঁচে না ।  
 বলি হয় গো কৃষ্ণ বিলাসিতে প্রাণ আর বাঁচে না গো,  
 কোকিল-কুল কুর্কিতি কল,  
 কোকিলের গান ভাল লাগে না মা  
 ( আহা গো ) বঁধুর মোহন বীণে ।

## কীৰ্ত্তন ।

এ কি ধিকং রাজা ধিকং রাজা ধিকং ধিকং শত ।  
 এ কি (মাথায়) পাগ বেঁধেছ (রাই পদ লোটার) ...  
 মাথায় পাগ বেঁধেছ একি বনবন্ত  
 ছি ছি আমরা দেখে লাজে মোলাম,  
 তোমার এখন বিষয় বেড়েছে যে,  
 সে দিন মনে নাই হে, সে দিন তোমার মনে নাই হে,  
 দিন পেয়ে দিন ভুলে গেছ,  
 দিন পেয়ে দিন ভুলে গেছ,  
 লববন্ত পদাঙ্কিত এবে বিষয় এত ॥  
 তোমার একদিন নিধুবনে কোটালিতে সকল আছে জানা,  
 পাগ সেই দেখেছি,  
 (আমরা ত পাগ) সেই দেখেছি,  
 ও তালি কবা পাগ সেই দেখেছি,  
 এই দেখলাম আর সেই দেখেছি,  
 (ওহে) মথুরাতে ওকে রাজা হয়ে দেখেছি ঘোষণা ॥  
 ভরং ভেঙ্গে যাবে, সাজার ভরং ভেঙ্গে যে যাবে,  
 দেখি কে পিরাত করে, ভরং ভেঙ্গে যে যাবে ।  
 একদিন গলে রুত হয়ে নত হইত চরণ বরি,  
 তখন বোলতে কোথায় বা যাব (রাখা)  
 কেউ ত আমায় লবে না আনি কোথায় বা যাব ॥

পৃ ৩৩৩

কীর্তন ।

রাই ধৈর্য্যঃ রহ ধৈর্য্যঃ রাই রাই, রাধে প্রেমময়ী

গরবিণী রাধে, রাধে গরবিণী ।

তুই অমন করে কঁাদলে যাওয়া হবে না ( রাই )

তুই অমন করে প্রেমময়ী প্রেমময়ী !

হুটী চরণধূলা ( পথে ) যাবার বেলায় চরণধূলা

দে মোর মাথে ওগো রাই, তুই ভাবিস্ না রাই !

আমি এনে দিব তো'র ব্রজনাথে

নম গচ্ছঃ নন্দরায় ( এই তো ) আমি চলিলাম গো,

ওগো দে দে চরণ-ধূলা দে, আমি চলিলাম গো ।

চোড়ব পুরী—তারে কোন্ ধনী যা রেখেছে গো

আমি যাব গিয়ে তারে বেঁধে আনবো,

চোড়ব পুরী, তারে বাজা বলে ভয় ক'রবোনা গো ।

চোড়ব পুরী, প্রতি প্রতিজ্ঞা, যা'হা দরশন পাওয়ে,

ব্রজনাথের আমাদের সেই ব্রজনাথের আমাদের

সেই গোপীনাথের ।

ওগো আমাদের ২—সেই রাধানাথের যব দরশন পাওয়ে ॥

স্তবন ।

মধুপুরী নাগরী, মধুপুর-নাগরী—

হাসি কহত ফিরি, গোকুলে গোপ-গৌয়ারী ।

হায় গো গোকুলে গোপ-গৌয়ারী ।



কেমন ক'রে যাবি গো কাঙ্গালিনীর বেশে,  
 সপ্তম দ্বার পরে রাজা বৈঠত তাঁহা কাঁহা যাওবি নারী  
 সাহস দেখে লাজে মরি—বল্ কেমন ক'রে যাবি গো ।  
 হা হা নাগর গোপী-জীবনধন—কাঁহা নাগর—  
 দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ ।

কোথায় আছ হে, গোপীজনবল্লভ,  
 হে মথুরানাথ, একবার দেখা দিয়ে দাসীর ( প্রাণ )  
 মান রাখ হরি হা হা নাগর ।

কোথা হে হৃদয়নাথ—হৃদয়বল্লভ—দেখা দাও,—  
 দেখা দিয়ে দাসীর মান রাখ হরি,  
 হা হা নাগর, গোপী-জীবনধন,  
 দূতী ডাকত উভরায় হে ।

পি ৩৩৪

কীর্তন ।

ও কুজার বন্ধু (হরি) আজ হতে  
 রাধানাথ আর ব'লব না কি ।  
 ওকে ডাকে দীনের রাজা, ছি ছি কেমন  
 ক'রে, কোন পরাণে, পাসরিলি রাই-মুখ-ইন্দু,  
 তেমন সোনার মুখটী, মনে পড়েনা যে,  
 তুমি যারে হিয়ায় রেখে নয়নের গ্রহরী দিতে ।  
 ( বলি ও লম্পট ) পাশরিলি নবীন কিশোরী

দেখাও মতিব মালা, মতিব মালা ব্রজে কত হ'য়ে আছে ধূল!

যখন কুজা না দিবে ঠাই হে ( বঁধু হে )

কপালের কথা বলা যায় না ॥

— • —

কীর্তন ।

কান্তু কহে রাই কহিতে ডরাই ধবলী চরাই মুই ।

আমি তোমার প্রেমের কিবা জানি,

আমি রাখাল বই ত নই ।

কিবা রাখালিয়া মতি কি জানি পিরীতি

প্রেমের পশরা তুই ।

আমি গোষ্ঠে মাঠে ধাই ধবলী চরাই

প্রেম কি জানি কিশোরী ।

( তোমার প্রেমের কিবা জানি )

( প্রেমের ) যে পণ দিয়েছ কিশোরী তাও ত

শোধিতে নারি ॥

প্রেমের তুমি মহাজন ( রাধে তুমি, আমার প্রেমের গুরু )

যে কর ভৎসন স্থধা সম মোর লাগে

মোর নাগরালী ( রাধে ) বাড়ীলে কিশোরী প্রেম কি

নবসোহাগে

প্রেম শুধিব শুধিব শুধিব কইলাম বন্দী হইলাম ঋণে ।

( তা'ত হল না ধনী )

একাল থাকতে তোমার ঋণ শোধ্য হ'ল না ধনী ॥

— • —

পি ১১১৯

কীর্তন ।

একবার ব্রজে চল ব্রজেশ্বর দিনেক দুয়ের মত ।  
 ( ব্রজে যেতে যে হবে ) ( একবার ব্রজে যেতে যে হবে )  
 তোমার মন মানে ত—  
 ( কেউ ত ধরে রাখবো না হে )  
 তোর মন মানে ত থাকবি সেথা, নইলে আসবি দ্রুত ॥  
 ( ধরে রাখবো না হে ) ( কেউ ত ধরে রাখবো না হে )  
 ( কেউ ত কেউ ত ) ( কেউ ত ধরে রাখবো না হে )  
 ( আমরা কেউত ধরে রাখবো না—তোমার কুস্তা  
 কিছু বলবে না হে )  
 যদি বল চলতে চরণ ধলায় ধসর হবে ।  
 ( বললে বলতে পার ) ( এখন বললে বলতে—এখন,  
 রাজা হয়েছ বলতে পার ) ( পাগ পেঁথেছ বলতে পার )  
 ওহে সেদিন তোমার মনে নাই—বললে বলতে পার )  
 না হয় ব্রজগোপী—বঁধু হে—  
 না হয় ব্রজগোপী নয়ন জলে পাখালিবে ॥  
 ( বারি রেখেছ নাথ ) ( নয়নবারি রেখেছ )  
 ( তারা বারি পূরে বারি রেখেছে নাথ )

—০—

কীর্তন ।

বিক্ ধিক্ তোর নিষ্ঠুর কালিয়ে,—  
 ( ধিক্ রে প্রাণবঁধু ) বঁধু তোকেও ধিক্ তোর

প্রেমেও ধিক্ ( ও সে—ও প্রেম কে শেখালে  
 তোরে ধিক্—তোমার প্রেমেও ধিক্ )  
 কে তোরে এ বুদ্ধি দিল ।  
 তোরে কেবা সেধেছিল  
 ( প্রেম কর প্রেম কর বলে কেবা সেধেছিল )  
 কেবা সেধেছিল পীরিতি করিতে মনে যদি এত ছিল ॥  
 ( কেবা সেধেছিল ) ( ওহে বঁধু কেবা সেধেছিল )  
 লাজের নাহিক লেশ—  
 ছি ছি লাজের নাহিক লেশ—  
 ( ছি—বট আর কি বলবো হে ) ( তোমায় ছি বট— )  
 এক দেশে এলি অনল জালায়ে পোড়াইতে আরও দেশ হে ॥  
 ( আগুন লাগে না ) ( এ দেশে আগুন লাগে না )  
 অগাধ জলের মকর যেমন, না জানে মিঠ কি তিত ।  
 চিনির সরবত দূরেতে রাখিয়ে চিটেতে আদর এত ॥  
 ( তোমার চিটে কি চিনি জ্ঞান নাই । )

১৭৩৬

কীর্তন ।

দে দে আমাদের ব্রজের বাঁশী দে,  
 বাঁশীত মথুরার নয় ( মোহন )  
 তোমার বাঁশী বড় কুলনাশা,  
 মোহন বাঁশী দে আর চুড়া দে,  
 তোমার মা বলেছে পীতধড়া দে,

শ্রীদামের দেওয়া পাচনি দে,  
 রেয়ের গাঁথা বন ফুলের মালা দে ;  
 তোর পিরীতি কি রায়ে নেয়  
 তোতে কাজ নাই ।  
 অমরা বাঁশী দিব রেয়ের হাতে,  
 আমরা বেড়াব তার সাথে সাথে,  
 যেখানে মোদের রাই আছে,  
 আমরা জানি শ্রাম আছে তার পাছে পাছে ॥

কীর্তন ।

নৃপতির স্থখ বাঙ্ক যদি  
 ব্রজে কি আশা মেটে না হে ।  
 গোপকূলে বসতি নন্দঘোষ কয়না হে ॥  
 সেথা ছিলে রাজার ছেলে,  
 হেথা তোমার আর কি আছে ।  
 যদি রাজা হওয়ার সাধ ছিল হে মনে  
 নন্দকে বল নাই কেনে ।  
 আমাদের রাই রূপসী হ'তে কুজা বড় হুন্দরী ;  
 বুকে পিঠে আছে হে কুচগিরি ;  
 ছি ছি লাজে—  
 ছি ছি কালা মুখে লাজ বাস না ।

১৭৩৯

কীর্তন ।

উঠিতে কিশোরী, বসিতে কিশোরী,  
কিশোরী করেছি সার ।

আমি রাধা বই আর জানি না হে,  
( রাধা ভজন, রাধা পূজন )

( ওগো আমার ) কিশোরী ভজন, রাধে প্রেমময়ী

আমি রাধা বই আর জানি না হে,  
( গরবিনী ) কিশোরী ভজন, কিশোরী পূজন,  
কিশোরী গলার হার ॥

দেহেতে রাধিকা, প্রেমেতে রাধিকা,  
রাধিকা আরতি পাশে ।

রাধা যই আর জানি না ধনি,  
রাধা মস্ত্রে উপাসনা, ওগো আমি রাধাকে  
ভজিয়ে রাধাকান্ত নাম পেয়েছি অনেক আশে ॥

\* কীর্তন ।

কি ছার দারুণ মানের লাগিয়ে  
বঁধুরে হারিয়েছিলাম ।

এমন বঁধু কার বা আছে—বঁধুর মতন গো,  
এমন বঁধু আর কার বা আছে ।

একি তেমন সুন্দর,                      রূপ মনোহর,

আমি তার সে পরাণ পেলাম

সখি জুড়াইল মোর হিয়ে ।

আমার বঁধুর অঙ্কের স্নগন্ধ সৌরভ

তাহার বাতাস পেয়ে !

তোমরা সখিগণ, করহ সিনান,

পঞ্চগব্য দিখে শিরে ;

( পাণ্ডিনী পরশ করছে )

আমার বঁধুর যত অমঙ্গল সকল ঘাউক দূরে ॥

—\*—

সি ১৭৮০

কীর্তন ।

বিমুখী ভাবং হরিহারা চমকিল ।

প্রাণপ্রিয়ে হাম তুয়া অন্তঃগত

ব্রজমাঝে তা কে না জানে ।

ইহবেরি মুখে হেরি-গর দোষ ক্ষম হো

আমি গো তোর হাতে ধরি

( তোর বঁধুর লাগি তোর হাতে ধরি )

কীর্তন ।

ঐখানে দাঁড়ও হে বংশীধারী ।

দেগি কুঞ্জে কি করেন কিশোরী

কুঞ্জের দ্বারে দাঁড়াইয়ে শ্রাম,

মনে মনে জপে রাখার নাম,  
 একবার দয়া করছে প্রেমুময়ী,  
 আমি আবার এলাম, আমায় দয়া কর হে।  
 দূতী হেরি কহেন কিশোরী—  
 এনে দেগো আমার বংশীপারী,  
 কোথায় লুকায়ে রেখেছিস্  
 অদর্শনে আমার প্রাণ বায় ।

### ৩ পূর্ণকুমারী ।

১৭৬৯

কীৰ্ত্তন ।

ও তোর শ্রীদাম সখা পট্টেতে আঁকা  
 তোর মাধুরী হেরে।  
 ও বঁধু হে—খুঁজিয়ে স্নরল হয়েছে পাগল  
 খুঁজিয়ে না পায় তোরে ।  
 ( ব'লে আয়রে ও ভাই—অনেক দিন  
 তোরে দেখিনা—একবার আয়রে-ও ভাই )  
 ও তোর মা নন্দরাণী করে নবনী,  
 বেড়ায় ব্রজের পথে ।  
 ( বলে আয় নীলমণি কো'লে ব'সে ননী  
 খেয়ে যাও ) ( একবার আয় নীলমণি )  
 রাণী করে লয়ে নবনীর থাল,  
 বলে, আয়রে আমার নন্দ-দুলাল ।



তোর নন্দ পিতা, এ ছার প্রাণ তার

দেখে তাজ্জিবে—

ব'লে নন্দহুলাল—আমার এলো না,

( প্রাণ দেহে রাখি গে )

ও তোর নন্দ পিতা—জ্বলেছে চিতা,

প্রাণ ঘুচাবার ডরে ।

প্রাণ আর রাখবে না—

অনলেতে প্রাণ তেয়াগিবে আর

রাখবে না—

ও তোর নন্দ পিতা—জ্বলেছে চিতা,

প্রাণ ঘুচাবার তরে ॥

ধনী ক্ষণে মরছে, আর কি বাঁচে,

আছে যমুনার কুলে ।

ও তোর চন্দ্রাবলী, শ্রীহরি বলি,

পরি সখি তারে তুলে ॥

কেঁদে কি হবে রাধে—

তোর গেছে—আমারও গেছে—

কীর্তন ( মঙ্গল বিভাস )

অধীর হ'য়ে দড়ি দিয়ে মিছে বাঁধিতে প্রয়াস পাও জননী ।

( কেন কেন ক্রোধে )

তনোগুণ হুদে ধ'রে, বাঁধিতে কেউ পারে নি ॥

( আজ অবধি ) ছাড় তমো রজ দুটি গুণ  
 ( জননী আমার কথা রাখ মা )  
 শুধু হৃদে ধর সব গুণ আমি নিগুণ সগুণ হয়ে,  
 বাঁধা রব মা নন্দরাণী ।  
 তব পাশে চির দিন তরে বাঁধা রব মা নন্দরাণী ॥

পি ১৭২৫

ভৈরবী

কি দিয়ে পূজিব বলনা তোমারে ।  
 যে দিকে নেহারি সকলি তোমারি  
 কি আছে আমার এ ভব সংসারে ॥  
 লতায় লাবণ্য কুসুমে সুবাস,  
 সর্ব সৌরভেতে তোমারি বিকাশ,  
 ধূপ দীপ আদিতে তোমারি প্রকাশ,  
 ফল মূল সব তোমারি ভাণ্ডার ।  
 চন্দনে প্রীতিগন্ধ শীতল, তুমি পবিত্র জাহ্নবীর জল,  
 তুমি তুলসী নব-দুর্বাদল, বিষদলে তুমি  
 ত্রিকোণ-আকার ।  
 আতপ তণ্ডুল, ক্ষীর, সর ননী  
 সকলি তোমার ওহে চিন্তামণি,  
 কি দিয়ে পূজিব ঐ পু দুখানি  
 কি আছে আমার এ ভব সংসারে ॥

খান্সাজ ।

আমার সাধনের বাঁশী দাও হে ফিরে ।  
 রাখা নামে সাধা বাঁশী দিব না কারে ॥  
 নাগরী নাগর হলে মনসাধ পুরাইলে  
 চুড়া বাঁশী লুকাইলে কিসের তরে ॥  
 যত পায় মিনতি করি শুন ওগো রাখা প্যারী  
 শ্রাম বিনে এ বাঁশরী কে ধরে অধরে ॥

মিস্ রুমা মজুমদার ( এমেচার )

পি ৭৬২৬

১।        বারি ঝরে ঝর ঝব ভরা বাদরে ।  
 আকাশ ভাঙ্গা আকুল ধারা কোথাও না ধরে ।  
 শালের বনে থেকে থেকে,  
 বাড় দোলা দেয় হেঁকে,  
 জল ছুটে যায় এঁকে বেঁকে মাঠের পরে ;  
 আজ এমন ক'রে কে মেতেছে বাহিরে ঘরে ॥  
 গুর বৃষ্টিতে মোর ছুটেছে মন লুটেছে ঐ ঝড়ে  
 বুক ছাপিয়ে তরঙ্গ মোর কাহার পায়ে পড়ে ।  
 অন্তরে আজ কি কলোরোল,  
 দ্বারে দ্বারে ভাঙ্গল আগল,  
 হৃদয় মাঝে জাগল পাগল আজি ভাদরে ;  
 আজ এমন করে কে মেতেছে বাহিরে ঘরে ।

সকাল বেলায় বাদল আঁধারে  
 আজি বনের বীণায় কি সুর বাঁধারে ।  
 ঝর ঝর বৃষ্টি কলরোলে  
 তালের পাতা মুখর ক'রে তোলে রে  
 উতল হাওয়া বেণু শাখায় লাগায় বাঁধারে  
 ছায়ার তলে তরল জলের ধারা ঐ  
 হের দলে দলে নাচে তাইথে থৈ  
 মন যে আমার পথ হারাণ' সুরে  
 সকল আকাশ বেড়ায় ঘুরে ঘুরে,  
 শোনে যেন কোন ব্যাকুলের ককণ কাঁদারে ॥

### রাশ্মান্বানী ।

পি ৪৫৪৮

বসন্তবাহার ।

(আজি) এমন মধুর নিশিতে  
 শুধু চায় প্রাণ বুকভরা গান  
 শুনিতে শ্রামের বাঁশীতে !  
 হৃদয় মাঝারে উঠিছে তুফান  
 পলকে প্রলয় হেরিছে পরাণ  
 রূপ যায় পিছু তারি পিছু পিছু  
 ছুটে আসে পায় মিশিতে ॥  
 সারা নিশি জেগে রয়েছে হেথায়

কি জানি যদি সে এসে ফিরে যায়  
কে বলিবে কথা মরমেরি ব্যথা  
কে বলিবে তারে, আসিতে

---

জংলা ।

ধর ধর হে সখা প্রণয়-হার  
অধিনীর উপহার  
তোমারি তরে সদা আঁখি ঝরে  
তোমা বিনা আমি কার ॥  
কত যে যতনে তোমা হেন ধনে  
পেয়েছি রে প্রাণাধার ।  
(আমি) হৃদয়ে রব মিশাইয়ে  
যেতে দিব না আর ॥  
তোমারি বিরহে, প্রতি পলে পলে  
যাতনা সহি অপার ।  
আর কঁাদায়ে না কঁাদিতে পারি না  
ভুলে থেকোনা আর ॥

---

মিস্ স্বাধীনানী ;

পি ৬২৪২

বিহারী ।

প্রিয়তম কত সব বিরহ বলোনা ।  
জীবন ফুরায়ে গেল দুঃখ গেল না ॥

যে অবধি গেছ তুমি, কি দুঃখে রয়েছি আমি,  
জাননা কি প্রাণের যাতনা ॥  
দিনগুলি যায় ধীরে, ভাসিয়া আঁখির নীরে ;  
অধিনীরে নিরাশ করোনা !

ঝাঁঝিঁট খান্ধা ৬৬

ভুলিতে বলো না সখি কেমনে ভুলিব তায় ।  
পরান রেখেছি শুধু তাহারি প্রেম আশায় ॥  
কত যুগ কেটে গেলে সে রতন নাহি মেলে,  
যৌবনের ভালবাসা মরণে কি ভোলা যায় ॥  
কোটি জনম ধরে আছিল সে আশা ধরে,  
এখন বল কেমন করে প্রাণের বাহির করা যায় ॥



৭০০২

ভৈরবী

আপনারে আপনি দেখে যেও না মন কারো ঘরে ।  
যা চাবে এখানে পাবে ( মন ) খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে ॥  
পরম রতন পরশ মণি যে অগাধ রতন দিতে পারে  
কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাচ ছায়ায় ॥  
তীর্থ গমন দুঃখ ভ্রমণ ( মন ) উচাটন হয়োনারে ।  
আনন্দ জীবনীর স্বানে শীতল হওনা মূলাধারে ॥  
কি দেখ কমলা কান্ত ( মন ) মিছে বাজী এ সংসারে ।  
বাজীকরে চিনলে না, সে ঘটে তোমার বিরাজ করে ॥

কালেংড়া ।

যে বলে সে বলুক কাল, আমি তায় বলি না কাল ।  
 এমন কাল আর কি মেলে, যে কালোতে জগৎ আলো  
 বামা যদি কাল হ'ত, তবে কি কাল ভয় হরিত ।  
 মহাকাল কি সার করিত ঐ কাল বেটীর পদতল ॥  
 কালীর শরণ নিলে পরে, স্থখী হয় সে চিরতরে ।  
 ইহকাল পরকাল তার কি ভাবনা বল ॥

পি ৭০৫৫

স্বরট ।

নয়নে নয়নে যবে হ'ল দেখা আমাদের হৃজনে ।  
 সে কবে সে কথা কিছু পড়ে না কি মনে ॥ '   
 পূর্ণিমা জোছনা মাথা ( ও গো ),  
 সে মুখ আছে হৃদে আঁকা ;  
 ( ও গো ) সে আমার আমি তারি, জীবনে কি মরণে ॥  
 যদি দূরান্তরে রয়, ও সে আমা বিনা কারও নয় ।  
 প্রাণের মাঝে সদা রয় গোপন মিলনে ॥

দাদ্রা' ।

আমার হৃদয়েরি ব্যথা কহিতে ব্যাকুল,  
 সুধাইল না কেহ ।  
 সে তো আর এলো ন যারে সঁপিলাম আমি  
 এই মন প্রাণ দেহ ।

সে কি বিরহ পথ চাহে,

সে কি বিরহ গীত গাহে ;

ও তার বাঁশী ধ্বনি শুনিয়া যারে সঁপিলাম আমি

এই মন প্রাণ দেহ ॥

—

### ৩৩৩ নী বালা

পি ৭৮৩০

ভীমপলত্ৰী।

( শুধু ) দেখে যাব একবার ।

একবার দেখে আর দেখা করিব না আর ॥

এ দেখা শেষ দেখা হৃদয়ে রহিবে আঁকা

রেখা দেখে রেখে দেব জীবন আমার ॥

—

কেদারা।

এত যে বাসিতে ভাল ভুলেছ কি একেবারে

কে জানিত প্রেম-পরিণাম বিরহ-বাসরে ;

ভেবেছিলাম আজীবন রহিব প্রাণ মিলন

জানি না যে শরৎ-শশি ভাঙে হবে দহিবারে ।

—

দাদরা।

একটা কথা বলবো ঐধু

মনেতে সাধ আছে

অনেক দিনের পরে বিধি

মিলায়ে দিয়েছে ॥



দয়া করে এস প্রিয়া আমার ভবনে  
 রাখ্‌ব যতনে, তোমায় রাখ্‌ব যতনে  
 রাখ্‌ব তোমায় ফুলের মাঝে  
 যত ফুল ফুটে আছে ।

দাদরা ।

কত জ্বালা প্রেমেতে ।  
 অবতন, অপমান,  
 তবু থাকি আশাতে ।  
 আর নাহি আসিব না  
 তারি মুখ হেরিব না  
 এমন শিখিল হৃদি  
 তবু চাহি বাঁচিতে ।

পি ৬২৪৮

বারোয়াঁ !

তারাপদ ভাব না ।  
 অস্তে মুক্তি পাই যে মন, ঘুচিবে যম যাতনা ॥  
 ফুরাবে মন ভবের খেলা, কালী বল এই বেলা  
 ঘুচিবে সকল জ্বালা কেন রে পাপ বাসনা ॥

মিস্ চারুশীলা ( প্রোদন ) ।

রাজা পৃথু

করমের স্রোতে যেতেছি ভাসিয়া,

করমের স্রোতে যেতেছি গো ।

করমের কাজ ক'রেছি আজি

করমের কাজ ক'রেছি গো ॥

করমে মরনে বিষম পিড়ীত, তবু নাহি হয় মোহে বিজড়িত

সদা ক'রে মোরে মধা নিপীড়িত, কোথায় দীনবন্ধু বলি গো ॥

—০—

মিস্ রাণু সেন গুপ্ত ( এমেরচার )

প ৭৩২২ • ভীম-পলত্রী ।

আমার শ্রামা মা কি কালো রে

শ্রামা কালো রূপে দিগম্বরী

হৃদি পদ্ম করে আলোরে ।

কখন শ্বেত, কখন পীত, কখন নীল, লোহিতরে ( শ্রামা মা )

আমি বুঝিতে পাবি না জননী কেনন

ভাবিয়ে জনম গেল রে ॥

কখন পুরুষ, কখন প্রকৃতি

কখন শূন্য-রূপ রে,

( কহে ) কমলাকান্ত ও ভাব দেখিয়া

মহেশ পাগল ভোলারে ।

কাফি-কাওয়ালী ।

আর কারে ডাকব শ্রামা  
ছাওয়াল কেবল মাকে ডাকে ।  
আমি এমন ছেলে নই মা তোমার  
মা বলিব যাকে তাকে ॥  
মা যদি সন্তানে বকে  
শিশু কাদে মা মা বলে  
তখন গলা ধরে ঠেলে দিলে  
শোনে না মা যত বকে ॥

শ্রীমতী সাহানা দেবী (এমেচার)

পি ৬২৪৩

ভৈরবী ।

শুধু দু'দিনেরই খেলা ।  
যুম না ভাঙ্গিতে আঁখি না মেলিতে,  
দেখিতে দেখিতে ফুরায় বেলা ॥  
আশার ছলনে কতই উঠি পড়ি,  
কত কাদি হাসি কত ভাঙ্গি গড়ি,  
না বাঁধিতে ঘর হাটেরই ভিতর,  
ভেঙ্গে যায় এই সাধের মেলা ॥  
আমাদের এই দেহ প্রাণ মন,  
স্বথ দুঃখ এই জীবন মরণ ;

এও বিধাতার পুতুল খেলা,  
শুধু গড়া আর ভাঙ্গিয়া ফেলা ॥

গজল ।

কত গান ত হ'ল গাওয়া আর মিছে কেন গাওয়া ।  
যদি দেখা নাহি দেবে তবে মিছে কেন চাওয়া ॥  
যদি যতই মরি ঘুরে তুমি রবে ততই দূরে,  
তবে কেন বাঁশীর সুরে জগত করে এত ধাওয়া ।  
যদি আমার দিবারাতি কতই যাবে দিন কাটি,  
তবে কেন বঁধুর লাগি পথ পানে শুধু চাওয়া ।  
বড় ব্যথায় তোমায় চাওয়া মোর ব্যথা ভুলে যাওয়া,  
যদি দেখিবে না আর ফিরে এত ব্যথা কেন পাওয়া ॥

পি ৭০০৩



আমায় যাবার বেলায় পিছু ডাকে  
ভোরের আলোক মেঘের ফাঁকে ফাঁকে ॥  
বাদল প্রাতে উদাস পাখী উঠে ডাকি  
বনের গোপন শাখে শাখে ; পিছু ডাকে ।  
ভরা নদী ছায়ার তলে ছুটে চলে,  
খোঁজে কাকে, পিছু ডাকে ।  
আমার প্রাণের ভিতর সে কে থেকে থেকে  
বিদায় প্রাতে উতলাকে পিছু ডাকে ॥

যদি তারে নার্ছি চিনি গো

সে কি আমায় নেবে চিনে ?

এই নব ফাল্গুনের দিনে ?

( জানি নে জানি নে )

সে কি আমার কুঁড়ির কানে

কবে কথা গানে গানে

পরাণ তাহার নেবে কিনে

এই নব ফাল্গুনের দিনে ?

( জানি নে জানি নে )

সে কি আপন রঞ্জে ফুল রাঙ্গাবে ?

সে কি গন্ধে এসে ঘুম ভাঙ্গাবে ?

ঘোমটা আমার নতুন পাতার

হঠাৎ দোলা পাবে কি তার ?

গোপন কথা নেবে জেনে

এই নব ফাল্গুনের দিনে ?

( জানি নে জানি নে )

শ্রীমতী শান্তিদেবী (মিসেস্ এস, এম, সান্স্যাল)

( এমেরচার )

পি ৭৪০০

টপ্পা ।

নিতান্ত না রইতে পেরে দেখতে এলাম আপনি

দেখ বা না দেখ তুমি, শুধু দেখে যাব (তোমার) মুখানি

মনে করি আসিব না, (ওগো) এ মুখ আর দেখাব না,  
কিন্তু (তোমায়) না দেখিলে প্রাণ কঁাদে, কেন যে  
তা নাহি জানি ।

কহিব না কোন কথা, (ওগো) দিবনা অন্তরে বাথা  
আমি তোমায় সাধিব না, কঁাদিব না, চলে যাব এখনি ।

—০—

আমার কথা কসনে লো সই, দেখা হ'লে তারি সনে,  
জিজ্ঞাসিল বলিস না হয় (ওসে) বেঁচে আছে প্রাণে প্রাণে  
দিয়েছে যে সব বাথা, ও সই মরমে রয়েছে গাঁথা  
(ও সই) আঁর্মাঁর্ মনে হ'লে সে সব কথা প্রাণ যে  
থাকেনা প্রাণে ॥

—

### মিস সন্ধ্যা

পি ৬৭৫৭

রাজা পৃথু ।

কে বলে আমায় ভিখারিণী ।  
আমি গরবিণী পতি-নোহাগিনী ॥  
যে ধন আছে লো আমার কাছে,  
তার ছিটে ফোঁটা পেলে তোরা ঘাস লো বেঁচে  
কান্দালিনী হয় রাজার রাণী ॥  
সোনার নিধি আমায় দিয়েছেন বিধি,  
তারে ঘসি মাজি আমি নিরবধি ;  
সে যে লো রমণীর মাথার মণি ॥

রাজা পৃথু ।

আশীষ করি গো সতী রেণে মতি পতি পদে ।

আসার সংসার মোহে ভুলনা'ক মহামদে ॥

সতীত্ব অমূল্য নিধি রেখো সতী নিরবধি ।

ষড়রিপু হ'লে বাদী রূপান্তর তার নাহি হবে ॥

— — —

### সত্যবালা দেবী

পি ৫৫২২

আশাবরী ।

প্রেমের কথা পরের কাছে বলতে যে মানা ।

সে যে দিবি দেওয়া দীক্ষা মন্ত্র কারুর কাণে তুলবো না ॥

ব'লে গেছে কাণে কাণে যখন তুমি মনে মনে,

আপনি ভজ আপনি মজ লোক মজাতে মজে না ॥

মন ত সবার নহে শুচি, ভিন্ন জনের ভিন্ন কুচি,

তোমার যাতে অভিকুচি অশ্লের মুখে তা ত রোচে না ।

— — —

দাদরা ।

ওরে ভালবাসা তুই আমারে মেরে ফেলে দেখ বি

ঘুরে ফিরে আয় ।

(ওরে ভালবাসা রে) বঁধু আমার কুঞ্জেতে হা ছতাশে

পরান আমার যায় যায় ।

ওরে তোর কাঁদিতে জনম গেল রে

তবু তোর বকুলতলায় চলা ফেরা সাজ হ'ল না রে ।

তোর যদি দেখা পাই তবে হারাই হারাই,  
তোর জনমে দুখ মরণে দুখ না জানি তোর সুখ রে কোথায় ।  
তবু পোড়া লোক তোর পাছু পাছু ধায় ॥

—•—

পি ৫২৭৫

বেহাগ ।

আমি তারে বাসি ভাল সে তো কই বাসেনা মোরে ।  
একা যে মজ্জেছিল সই তারি পানে প্রেম করে ॥  
সে জন স্বজন বোধে সঁপেছি প্রাণ পায়ে ঠেলে ।  
বিনা দোষে কাঁদি শেষে সে ত কই দেখেনা ফিরে ॥

—•—

সিন্ধু খান্ধাজ ।

ভালবেসে কাঁদাইলে ওগো করে মায়ায় ছলনা,  
হৃদয়েতে ছুরি মেরে ফিরে ত আর চাহিলে না ।  
তুমি যে হৃদয়ের নিধি, আমি জানিতাম নিরবধি,  
এখন ভালবাস যদি আমার প্রাণ ত আর দিব না ।

—•—

মিস সত্যভানী

পি ৬১৭২

সাহানা ।

যার তরে আঁখি ঝরে  
সে কোথায় রহিল রে,  
তারে ভালবাসি বলে



তাই এত যাতনা রে,  
 বিদেশী এক বঁধু এসে  
 মন প্রাণ নিল রে ।  
 জেনে ছিলাম আমার হবে  
 আমি কাঁদিলে সে কাঁদবে  
 কাঁদাইয়ে গেল চলে  
 সে বড় নিষ্ঠুর রে ।

বসন্ত ।

গিয়াছিলে বঁধু আসি বলে,  
 ভুলায়ে ললনা করিয়ে ছলনা  
 এ বিধান কোথা শিখেছিলে !  
 কপালে দোখি হে সিঁদুরের চিহ্ন  
 মলিন কেন হে ও বিধুবদন  
 আঁখি জ্যোতি আর নাহি হে তেমন  
 বল বল বঁধু কোথায় ছিলে ।  
 তোমার আশাতে পরাণ ধরিয়া  
 সারা নিশি নাথ রয়েছি জাগিয়া,  
 এতক্ষণে কি হে পরাণ বঁধুয়া  
 মনে হল তব দাসী বলে ।

শ্রীমতী শোভনা দেবী (এমেচার)

পি ৭৪০২

মাগো আমার সকলই ভ্রান্তি ।  
 মিথ্যা জগতে, মিথ্যা মমতা ।  
 মরুভূমি শুধু, করিতেছে ধু ধু  
 হেথা শুধুই পিয়াসা শুধুই ক্লান্তি ॥  
 দিন দিন দীনের ফুরাইল দিন  
 দীন তারা ঘুচাও দীনের হৃদ্বিন ;  
 আশা রূপে মাগো  
 নিরাশ প্রাণে জাগো  
 দিয়ে ও চরণ অক্ষয় শান্তি ॥ ( মাগো )

মা তোমার মায়া বিভূতি,  
 কে জানে আর তুমি বিনে ।  
 জানলে জানতে পারে মাত্র যে হয় তার মায়াধীনে  
 তুমি মরুভূমে পেতেছে কল,  
 রেখেছ মায়া মরীচিকা জল,  
 কে না জানে তোমার সে ছল, ভূলাতে হরিণে ;  
 চকোরে উড়াও শূন্য পথে, দেখায়ে পূর্ণিমার বিধু,  
 ভূতলে ভ্রমাও ভ্রমর দলে বনফুল যোগায়ে মধু ;  
 সাথে কি তপন তাপে হাসাও নলিনে ॥

## মিস সুশাসিনী

ফি ৪৮৭

সোনায়ে সোহাগ ।

( সেই ) ঢল ঢল সুকোমল নয়ন দুটী

হেরিতে হৃদয় সদা চলে ছুটি ।

আকুল চাহনি হায়, কি কথা বলিতে চায়

নীরব বেদনা কত উঠিছে ফুটি ।

(ওগো) কেন সে ভিখারী বেশে ঝাড়ায় দুয়ারে এসে,

দেখে সে মু'খানি, যায় পরাণ টুটি ॥

হামির ।

সাধের সাগর জনমের মত শুধায়ে গেল গো আজি ।

হৃদয়-নিহিত আশার কুঞ্জে ঝরিল কুসুমরাজি ॥

সারা জীবনের বাঞ্ছিত ব্যথা আঁখির পলকে ভেসে গেল কোথা,

বহিতাম সুখ দুখের পশরা সহিল না তাও বুঝি ॥

( আমার সহিল না তাও বুঝি )

পি ৫১৮৯

রাণাপ্রতাপ ।

বসিয়া বিজ্ঞান বনে, বসন-অঞ্চল পাতি

পরাতে আপন গলে, নিজ মনে মালা গাঁথি ॥

তুষিতে আপন প্রাণ, নিজ মনে গাহি গান.

নিজ মনে করি খেলা, আপনায়ে করে সাথী ।

নিজ মনে কাঁদে বাসি, আপনারে ভালবাসি,  
আদর সোহাগ মান, অভিমান দিনরাতি ॥

### রাশাপ্রতাপ ।

বাধি যত মন ভাল বাসিব না তায়,  
ততই এ প্রাণ তারি চরণে লুটায় ।  
যতই ছাড়াতে চাই, ততই জড়িত হই,  
যত বাধি মন, তত ভেঙ্গে যায় ॥

খি ৩০০২

( চন্দ্রগুপ্ত হইতে )

আয়রে বসন্ত ও তোর কিরণমাখা পাখা তুলে ।  
নিয়ে আয় তোর নূতন গানে নূতন পাতায় নূতন ফুলে ॥  
শুনি, পণ্ডে প্রেমফাঁদে, তারা সব হাসে কাঁদে,  
আমি শুধুই কুড়োই হাসি স্বথ-নদীর উপকূলে ।  
জানি না ত প্রেম কিসে চাহি না সে মধু বুবিষে ;  
আমি শুধুই বেড়িয়ে বেড়াই নেটে গেয়ে প্রাণ খুলে ।  
নিয়ে আয় তোর কুসুমরাশি,  
তারার কিরণ চাঁদের হাসি  
মলয়ের ঢেউ নিয়ে আয়, উড়িয়ে দে এই এলোচুলে ॥

( পরদার হইতে )

আমি      চেয়ে থাকি দূর সাক্ষ্য গগনে

ধীরে দিবা হয় অবসান ।

আমি,      নিভূতে নয়ন নীরে করি অভিষিক্ত নৈশ উপাধান

উষা অনাদরে এসে ফিয়ে যায় ;

লাগে এসে বায়ু, বিকারের গায় ;

তন্দ্রা-জড়িত অলস শ্রবণে পশে প্রভাতের পিক গান,

আমি জানি না কাহারে বলিতে আপন,

তারা এসে হেসে চলে যায় ;

আমি অপর কাহার জীবন যাপন

করি যেন এসে বসুধায়,

আমি বেঁচে আছি—নাহি জানি কি কারণ

জীবন শুধুই জীবন-ধারণ ;

আমি চাপিয়া বন্ধে রাখি আঁখিবারি

ঢাকিয়া বন্ধে অপমান ।

পি ৫৫২৪

সাজাহান ।

আমি স্থখের লাগিয়া এঘর বাঁধিছ অনলে পুড়িয়া গেল ।

অমিয় সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল ।

( সখিরে, এ মোর করম-দোষে )

শীতল বলিয়া ও চাঁদ সেবিছ ভান্নর কিরণ দেখি ।

উচল বলিয়া অচলে চড়িছু পড়িছু অগাধ জলে ।  
 লছমী চাহিতে দারিদ্র্য বেড়ল, মাণিক হারান্ন হেলে ॥  
 পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিছু বরজ পড়িয়া গেল ।  
 জ্ঞানদাস কহে কান্নুর পিরীতি মরণ অধিক ভেল ॥

হরিরাজ ।

নীল আকাশে কিরণ হাসে কি নব আবেশে পরাণ ধায় ।  
 মলয় পরশে ঢলে ফুল হেসে, নিশাকর পাশে মিশাতে চায় ॥  
 সাধ হয় মনে তারকারি সনে, ধীরে ফুটে উঠি সুনীল গগনে ।  
 ললিত লহরী তুলিয়া স্মৃতানে জোছনা কিরণে মিশাতে চায় ॥

— • —

পি ৫৫২৭

সিংহল-বিজয় ।

বরষা আইল ঐ ঘনঘোর ।  
 মেঘে দশদিক্ তিমিরে আঁধারি ॥  
 আকুল বেদনা আর হৃদয় আবেগে রাখিতে নাহি পারি ।  
 চমকে চপলা চিত চমকে শঘন ঘন  
 ' গরজনে কাঁপে হিয়া সখীরে ॥  
 ঝর ঝর অবিরল জলধারা  
 ঝর ঝর চোখে বহে বারি ॥  
 সঘন আঁধার ঐ ঘনাইয়া আসে  
 বিষাদের হৃদয় আসে ছোঁয়;

বাতাস মিশায় যাব নদীনা বাতাসে

শূন্য নয়নে কত রহি চেয়ে,

কত না নিহিত ব্যথা নিহিত কতনা কত

হৃদয়ে জ্বালায় উঠে সখীরে

মরম ভেদিয়া উঠে গভীর নিরাশা

ধিক্ ধিক্ জনম আমারি ॥

—\*—

হিন্দা হাফেজ ।

ঐ সুনীল আকাশে,

মেঘমালা পাশে,

আজি ভেসে যায় যেন মন ।

বেন কে গনমোহন,

এ হৃদি রতন,

করে ছায়া পথে বিচরণ ॥

তার দেহ হ'তে যেন সদা উজ্জল,

উজ্জল মধুর সে সদা ভজয়,

ছুটাছুটি করি

আপনা পাসরি

যেন কিরে ধরিতে রতন ॥

!—

পি ৫৭৪৩

কিন্নরী :

কেন এমন করে লুকায় রেয়েছ সখা ।

সারা জীবনভর কি হেতু দিলেনা দেখা

প্রভাত হইতে খুঁজে করিলাম দিন শেষ

ঘর হতে বাহিরিয়া ঘুরিলাম সারা দেশ ॥

আঁখি জলে ধুয়ে গেল আঁখি ও আঁখি দেখা  
 দেখা দেও নাহি দেও লুকাইয়া বলে যাও  
 মোর মতন আজীবন তুমি কি রয়েছে একা  
 মোর মতন তোমারও' কি জীবন বিরহ মাথা ।

— — —

কিন্নরী ।

সখিরে সজল চোখে চেও না—  
 মরম লয়ে সাথে যাব সুদূর পথে  
 বিষাদে মরম ভেঙ্গে দিওনা  
 মন সে অচেনা দেশে আগে যে গেছে ভেসে  
 বিরলে বসে বসে গাহিছে গান  
 এ দূর হতে শুনে আমারই আকুল প্রাণ  
 রোদনে সে গানে বাধা দিও না  
 ( মোরে ) ভুলে যাও সেও ভাল সরমে  
 মরণ গাথা গেওনা ।

— — —

পা ৫৮১৮

ইমন পূরবী ।

পূর্ণ হৃদয় মোর ছিল গো  
 কেন আচম্বিতে অজ্ঞাতসারে  
 শূন্য করে উঠা নিলে গো ।  
 সারাটি জীবন ছিল শাস্তি সুখ মোর  
 এ পৃথিবী ছিল কত সুখের আলয়



প্রাণের ভিতর হতে কি যেন চলিয়া গেছে  
 শূণ্যতার মাঝে আভাষ পড়িয়া আছে  
 খুজিয়া দেখিছ তাই, মোর ত কিছুই নাই  
 মন চুরি কে করিল বল গো ॥

— ০ —

## কিন্নরী

ঐ যে কুঞ্জের মাঝে আমার সখি লুকায়ে আছে  
 মন চায় তারে আনতে ধরে, রাখতে বেঁধে বুকের কাছে  
 আছি আমি একা শুনে সে হাসে মনে মনে  
 সে আর আমি দুটি প্রাণী আছি এ বিজনে  
 এস হে নিলজ বধু, এস মোর কাছে  
 একা থাকা আর ভাল নয়  
 ঘরে এসো বেলা গেছে ॥

পি ৪৬৪৫

মিশরকুমারী ।

স্বথনিশি পোহায়েছে, দেউটি নিভিছে গো,  
 ঋবতারা লুকায়েছে মেঘের কোলে  
 স্বপন ভাঙিয়া গেছে, আধ ঘুম ঘোরে গো  
 হাসিটুকু ধুয়ে গেছে, নয়নজলে ।  
 অতি অকরণ বঁধু মরমে বিধেছে শেল,  
 বেদনা দিয়াছে উপহার—

আমার যা কিছু ছিল সকলি লুটিয়া নিচে  
 রেখে গেছে শুধু হাহাকার !  
 কোথায় পরাণ বঁধু, এস ফিরে এস গো ।  
 আমার কুটীরে পথ ভুলে,—  
 প্রেম কুসুম-হার বিফলে শুকায়ে যায়  
 পর হে পর হে গলে ।

-----;

মিশরকুমারী

পরাণ ভাঙ্গিয়া গেছে, ভেঙ্গে যায় মিছে হাসি খেলা—  
 ধীরে ধীরে আঁধার নামিয়া আসে ফুরিয়ে যায় যে বেলা ।  
 প্রভাতে নয়ন মেলি, নিরখিছু তরুণ তপন,  
 অমনি আপনা ভুলে, হৃদয়-দুয়ার খুলে পুলকে করিছু বরণ—  
 শুনিছ আশার গান, বিলাইয়া দিছ প্রাণ, সে তো হায়  
 হ'লোনা আপন ।  
 তবু ওই দূরে শুনি, তার আবাহন-বাণী, কেমনে করি গো  
 তারে হেলা ।

পি ৫২৭৬

মণিহরণ ।

গলে শোভে বনমালা

চিকুর বঙ্কিম ঠাম

ত্রিভঙ্গ কুরঙ্গ রঞ্জিত নয়নে

বিমোহন হৃদি ঠাম

নিবিড় কুঞ্চিত ১০৫র জাল  
 মধুর মুরলী ভুবন পূরিত ভুলি  
 তরণী গগন পবন বহে মধু মোহে  
 মুরলী প্রাণ তান উজান  
 মন প্রাণ চলে উথল ।

মণিহরণ ।

গেল ভেসে জীবন যৌবন ।  
 বিশ্ব বিমোহিতরূপ নহে এ স্বপন ॥  
 হেসে হেসে কথা কয়েছ  
 প্রাণ মন ভুলায়ে মিলায়ে গেছি  
 তারে প্রাণ চাহি, তারে প্রাণ চাহি  
 পাই যদি পাব তারে নহে বিফল জীবন ॥

পি ৬১৭৩

মিশরকুমারী ।

কাল পাখীটা মোরে কেন করে এত জালাতন ?  
 দিবারাতি কুহ কুহ ভালতো লাগে না মোর,  
 শোনে না সে করিলে বারণ ।  
 আমি তো আপন মনে ঘুমায়ে আছিহু গো  
 ভূমি তলে বিছায়ে আঁচল,—  
 চুপি চুপি আইল সে, অধরে ধরিল মোর  
 স্বপ্নের স্বপ্ন মাখা মল—

বারণ কারতে তারে শিহরি উঠিহু গো !—

সে যে মোরে করিল পাগল ।

তাহে ঐ কাল পাখী কুহু কুহু কুহু তানে

আমাদের জালায় অহুঙ্কণ ।

মিশরকুমারী ।

কোম অজান। দেশের নীল সরোবরে

ফুটেছিল এক কমলিনী,—

রবির কিরণে হাসিয়া, সোহাগ সলিলে ভাসিয়া—

হেলিয়া হুলিয়া করিত রঙ্গ সারাটি দিন সে গরবিনী ।

একদিন মৃদু সমীরণ চুরি করি তার হাসিটি,

আমার হৃদয়-দুয়ারে আসিয়া, বাজাইল মৃদু বাঁশীটি ।—

সে সুর লহরে ভাসিয়া ভাসিয়া, আপনার মনে আপনি হাসিয়া,

লুটায় পড়িগো আপনি ।

—০—

পি ৬২৭৩

বলিদান ।

কলঙ্ক যার মাথার মণি কোমল প্রাণে সকলি সয়

লুকোন প্রেম তারই সাজে ভয় থাকে যার তার তো নয়

অযতনে যত্ন করে রাখতে পারে হৃদে ধরে

ভাবের ঘোরে সদাই ঘোরে আপন ভাবে মগন রয় ।

প্রেমে হয় যে দেওয়ানা, তার তো কিছু নাইকো মানা,

ভেসে গেছে যার বাসনা সমান ভাবে বয় সময় ।

বলিদান ।

তুই ভিখারী কি রাজার নারী,  
জানিস কিনা বল দেখি মন ।  
মিলেছে আপন রতন,  
পারিস যদি করিস যতন ।  
কি এল গেল অযতনে,  
তোরই ধন রাখিস মনে,  
তবে কেন ধারা নয়নে  
তুই ত তারে বাসিস্ ভাল,  
ভাল বাসিস সেই তো ভাল,  
অভিमानে কাজ কি মেনে,  
পেয়েছ ধন মনের মতন ।

দি ৬৪১৭

বলিদান ।

বিলিয়ে দিছিস পেটের মেয়ে বাজ বৃকে নিয়ে সাথে ।  
মরে যদি ঘোচে জালা, পাখী কঁাদে ব্যাধের কঁাদে ।  
রেতে দিনে খেটে খেটে, অন্ন-জল পাবে না পেটে,  
হুনের ছিটে কেটে কেটে, হাত নাড়া দে কত ছাঁদে ॥  
নিত্য কথা উঠবে কানে, বাজ জেঁকে তোর বস্বে প্রাণে,  
মায়ের বাথা মা-ই জানে, ভাসিয়ে দিয়ে সোণার টাদে ॥

শীরি করহাদ ।

সাধি আমার হইল কি দায়,  
আমারে যে চাহে আমি চাহিনা কো তায়,  
ভালবাসিতে পারিতে বলে করি হায় হায় ॥  
মনেরে বুঝাতে চাই যত, পোড়া মন সরে যায় তত,  
সাধি কাঁদি তবু মন ফিরিতে না চায়,  
শুন্মরে শুন্মরে মরি कहনে না যায় ॥

পি ৬৭৫১ .

কপালকুণ্ডলা ।

বিদেশী বঁধু বিদেশিনী চায় ।  
বিদেশে নিরাশে যেন জীবন না যায় ॥  
বিষাদিনী বিরহিনী এলায়ে রেখেছে বেণী,  
নয়ন সলিলে ধুয়ে ধরিয়ে ও পায়,  
মুছাইয়ে কেশে শেষে ভালবাসা চায়,  
বি—দে—দি—নী ভালবাসা চায় ॥

কপালকুণ্ডলা ।

নাগরি লো নাগর ধরা দিয়েছে ।  
সোতাগ ভরে স্থখ সাগরে হেসে ভেসে এসেছে ।

চেয়েছে চাহনি ভাল

জ্বলেছে আশার আলো,

বড় ভালবাসা ভেবে

বুঝি ভাল বেসেছে ॥

—

পি ৬৭২২

ইরানের রাগী ।

বল তারে ভুলি কেমনে ।

সে যে গো প্রাণের প্রাণ, বাঁচিব কি সে বিহনে ॥

ভুলে যদি থাকে ভাল, তবে ভুলে থাক সে ভাল,

ভোলার ব্যথা বুকে নিয়ে,

জলবো মোরা নিশিদিনে ॥

—•—

ইরানের রাগী ।

নিলনের গীতি গাহিব বলিয়া বেঁধেছিহু

সুখ স্বর ।

সে তার ছিড়েছে সে যে চলে গেছে,

আধারে ডুবায়ে হৃদয়পুর ॥

ভুলে গেছি গান, জীবন আশান,

টুট গেছে মোর স্বপন মধুর ॥

লয়ে তাঁর স্মৃতি চলি নিতি নিতি,

খুঁজি মরণের দেশ কত কত দূর ॥

গুণমা

ধর যা আছে আমার ।  
 এ বিনে এ অবলার কিছু নাহি আর ॥  
 লুকান এ হৃদি হ'তে  
 আপনা এসেছ ল'তে  
 লহ দান প্রতিদান চাহি না তোমার  
 দেখো সখে রেখো এ'রে বন্ধে আপনার

।

আমি কারে বেখে কারে ভাবি কারে বা বলি আমার ।  
 না জানি ইনি কি তিন, কে দেবতা পূজিবার ॥  
 ঋগের সপিয়াছ প্রাণ ঋগের করি ধ্যান  
 ( তাঁরে ) চিনিতে নারিলে কিসে হবে আশার স্মার ( ঋগে ) ।

পি ৬২২৫

উরাণের রাণী ।

জানি না জানি না ভালবাসা ।  
 হৃথ হাসি কিবা আঁখি নীরে ভাসা ॥  
 আমি যে গো কেনা বাদি, মরমে লুকায়ে কাঁদি,  
 কত ক'রে প্রাণ বাধি সহি গো পিয়াসা ॥



চন্দ্রগুপ্ত ।

আর, কেন মিছে আশা মিছে ভালবাসা, মিছে কেন তার

ভাবনা ;

সে যে, সাগরের মণি আকাশের চাঁদ—আমি ত তাহারে

পাবনা ।

আজি, তবু তাঁরে স্মরি, সতত শিহরি কেন আমি হতভাগিনী

কেন, এ প্রাণের মাঝে, নিশিদিন বাজ, সেই এক

মধু রাগিণী ।

আমি পারি না ত হায়, ধূলায় গড়ায় তপ্ত অশ্রুবারি গো ;

তবে কেন হেন যেচে, দুঃখ লই বেছে, কেন না ভুলিতে

পারি গো ;

—না না, তবু সেই মুখ জাগিয়া থাকুক আমরণ মম স্মরণে ;

আমি লভেছি যদি এ বিরস জীবন, লভিব সরস মরমে ।

পি ৭০০৪

রামানুজ ।

কত আরাধনা করে পেয়েছি তোমারে,

যেড়ে ত দিব না আর ।

অনেক সাধের পরাণ বঁধিয়া

রাখিব করিয়া গলার হার

সহিব না তিল বিরহ তোমার,

তুমি বিনে মোর কি আছে আমার,

হিয়ার মাঝারে এ ঘোর মন্দিরে  
ও ছুটি চরণ করেছি সার ॥

আজি যামিনী জাগি পোহাব ।  
বিপিনে বাজিবে বাঁশী, সারা নিশি বসি নিব ॥  
পিয়াসী চাতকী আমারি প্রাণ,  
সুধার নিব্বর বাঁশীর তান,  
নিখিল ভুবন পড়িবে ঘুমায়ে  
একাকিনী আমি জাগিয়ে রব ॥

পি ৭১৮৭

ললিত ভৈরবী ।

প্রাণের আধার কোথা রাখা বিনোদিনী ।  
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ বৃন্দাবন বিলাসিনী ॥  
শ্রীদামের দুরন্ত শাপে, ভয়ে মোর প্রাণ কাঁপে  
জলি সদা মনস্তাপে বিচ্ছেদে বাঁচিনি ॥  
হলো শাপ বিমোচন, দাও প্রিয়ে দরশন,  
জুড়াও তাপিত মন সন্তাপহারিণী ॥

নসীরাম ।

যাব সই আনতে বাঁর কোরো না মানা ।  
লজ্জা পেলে ডুববো জলে তাও কি জান না ॥

বলে এই কলিঙ্গী, নইলো ভাহে বিখাঙ্গী ;

কৃষ্ণ প্রেমে রাই আমোদিনী

আমার ধরাসনে গুণমণি,

স্বাভাবিক বাথে বল না ॥

পি ৭৪১০

ডালিম ।

পথের মাঝে এত কাঁটা আগে নাহি জানি ॥

কাঁটা বনের ভিতর দিয়া গেছে পথখানি ॥

কাঁটায় কাঁটায় ফালা ফালা, কাঁটার ডালে কাঁটার পালা

কাঁটার জ্বালা জ্বলছে বুকে জ্বলছে মহাপ্রাণী ॥

ভূমি দয়া কর মুখ পানে চাও, শুনাও আশার বাণী—

জীবন দত্ত মানি ॥

ডালিম ।

কেমন করে মনের কথা কইব কানে কানে ।

প্রাণ যে আমার ছিঁড়ে গেছে কাহার কঠিন টানে ॥

আজি আমি ঝরা ফুল পড়ি তোমার পায় ॥

গন্ধটুকু রেখ বধু হিয়ায় হিয়ারায় !

প্রাণের পাতে ফুলের মত,

রাখব তোমায় অবিরত,

তফাৎ থেকে দেখব শুধু রাখব প্রাণে প্রাণে

প্রাণ যে আমার ছিঁড়ে গেছে কাহার কঠিন টানে ॥

পি ৭৫২৭

‘ভালিম’

(সখা) কেমনে লাগিয়া গেছ’ মনতটে ?

কেমনে জড়িয়ে গেছ’ আখিপটে !

(গুগে।) আদ পরিচিত, আদ অজানিত

অতিথির প্রায়—

এসেছি ভ্রমিয়া শেষে, আমারি এ দেশে

ধূসর ছায়ায় ।

(সখা) কেমনে জালিলে দীপ আখি আগে !

নিরখি নিরখি মোর প্রাণে জাগে !—

(বঁধু হে) লাগিয়া গেছ মনতটে, জড়িয়ে গেছ আখিপটে ॥

— — —

‘ভালিম’

ভেঙ্গে দাও, ভেঙ্গে দাও হে আমার এ জীবনের খেলা

আর বইতে নারি, সইতে নারি জালা ।

আমার শোণিতে রাজ্য পরাণখানি ধুলায় লুটায়

তার হাসিমুখে দলে চলে যায়—

ব্যথার উপর দেয় গো ব্যথা, আমি কাঁদি একেলা ।

আমার আশার রবি ডুবল’ যদি,

কেন ফুরায় না বেলা ॥

—\*—

পি ৭৮৭২

রয়েছে জাগিয়া যেন স্বপনে ।

সে ছবি এখনো ভাসে

এখনো তেমনি হাসে

ওই বারি ধারা—ভরা পবনে ॥



মিস্ সুশীলা ( এমেচার )

পি ৬৪১৮

সাহানা-মিশ্র ।

বিচ্ছেদের এত দুঃখ ( আমি ) জানিনে স্বপনে ।  
তাহারি যে ভালবাসা ভুলিব কেমনে ॥  
প্রেম করিয়ে রে, এই হইল রে,  
আকুল ব্যাকুল, চিত চঞ্চল নিশিদিনে ॥  
কেন প্রেমনিধি, সজ্জিল দারুণ বিধি,  
সদা জাগে সে রূপ, আমার প্রাণে মনে ॥

গজল ।

যতনে যাতনা বাড়ে আগে জানি না ।  
জানলে পরে সে নিষ্ঠুরে কতুও প্রাণ দিতাম না ॥  
অযতনে ছিলাম ভাল, যতনে হইল কাল,  
ঘটিবে কি এত জালা, প্রেমে এত লাঞ্ছনা ॥  
কে জানে এমন হবে, যতনে দুঃখ বাড়িবে,  
দিবানিশি কাঁদাইবে, প্রাণে দিয়ে বেদনা ॥

• — —

মিস্ উর্মিলা দেবী ( এমেচার )

পি ৭৪১১

কীর্তন ।

আজিকার স্বপনের কথা শুনগো মালিনী সই

নিমাই আসিয়াছিল ঘরে ।

আজিনাতে দাঁড়াইয়ে গৃহ পানে চেয়ে চেয়ে

মা বলিয়া ডাকিল সে মোরে ।

(আমি) ঘরেতে শুইয়াছিলাম অচেতনে বাহির হ'লাম

নিমাইর গলার সাড়া পেয়ে ।

আমার চরণধূলি, নিল নিমাই শিরে তুলি

পুনঃ কাদে গলায় ধরিয়ে ॥

তোমার প্রেমের বশে, ঘুরি আমি দেশে দেশে

রহিতে নারিছ নীলাচলে ।

তোমাকে দেখিবার তরে, আইছ নদীয়াপুরে

কাঁদিতে কাঁদিতে ইহা বলে ॥

আইস মোর বাছা বলি, হিয়ার মান্বারে তুলি

হেন কালে নিদ্রা ভঙ্গ হ'ল ।

পুনঃ না দেখিয়া তারে, পরাণ কেমন করে

কাঁদিয়া রজনী পোহাইল ॥

—•—

পদাবলী ।

সই কেবা শুনাইল শ্রাম নাম ।

কাণের ভিতর দিয়া, মরমে গশিল গো

আকুল করিল মোর প্রাণ ॥

না জানি কতক মধু শ্রাম নামে আছে গো

বদন ছাড়িতে নাহি পারে,

জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো

কেমনে পাইব সই তারে ;

নাম পরতাপে ঐছন করিল গো  
তার দরশে কিবা হয়,  
পাসরিতে করি মনে, পাসরা না যায় গো  
কি করিব কি হবে উপায় ॥

পি ৭৮৭৩      আশাবরী—টিমেতেতাল।  
আজ শরত প্রভাতে  
কি কথা জাগে জাগে  
আকাশে বাতাসে, প্রাণে প্রাণে  
তার মধুর বাক্য লাগে লাগে ।  
কমল সুগন্ধে, অলি আনন্দে  
গুঞ্জরি ধায় অমরাগে ॥

— — —

মিশ্র—আন্ধা ।

পাখী তুই চুপ ক'রে আজ রইলি কেন চেয়ে ।  
ডালে ডালে নেচে নেচে আয়নারে গান গেয়ে ॥  
তোর স্বরের নেশায় মৌতে, কথার ছন্দ নেব গাঁথে,  
পাখী তুই নেচে নেচে আয়নারে গান গেয়ে ॥  
তোর তরে আজ ধরা, কিবা জ্বামল বসন পরা,  
আঁখি মেলে কুসুম আছে কেমন তোমার পানে চেয়ে,  
পাখী তুই আয়নারে আজ গানের ধারা বেয়ে ;  
তোর কর্ণ গো মুখ টুটে, ঐ লক্ষ ধারায় ছুটে,



আত্মক গানের গঙ্গা নব উল্লাসে আজ ধেয়ে,  
ধরণী ধন্ত হবে সুরধারায় নেয়ে ॥

### মিস্ উষারানী ( এমেচার )

পি ৫৭৪২

আশোয়ারি ।

মন চুরি যে করেছে তারে কি সই পাব আর ?  
বিধি কি সদয় হবে সে মুখ হেরিব তার ॥  
এ প্রাণ সপেছি যারে  
ভাসিয়ে অকুল পাথারে  
মন প্রাণ চুরি করে সে গেছে যমুনা পার ॥

### ভৈরবী ।

আর এ যাতনা                      মন প্রাণে সহে না  
বিধাতারি মনে ছিল এত বিড়ম্বনা ॥  
আগে ছিলাম রাজার রাণী  
হলেম পথের ভিখারিণী  
মায়া ঘোরে পড়ে সদা দুঃখিনী ললনা ॥

পি ৫৮২১

মালকোষ ।

আর ভাল লাগে না তারা  
 সহেনা আর এ যাতনা ।  
 কাতর হয়েছি আমি ( মা )  
 করব কি মা তাই বল না ॥  
 ফেলেছ বিষম ফেরে  
 পাইনা কিছু ঠিক ঠিকানা ।  
 কাব যে কিনারা পাব  
 ভাবিতেছি সেই ভাবনা ॥

শঙ্করা ।

( মা ) দীনদয়াময়ী তারা  
 ভবভয়-হারিণী ।  
 তুমি না কবিলে; দয়া  
 কে তারবে তারিণী ॥  
 চরাচর দোষ যত  
 তোমা ছাড়া নয় কেহ ত  
 বিশ্বপুজ্য না হ'ত  
 আজি বিশ্বমোহিনী ॥

## অভয়ানন্দ চট্টোপাধ্যায় ।

দি ১৩৭৭

( কামিক আগমনী ) ।

এলে মা বাপের বাড়ী কৈলাসেতে আর যেওনা  
 খাওয়াবো মোহনভোগ আর জীবগন্ধা নিত্য চিনির পানা ॥  
 কোন দুঃখের ভাবনা ভাব্বে নাকো মা,  
 তোমার ষড়ানন আর গজাননকে ইংরাজী পড়াব ।  
 এই পূজার গোলটা চুকে গেলে মা তাদের কলেজে বলে দিব  
 তারা রাজার নাতি ফুলিয়ে ছাতি

অনামাসে খরচ করবে ষোল আনা ॥

ছি, ছি ! মা লাজের কথা শিবের সেখা নাইক গাড়ী ঘোড়া ।  
 এঁড়ে বলদ চড়েন শিব নাইক লাগাম দড়া ॥  
 শিব হেথায় আসুন স্তূথে থাকুন,  
 জামাই বাবুর মতন তা'রে কে করেছে মানা ॥

কামিক ।

এই—মেয়েরা কোন ভাল জিনিষ দেখলে আপনার লোকের  
 ভেতরে যে কষ্টে আছে তার কথাটাই আগে মনে পড়ে । এই  
 দরবারের সময় গিরিরাণী কোলকাতায় এসে পেজেন্ট সো  
 দেখতে গিয়েছিলেন, সেই সমারোহ ব্যাপার দেখেই উমার জন্ত  
 শোক ঝুপলে উঠেছিল, তাই তিনি গেয়েছিলেন ।

গীত !

এবারে উমা এলে আবার যেতে কর্খো মানা ।

ম' আমার কৈলাসেতে পায় না খেতে

ঐ চিনে বাদাম ঘুগ্নী দানা ।

নাইক ইলিশ তোপ্‌সে মাছ নোলায় সরে জল ।

জাংড়া বোম্বাই আমের গাছ নাইক আপেল ফল,

মোঙা মেঠাই সে দেশে নাই আবার খাব,

নাইক মিহিদানা ।

এবারে এই সহরে রেখে তারে ইংরাজী পড়াব,

বাথ সিংহী ছাড়িয়ে নাকে মোটরে চড়াব ;

সে যে কেমন মাথের কেমন মেয়ে

এই বারেতে বুঝে পড়ে যাবে জানা ॥

বলবো কি খেয়ে মাথা, নাইক সেখা ৫৬ তলা বাড়ী,

সম্বল শুধু বুড়ো বলদ, নাইকো ট্রামের গাড়ী,

( আবার ) নাই বায়স্কোপ, নাই থিয়েটার,

নাইকো গ্রামোফোন, নাইকো গেরোর বাজনা ॥

পি ১৪১৩

টহলদারী ( বিশ্বমঙ্গল ) ।

কি ছার আর কেন মায়া কান্ধন কায়। ত রবে না ।

দিন যাবে দিন রবে না কো কি হবে তোরা তবে ॥

ওবে আশ্চ পোহালে কাল কি হবে দিন পাখি তুই ক'ব ।

সাধ কখন মেটেনা ভাই সাধে পড়ুক বাজ ।  
 বেলা বেলি চল্বে চলি সাধি আপন কাজ ॥  
 কেউ কার নয় দেখ্‌না চেয়ে কবে ফুটবে আঁখি ।  
 আপন রতন বেচে নে চল হরি বলে ডাকি ॥

—০—

ফকিরী ( আবুহোসেন ) ।

রাম রহিম না জুদা করো, দিল্‌কে সাক্ষা রাখো জী ।  
 হাজী হাজী কর্তে রহে, দুনিয়াদারী দেখো জী ॥  
 যব যেসা তব তেসা হোয়ে সদা মগন মে রহেনা জী ।  
 গাটিমে ইয়া বদন বনি হ্যায় ইয়াদ হরদম্ রাখ না জী ॥  
 যব তক সেকো ফরাক রহ ভাই, যিস্ যিস্ কাম্‌মে মানা জী  
 কেয়া জানে কব দম ছুটেগা, উস্‌কা নেই ঠিকানা জী ॥  
 হুস্মন তেরা সাথ ফিরতা, দেখো ভাই সব সেকো জী ।  
 হুস্মন সে বাঁছানেওয়ালে, উন্ বিন্ হ্যায় নেই একো জী ॥

— — —

পি ২০১৩ স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আদর ( কমিক ) ।

( আমার ) সহৈল সহৈ মকর গুগ্গাজল ।

সাত রাজার ধন মাণিক আমার কোথায় আছিহু বল ॥  
 তুমি ধনী চাঁদবদনী জীবন-মরণ-কাটি ।  
 কণেক তোমার অদর্শনে মরিলো দম ফাটি ॥  
 তুমি আমার তালুক মুলুক তুমি টাকার তোড়া ;  
 তুমি চেলা বেনারসি, তুমি শালের জোড়া ॥

তুমি আমার পায়সান্ন মিষ্টি মিঠাই ছানা ।  
 শীতের তুমি দোলাইখানি গরমির চিনির পানা ॥  
 বর্ষাকালের ভরসা তুমি তালপাতার ছাতি ।  
 তোমায় পেলে হৃদয় ফর্সা সকল ভাতির ভাতি ॥  
 তুমি বেদ আগম পুরাণ, তুমি তর্ক যুক্তি ।  
 তুমি আমার ভজন পূজন সাত পুরুষের মুক্তি ॥  
 তুমি আমার যাগ যজ্ঞ সব পুণ্যের ফল ।  
 সকল কর্মের সিদ্ধি ওলো দাও চরণে স্থল ॥  
 স্বর্গস্থধা সঞ্চারিত তোমার প্রেমে প্রিয়ে ।  
 পাপ তাপের দমন কর মুড়ে খ্যাংরা নিয়ে ॥  
 হেসে হেসে কাছে এস সকল দুঃখ ঘুচাও ।  
 অধীন তোমার দাসাহুদাস শ্রীচরণের ছুচো ॥

—•—

স্বামীর প্রতি জীব সোহাগ ( কবিতা ) ।  
 ( ওগো ) আমার মকর গজাজল ।  
 খুসীর খুসী মহাখুসী সপত্নী কোন্দল ॥  
 তুমি আমার ঘরকন্না উনকুটি চৌষটি ।  
 ধান ভানাতে ঢেঁকি তুমি মান বনাতে বাঁটিটি ॥  
 বেড়ীর মুখের হাঁড়ি তুমি তুমি খোস্তা হাতা ।  
 মশলা পেশার শীল নোড়া আর কলাই পেশার জাঁতা ॥  
 গো-শালাতে তুমি আমার বাঁধা কামধেনু ।  
 মন মজাতে তুমি প্রভু বংশীধারীর বেণু ॥

বিপদকালে তুমি আমার মহাবীর হু ।  
 দেখা দিয়ে বাঁচাও হিয়ে অদর্শনে মৃত্যু ॥  
 কাঁচা চুলের দড়ি তুমি পাকা ধানে মই ।  
 সাতলা ভাজার তুমি আমার মুড়ী মুড়কী থই ॥  
 বায়ুনেতে লবণ তুমি মাছের মুড়ো ঝোলে ।  
 মোচার ঘণ্টে বড়ি তুমি কাঁচা আম শোলে ॥  
 টোপা কুলের সলপ তুমি অরুচিতে রুচি ।  
 তোমায় পেলে নিমেষেতে নয়নের জল মুছি ॥  
 তুমি পাশ্চাত্য ভাতে বেগুনপোড়া ফ্যান্টা ভাতে ঘি  
 কেমন করে বলব বঁধু তুমি আমার কি ॥  
 তুমি আমার জরিজড়িয়া তুমি পাকা কোঠা ॥  
 সকল শুদ্ধির শুদ্ধি তুমি গোবরজলের ফোটা ॥  
 এক মুখেতে করবো কত তোমার গুণগান ।  
 তুমি আমার বেশনিষ্ঠাশ তুমি সোহাগ মান ॥  
 তুমি অঙ্গে অঙ্গরাগ পানে দোস্তা চূণ ।  
 ( তোমায় ) একদণ্ড না দেগলে একেবারে খুন ॥  
 তুমি সোণাব রংএ জোড়া ভুরু কাল-জুলপী চুল ।  
 খাসা নাকে ঠাসা নথ তাতে নোলক ছল ॥  
 বাউটি ভাবিজ রতন চক্র তুমি জগোল হাতে ।  
 সিঁথি কুম্ভকো কপ্তাহার ধুকধুকিটি তাতে ॥  
 মলের তুমি রুগুহু চন্দ্রহারের খামী !  
 ভাগ্যাকপী বোচকাবাহী তোমায় নমি স্বামী ॥

পি ২০১৪

কমিক ।

এ হ'ল কি, এ হ'ল কি, এ ত ভারি আশ্চর্য্যি ।  
 বিলাত ফেঁত্রা টানছে ছকা সিগারেট খাচ্ছেন ভাণ্ডাচিয়া ॥  
 হোটেল ফেঁত্রা মুনসেং ডাকছেন মধুসূদন কংসারি ।  
 চট্ট চটির দোকান করে দস্তুর মতন সংসারী ॥  
 ছেলের দল সব চসমা প'রে ব'সে আছেন কাঠখোটা ।  
 সাহেবেরা সব গেরুয়া পোচ্ছেন, বাঙ্গালী নেকটাই  
 হ্যাট কোটটা ॥

পক্ষীর মাংস লক্ষ্মীর মত ছেলেবেলায় খান্নি কে ।  
 ভবনদীর পারে গিয়ে বেড়াল বসেছে আফ্রিকে ॥  
 গঙ্গা পল্লী লিখছেন সবাই কিন্চে না ত কিস্ক কে ।  
 কাটছে বটে পোকায় ঐ আলমারী আর সিন্দুকে ॥  
 জহরচন্দ্র, গোকুল মাইতি বাড়ছেন লম্বা চওড়াতে ।  
 বিজ্ঞাররত্ন দরকার স্বধু বিয়ের মস্তুর আওড়াতে ॥  
 পুরুষরা সব গুনছেন বসে মেয়েরা আসর জমকাছে ।  
 গাঙ্গে এমন তালকানা যে তা গুনে পিলে চমকাছে ॥  
 রাজা হচ্ছেন শিষ্টশাস্ত প্রজা হচ্ছেন অবদার ।  
 রাধাকৃষ্ণ রঙ্গমঞ্চে নার্চেন গিয়ে আনন্দে ।  
 ব্যাথা কচ্ছেন হিন্দুধর্ম হরিঘোষ আর প্রাণধন দে ॥  
 শাস্ত্রবর্গ কোনই শাস্ত্রের পারে না আর কোন দার ।  
 দ্বীরা হচ্ছেন ভবান্নবে বেশী মাত্রায় কর্ণধার ॥



## বনের বাপের শ্রদ্ধা-খুঁড়ি-ফন্দা

( কবিতা )

তুমি হ'লে ছাপোষা লোক কি আর দেব ভাই ।  
 আমি নোয়া খোয়ায় ভারি চটা তবে গিল্লির কিছু চাই ॥  
 তুমি হলে বালাবদু আমি লড়বো তোমার হ'য়ে ।  
 অল্পে সল্পে মেটে ধাতে করবো বোলে ক'য়ে ॥  
 গরের চালের খড় ছাইতে গিল্লির গয়না পড়েছে বাধা ।  
 সুদ আসলে হাজার টাকা সেটা তুচ্ছ চাই দাদা ॥  
 কতাপক্ষে একাশা ভরি সোণা ধরাই আছে ।  
 চোরের যাস্থ শাকরাদের ভয় তারা ভেজাল মিশোয়  
 পাছে ॥  
 এক কাজ করে ভাই বাণী সমেত দামটা ধরে দিও ।  
 আমি গয়না গ ডিয়ে দেবো তুমি র'য়ে ব'সে নিও ॥  
 দুলালের জেদ হারমোনিয়ম বাইক গাড়ী চাই ।  
 জোর তাতে পড়বে শ' দুই সেট তোমায় সহিতে  
 হবে ভাই ॥  
 হীরের আংটা চন্ ঘড়ী হীরের বোতাম সেট ।  
 এ সবের ত ক'খাই নেই এখন বাজার রেট ।  
 স্প্রিংয়ের সোন র চশমা সোনার হারো বোলা ।  
 দুলাল খেতে শিখেছেন গুড়ুক চাটী রূপোর আলবোলা ॥  
 খাট বিছানা টেবিল চেয়ার মেহগ্নি আলমারী ।  
 বাক্স ওলা আলনা দেওয়া চলছে রেওয়াজ ভারি ॥  
 এত ফেসাদ কাজ কি দাদা চাইনা ও বালাই ।

তুমি নগদ টাকা ধরে দিও আমার জিনিষে কাজ নাই ।  
 ফুলশয্যায় হাজা গোজা কাজ কি অত লেঠা ।  
 কেবল চাকর দাসীর পেট ভরান তুমি নগদ দিও সেটা ॥  
 গায় হলুদের ব্যবস্থা ভাই সভার মতেই হবে ।  
 পাতে হলুদ আর লাল শাড়ী নাপিত নিয়ে যাবে ॥

ফর্দ শুনে কনের বাপ বলছেন—

দয়াময় সাক্ষাৎ তুমি দরার অবতার ।  
 ফর্দেতে ভাই কিছু ছাড় হয়েছে তোমার ॥  
 হালফ্যাসান্নের পামুস্ত ভাল চাই দুই জোড়া,  
 এক জোড় চাই বরের তরে বরের বাপের একজোড়া ॥

পি ২১৬১

হায়রে পয়সা ( কমিক ) ।

বলিহারী ছুনিয়াদারী পয়সাই সবার সার ॥  
 ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, নেইকো এ সব কিছুই আর ।  
 যার নেইকো কড়ি, গলায় দড়ি মানে না কেউ তায় ॥  
 বাপেও ছেলের মুখ দেখে না, গঞ্জনা দেয় মায়,  
 ভায়েরা ত কয় না কথা, কাজ কি সে কথায় ।  
 সবাই কষ্ট, হয় না তুষ্ট, কেউ কখন কথায় তার ॥  
 গুণের সিন্ধু বন্ধু যে জন, পয়সা হীন হ'লে,  
 মুখ ফিরায়ে যায় চলে পথে দেখা তার পেলে,  
 নেহাত ধ'লে চেপে ছু চার কথার জবাব দেয় ব'লে ;—  
 অর্থহীনের আপন পরে বোঝা বিষয় ভার ॥

হ'লে অর্থকষ্ট, সদাই রুষ্ট প্রাণপ্রেমসী তার,  
 বলে দাঁত খিঁচিয়ে—পোড়ার মুখ যাও তুমি গোলায়,  
 বিষ ঝাড়বো হতচ্ছাড়া মুড়ো খ্যাংরার ঘায় ;—  
 গালিয়ে তখন দাঁচেন পতি, পয়সা নেইকো যার ॥

বাহারে পয়সা ( কমিক )

বলিহারি দুনিয়াদারী পয়সাই সবার সার—  
 পয়সা হলেই অমনি সবাই বদলে ফেলেন সুর ।  
 বপমা বলেন দেখলে বদন, দুঃখ হয় গো দূর,  
 হাঁদের সাধ মেটে না, আদর ক'রে ক'ন কথা মধুর ;—  
 হলেও মোটা বলেন আহা অস্তি-চর্ম্ম ত'ল সার ॥  
 ওই বন্ধু সবাই আপন স্বইচ্ছায় এসে,  
 বলেন তখন, আছ কেমন, পাশেতে বসে,  
 ফরায় নাকো কথা তাঁদের ক'ন হেসে হেসে ;—  
 বলেন, তোমার মতন আপনজন, আর কে বল আছে আমার ।  
 পয়সা হলেই গিন্নি তখন গালভরা হেসে,  
 ভোজনকালে পাখা নিয়ে বাতাস দেন বসে,  
 বলেন, এ খাও, ও খাও, না খেলে হয় বাঁচবে আর কিসে ;  
 এই সন্দেশ ছুটো, রাবড়িটুকু ভাত কটি দে খাওগো আর ॥  
 মন্সাবেলায় খেটে পতি ঘরেতে এলে,  
 গিন্নিতখন ছুটে আসেন সকল কাজ ফেলে,

আপন হাতে যত্ন করে দেন পোষাক খুলে ;—

(বলেন) বেকাবি নিয়ে, মাথা খাবে, না খাও যদি জলখাবার ।

পি ২১৬২

আমার প্রিয়ে ( কমিক ) ।

সঙ্গ আমার স্বজনী আমার ভার্যা আমার, আমার প্রিয়ে ।

কেন লো প্রেয়সী রেখেছ এমন, কেন লো প্রেয়সী কপাট দিয়ে ॥

কেন লো প্রেয়সী বিগলিত মন কেন লো প্রেয়সী কাঁদ ফুঁপিয়ে ।

জলজ্যাস্ত পতি বসে তোমার, যায় নি তো তারে আশানে নিয়ে

কিসের কান্না দেখ সে রান্না কিসের ধন্বা আছ বসিয়ে ।

জলজ্যাস্ত পতি চেষ্টিয়ে ডাকে, কর্ণে কি তা পশেনি গিয়ে

কাঁদিছ যে তুমি ক্রুদ্ধ নীরবে রুদ্ধ করিয়া কক্ষদ্বার,

এখন জুড়িয়ে অর্দ্ধভবন নিশ্বাসধ্বনি শুনিছে যার,

কচি ছেলে যার ক্ষুধায় কাঁদিল মেয়েটা উঠিল দেখ জাগিয়ে ।

তুই কি রে নোস্ তাদের জননী তুই কি রে নোস্ আমার প্রিয়ে ॥

কিসের কান্না দেখ সে রান্না কিসের ধন্বা আছ বসিয়ে !

চিৎকার করি মুরজ-মস্ত্রে ডাকিতে ডাকিতে বিকাল যায়,

ছাড়না সজ্জা তুমি না উঠিলে কে দিবে অন্ন কে দিবে পান.

অথবা তোমার ধূলায় শয়ন হায় হায় কাণ্ড হ'ল কি এ ।

মা কি তোমায় বকেছে ঝকেছে এখনো তবু কি আছে সে জিয়ে ॥

যদিও প্রেয়সী বকেছে তোরে কেঁদে কেন নিশি করিছ ভোর,

কালই সকালে বাহির করিব বাড়ী হতে তারে করিয়া জোর,

নায় ঝিয়ে তবে রেগোনা হবে তো আমার একটা বিয়ে ।  
স্বার্থ আমার সাধনা আমার লক্ষ্মী আমার—আমার প্রিয়ে ॥

কমিক ।

ও বৌ মুখ তুলে চাও কওনা কথা থেকোনা অমন ক'রে ।  
বেলের হুঁড়ি ডবল গড়ে এনেছি তোমার তরে ॥  
হাল ক্যাসানের বাঁধা কেশ, গড়েছি তায় সাজ্বে বেশ,  
বাহার হবে কৌকড়া চুলে গন্ধটি তায় ভুবুভুরে ।  
টুকটুকে লাল ঠোঁট দুখানি, হাসিটি বেশ মন-মজানি,  
ডুরে শাড়ীর বাহার কিবা পরেছ যা ফেরফারে ॥  
জলছে চুড়ী নুগোল হাতে, ব্রেসলেটের কি বাহার তাতে,  
নাকের মাঝে নোলকদানা আ মরে যাই মন হরে ।  
ভিনোলিয়া সাবান মেখে, রংটি তোমার ফুটেছে জেগে,  
ভাগোর ভোগর চোখ দুটিতে প্রাণ পাগল করে ॥

পি ২১৭৮

পূজার কোংকা (কমিক) ।

হায় হায় পূজার ছুটি ঐনো ।

( আমার ) বছর শেষে শশুর বাড়ী যাওয়া ঘুচে গেল  
এই বিদেশেতে চাকরী করি ২৫ টাকা পাই,  
যা পাই তা'তে প্রাণ প্রেয়সী যা' চা'ন যোগাই তাই,  
এত ক'রেও প্রিয়ার আমার মন ত নাহি পাই ।

পতিব্রতার তরে শেষে আফিং খেতে হ'লো ॥  
 পূজার সময় দেখতে প্রিয়ায় যাব কেমন ক'রে,  
 না নে গেলে যা' চান ঢুকতে পাব না'ক ঘরে ;  
 বলেছেন দূর করবেন ঝাঁটার বাড়ী মেরে,  
 আহা ! পতিব্রতা পতিকে তাঁর এমনি বাসেন ভাল ॥  
 হৃদ হ'লাম ফর্দ দেখে শুকিয়ে গেল প্রাণ ।  
 হাজার দেড়েক না হ'লে ভাই পাব নাক জাগ,  
 ছাই সোনার চুড়ি আটগাছা আর চাই জড়োয়ার কাণ ;  
 আবার দশ আঙ্গুলে পাথর দেওয়া আংটিও চাই ভালো ॥  
 এক জোড়া চাই বেনারসী, জ্যাকেট গোটা দুই,  
 নইলে খ্যাংরা মেরে তাড়িয়ে দেবে আমার রসময়ী,  
 গজ পাঁচ ছয় সাতটা জরির মাথার ফিতেও চাই ;  
 আমার ক্ষুদ্র প্রাণে কেমন ক'বে এত পারি বল ?  
 লাভেগারের গন্ধ চড়া সয়নাক তাঁর ধাতে,  
 দু'টো "হালনাহানা" চাই গোটা দু'ই "হেকো" তার সাথে,  
 ডজন দু'য়েক জ্বাকুসুম মাখবেন বলে মাখে,  
 নইলে গরম মাথা কেমন ক'রে ঠাণ্ডা হবে বল ?  
 যা শুন্লে ফর্দ নতক জ্বর্দ—আরও অনেক আছে,  
 বাড়বে পুঁথি ভয় পাবে ভাই বলবো না আর মিছে ।  
 এত কিন্তে পারলে তবে আমি যা'ব প্রিয়ার কাছে,  
 এখন যাব কিনা শুল্লরঝড়ী তোমরা সবাই বল ?

(গ্রাহ্যমান ভজন )

আমি এসেছি এসেছি এসেছি হাতে ল'য়ে জড়োয়ার কান ।  
 অ'মি আমার যা কিছু আছে, দিয়েছি স্যাকরার কাছে  
 ভাঙিতে তোমার শুধু মান ॥

আজি তোমার চরণতলে রাখি এ গহনাখানি,  
বসিহু পাতিয়া জামু, হ'য়ে দেখ জোড়পাণি,  
কক্লণা করিয়ে প্রিয়ে,                      বারেক দেখগো চেয়ে,  
জুড়াক এ তাপিত পরাণ,  
তোমা ছাড়া আর নাই,                      মাতা, ভগ্নী, কিংবা ভাই,  
কেহ নহে তোমার সমান ॥

[illegible]

আর যে যথায় আছে,                      কেবল তোমারি কাছে,  
তুমি মোর ধ্যান মোর জ্ঞান ॥

তোমার হৃদয়ে আজি হাজির হয়েছে দাস,  
চাহগো নয়ন-কোণে হাসগো মধুর হাস,  
বিধু-মুখে হাসি হেরি,                নাহি খেদ যদি মরি,  
সে মরণ স্বর্ণ সমান ।

তাজ প্রিয়ে তাজ রোষ,  
কমা যা করছি দোষ  
না হয় বলিয়া দেহ কাণ ।

এসেছি বড়ই আশে গিয়ে গহনাখানি,  
ধর প্রিয়ে ধর ধর পাতি কমল-পাণি,  
আজি এ দিনের তরে,                      না হয় গো চাহ ফিরে,  
ধামা চাপা দিয়ে রাখ মান—  
কাল আকিস যাইব যবে,                      পুনঃ মান ক'রো তবে,  
রাগ ক'রে দিও নাকে পান ॥

পি ২৩৩৩                      বউ বাছাই ।  
বেশ বুঝে স্নেহে কাজ কোরো ভাই  
করবে যখন বিয়ে ।

না বুঝে কাজ করলে শেষে  
জ্বলবে হে বউ নিয়ে ॥

বউ সুন্দরী যে হয়,  
স্বামীটি তার গো-বেচারী সদাই করেন ভয়,  
হুকুমে ওঠেন বসেন আঁচল ধ'রে রয়—  
স্ত্রীর কথায় বাপ্‌ চাকর হয়—  
রাঁধায় সে মাকে দিয়ে ॥

স্বামী পায় না কো তার মন,  
কখন পান থেকে চুণ খসবে ভেবে সদাই উচাটন,  
একটু হ'লেই ত্রুটি, সকল মাটি যায় বুঝি জীবন,  
সুন্দরী জীব স্বামী হ'লে সদাই ত্রস্ত হন ভয়ে ॥

বউ হয় যদি কালো,  
বাইরে কালো হ'লেও হয় হৃদয়টি বেশ ভাল,



দেই কালো রাগেই প্রাণের পতির হৃদয় করে আলো,  
 প্রাণ পোরা তার পতির প্রেমে, প্রেমেই থাকে ভোর হয়ে  
 বউ কালো যদি হয়,  
 আপনি রেখে যতনে সে পতিরে খাওয়ায়,  
 আগুন-তাতে হিষ্টিরিয়ার করে না সে ভয়ে,—  
 তার নাই অশান্তি, সদাই শান্তি, সদাই থাকে প্রেম নিয়ে ॥  
 শান্তি যদি চাও,  
 হৃন্দর কালায় ভেদ করো না গুণটি বেছে নাও,  
 নইলে স্ব-শান্তির আশায় দাদা জলাঞ্জলি দাও ।  
 দেখে শুনে মোহন বলে, কাল ভাল সব চেয়ে ॥

—•—

জামাইয়ের আহ্লাদ । ( কমিক )

( আমি ) যাব নতুন স্বশুরবাড়ী,  
 আহ্লাদে যাই গড়াগড়ি ।  
 সাবান মেখে ফরসা হব  
 কাটবো মাথায় লম্বা টেড়ি ॥  
 জরিপেড়ে কাপড় চাদর,  
 পাঞ্জাবীতে মাখবো আতর,  
 বুকের মাঝে ঝুলিয়ে দেবো  
 সোণার চেন আর সোণার ঘড়ি ॥  
 ডিবে ভ'রে এনে পান,  
 শালীরা সব করবে দান,

হান্বে তারা নয়নবাণ  
 দেখিয়ে তাদের রূপের বুড়ী ॥  
 নানা রকম খাবার কোরে,  
 খাওয়াবে সব হাতে ধ'রে,  
 ( আমি ) এম্নি খাব পেটুটা ভ'রে  
 সকালবেলাই ছাড়বে নাড়ী ।

— — —

পৃ ৩২৮৪

কমিক ।

তামুক খেতে আর এস না ।  
 যদি পরাণে না ভাগে পাঁচীর মায়ের কথা তামুক খেতে আর এস না ।  
 তামুক খেয়ে যদি বিষম লাগে সখা কড়া তামুত আর খেওনা ॥  
 সারাটি দিন আমি একলা থাকিব, না হয় দুপিট তাস খেলিব,  
 সারাটি রজনী রহিব জাগিয়া না হয় পাশা খেলাই করিব,  
 বাহা চাও সখা দিব ফিরাইয়া আফিমের কৌটাটি চেওনা ॥

— — —

চাক্রে স্বামী ।

আমার চাক্রে স্বামী আফিসে যাবে ।  
 আলু ভাতে ভাত নাকে-মুখে গুজে আদরে খাবে ॥  
 সকালবেলা জ্ঞান থাকে না পাছে বেলা হয়,  
 পোড়া কেরানীগিরি তার কত যে জারি,  
 উঠতে বসতে ড্যাম রাস্কেল গুমর

কেবল স্বভাবে :

চাক্রে স্বামী আফিস থেকে আসেন বাড়ীতে,  
 এলাচদানা চিনির মুড়কী থাকে গো হাতে,  
 তিনি রাজার কেরাণী আমি তার নাদোর রাধুনী,  
 তবু হাতের চুড়ি ঘোচে নাকো শেষে  
 সবার কি হবে ॥

সকালবেলা জ্ঞান থাকে না পাছে বেলা হয়,  
 চক্ষু দুটি ঘুরে ফিরে ঘড়ির পানে রয়,  
 বাপের অস্থখ হলেও বলেন এসে তখন দেখা যাবে ॥

পি ৪১২১

বিভাল ।

কালো কোনো এক হলো, ম্যাও ম্যাও ডেকেছিল পরাণে  
 বড়ই ভয় লেগেছে  
 আঁধারে জলছে চোখ, দেখ, সই কত রোক, বুঝি বা আমার  
 পানে তেকেছে ॥

জানত সকলি বেড়াল বাঘের মাসী হয়,  
 আমি যে অবলা সই, আমারও ত হতে পীরে ভয়,  
 যখন ঝগড়া করে এ্যাও ফোং রবে শুনে প্রাণ ভয়ে উড়েছে ।  
 এ্যাও ফরুর ফোং রবে, মারামারি করে যবে, তখনি যবে  
 দোর পড়েছে ॥

কামক ।

মধুর মধুর তান ।

মধুর মধুর তান ।

তানে রাধার নাম,

বাজায় বাঁশী শ্রাম,

আকুল করে প্রাণ ॥

গায় যাক সুলমান,

তারে ডেকে আন,

তার পায়ে দেবো প্রাণ ॥

— — —

পি ১৩৫৫

বউ কাটুকী শ্বাশুড়ী ।

বেটার বে দিয়ে বৌ এনে ছেলে হ'ল পর ।

আমি যাই তাই তোকে নিয়ে করছি বেটা ঘর ॥

আগে ছেলে বাইরে থেকে. দুহাত তুলে মা মা ডেকে,

অসতো ছুটে কোলের ভেতর শুয়ে থাকতো রেতে ,

এখন ছেলে জানে না কো বিনা বোর ঘর ॥

ছোট লোকের মেয়ে, বেটাটা পর ক'রে নিয়ে,

তাকে ওঠাস বসাস কথায় কথায়, চায়না আমার পানে ;

ব্যাপার দেখে হাড় জলে যায় বুক করে কবু কবু ॥

পোড়ার মুখী নাক খোয়ারী, যা না তুই বাপের বাড়ী,

মুখে আগুন অমন বোয়ের, অগিল না আর হেথা ;

আমি আবার বেটার বিয়ে দেবো আজি বেটা মর ॥ .

যা আনে বাপ উপায় ক'রে, তোরই হাতে দেয় সব ধরে.  
সাবান ফিতে গন্ধ নানা আনে তোরি তরে ;  
এখন কিছু দিয়ে বলেনা মা এইটে নে তুই ধর ॥

### শ্বাশুড়ী কাঁটকী বউ ।

ডাইনী মাগী শ্বাশুড়ীটা আমায় জালিয়ে দিদি খেলে ।  
হাড়ে বাতাস লাগে আমার পাজি বেটা ম'লে ॥  
যেমন তিনি আসেন ঘরে, সয়না বেটার জ'লে মরে,  
“উ” কার মতন বেঁকে আসেন কিছু দিতে,  
স্বামী ছেড়ে ঘোষটা টেনে বেরিয়ে যাই তাই জ'লে ॥  
হাসতে হাসতে সোহাগ ভরে ; বলছিলাম তার হাত ধরে  
নেকলেশটা ভেঙ্গে গেছে গড়িয়ে দিতে হবে ;  
এমন সময় ডাইনী মাগী এল হেলে ঢুলে ॥  
আহা বাবা পেটে খেটে নাইকো গত্তি মোটে,  
শেঠের বাছা ষষ্ঠীর দাস বলতে বলতে এ'ল ;  
আমি যেন কেউ নয়, তাঁর বাবা বাবাকলে ॥  
আর একদিন এসে ঘরে, বলছেন আমায় সোহাগ ক'রে,  
নেকলেশ নিয়ে আপনি আমার পরিয়ে দিলেন গলে ;  
কোথায় ছিল ডাইনী বুড়ি এল হু'হাত তুলে ॥  
দেখি আহা মরি মরি, লাগলো সোনা কত ঝরি,  
দেখি কেমন গড়ন হ'ল বলতে বলতে এ'ল ।  
করি কি আর সরে গেলাম (আমি) স্বামী সোহাগ ফেলে ॥

আন্লে তিনি টাক। কড়ি অমনি ছুটে আসে বুড়ী,  
তিনি নাকি শক্ত, যাকে দেন না কিছু মূলে ।  
মোহন বলে বলবো কি এই হবে কলিকালে ।

পি ৭৪১২

মরি রে প্রাণ কুমার আমার এ দশা তোর  
কে করিল !  
তোর বিশ বছরের কাঁচা চোখে  
কোন আবাগীর ব্যাটা চশমা দিল ॥  
তোর নাহুঁষ হুহুঁষ দেহখানি  
কারে দিলি যাহুঁমণি  
কোন দুঃমনের দুঃমনিতে হাড় কথানা সার হইল  
বাপ মুখ্য হয়ে থাকতিশ ঘরে  
খাওয়াতেম বাপ ভিক্ষা করে  
দিবারাত্রি পড়ে পড়ে ধনে প্রাণে মারা গেল ॥  
পুস্তকে মস্তক দিয়ে  
পড়েছ বাপ অজ্ঞান হ'য়ে  
কোলে এসে জুড়াও হিয়ে চাঁদ বদনে মা মা বল ॥  
দেখে রে তোর শীর্ণ দেহ  
চাকরী ত দেবেনা কেহ  
মনে হচ্ছে এই সন্দেহ মা বলা গোল ফুরাইল ৷

আয় ডিগ্রি আয়, আয় উপাধি আয় ।  
 তোর জন্ত চোর চোট্টা সবই হওয়া যায় ॥  
 তোতার মত বুলি শিখে, বাঁধা গতে যাচ্ছি লিখে  
 তোর দর্শন পাব নাকি তোরেই যে প্রাণ চায়—  
 নামের শেষে দেখলে তোরে, সবাই আদর করবে মোরে  
 হইলে কেন পাঠা ঘাসি কিবা আসে যায় ॥  
 জীবন ভরে যাচ্ছি পড়ে, রয়েছে তবু জ্যান্তে মরে  
 তোর তরে হায় বাবার গেল অর্থ সমুদায়—  
 আমার গেল স্বাস্থ্য আশা, গেল চোখে দ্বিগুণ খামা  
 কৈশোর ত মরেই গেছে যৌবন যায় যায় ॥  
 তোর আশাতে ছাড়ব চাদর, ফুকব চুরুট বাড়বে কদর  
 সব ধনীরা ধরবে ধামা বসবো কেদারায়—  
 মাষ্টারিটা পেলে ভায়া, দিনে দিনে বাড়বে পায়  
 চরণ চাটা শিক্ষা দেব কাজ কি ব্যবসায় ॥  
 ব্যবসা করে মাড়োয়াড়ী, আমরা কি তা করতে পারি  
 কলম পেশা জাতির ছেলে কলম পিসে খায়—  
 হ'ক না তারা লক্ষপতি, চাকরী মোদের পরম গতি  
 বাঙ্গালীদের পক্ষে শুধু চাকরী শোভা পায় ।

## স্বপ্নীয় অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।

পি ২৩৩৪

কীর্তন ।

এই ব'লে নৃপুংস বাজে ।

সাজ সাজ সাজ, সারি গৃহ কাজ, কিবা ফল কালব্যাজে ॥

আমি কর্ণধার ভব-পারাবার, ক'রে দোব পার কি ভাবনা আর,  
মায়া মোহ-ভ্রান্তি রাখিয়ে বিকার, (তোরা) আয়রে ভিখারী সাজে ॥

অনিত্য বিষয়ে প্রমত্ত রহিবে, পরমার্থ কেন যাস রে ভুলিয়ে,  
রক্তভূমি মাঝে নট সাজিয়ে, (ও তোরা) ভয় কেন কুল-মান-লাজে ॥

—•—

ভীমপলঞ্জী ।

এবার ভবের খেলা সাক্ষ হবে,

আকুল আমি ভেবে ভেবে ।

ধন দৌলত যত কিছু সবই কিগো সঙ্গে যাবে ।

( ও মা ) দারা, পুত্র, পরিজন কোথায় সবে পড়ে রবে ।

মুদলে আঁখি সব যে ফাঁকি সে কথা কে বোঝাটবে ॥

(আমি) বুঝতে নারি, ও শঙ্করী বোঝাবি আর আমায় কবে

প্রাণ যত দিন থাকবে দেহে ততদিন সব আপন রবে ।

(ও মা) ম'রে গেলে, দেবে ফেলে, মড়া বলে কেউ না হোঁবে ॥

যারে আজ আপন ভাবি, সেই গো মুখে আগুণ দেবে ।

(শেষে) চিতা ধুয়ে, কাছা নিয়ে হরি ব'লে চলে যাবে ।

গোপীনাথ বলে মাগো কি কাজ আমি করুম ভবে ।

কি বলে কৈফিয়ৎ দেবো যখন আমার বিচার হবে ॥



পি ২৪০৪.

কীর্তন । জয়দেব ।

বামে লগে রাই দিশ্যারী দাঁড়াও ওহে বাণীদারী ।

নয়ন মুদে হেরবো হৃদিমাঝে ( দেখি কেমন সাজে )

এই আমার হৃদি বৃন্দাবনে ॥

( আমার মনে এই অভিলাষ আছে )

আমি চন্দন দিব ( অহুরাগে রাগ মিশায়ে )

আমি চরণে দিব ( এই দেহ তুলসী করে )

কীর্তন ( জয়দেব )

নাচিয়ে নাচিয়ে আমার আয়রে নীলমণি ।

গোপালরে একবার কোলে আয় বাপ,

আমার নীলকান্ত-মণি নয়নের মণি ॥

পর রে নীল পীতধড়া শিবে পর, ময়ূর-পুচ্ছ-চূড়া,

গলে গুঞ্জ-হার পর, ভালে চন্দন-তিলক ধর,

নুপুর পরবে রাক্ষা পায়, ডাক মা মা বলিয়ে

মুখে তুলিয়ে নবনী ॥

৮ অমোহনাথ চক্রবর্তী ।

পি ১১৪

ভজন ।

গোবিন্দ-মুখারবন্দ নিরখি মন বিচারে ।

চক্র কোটি ভান্স কোটি কোটি মদন হারে

হৃন্দর কপোল লোল পঙ্কজদল-নয়না,

অধর বিন্দু মধুর হাস কুন্দ-কলি-দশনা,  
মণিকুণ্ডল মকরাকুছি ললিতভৃঙ্গ ভুজা  
কেশরক তিলক বই নাসে সোহে মণিমুঞ্জা ;  
নব জলধর তড়িত অধর গলে বনমালা সোহে ।  
নীল স্নন্দর চতুরগ প্রভু জগজন-মন মোহে ॥

টপ্পা ।

নজরা দিল বাহার বেনিয়া ( লেলে রে )  
কুল পিলায়ে চল্ জাতি সব সখিয়া চল্ জাতি ।  
রোয়ে মিয়া যয়েক রহাওয়ে  
মস্তা বুল্ বুল্ তোরি তুম জানাবে আজানি সে মিয়া জানাবে ॥

অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ ( এমেরাল )

পি ৬৩৮০

বাউল ।

ক্যাপা ঘুমিয়ে রইলি ঘণ্টা হল টিকিট কই নিলি  
যখন পড়বে পাকা হবি ভ্যাকা ওরে বোকা তাই বলি ।  
টেলিগেরাপ হয়েছে ভাই জানতে পালি নে  
ওরে থাকতে সময় যাবার উপায় কিছুই করলি নে  
কেবল ভবে এসে মায়া'র বশে ভূতের ব্যাগার খেটে মলি ।  
গ্রীন দিয়ে ওই করেছে রে লাইন ক্লিয়ার  
পোর্টফরমে দাঁড়িয়ে আছেন স্টেশন মাষ্টার  
ট্রেন করলি রে মিস্ গেলিনে আপিস করে বেজায় গাফিলি ।  
গাড়ি বেরিয়েছে রে ভাই ধুঁয়ো উড়ছে ওই

সত্বরে সতর্ক হও, আর সময় আছে কই  
এখন মাল লগেজ আর করবি মিছে  
মিছে রে মাশুল দিলি ॥

—\*—

বাউল ।

বাবু সাজ মন, যদি করবি রে হরি সাধন ।  
হও নব্য ভব্য সভা বাবু রে, কর সভ্যরূপে বেশ ভূষণ  
সংসার শাস্তি শাস্তিপুরের কাপড় পরা চাই  
কাল পেড়ের বাহার ভাল কলাই ভাল ভাই  
ব্রজের ধরণের ইঞ্জি ধোলাই  
তখন দেখে লোকে বল্বে ভাল রে  
তুই দেখবি রে বাহার কেমন ॥  
মায়া চেনে তব্ব সোনার ঘড়ি একটা চাই  
নইলে এ সংসারে যাওয়া আসার খবর কিসে পাই  
ভবে শুধুই আসা ভাই  
তুই হরিনামের মিষ্ট চুকট রে  
তুমি মুখে রাখ সর্বক্ষণ ॥  
জ্ঞাপা বলে অনন্ত তুই নিতান্ত বাতুল  
তোর সকল কথাই ভুল  
বাশ বনেতে ফোটে কখন কি পারিজাতের ফুল  
তুমি ছেঁড়। চেটায় শুয়ে থেকে মন  
লাখ টাকার দেখ স্বপন ॥

অরুণ মল্লার ।

এ আবার কি বেশ মন্থ মন্থ  
মনোচোরা বেশ কই বংশী-ধারী ।  
তোমার কই হে পীত-ধড়া চুড়া গুঞ্জ বেড়া  
কি ভাবেতে আজ হলে দিগঙ্গরী ॥  
তোমার ব্রজবাল্য মনোহরা হাসি কই,  
কুলবালা কুলনাশা বাঁশী কই,  
হেরি লোল-রসনা বিকটদশনা অসি ধড়া কেন হেরি ॥  
তোমার কই হে বাঃম শোভে রাধা বিনোদিনী  
যার নামে বাঁশী সাধা গুণমণি ।  
যে নাম চুড়ায় রাখতে লিপি অঙ্কে মাখামাখী  
বাঁকা অঁধি কই সে রাই কিশোরী ॥  
হেরি মুণ্ডেরই কুণ্ডল গলে মণ্ডমালা,  
কার মুণ্ড দোলে পদে পাগল ভোলা,  
তোমার বনমালা গলে কই হে চিকণ-কালা ;  
কালরূপে যাই মাধুরী ॥  
তোমার কই সে বিনাদ কাস্তি লাবণ্য লহরী  
হাস্ত আস্যে কেন কুধিরাজ হেরি,  
কালী প্রসন্ন ভাবনা শ্রাম কি আমার শ্রাম,  
শ্রাম কি শ্রামচাঁদ তাই বুঝতে নারি ॥

## নীলকণ্ঠ ।

সজল জলদাঙ্গ ত্রিভঙ্গ বাঁকা তরুণী ।  
 হেরিলে হরে জ্ঞান মন, প্রাণ পড়ে পদতলে ॥  
 নবীন নট রসরাজ কে, বিরাজে ব্রজ মণ্ডলে,  
 আজ হেরি লাজে দ্বিজ, রাজ নভ মণ্ডলে,  
 এমন মনোহরা মাধুরী না হেরি মহীমণ্ডলে  
 খর প্রভাকর কিরণ কর মকর কুণ্ডলে ॥  
 উচ্চ শিখি পুচ্ছ কিবা উচ্চ শিরে বামে হেলে,  
 পুচ্ছ অতি তুচ্ছ করি মুচ্ছা করে নারীকূলে ।  
 ভুবন করি আলো বনমালা ভাল গলে দোলে  
 বাস করি বাস হরি হান্স করে হেলে ছলে ॥  
 জ্ঞান হয় মনে হেন, ঐ বাঁশীসুধা ধরিতে পারে  
 নৈলে কেন বেজে বাঁশী মন প্রাণ উদাসী করে ।  
 কণ্ঠ ভণে ক্ষণে ক্ষণে কে অচেনায় চিনিতে পারে,  
 যে চিনিতে পারে জিনিতে পারে  
 কিনিতে পারে বিনামূলে ।

## মিঃ এ এন্স মল্লিক ( এমেরচার )

পি ৭০০৬

বঙ্গ আশার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ ।  
 কেন গোঁ মা তোর শুক বয়ান, কেন গোঁ মা তোর রুক কেশ !

কেন গো মা তোরা খুলায় আসন, কেন গো মা তোরা মলিন বেশ  
সপ্ত কোটি সন্তান যার ডাকে যখন আমার দেশ ।

কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্ত, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ,  
সপ্ত কোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন আমার দেশ ।

Oh my India, Oh my mother, Oh my nurse,

Oh country mine !

Why dishevelled are thy tresses lustreless

thy look divine ?

For thy seat this lowly dust for raiment this

thy tattered gear,

When this 300 million voices sing in a chorus

"Mother dear" !

There's no pain, there's no shame, there's no

grief, no sorrow's brand,

When 300 million voices sing in a chorus

"Mother land"

উদিল যেখানে বুদ্ধ আসিয়া মুক্ত করিতে মোক্ষদ্বার

আজিও জুড়িয়া অর্ধ অগৎ ভক্তি প্রণত চরণে তাঁর ।

অশোক বাহার কীর্তি ছাইল গাছাব হ'তে জলধি শেব,

তুই ত না মা গো তাদের জননী তুই ত না মা গো তাদের দেশ

কিসের দুঃখ, ইত্যাদি :—

Where arose Lord Buddha Great, who opened

Nirvana's gates above,

Half the world still kneel before him, worshipping  
in fervent love.

King Asoka spread his deeds from Gandhar to the  
azure main,

Art thou not their country mother, of these gods  
the holy fame.

There's no pain etc

উঠিল যেখানে মরজ মন্ড্রে নিমাই-কণ্ঠে মধুর তান ;

শ্রায়ের বিধান দিল রঘুমণি চণ্ডীদাস গাংলি গান ।

যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য গায়ের রক্ত করিয়া শেষ,

ধন্য আমরা যদি এ শিরায় থাকে তাঁদের রক্ত লেশ ।

কিসের দুঃখ, ইত্যাদি :—

Here arose Nimai's Kirtan with Mridanga  
music rang,

Raghu wrote his learned legio, Chand.das  
sweetly sang.

Bravely fought Pratapaditya, blessed  
be the Mother's name,

Blessed are we, if some drops of blood  
of theirs we still can claim.

There's no pain, etc.

যদিও মা তোর দিব্য আলোক কোর আছে আজি আঁধার ঘোর  
কেটে যাবে মেঘ নবীন গরিমা ভাঙিবে আবার ললাটে তোর ।

আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা মাহুধ আমরা নহি ত মেধ ;  
 দেবী আমার, সাধনা আমার, স্বর্গ আমার, আমার দেশ ।  
 কিসের দুঃখ, ইত্যাদি :—

Though thy light divine has vanished  
 and Thy day is dark as night  
 Clouds will pass away and Glory shine  
 in lustre fresh and bright.  
 Men are we,.....and n t mere sheep,  
 we'll revive Thy Glory grand.  
 Oh my Goddess, oh my life's Goal, oh my  
 Heaven, my Motherland.  
 There's no pain. etc., etc.

### শ্রীসুভদ্রা বলাইদাস শীল ।

পি ৮০২

ইমন কল্যাণ ।

তোমারি রাগিণী জীবন-কুঞ্জে বাজে যেন সদা বাজে গো ।  
 তোমারি আসন ছায়া পড়ে, রাজে যেন সদা রাজে গো ।  
 তব নন্দন গন্ধ নন্দিতে গিরি-সুন্দর তুবনে,  
 তব পদ-বসু মাখি ল'য়ে তরু, সাজে যেন সদা সাজে গো ।  
 তব নিঃশেষ-ধূর যার, যেন তব মল্লিক-ময়ঃ ।



বিকাশে মাধুরী হৃদয়ে বাহিরে তব সঞ্চিত গন্ধে,  
 তব নির্মল নীরব হর্ষ হেরি অম্বর ব্যাপিয়া,  
 তব গৌরব-কেতন দুর্গে, রাজ্যে যেন সদা রাজ্যে গো ॥

—০—

### বিষ্টিট।

কর তাঁর নাম গান, যতদিন রহে এ প্রাণ।  
 ঈশ্বর মহিমা জলন্ত জ্যোতি, জগত করে আলো,  
 স্রোত বহে প্রেম পীযুষ-বারি, সকল-জীব-সুখকারী হে।  
 করুণা স্মরিয়ে তহু হয় পুলকিত, বাক্যে বলিতে কি পারি,  
 ঈশ্বর প্রসাদে এক মুহূর্ত্তে সকল শোক অপসারি হে।  
 উচ্চে নীচে দেশ দেশান্তরে জলগর্ভে কি আকাশে  
 অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর,  
 অন্ত কোথা তাঁর, এই সদা সবে জিজ্ঞাসে হে।  
 কেতন নিকেতন পরশ রতন সেই নয়ন অনিমেষ,  
 নিরঞ্জন সেই ঈশ্বর দরশনে নাহি রহে ছঃখ লেশ ॥

— — —

### বি, এস, দস্ত ১

শি ৮৬০

কীর্তন।

অঙ্ক বিমুচ মন, কেমনে মজলি না রে।

( এমন হরিনামে )

ছায়া-মায়া-মরীচিকায়, কত আর ঘুরিবি হায়,  
 জাননা কি প্রাণাক্ষ হবে হাহাকারে পিপাসায়।

প্রাণের প্রাণ হয়ে সদা তিনি কাছে,  
 তাঁহাতে জীবিত প্রাণ, তাই প্রাণ বাঁচে ;  
 তিনি বিনা আর, কে আছে তোমার,  
 যাবে আর কার দ্বারে ।

— — —  
 ব্রহ্ম-সঙ্গীত ।

ইমন কল্যাণ

সত্য মঙ্গল প্রেমময় তুমি,  
 ক্রব জ্যোতি তুমি অন্ধকারে ।  
 তুমি সদা যার হৃদে বিরাজ,  
 দুখ জালা সেই পাশরে—  
 সব দুখ জালা, সেই পাশরে—  
 তোমারি ধ্যানে তোমারি জানে,  
 তব নামে কত মাধুরী—  
 যেই ভকত সেই জানে,  
 তুমি জানাও যারে সেই জানে ।  
 ওহে তুমি জানাও যারে সেই জানে ॥

— . —  
 ভবানীপুর ক্লাব

পি ১৪০৯

ইমন কল্যাণ ( চন্দ্রগুপ্ত ) ।

যখন সঘন গগন গরজে, বরিষে কণক ধারা ;  
 সন্তোষে অবনী আবরে নয়ন, লুপ্ত চক্রে তারা : .

দীপ্ত করি সে তিমির জাগে কাহার আননখানি—  
 আমার কুটীর রাণী সে যে গো—আমার হৃদয়রাণী ।  
 জ্যোৎস্নাহবিত নীল আকাশে যখন বিহগ গাহে,  
 স্নিগ্ধ সমীরে শিহরি ধরণী মুগ্ধ নয়নে চাহে ;  
 তখন স্রবণে বাজে কাহার—মুহূল মধুর বাণী—  
 আমার কুটীররাণী সে যে গো আমার হৃদয়রাণী ।  
 আঁধারে আলোকে কাননে কুঞ্জে, নিখিল ভুবন মাঝে,  
 তাহারি হাসিটি ভাসে হৃদয়ে তাহারই মুরলী বাজে ;  
 উজ্জল করিয়া আছে দূরে সেই আমার হৃদয়রাণী ॥  
 বহুদিন পরে হইব আবার আপন কুটীরবাসী,  
 দেখিব বিরহ-বিধুর অধরে মিলন-মধুর হাসি,  
 শুনিব বিরহ-নীরব কণ্ঠে মিলন মধুর বাণী,—  
 আমার কুটীররাণী সে যে গো আমার হৃদয়রাণী ।

কলিকাতা ইভিনিং ক্লাব ।

ভৈরবী ।

পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে ।

শ্রাম-বিটপি-ঘন তট-বিপ্লাবিনী,

দুস্তর-তরঙ্গ-ভঙ্গে ।

কত নব নগরী তীর্থ হইল তব ।

চুষ্টি চরণ-যুগ আঁসী ।

কত নরনারী ধৃত হইল মা,  
তব সলিলে অবগাহি ।  
বহিছ জননী এ ভারতবর্ষে  
কতশত যুগ যুগ বাহি ।  
করিছ শ্রামল কত মরু প্রান্তর  
শীতল পুণ্য তরঙ্গে ॥

মিঃ বিভূতি সেন । (এমেটার)

পি ৬৭৮০      ভৈরবী মিশ্র ।

কান্দাল আমারে কান্দাল করেছ  
আর কি তোমারে চাই  
ভিখারী আমারে ভিখারী করেছ  
কি কাতর গান গাই  
প্রতিদিন প্রাতে নব নব ধনে  
ভূষিব তোমারে সাধ ছিল মনে  
পলকে সকলি ন্যাপেছি চরণে  
আর মোর কিছু নাই  
আমার বুকের আঁচল ফেরিয়া  
তোমারে পরাণ বাগ  
আমার জীবন শূন্য করেছি  
তোমার পুরাতন বাশ

মন মন প্রাণ যৌবন নব

করগুট তলে পড়ে আছে সব

আরও যদি চাও মোরে কিছু দাও

ফিরে আমি দেবো তাই ।

—•—

পাহাড়ি ।

জড়িয়ে গেছে সফ্র মোটা ছুটো তারে

আমার জীবন বীণা ভেঙ্গে চূরে—তাই বাজে না রে

এই বেণুর জটিলতায় পরাণ আমার মরে ব্যথায়

তাই হঠাৎ আমার প্রাণ ফেটে যায় বারে বারে ॥

এ বেদনা সহিতে আমি পারি না যে

তাই তোমা সবার পথে এসে মরি যে লাজে ।

তোমার যারা গুণী আছে আমি বসুতে নারি তাদের কাছে

তাই দাঁড়িয়ে থাকি সবার পাছে ॥

### ভীষ্মদেব চাটা

পি ৭৪০২

মিশ্র ঝাঙ্কাড় ।

(সধি) কি করে লোকেরই কথায়

সেই মম প্রাণ ধন—মম মন যারে চায় ।

উপজিলে প্রেমনিধি না মানে নিষেধ বিধি

দিবা নিশি মম প্রাণ তারি গুণ গায় ॥

কাফি সিদ্ধ ।

এত কি চাতুরি সহ্যে প্রাণ  
তোমার পীরিতে দিবার্নিশি করে আঁখি ।  
এত যদি ছিল মনে, পীরিতি করিলে কেনে  
শঠতা সরলা সনে উচিত হয় কি ॥  
কপট বিনয় ছলে, অবলারে ভুলাইলে  
এখন এমন হ'লে দেখ নাহে দেখি ॥

শ্রীমুক্ত বিজয়লাল মুখোপাধ্যায় । (এমেজার)

পি ২৩২৪

বারোয়া জঙ্গলা ।

ভোমরা আমি ফুলবাগানে নিতুই নিতুই করি খেলা ।  
দেখলে কত সোহাগ করে মধুভরা ফুলবালা ॥  
ফুলের হাসি ভালবাসি, আমি বড় অভিলষী,  
ফুলের সনে দিবার্নিশি হ'য়ে থাকি ভাবে ভোলা ।

—০—

শঙ্করা ।

এখন কি আর নাগর তোমার আমার উপর সে মন আছে ।  
নূতন পেয়ে পুরাতনে তোমার সে যতন গিয়েছে ॥  
তখনকার ভাব থাকুতে যদি দেখা পেতাম নিরবধি,  
এখন ওহে গুণনিধি কোন রতনে মন মজেছে ।  
যা হবার আমারি হবে, তুমিত হে স্থখে হবে,  
তখন ওহে বলি তবে আমারি বিধি বাম হয়েছে ।

—

পি ৪৭৫৮

সিন্ধু খাহাজ ।

মা যার আনন্দময়ী সে কি নিরানন্দ থাকে ।  
 ইকালে পরকালে মা তার আদরে রাখে ॥  
 সদানন্দময়ী তারা সদানন্দের মনোহা,  
 এই মিনতি করি তারা ঐ পদে যেন মী মতি থাকে ॥

— ০ —

সিন্ধু খাহাজ ।

(মা) এ বয়সে আর কি শ্রামা সাজে মা তোর সোহাগ এত ।  
 জগতের মা হ'য়ে শ্রামা রণভঙ্গ করিন কত ॥  
 শিব যেন দিয়েছেন আদর, ওমা ও.দ্রবি ব'লে তার পাজর,  
 ওমা বিধে গঙ্গ জড় জড় শিব পড়ে আছে মা মড়ার মত ॥  
 একে বুড়ো বয়সের নারী, তাইতে মা তোর সোহাগ ভারী,  
 বুঝবো মা তোর জারিজুরি তরাতে পার এ অধম মৃত ।

— ০ —

পি ৫০৭০

তুপালী ।

বিফল জনম সমান অশ্রু কালশ্রোতে  
 আসে হ্রস্বে চলে যায় ।

অনিত্য সংসার রচিত ধূলার,  
 ছায়াবাজি মন খেলি মা দু'বেলায়  
 কাল সমীরণে ডাকিল নখনে,  
 চমকিয়া কাঁদে পাগল প্রায় ॥

ইমন ।

চরণ কমলে প্রণমি জননী ।

মোহিনী মুরতি দেখি অঁখি পালটিতে নারি,

ধেঁত সুরোজগরি খেত বরণ ধরি,

আ মরি কি নবসাজে সেজেছ মা নিত্যরিণী ॥

তুমি দিয়াছ মা ত অপূর্ণ এ দেহ-বীণা,

দূলাধারে সহস্রারে ত্রিতন্ত্রী করি বোজনা,

পরম নাদ তব্ব করিছে তায় আনাগোনা

বীণার ভিতরে দিন যামিনী ॥

পি ৫৮২২

ভৈরবী ।

কি পের উজ্জ্বল স্নেহের না ভাজ

সদা দিখায়তে ধাই মা ।

কুসন-ভারতী কত শুনছি রে

বঝাতে নারিল পামর মনেরে

যত ডেকে আনি উত যায় ফিরে

এ জালায় স্নোথা যাই মা ।

ফ'র কটু লাগে তবু মিষ্ট বলি

গাইব না বলি পুনঃ পাই ভুলি

অ'নার আট ঘাট বঁধা নারীর শিকলি

বীণার বৃষ্টি এই মা ।



কত দিন হবে রূপেতে বাস  
কত দিন আর রব ইন্দ্ৰিয়র দাস  
কত দিনে বিধি করিবে খালাস  
তোমায় তাই শুধাই মা ।

স্মরণ মল্লার ।

রক্তবরণা ত্রিনয়না তুমি  
কাল ত নও মা কালি ।  
অঁধ র নিশায় হেরিলে রাজ্যায়  
রক্তবর্গ তায় নিরখি যে তায়  
তেমনি যে কাল হেরি মা তোমায়  
মোহের অঁধার ওগো মুণ্ডমালি ॥  
লও মা মোহের আবরণ খুলি  
দাও মা ভুলায়ে চোখে কেন ঠুলি  
রাজ্যরূপে হেরি ছুটি বাছ তুলি  
বদনে বলিমা জয়-কালী, জয়-কালী  
কাঁদি য় তোমায় যখন যা চায়  
জননীর রূপায় তখনি তা পায়  
দীনর ম রাজ লুটাইবে পায়  
আশায় বঞ্চিত ক'র না গো কালী ॥

পি ৫২৭৭

পূরবী ।

দেখরে নয়ন মন তারা মাথা ত্রিভুবন,  
ভুবন ভবন বন তারা বিনা নাহি স্থান,  
মুদিয়ে নয়ন তারা, যদি নাহি দেখ তারা,  
চক্ষে মাথ জ্ঞানজন

যে রূপের কাচ নয়নে রাখিবে হে দরশনে,  
সেইরূপ ত্রিভুবনে করিবে নিরূপণ,  
তাই বলি নয়ন তারায়, যতনে রাখিবে তারায়,  
তবে এ দেখিবে স্বরায়, তারা ঘেরা জগজ্জন ।

মূলতান ।

তারা কাঁদালি এবার, ভাকি বারে বারে,  
আনিয়ে সংসার মাঝে সাজালি সংসারি সাজে,  
এখন সংসার সমুদ্রে মাগো নাহি দেখি পারাবার  
তুমি মা দীন তারিণী, শরণাগত পালিনী,  
এখন সংসারে রক্ষা কর মা কাঁপে তন্ন থর থর ।

পি ৬১৭৪

ভৈরবী ।

অমন করে মা তোর হাঁসি ভাল লাগে না ।  
আমি শুনি লোক মুখে, তোর ছেলে থাকে না স্থখে,  
দুঃখী ছেলের মায়ের এমন হাঁসি সাজে না ॥

মা মা বলে, হেলে কাঁদে ভুঁয়ে পড়ে,  
কোথা না মা মা মা বলে,  
ওমা এমন সময় এমন হাঁনি আমার সবে না ।

— —  
কাফি সিদ্ধ ।

নেবে আয় ঝামা নেবে আয়,  
আমি নিবাবিতে নারি নয়নেরি বারি,  
পদতলে শিব দেখা নাহি যায় ।  
ওয়েছ সরসে মরম বেদনা,  
তাই হলি মাগো হেম বরণা,  
এলায়ে পড়েছ চাঁচর বেণী,  
পাগলিনীর বেশ শোভা নাহি পায় ।  
দাঁতেরে রগনা চাচিলে কি হবে,  
( ও মা পদতলে শিব মুগ পান চায় )  
ওমা যাতনায় শিব মুগ পান চায় ॥  
ওমা জগৎ জননী জগৎ মোহিনী,  
তোর কি এ রূপ কখন মানায় ।

পি ৬২০৫

ঝিঝিট গাঙ্গাজ ।

ভাসিয়ে ছুঃখ পাথারে ও না ভুলে যেন বাইনা তোরে,  
কাঁদি না না বলে প্রাণভরে, এই কর মা মুক্তকেশী ।  
( ও মা ! এই ভিক্ষা তোরে চরণ তলে,

(ওমা) নিস বা না নিস কোলে তুলে,  
 যদি কাঁদিতে পারি মা মা বলে,  
 তাতেই আমি হব খুসী ।  
 ( ও মা ) কাঁদিতে যে কত স্থখ মা,  
 যে না কাঁদে সে জানেনা,  
 তুমি কাঁদাও আমায় ও মা শ্রামা,  
 কাঁদি আমি একলা বসি ॥

— ০ —

সিদ্ধু খান্ধাজ ।

মা বলে কাঁদিলে শিশু জনন। ব্যাকুলা হয় ।  
 আসি চঞ্চল চরণে বুকে, অঞ্চলে মুছায় লয় ॥  
 তুই মা, পুত্র প্রসবিলি, আবার তুই কেটে গলায় পরিলি  
 মা নামে কালি দিলি, বিদায় দিয়ে মায়ায় ॥  
 যদি বলিস্ আমি দোষী, দোষী তুই মা মুক্তকেশী ।  
 কুপুত্র যদিও হয় মা, কুমাতা কখন নয় ॥

পি ৬২৭৪

সিদ্ধু খান্ধাজ ।

কবে মা আনন্দময়ী, মা তোমার হবে করুণা ।  
 ভেবে ভেবে ভবের খেলা, সাজ হল মা শবাসনা ॥  
 এস মা ভবের হাটে, মলাম ভূতের বেগার খেটে,  
 গোণা দিন মা গেল কেটে, ঘুচলনা মন বেদনা ॥

ডাকিতে জানিনা বলে, তাই বুঝি মা আছ ভুলে,  
মা মা বলে ডাকলে ছেলে, তাতে কি তোর মন উঠেনা

বৈশ্রবী মিশ্র !

আমায় পাগল করবি কবে  
মা মা বলিতে অবিরত ধারে জনয়নের ধারা বহিবে ।  
আমি হাসিব কাঁদিব আপন মনে নির্জনে নীরবে,  
আমার পাগল মনের যত কথা মা, তোরই সঙ্গে হবে ।  
তোর কাজে মা, ক্ষুধা তৃষ্ণা আমার শীতাতপ সব সবে,  
আমার মন হবে তোর চরণ তলে দেহ হবে ভবে ।  
'মা মা' বলিতে আমার অজ্ঞপা ফুরায়ে যাবে যবে  
আমায় পাগল ছেলে বলে তখন কোলে তুলে লবে ।

পি ৬৪১২

সিন্ধু খান্সাজ ।

বাসনা ছিল মা মনে স্নেহা দিব তোমার পায় ।

( আমার ) সে বাসনায় ছাই দিলে মা

জুড়ে দিয়ে তোমার ভবের খেলায় ॥

তুই মা বাজীকারর মেয়ে, বেড়াস মা তুই নেচে গেয়ে,

আমায় দমবাজীতে হারিয়ে দিয়ে, টেনে নিলে সংসার মায়ায়

ছায়ানট ।

কে বলে দয়াময়ী মা তোমারে শ্রামা ।  
 দয়ামায়া থাকিলে কি দাণ মা এত যাতনা ॥  
 আমি যে মা তোমার ছেলে, ডাকিতেছি মা মা বলে,  
 রূপা করি রূপাময়ী, নাশ মা মনোবেদনা ॥

পি ৬৪২০

টোরি ভৈরবী ।

জানি না মা কেমন করে ডাকিতে হয় তোমায় ।  
 শিখাও মাগো সেই ডাক মা,  
 যে ডাক তোর কাণেতে যায় ।  
 তুই যে মা বড় পাষাণী  
 তোর কানে যে মা যায় না বাণী,  
 কি বলে মা তোরে ডাকি, কথা না যোগায় ॥  
 যে যা বলে বলুক লোকে  
 আমি মা মা বলে ডাকবো তোকে  
 যে ডাকেতে অগত ডাকে  
 পাষাণ হ'লেও গ'লে যায় ॥

— • —

ভৈরবী ।

সাংসারে সং সাজায়ে মা আর কত কাল রাখবে তারা ।  
 অনন্ত বেশে নাচায়ে আশ মেটে না ভবদারা ॥

বারংবার যাওয়া আসা, এ যে মা বড় দুর্দশা।  
 মা হ'য়ে সন্তানের প্রতি একি দেখি তব ধারা ॥  
 অসার বিষয় লাগি, সদা মন অমুরাগী।  
 এরূপ কুর্মাতি কেন, দিয়াছ মা তুংখহারা ।  
 তোমার ছেলে এই চায়, যেন তারে এ ধরায়  
 কর্মফলে না ফুরায় শুন গো মা ভবদারা ॥

— ০ —

পি ৬৫৭২

খান্ধাজ ।

গোবিন্দ চরণাবিন্দ হের মন হৃদি মাঝে ।  
 সে যে হৃদয় কদম্ব মূলে রাধিকা সহ বিরাজে ॥  
 শিখি পাখা শিরোপরে কপালে তিলক শোভে,  
 অধরে মধুর বাঁশী রাধা রাধা রব করে ॥  
 বনফুল মালা গলে দোলে, কটিতে পীতধড়া সাজে,  
 চরণে চরণ দিয়ে দাঁড়ায়ে ত্রিভঙ্গ হ'য়ে,  
 আবার সেই চরণে রুণু রুণু ললিত নৃপুর বাজে ॥

— ০ —

সিক্কু; খান্ধাজ ।

যদি যাবিরে ভবপারে! ডাকু তারে ।  
 যে জন তরিবে ভবপারাবারে ॥  
 নলিনী দলগত চঞ্চল জলের প্রায়,  
 এ জীবন রহিয়াছে ভাবিছ না কি গো তায় ;  
 ধুলো খেলা মত্ততায়, দিন যে বহিয়া যায়,  
 • একবার ভাবিলে না সারাৎসারে ॥

শৈশবে কত দুঃখ জননী জঠরে,  
যৌবনে যুবতী ল'য়ে গন ছিলিরে ভুলে  
এখন প্রৌঢ়ে মায়ার মজলিস  
এ পাণ্ডা সংসারে ॥

---

পি ৬৭৫৮

স্বরট ।

আমি আর তো ডাকিতে পারি না ।  
ভেকে ভেকে সারা হ'লাম সাড়া পেলাম না ॥  
যতবার ডাকি আমি বলি কোথায় আছ অন্তর্যাঙ্গী,  
অন্তরেতে খুঁজে দেখি দেখিতে জানি না ॥  
শুনেছি তোমার কৃপা হ'লে,  
তবে তোমার দেখা মিলে,  
আমার আমিষ না গেলে দেখা মিলে না ॥

---

সিদ্ধু ধাম্বাজ ।

ওমা কি ভাবে থাকি কে জানে ।  
কত ভাব জানো মা গো তুমি জান শিব জানে ॥  
শিবানী শিবের সনে বেড়াস মা আনন্দ মনে,  
অশানে মশানে ফের ভয় নাই কি মা তোর প্রাণে ।  
আমি মা বলে মা ডাকব তোমায় স্নেহে থাকব আপন মনে ॥

---



পি ৬২২৬

আলাইয়া (আগমনী) ।

আমি যে হারায়ে তারা সকল আঁধার দেখি ।  
 আন গিয়ে তারারে আজ্ঞ, নয়ন তারায় রাখি ॥  
 হেরিব মুখ কমল, জুড়াবে জ্বালা সকল ;  
 নয়ন হবে সফল, উমারে নয়নে রাখি ॥

— — —

ইমন ।

মনে হ'ল এত দিনে ।  
 এলি মা মম ভবনে ॥  
 কুশল বল মা শুনি,  
 জুড়াক তাপিত প্রাণি ;  
 কোলে আয় মা ভবরাণী,  
 মা বোলে তোর ঐ চাঁদবদনে ॥

—\*—

পি ৬২৪২

বাগেশ্রী

এ কি বেশ ধরেছো শ্রামা তুমি ধরেছো পুরুষ বেশ ।  
 কিবা ধড়া কিবা চূড়া তুমি ভাজেছো মা মুক্তকেশ ॥  
 অসি বর্ষ তেয়াগিয়ে হাতেতে বাঁশরী লয়ে ;  
 মুণ্ডমালা গেল কোথায় মা বনমালা, ছলিছে বেশ ॥  
 ডাকিনী যোগিনী যত, গোপিনী হ'য়েছে মা গো ;  
 চরণ নৃপুর দিয়ে মধুর হাসিছে বেশ ॥

### ভূপালি

আমার বাসনা শ্রামা শোন গো মা তোমায় বলি ।  
আমার হৃদয়পদ্মে তুমি থেকে মা,  
আমি ডাকবো এখন মা মা বলি ॥  
তখন আমি ও চরণে, বলি দিব রিপুগণে ;  
পুষ্পাঞ্জলি দিব মা গো বাসনা সকলি ॥

পি ৭০৫৬

শঙ্করা ।

বারে বারে ডাকি তোমায় ছলনায় ভুলালে আমায়  
ছল করা কি তোমার সাজে বলনা আমায় ॥  
পাঠালি ভবেরি মাঝে, সাজালি সংসারী সাজে ;  
( আমি ) ডেকে ডেকে মরি তোমায়,  
ফেলে পালালে কোথায় ॥

সিন্ধু খান্ধাজ ।

মায়াজালে ঘেরা হ'য়ে, কাঁদব কত দিবানিশি ।  
সংসারেতে ভয় পেয়ে মা, তারা তারা জপি বসি ।  
পতিতপাবনী নাম পতিতে তার গো আসি ;  
লও মা তোমার কোলে তুলে, কাটিয়ে দিয়ে মায়ী কাঁসি ॥

পি ৭৩৫৬

মিশ্র সিদ্ধু ।

প্রিয়া বিনা আর কিছুই ভাল লাগে না ।  
ওলো সখি আর কিছুই ভাল লাগে না ॥

কাহার' কাছে কহিব বল সখি মরম বেদনা ।  
 তারি কথা মনে হ'লে আমি ভাসি সদা  
 অঁখি জলে ।  
 হৃদয় বিদরে মম নাড়ে বিরহ যাতনা ॥

দেশ মিশ্র ।

দেখায়ে যাও এ অধীনে মুরতি তোমারি ।  
 মন প্রাণ মাতোয়ারা আমাতে হই আমি হারা,  
 নয়নেতে প্রেম ভরা আপনা পাসরী ॥  
 হেরিতে ঐ চক্ৰাননে বাসনা হয় সদা মনে,  
 কোথা গেলে পাব দেখা দিবা বিভাবরী ॥

পি ৭৫৬৫

ভৈরবী ।

আমার দোটানায় প্রাণ যে গেল  
 আমায় আর কতকাল ওঁমা শ্রামা ঘুরাইবি বল ।  
 রাজি দিবা খেটে খেটে ( ওমা ) মুখে যে মা রক্ত উঠে (মা)  
 ( ওমা ) এত কষ্ট চোখে দেখে কেন তোর দয়া না হ'ল ।  
 মা হ'য়ে কোলেরেই ছেলে, কালের কোলে দিস্ না ফেলে  
 ওমা আমার সাধ মিটায়ৈ সজে করে নিয়ে চল ।

বামপ্রসাদী ।

আশা তোরে বলিহারী  
আমি দেখে শুনে অবাক হ'লাম এবার  
তোর সকল বাহাদুরী ।  
দুঃখের ভিতর সুখের কূহক  
দেখায়ে ভূলায়ে ভুলোক  
ওরে তুই রেখেছিস সংসার গারদে অনায়াসে বদ্ধ করি ।  
যাহার যে সব অভাব আছে  
সকলই তা মিলবে পাছে  
এই বিশ্বাস দিয়ে রে ওই তাদের সব খাটাস ভারি ।

বিষ্ণু বাবাজী প্রভৃতি ।

পি ৪৩০৮

নগরসঙ্গীতন ।

স্বরধুনীর তীরে হরি বলে কে  
আমাদের প্রমদাতা নিতাই এসেছে ।  
নিতাই নইলে প্রাণ জুড়াবে কিসে ;  
ওরে একবার যারে মাধাই জেনে আয়,  
হরিবোল ব'লেয়ে নিতাই যায়,  
গৌর যায় হরিবোল ব'লেয়ে ।

## প্রত্যাগমন ।

নগর ভ্রমণ ক'রে গৌর এলো ঘরে ।  
 গৌর এল ঘরে আমার নিতাই এল ঘরে ।  
 কোথায় আছ শচীমাতা গৌর কর কোলে ।  
 কোথায় আছ পদ্মাবতী নিতাই কর কোলে ।  
 ওমনি ধেয়ে এসে শচীমাতা গৌর নিল কোলে,  
 ওমনি ধেয়ে পদ্মাবতী নিতাই নিল কোলে ।

—

## শ্রীমুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী ।

পি ১৬৪২

মিশ্র খাঙ্গাজ ।

তুমি কেমন করে গান কর হে গুণি ।  
 আমি অবাক হয়ে শুনি, কেবল শুন ॥  
 সুরের আলো ভুবন ফেলে ছেয়ে,  
 সুরের হাওয়া চলে গগন বেয়ে ;  
 পাষাণ ফুটে ব্যাকুল হয়ে ধেয়ে ;  
 বহিয়ে যায় সুরের সুরধুনী ॥  
 মনে করি অমনি সুরে গগন,  
 কণ্ঠে আমার সুর খুঁজে না পাই,  
 কহিতে কি চাই, কহিতে কথা বাধে ;  
 হার মেনে যে পরাণ আমার কাঁদে ;  
 আমায় তুমি ফেলেছ কোন ফাঁদে,  
 চৌদিকে মোর সুরের জাল বুনি ॥

বিভাস ।

আজি প্রণামি তোমারে চলিব নাথ সংসার কাজে ।  
 তুমি আমার নয়নের নয়ন রেখ অস্তর মাঝে ॥  
 হৃদয় দেবতা রয়েছে প্রাণে,  
 মন যেন তাহা নিয়ত জানে,  
 পাপের চিন্তা, মরি যেন দহি', হৃঃসহ লাঞ্জে ॥  
 সব কলরবে সারা দিনমান,  
 শুনি অনাদি সঙ্গীত গান,  
 সবার সঙ্গে যেন অবিরত তোমার সঙ্গ রাজে ;  
 নিমেষে নিমেষে নয়নে নয়নে,      সকল কক্ষে সকল মননে,  
 সকল হৃদয়তন্ত্রে যেন মঙ্গল বাজে ॥

পি ১৬৫০      ■

ছায়াট—মিশ্র ।

যদি বারণ কর তবে গাহিব না ;  
 যদি সরম লাগে, মুখে চাহিব না ॥  
 যদি বিরলে মালা গাঁথা,  
 সহসা পায় বাধা,  
 তোমার ফুলবনে যাইব না ॥  
 যদি ধর্মকি থেমে যাও পথমাঝে,  
 আমি চমকি চ'লে যাব আর কাজে,

যদি তোমারই নদীকূলে,  
ভুলে কেউ ঢেউ তোলে,  
তবে আমারি তরীখানি বাহিব না ॥

### ৬ বিভূতিভূষণ ঝনু (এমেচার) ১

খাশ্বাজ মিশ্র !

জীবনে মরণে শয়নে স্বপনে,  
তোমাতে কেন গো পাই না ।  
ধরি ধরি করি, ধরিতে না পারি,  
কেন চ'লে যাও বল না ॥

ডাকি প্রেমময় আকুল পিয়াসে,  
ভূষিত হৃদয়ে ব'স নাথ এসে, \*  
এস এস নাথ এস হে দগ্নিত,  
প্রাণের পিয়াসা ধাবে না ॥

চিরসার্থী তবু থাক দূরে,  
হৃদয়েরি ধন তবু যাও স'রে,  
তুমি পুণ্য জ্যোতিঃ তবুও আধার  
কেন নাথ মোরে বল না ॥

প্রফেসর চিত্তরঞ্জন গোস্বামী

কংস-বধ ( ১ম ভাগ )

পি ৬৬০

রাজসভা - যজ্ঞস্থল ।

কংস । মজ্জি, এ কি ! সহস্র আমার বাম অঙ্গ বাম নয়ন স্পন্দিত  
হচ্ছে কেন ? তবে কি কোন অমঙ্গল ঘটিবে ?

মন্ত্রী । মহারাজ ! ওটা কিছুই নয় । আয়ুর্কৌদীয় পণ্ডিতেরা  
বলেন, অঙ্গস্পন্দন, বাতিকেয় লক্ষণ, আপনার অন্তঃকরণে  
অনবরত হুশ্চিন্তারূপ প্রবল পবন বহমান হওয়ায়, ওরূপ অঙ্গ-  
স্পন্দন অস্বভাব হচ্ছে । মহারাজ, যদি অমঙ্গল আশঙ্কা হ'তে  
নিষ্কৃতি লাভ কর্তে চান, তবে সেই সন্তাপহারী শঙ্করকে  
নিরন্তর স্মরণ করুন ।

বলিহারী যাই—

গীত ।

আহা স্মর স্মর নিরন্তর শঙ্কর,

সদা মঙ্গল আজ তব হইবে ।

হুশ্চিন্তা প্রবল পবন বহনে, তারে অহঙ্কণ,

মনে ভার সে চরণ স্পন্দন ।

মহারাজ হে—

রাগিণী ইত্যাदि—( মধো )—যেন

ঘোঁড়া ডাক্ছে ।

পা, নি ধা, ধা, মা, গা, ধা, গা, সা, মহারাজ ( তান ধরিয়া  
কাসি ) আঃ ! ( বাঃ দাদা বাঃ )



গীত ।

ধৈর্য্য ধর ধৈর্য্য ধর কার্য্যে হও পরাংপর,  
তুঃ প্রতিফল পাবে অরি নিধন কর ।

## কংস-বধ ( ২য় ভাগ )

কংস । মস্ত্রি এ কি ! এ কি ! চতুর্দিকে ভীষণ দৃশ্য,  
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, উদ্ধাপাত, রক্তবৃষ্টি বর্ষণ ! এই যে শকুনি  
গৃধিনীগণ আমার মাথার উপর উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে । উঃ ! এ  
আবার কারা ? সন্মুখে দাঁড়িয়ে ভয়ঙ্কর যম-কিঙ্করেরা বিকট  
অট্টহাস্য ক'চ্ছে । ঐ যে ! ঐ যে ! সব নরকের প্রেত !  
ঐ যায়, ঐ যায়, দাঁড়া দাঁড়ারে পিশাচ, কোথায় পালাবি ! ওঃ !  
ওঃ ! উত্তপ্ত লোহ-শলাকায় উত্তপ্ত লোহ-শলকা, আমার চক্ষু  
বিন্দু কল্লে । গেলাম—গেলাম—এ কি ! এ কি ! চারিদিকে  
নরকের লেলিহান বিভীষিকা, সর্বান্ন দধি কল্লে ! জলে গেল,  
জলে গেল ! ভীষণ নরককুণ্ড সম ।—উঃ ! কি পুতিগন্ধ !  
প্রাণ যায়, প্রাণ যায়, হাঃ হাঃ হাঃ ! আমি না মথুরাপতি  
কংস ? কিসের ভয় ? না না না—ঐ আমার সেই, এই আবার  
সেই ! আকাশ-পথে অষ্টভুজা মূর্তি ! সেই ভীষণবাণী !  
“তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে ।” চতুর্দিকে  
প্রতিধ্বনি “তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে ।”

মন্ত্রী । মহারাজ আপনি ভুবনবিজয়ী হ'য়ে, কার ভয়ে  
এত ভীত হচ্ছেন ? মহারাজ, প্রকৃতিস্থ হ'ন ।

কংস । মন্ত্রি ! ঠিক বলেছ । ওঃ ! আমার কি ভ্রম, ধিক  
আমায় !

দূত । মহারাজ, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন ।

কংস । বলি হয়েছে কি ?

দূত । আজ্ঞে বৃন্দাবনে দু'ট বাঘ বেঁরিয়েছে, একটা কালো  
একটা ধলো, এই দুটোকে—

কংস । ক্ষান্ত হও ! বুঝতে পেরেছি—মন্ত্রি, নিশ্চয়ই সেই  
পাপিষ্ঠ গোপাধম ভোজী কৃষ্ণের কাজ । দূত, তারা কোন্‌দিকে  
আসছে ?

দূত । আজ্ঞে রাজমন্ডার দিকে আসছে ।

( নেপথ্যে অপর দূত—ওরে পালায়ে, মেরে ফেল্লেরে । -২ )

ঐ যে হাত দেখাচ্ছে, খাসনে বাবা খাসনে !

কংস । ভয় নাই—ভয় নাই । এখনি সেই গোপাধম  
কৃষ্ণকে সমুচিত শাস্তি প্রদান করছি । হাঃ হাঃ হাঃ ! ঐ যে, ঐ যে  
ক্ষুদ্র পতঙ্গদ্বয় জলন্ত অনলে বাষ্পপ্রদান কর্তে এই দিকে  
আসছে !

( কৃষ্ণ বলরামের প্রবেশ । )

কৃষ্ণ । ওরে কে পতঙ্গ, কে অনল, এখনি বোঝা যাবে ।

কংস । ক্ষান্ত হও মূর্খ পামর !

কৃষ্ণ । ওরে কুলগ্রানি কংস ! কি শাস্তি প্রদান করুবি ? বলি,  
ও কথা উচ্চারণ কর্তে তোর প্রাণে কি ভয়ের সঞ্চার হল না ?

কংস । আরে রে গোপাধম কৃষ্ণ ! তোর কর্কশ বাণী আর  
শুনতে ইচ্ছা হয় না, এখনি তোর দেহ খণ্ড-বিখণ্ড করবো ।

কৃষ্ণ । ওরে দৈত্যাধম, আজ তোরি যজ্ঞে তোরি মন্তক  
প্রদান ক'রে যজ্ঞ সমাধা কর্বে। যদি ক্ষমতা থাকে তবে আয়,  
আর বাগ যুদ্ধে প্রয়োজন নাই, অসিযুদ্ধে প্রবৃত্ত হও ।

কংস । তবে আয়রে পাপিষ্ঠ ।

-----

### যুদ্ধের বাজনা

“লেগে যা, লেগে যা, বাবা লেগে যা”

লেগে যা, “আমায় ছেড়ে দে বাবা ।”

কাঁচ ভেঙ্গে গেল, কাঁচ ভেঙ্গে গেল ।

গেলাম ! গেলাম !—ইত্যাদি ।

কৃষ্ণ । হারালি, হারালি পাপী নিশ্চয় জীবন । ( কংস বধ )

দৃত । ওঃ বাবা ! মহারাজ্ঞ অঙ্কা গেলো ।

বাবা, সর্বনাশ, কি সর্বনাশ, পালাই বাবা ।

পি ৬৬১

কমিক গান ।

মোকে ডাঁকুচি কাঁই কাঁড়া মাকড়

রসবতী ছোঁড়ী মোর পরাণ জুগুড় ।

( পাক্কী বেহারার ডাক )

পঁকাল ভাত বাড়ী মোলে গেলাসে কদড়ী পাতি

দুধু দিই কিলা দুধু দিই কিলা,

আব ডালি অড়হড় ।

( পাক্কী বেহারার ডাক )

হাট্টা বাবু কিনারা যা

আহা রসবতী মোর ভাসে নখন জন

য়েতে করিছ যানা ধরি হাত কর ।

**তৃতীয় পঙ্কের জীবন মীমত** :

কর্তা । গিরি ! ও গিরি !

গিরি । যাও ভাল লাগে না, আমি কুংসিং, আমি কালো  
আমি মোটা, আমি হাতী; তা ত দেখবিই দেখবিই ।

কর্তা । "রাম" রাম, তা দেখেছো কেন; তুমি হলে আমার  
তৃতীয় পঙ্কের জীব বিশেষতঃ এ আমার বৃদ্ধ ( খুড়ি ) প্রৌঢ় অবস্থা  
এস প্রিয়ে একবার আমার রামশব্দ রস, তোমার ঐচ্ছিকরূপ  
যে বদন তা একবার রিট্রিকরণ করে আমার চিত্তরূপ ফেলেবার  
তাকে চরিতার্থ করি ।

গিন্নী । যাও সোহাগে কাজ নেই নিকরার সেরা, কুঁড়ের  
সন্ধার, বাট বছরের বড়ো মাস্কাতার আমালের পুরোণো ।

কর্তা । আর বড়ো পুরোণো নইলে, তোমাকেই বা কোন  
পঞ্চবিংশতি বর্ষীয় গন্ধর্ব বিয়ে কর্তে আসবে বল । অমন নখন  
নিটোল বার্নিশ করা—

গিন্নী । ফের ! তোমার কপালে নিতান্ত মার আছে  
দেখাচ্—তবে এই এই এই ( প্রহার ) ।

কর্তা । ওরে বাবারে, ওরে বাবারে মেয়ে ফেল্লেরে মেয়ে  
ফেল্লেরে গো ।

ঠাকুরঝি । বলি ইয়ানা বউ তোয় আকেন কি না, দাদাকে  
অমন ক'রে মারছিস্ কি বলে ।

গিন্নী । বেশ করচি মারছি, আমার সোয়ামীকে মারছি,  
তোমার সোয়ামী ত নয় ।

ঠাকুরঝি । মশস্তি জুন ত খুর টুটনে । তোমার সোয়ামীকে  
ভুই বা বুসী তাই কর ভাই ; খাও দাদা, পড়ে পড়ে সারাদিন  
মার খাও ।

গিন্নী । বাঁড়ের মত না চেঁচালে নয়, ঠাকুরঝি নতুন এসেছেন,  
তিনি কি মনে করবেন, যেন আমি তোমাকে ঐ রকম করে  
মেরে থাকি ।

কর্তা । না রাম, মারবে কেন, পিঠের খুলো কেড়ে দাও ।

গিন্নী । আমি কালই বাপের বাড়ী চলে যাব, আমার এত  
সহ হয় না । ( কাহ্না )

ওগো আমার কি হোল গো ।

কর্তা । ও গিন্নি ! ও গো ?

গিন্নী । ও আমার কপাল—

কর্তা । ও গিন্নি !

গিন্নী । ওরে কেন এসেছিহু গো নিজের সোয়ামীকে মার—

কর্তা । ও গিন্নি !—

গিন্নী । মারতে পারবো না গো ।

কর্তা । মানিনী মান ত্যজ ।

গীত ।

প্রিয়ে চাক্ষুশীলে মুকুম্বী মানমনীহানম্ ।

অহং আহর্ষকং আমার মত বেরসিকং,

কেমনে বুঝিবে তব প্রাণং ।

বদসি যদি কিঞ্চিদপি,

দেখতে পাই হে দাঁতের পাটি,

একবার হেঁসে কথা কও খনি

দেখি ঐ কোদালজিনি দন্তধোঁই ।

গিন্নী । যাও—ভাল লাগে না !

কর্তা । তুমি মম জীবনম্,

তুমি মম উজ্জল কাল রত্নম্ ।

কেবু—ভাল হবে না বলছি ।

কর্তা । মর গরলগুণনম্ মম শিরসি মুণ্ডনম্,

দেছি তব পদ-পদ্মব মুদারম্

গিন্নী । আহা—মরণ আর কি !

পাঠশালা ( কিণ্ডাবুপাঠের শিক্ষা ) ।

পি ৬৬২

কমিক ।

গুরুমশাই । পড় ! পড় !

ছাত্রগণের পাঠের কোলাহল—একদা এক হাফের গলায় বাঘ  
ছুটিয়াছিল, গুরু মশাই বেটা মরে যাগ ইত্যাদি ।

গুরুমশাই। ওরে কিণ্ডারগাটেন শেখাব, গোবর এনেছি—

ছাত্রগণ। এনেছি—

গুরু। আচ্ছা, গোবরগুলোকে এক জায়গায় করে, পা দিয়ে চটকা।

ছাত্রগণ। চটকিছি—

গুরু। বেশ, এইবার বেলের মত গোল গোল কর।

ছাত্রগণ। করেছি—

গুরু। হয়েছে? আচ্ছা হয়েছে?

ছাত্রগণ। হয়েছে—

গুরু। আচ্ছা, সবাই সার দিয়ে ঝাঁড়া, ঠিক সোজা হয়ে—  
বল এমনি করে কাঠ কাটি।

গুরু। এমনি করে দিই তবলায় টাটি।

ছাত্রগণ। এমনি করে দিই তবলায় টাটি।

গুরু। এমনি করে নাড়ু হয়।

ছাত্রগণ। এমনি করে নাড়ু হয়।

গুরু। গোবরের নাড়ু বড় হয়।

ছাত্রগণ। গোবরের নাড়ু বড় হয়।

গুরু। দুই হাতে দুটো তুলি।

ছাত্রগণ। দুই হাতে দুটো তুলি।

গুরু। এমনি করে সামনে চলি।

ছাত্রগণ। এমনি করে সামনে চলি।

গুরু । জাখ্ এইবার সবাই একসঙ্গে আখারি এই ঘরের  
দেয়ালে নাড়ুগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারবি—বোন দেয়ালে সেন্টে  
থাকে, বুঝলি ।

বল—এমনি করে ঢিল ছুঁড়ি ।

ছাত্রগণ । এমনি করে ঢিল ছুঁড়ি ।

গুরু । বা ঠিক হয়েছে ।

বল—পড়া দিয়ে যাব বাড়ী ।

ছাত্রগণ । পড়া দিয়ে যাব বাড়ী

গুরু । আচ্ছা বেশ বেশ, কান বেশী বেশী করে গোবর  
আনিব্ বুঝলি—যত বেশী গোবর আনিবি, তত বেশী বিদ্যা  
হবে—যা । ওরে ক্যাবলা পড়া দিস আর—বানান কর—  
অধম ।

ক্যাবলা । হুয়উ—, গুরুমশাই, অধম ? হুয়উ—না—অ—

গুরু । ( অক্রোধে ) স্বরে অ—

ক্যাবলা । স্বরে অ—ই ই ই—

গুরু । গ্যালো গ্যালো, গ্যালো তারপর কি ?

ক্যাবলা । ই ই ই স্বরে, অ, দিয়ে বিন্দু স দস্তুর ।

গুরু । বা বা কি বানানই হল, আরে ও হতজ্ঞাড়া ছেলে,  
তোরে বানান কত্তে বলেছিলুম কি ?

ক্যাবলা । এই এই এই কপট ।

গুরু । আরে কপট, দুক্ হ হতজ্ঞাড়া ছেলে, এই ঠিক দিয়ে এই  
দিকে আর, বানান কর—অচল ।



ছাঃ । অচল ?

গুঃ । হঁ হঁ শীগগির—

ছাঃ । গুরুমশাই, অচল ? অচল ?

গুঃ । ওরে হাঁরে হাঁ—

ছাঃ । গুরুমশাই, যেনো আমাকে মুখ ত্যাগ্চায় ।

গুঃ । ওরে যেনো লক্ষিছাড়া, যা তা কচ্ছিস, যুনো  
নারিকেল—কান ধরে এক পায় নীচের দিকে মুখ করে ঝাঁড়িয়ে  
থাক ।

ছাঃ । অচল ? গুরুমশাই !

গুঃ । ওরে হাঁ—

ছাঃ । অচল, গুরুমশাই, অচল ?

গুঃ । ওরে হাঁরে হাঁ ( প্রহার )

ছাঃ । এঁয়া ( ক্রন্দনের স্বরে )

গুঃ । ( কোঁখে ) বানান কব ।

ছাঃ । এঁয়া, ও পিসিয়া এঁয়া ( ক্রন্দন )

গুঃ । ( কোঁখে ) বেরো শীগগির, বেরো, বেরো ।

—•—

### কালটেশশাস্ত্রী

মাঝিদের গান ।

আর ঐ পশ্চিমেতে আদি উঠছে, উড়ছে ঝড়ি ভাই ।

ওবে আর বে চল চেপে, কলে ধর হাল—

•নোবর অলদি করে দরিয়ার টান—এঁই, এঁই, এঁই,

হঁয়ো হো, হঁয়ো হো, হঁয়ো হো—

সামান, সামান, পাল ছিড়ল ঘটল কি কাল !

দরিয়ার গীর গাজীর বদর, সবাই মুখে বল ।

নৌকারোহী বরকর্তা । (মাকিগণকে) চালাও, চালাও  
শীগগির চালাও, যত শীগগির পার কিনারায় নৌকা লাগাও,  
নচেৎ আর বাঁচবার উপায় নেই । ভইচাজ মশায়, কি দিন  
দেখলেন তখনি যে বজ্রাম সকালে বেরিয়ে পড়ি বিকেলে বেরিয়ে  
কাজ নাই, কাল বোশিধি—জল বড় হওয়ারই খুব সম্ভাবনা ।

ভট্টাচার্য্য । আমি কি বলব বল, যে রকম পঞ্জিকা বিজাট,  
কোন পঞ্জিকা যে বিজ্ঞত তার ঠিক করবার যো নেই । রাম  
রাধা, পঞ্জিকা না কুঞ্জিকা ।

( ভয়ানক বড় উঠিল এবং আরোহীগণের ভয়ে কোলাহল )

গেল গেল ও বাবা রক্ষা কর, কেন এলাম রে, হায় ! হায় !  
কি কুক্ষণে ছেলের বে দিতে বেরিয়েছিলাম, এত জীবন নষ্ট !  
( সকলে ) রক্ষা কর, রক্ষা কর, হায় হায় কি করলাম, গুরে  
বাবারে কি হল রে, গুরে ছেলে পড়ে গেলো গো ।

বরকর্তা । আর যুথা রোদনের ফল কি, মুহূর্তের মধ্যে  
সকলকেই মরতে হবে ! • যে বিপদের কাণ্ডারী একমাত্র ঈশ্বর  
এস সকলে একবার প্রাণ ভরে সেই বিপদ-ভঞ্জন মধুসূদনকে  
ভাকি, একবার তাঁকে ভাকতে পারলে, তিনি আমাদের নিশ্চয়ই  
বিপদ হ’তে রক্ষা করবেন ।—( সকলে—মধুসূদন রক্ষা কর—  
মধুসূদন রক্ষা কর—হরিবল—

( হঠাৎ বাড়ের বেগ কম হইয়া দ্রুতপরিবর্তন করিল )

ভয় নেই, ভয় নেই, ~~স্বাধীনতা নেই~~। বেগ একেবারে থেমে  
গ্যাছে, তোমরা সব শীগগির বেরিয়ে পড় । সত্যিই তুমি  
দয়াময় ! খসে তোমার ককণা । খসে তোমার মহিমা ! হরিবোল  
হরিবোল, থাম থাম এই খানেই সব নাম ।

### বিবাহ ( ছান্দসমাতলা )

প্রথম ভাগ—( কমিক কথোপকথন )

পি ৬৬৪

বরযাত্রী ভোজনের গোলযোগ ।

কর্তা । ওরে ওপরে দুটি নিয়ে যা ।

বহির্কানিতে সানাই বাজিতেছে ।

ওরে ভট্টাচার্য মশাইকে ডাক দে । শ্রাম বাবু যে, যান  
যান উপরে যান—এ হকা ( শব্দধ্বনি ) এই যে ভট্টাচার্য মশায়  
( অপর লোকগণকে ) এই বাড়ীতে, এই বাড়ীতে । ওরে  
তরকারী নিয়ে বা উপরে ( অন্ত্র ব্যক্তিকে ) কি মশায় ভাল  
আছেন ত ?

গিন্নী । ওমা ! বরগড়ালার কাজললাতা কই ? ও ঠাকুরদি  
কাজললাতা ?

ঠাকুরদি । কেন ? ডালাতেই তো ছিল । খুঁচী নাটী সব  
তো দেখে দিইচি ?

গিন্নী । আমি ! ক চোখের মাথা খেইচি ?

মাকুরি। ও মা তাইটে, তবে কি হল ! শনি, বাঁড়া  
মা, একখান কাজললাতা দেখে নিয়ে আর ।

( বরের কর্ণধ্বনি )

বর । আঃ এখন থেকে কামলা কেন ?

গিন্নী । পুঁচী, তোর মেজদিকে শীগগীর ডাক । লঙ্কায়  
গেলেন আর কি !

পুঁচী । ও মেজদি, মেজদি, শীগগীর নিয়ে এসো ।

শরী । নে চল—এই নাও মা ।

( বর—উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি )

ভূতির মা । মাকুটা হাতে কর—কড়ি দিয়ে কিনলাম,  
দাঁড় দিয়ে বাঁধলাম । হাতে দিলাম মাকু একবার ভ্যা করত বাপু ।

বর । ভ্যা ।

স্ত্রীগণ । ও মা, কি ঘেরা ! সত্যি সত্যি বোকা বর গো ।

গিন্নী । ও ফেলুর মা, চিতের কাটি আন ।

( উলুধ্বনি—শঙ্খধ্বনি )

পুরুষগণ । সব সব সঙ্গে যা ।

ভয় নেই টেপী, তুই ছেড়ে দে নেজা ধর না !

দাঁড়াও দাঁড়াও, ইন্দির কাচাটা গুজে দেতো ।

( উলুধ্বনি—শঙ্খধ্বনি )

১ম ব্যক্তি । ক' পাক ? ২য় ব্যক্তি । ছ' পাক ই'য়েছে ।  
তবে আর এক পাক ।

১ম ব্যক্তি । বর বড় না ক'নে বড় ?

নাপিত । ক'নে বড় । শুভদৃষ্টি করিতে দাও । আর সময়  
বড় নেই ।

ঠাকুরস্বি । ভাল করে মুনসারে দেখ । নাগুতে কোথা ?

নাপিত । আজ্ঞে, এই যে যা ঠাকুরণ ।

ঠাকুরস্বি । মালা বদল করিয়ে দে ।

নাপিত । নিম্ন আপনি কনের গলায় আপনার মালাটি দিন ।

দিদিমণি নাও, তোমার মালা বরের গলায় দাও ।

নাপিত । ভালমন্দ লোক থাক স'রে যাও, নইলে ভাতার  
পুতের মাথা থাকে, ভাল ছেড়ে মন্দ কর্কে আমার হাতের মতন  
হাত হবে ।

একপো চালের ভাত ছ'মাস থাকে ।

খুটি খাটা ভেড়ে দাও, উলু দাও, শাক বাজাও ।

( উলুধনি শব্দধনি )

দ্বিতীয় ভাগ—বাসর ঘর ।

শৈল । ও ভাই বর, অমন ক'রে খাড় হেঁট ক'রে বসে  
থাকলে চলবে না, নাও কনেকে কোলে কর ।

বর । আঃ হিঃ ওকি হাঁঃ ।

হেমাঙ্গিনী । বলি ও বর, গান টান গাও ; আমরা বাসর  
আগবো কি করে ?

বর । গান তেমন জানিনে । গলার স্বর ঠিক নেই ।

শৈল । আজ্ঞা, আমি স্বর বেঁধে দিচ্ছি ( কর্ণমর্দন ) ।

বর। ওঃ—ওঃ! কান ছিড়ে গেল যে! আচ্ছা গাচ্ছি:  
গাচ্ছি, গাচ্ছি আচ্ছা আচ্ছা, তোমরা আপনারা কেউ শান্ না।

হেমাদিনী। আমাদের গান আগে শুনবে? পুঁটী গানটা  
গাওতো? পুঁটী। (গাহিল) জামাইবাবু একটা গাওনা শান।  
না গাও যদি ছিড়ে দেবো কান।

বর। আচ্ছা আচ্ছা। তবে আমি গাইলে তোমাদের  
নাচতে হবে কিন্তু।

শৈল। আচ্ছা তোমার বউ নাচবে এখন।

কনে। স্থাখ দিদি?

বর। হারমোনিয়ম টারমোনিয়ম নেই। শুধু গাইব কি  
করে?

হিমি। মেনে। তোর দাদার হারমোনিয়মটা নিয়ে আনতো,  
ঐ যে বলতে না বলতে এসেছে। নাও, একটা ভাল করে  
গাও ভাই।

বর। হারমোনিয়ম বাজিয়ে গাওয়া আমার Practice নেই,  
আপনি বাজান না।

হেমি। না ভাই, আমরা বাজাতে টাজাতে জানিনে।

বর। আপনি জানেন না?

শৈল। আমরা কি বাজাতে জানি।

বর। তবে কি খালি আপনারা মজাতে জানেন?

শৈল। মজাতে কেন, মজা দেখতে জানি, মজা দেখরে?

(কর্ণ মর্দন)

বর। আঃ খুব দেখেছি আচ্ছা আচ্ছা বারজিয়ে গাচ্ছি চিঃ হিঃ হিঃ (ওম্ম ঘোড়ার মত ডাকছে দেখ জামাই) আমি যে গান জানিনে সই, যদি বা জানি হয়, হ'ল কই। শুনলে আমার হেঁড়ে গলা।

শৈল। তবে দাঁড়াও শালা (চিমটা কাটা)। ভাল করে গাওনা।

বর। আচ্ছা গাচ্ছি গাচ্ছি, খুব ভাল করে গাচ্ছি। শুনলে আমার হেঁড়ে গলা, কান হবে কালাপালা। প্রাণ ডাক ছাড়বে পালা পালা। বুঝি ষাঁড় চোঁচাচ্ছে মাঠে ঐ।

শৈল। ও গান ভাল নয়, একটা থিয়েটারের গান গাওনা ভাই।

পুঁজী। ও জামাই বাবু! ভাল করে থিয়েটারের গান গাওনা!

হেমি। একটা গাইলে হবে না। অনেকগুলো গাইতে হবে।

বর। তখান। বাজে কাজে মিন্সে কে আর যেতে দেবো না।

হেলকোয়োরেশ পিও পিয়ানো

শালা লুঠলিয়া শালা লুঠলিয়া, জান লিয়া

আজু কাহা মেরি কলয় কি রাজা উ হ হ হ

যশোনা নাচসজে ভোরে বলে নীলমণি

(সকলের হাস্য)

পি ৮১২      ভিখারী ও ফেরীওয়াল ( কমিক ) ।

মা মাগো দয়াময়ী মা জননী গো

এই অনাথ বালকের প্রতি, একবার

কৃপাদৃষ্টি কর মা, মাগো—

আমি দুঃখিনী আটহুড়ীর পুত গো,

( বরফ ) মা এ সংসারে আমার বলতে আর

কেউ নাই মা ( বরফ ) মা, আছে

একমাত্র পিসি-মা, তার দু'টা চোখ কাশা,

আর তাঁর অঙ্কের যষ্টি গো মা,

( অবাক জলপান ২ ) মাগো,

আমি তারে ভিক্ষা করে খাওয়াই মা,

( চাই আলু নারকেলের ঘুগ্‌গিমানা )

মাগো ( গরম গরম )

মাগো আমি ভদ্রলোকের ছেলে গো

ধারে ধারে ভিক্ষা করতে লজ্জা করে মা

তাই রাজকালে শুগো মাগো,

ভদ্রলোকের বাড়ীর জানালার ধারে

হুই এক পরসী চেয়ে চেয়ে বেড়াই গো ।

( ও ঘুগ্‌গিমানা এ বাড়ীতে )

( গরম গরম ) মাগো,

তোর অনাথ সন্তান যে অনাহারে

প্রাণ ত্যাগ করে মা; একবার



চেয়ে দেখ ( ওগো ও ছেলে  
 এ দিকে এস বাছা এই নাও ধর)  
 ওগো গিরি মা,  
 তুমি ধনে পুত্রে লক্ষ্মীমন্ত হওগো।  
 তুমি রাজ রাজেশ্বরী হও মা ।  
 ( এস বাছা এই জানালার নীচে  
 হাত দাও ) পেতেছি মা ( পেয়েছ বাবা )  
 এই পেয়েছি মা ( পেয়েছ বাবা )  
 এই পেয়েছি মা, ওগো  
 রাণী মা, তুমি একটা পয়সা দিলে গো  
 আর একটা দাও মা,  
 আমি সমস্ত দিন অকস্মাতে আছি গো ।  
 ( নারিকেলের কোঁপোল ) মাগো,  
 সকালবেলা মুখ্যের জলছত্রে চারমুঠো  
 ভিজে ছোলা আর একটুখানি শুড় খেয়ে  
 জল খেয়ে আছি মা ।  
 ( পাঠার দুগ্ধ ) মাগো  
 ( পাঠার দুগ্ধ ) মাগো, আমি  
 এখনো বাসিমুখে জল মিই নাই গো,  
 মাগো একটা পয়সা  
 দাও মা ( নারিকেল কোঁপোল )  
 ওগো মা ( ওগো বাছা

দশ বাড়ী মোর অনেক পাবে,  
 এক জায়গায় অত লোভ করিতে নাই )  
 আচ্ছা চল্লম যা ।  
 ( মালাইকা বরফ কলেকা তব্ )  
 ( হকুম দৌড়ে ৩ )  
 মাগো ওগো রানী যা আর কে:  
 দরামদী আহিন্ গো  
 ( হকুম দৌড়ে ৩ ) ।

### নূতন বিজ্ঞানসুন্দর

মালিনীর খেদ ।

ব'লব কি আর দুঃখের কথা বুক ফেটে যায় ।  
 যে রাখতো মোরে হৃদযাবারে সে যে আর নাই । (হায় হায়)  
 আমার সে মাধ্বনা মালী, খেত কত গল্পগাখানি,  
 ( মাধ্বনারে বাপ আমার কৈখা গেলিরে ইহা হা হা )  
 রাগ করলে গোলাপ তুলে দিত মোর খোঁপায় ।  
 বিষুববারের বারবেলাতে,  
 গিছলো মালী ফুল তুলিতে,  
 যেই ছিড়েছে অপরাধিতে,  
 মালী আমার নাই ( হায় হায় ) ।  
 সে কথা মনে হ'লে, আঁংকে উঠে পেটের পিছে,

তাই বলি বারবেলা প'রে,  
 কেউ বেরিও না দোহাই ।  
 শুধু কি গায় দেয় কাটা,  
 হুঃখে বুক ফেটে হয় ফুটি কাটা,  
 আর নাকে ঝরে পোঁটা,  
 হায়রে কপালে ঝাঁটা  
 আমার মাথ'নায় কোথা পাই । ( হায় হায় )

গেছে! রামানন্দ—রাবণ-বধ ।

পি ৮৫৮

কমিক ।

ও রি রি রি রি—রাবণ আসিল যুদ্ধে প'রে বৃট জুতো  
 আর হুহুয়ান মারে তারে লাথি চড় গুতো ।  
 ( নামের কিবা মহিমে, রামনামের কিবা মহিমে )  
 ঐ গুতো কয় রাবণ রাজা ঐ বায় গড়াগড়ি,  
 হুহুয়ান বলে তোরে মেরেছি চাপড়ি ।  
 ( নামের কিবা মহিমে, রামনামের কিবা মহিমে )  
 খুলা ঝাড়ি রাবণ রাজা উঠি খড়কড়ি,  
 চক্কু করে জবা ফুল, গোফে দেয় চাড়ি ।  
 ( নামের কিবা মহিমে, রামনামের কিবা মহিমে )  
 ঐ হেন কালে নল নীল আসি তাড়াতাড়ি,  
 রাবণে ভায়াচার ক'রে দস্ত কিড়িমিড়ি । ( নামের কিবা— )  
 রাবণ বলে ঢের দেখিচি, তোর রাম লক্ষণে আন'  
 আচরিতে হুহুয়ান আসি টিকিতে মারে চান' ।

( রামনামের কিবা )

ঐ টানের চোটে রাবণ রাজা অমনি চিৎপটাং,  
বিভীষণ কহে রামে, এবে হান যত্নবাণ ।

( রামনামের কিবা )

ইহা শুনি শ্রীরামচন্দ্র মস্তপূত করি,  
ধনুকে টঙ্কার দিয়া দিলেন বাণ ছাড়ি ।

( নামের কিবা মহিমে )

ঐ গাঁকু করে বিধল বাণ দশাননের বৃকে,  
বাপরে বাপ ডাক ছাড়ে, ধুঁয় দেখে চখে ।

( নামের কিবা মহিমে— )

ও বিশহাতে পটল তোলে, দশমুখে বাজে শিঙ্গে,  
দেখতে দেখতে রাবণ রাজা তুলে ফেলেন ঝিঙ্গে ।

( রাম নামের কিবা মহিমে— )

কাক ডাকে, শিয়াল ডাকে, বানরে দেয় তুড়ি,  
রাবণ রাজা হ'লো বধ বল হরি হরি ॥

( জানা যাবে রাম, যাবে রাম ও নামের মহিমে ) ।

**উদ্ভট কথকতা—ভাঅকুট-মাহাত্ম্য**

কমিক !

আলবোলাং নমস্কৃত্য ফোড়শীক গড়গড়ং ।  
দেবী হুকাং কলিকাং তত জয়মুদীরয়েং ॥

আয় আয় একদা নিরামিষারণ্যে মহষি কেশাকর্ষ-পুত্র ব্যাঘ্র-  
 শ্রবা যুগশক্র প্রমুখাদি সপ্তকোটি ঋষিগণকে, কঙ্কি পুরাণের অন্তর্গত  
 তাম্রকূট-মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছিলেন। কথ্যতে—কথ্যতাম্ রাজা  
 বুদ্ধিগোময় মহষি হৃকানারায়ণকে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ আমি  
 ঘোর পাপে কলুষিত, সদা তাকিয়া ঠেসেন শায়িত, মোসাহেবগণ-  
 পরিবেষ্টিত, জাল জুয়াচুরিতে রত, স্বরাগুণে মোহিত, মানসিক  
 ব্যাধিগ্রস্ত, প্রভু হে আমার গতি কি হবে—এই বলিয়া মহারাজ  
 সাতিশয় অশুশোচনা ও পরিবেদনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।  
 তদর্শনে হৃকানারায়ণ মহারাজকে নানারূপ স্তোকবাক্য দ্বারায়  
 সান্ত্বনা করত কহিতে লাগিলেন, মহারাজ, চিন্তা করবেন না—  
 আপনার মুক্তির উপায় স্থির করিয়াছি। আপনি অচিরে যম-  
 পুরের উর্দ্ধভাগে ধুম্রলোকে গমন করিয়া শান্তিলাভ করিবেন,  
 আপনি নিশ্চিন্ত রহুন। মহারাজ শ্রীহরির চরণ স্মরণ বিনা  
 জীবের গতি নাই হে ( হরি হরি বল ) কিন্তু মহারাজ ও পাপ-  
 মুখে ভ্রমেও একবার ভগবানের নাম উচ্চারণ করেন নাই,  
 শ্রীহরির নাম উচ্চারণ করাও আপনার পক্ষে কষ্টসাধ্য। তবে  
 এক উপায় বলি শ্রবণ করুন, আপনি হৃকাদেবীর আরাধনা  
 করত তাম্রকূট সেবনে রত হউন। এ ঘোর কলিকালে তাম্রকূট  
 সেবন ব্যতীত জীবের মুক্তির আর কোন উপায় নাই।  
 মহারাজ, তাম্রকূটং সেবনং বিনা কলৌ নাস্ত্যেব গতিরন্তথা —  
 আয় আয়। মহারাজ অবধান করুন, মহেশ্বরের ডমরু হইতে  
 কলিকা, বিষ্ণুর কৃষ্ণ অবতারের বংশী হইতে নলিচা, এবং ব্রহ্মার  
 কমণ্ডলু হইতে খোলের উৎপত্তি হইয়াছে, এই তিনের

একত্র সংযোগে হুঙ্কাদেবী আবির্ভূতা হইয়াছেন, মহারাজ ভগবানের ত্রিমূর্তি তাম্রকূট সেবনের দ্বারায় প্রকটিত হন এবং এই হুঙ্কাদেবী ভগবানের একমাত্র ত্রিগুণাত্মিকা বহিরঙ্গ শক্তি । মহারাজ সুরা :পরিত্যাগ করিয়া অহিফেন সেবনে রত হ'ন, এখনই আচম্বিতে আপনার শরীরে ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি সঞ্চারিত হবে । মহারাজ আমি অতি যত্নমতি আমি নিজ মাহাত্ম্য বর্ণনা করিব । ভক্তগণ এক্ষণে সজ্জঃ কুরু তাম্রকূটম্ । জয় জয় তাম্রকূটের জয়, জয় জয় হুঙ্কাদেবীর জয় !

—•—

পি ৭৫২৫

ভোজপুরী—ভিগারীর গান ।

আরে রামা হো রামা আরে রামা ( কোঁ কোঁ কোঁ )

আরে রামকো বাতা দেরে ভাই ( কোঁ কোঁ কোঁ )

আরে পুছত ভরত আরে রাম কেঁহিরে মাই

বাতা দেরে ভাই ( কোঁ কোঁ কোঁ কোঁ কোঁ )

আরে রামকো বাতা দেরে ভাই ।

আরে ভুক লাগে কাঁহা ভোজন পাঁওয়া পিয়াস লাগে কাঁহা পানি ।

কোঁ কোঁ কোঁ কোঁ কোঁ আরে ভুক লাগে কাঁহা পানি

নিদ লাগে কাঁহা আসন পাঁওয়ে ( কোঁ কোঁ কোঁ )

আরে রামা হো রামা আরে কাঁটা কুশামে গীর যাই ।

বাতা দেরে ভাই ( কোঁ কোঁ কোঁ )

আরে রামকো বাতা দেরে ভাই ।

আগে আগে রাম চলতু ছায় পিছে লছমন ভাই ( কোঁ কোঁ কোঁ )

আগে আগে রাম চলতু ছায় পিছে লছমন ভাই  
 আরে তেকুরা পিছে ( কৌ কৌ কৌ কৌ কৌ )  
 আরে তেকুরা পিছে সীয়া স্ত্রীরী আরে রামা ( কৌ কৌ কৌ )  
 আরে হো রামা আরে বাটীয়া সোহত চলি যাই ।  
 বাতা দেরে ভাই কৌ কৌ কৌ  
 আরে রামকো বাতা দেরে ভাই ।  
 রাম বিহু শূন্ অযোধ্যা লছমন বিহু চোপাই ( কৌ কৌ কৌ )  
 রাম বিহু শূন্ অযোধ্যা লছমন বিহু চোপাই  
 সীয়া বিহু শূন্ রমুইয়া আরে রামা ( কৌ কৌ কৌ )  
 আরে হো রামা আরে হো রামা  
 কৌ হামার ভোজন বানাই, বাতা দেরে ভাই  
 আরে রামকো বাতা দেরে ভাই  
 কৌ কৌ কৌ কৌ কৌ কৌ ।

## সূর্য্যগ্রহণ ।

( কবিতা )

দাঙ্গা ! পচা ! কটা বাজলে দেখতো ? সাড়ে আটটা ?  
 তবে তো গেরোণ লেগেছে । ( শঙ্করবনি, কাঁসর বাজ ) গঙ্গান্নানে  
 যাবে তো ?

পচা ! বাবা ! এই মাঘ মাসের দারুণ শীতে ! পুণি  
 আমার মাথায় থাক !

দিদিমা । ও দাস্ত ! গাড়ী আনতে যা, এর পর যে পাবিনি ।  
( শঙ্খধ্বনি )

চণ্ডাল । দানপূণ করো, সোণা দান বস্তুর দান ।

দাস্ত । এই কোচম্যান্ ! নিমতলা ঘাট কত নিবি ?

কোচম্যান্ । সোয়ারী কাঁহা বাবু ?

দাস্ত ! এই গোয়াবাগান ষ্টীটে ।

কোচম্যান্ । তিন টাকা লিব বাবু ।

দাস্ত । আজ যে একেবারে পেয়ে ব'স্‌লি ? দেড় টাকা  
নিস্, চল ।

কোচম্যান্ । দেড় টাকামে কোন্‌ শালা যাবে ।

দাস্ত । আচ্ছা যাক্, দুটাকা । আর বকাস্‌নে ।

কোচম্যান্ । আইয়ে । ( গাড়ী হাঁকাইল ) কে কে ।

( ঘোড়া চিহিহি ) । হটো হটো । সংকীর্তন ( নিকটে ) বল  
বলরে হরিবোল হরিবোল হরি ( দূরে ) বদন ভ'রে । ভিখারীগণ  
( গোলমাল ) জয় হোক্‌ মা সকলের, মা গঙ্গা কৃপা করুন । দাও  
মা, দু মূঠো বেশী করে দাও মা !

বৃদ্ধা । তোমায় একলা দিলে চ'ল্বে কেন বাছা ?

সাধু । এ বুঢ়িষা মাই ! এ গিন্নি মাই । সাধুকো কুছ দান  
করো বাবা !

অন্ধ । দয়াময়ি মাগে । এ অন্ধের দিকে দৃষ্টি ক'র্বেন মা ।  
হরি আপনাদের, একটি পয়সা দিয়ে যাও মা । হরি আপনাদের  
শীগগীর শীগগীর ভবপারে ল'য়ে যাবেন মা ।



বাউল । টাকা কড়ি কি ক'র্কি মন, সার কর শ্রীহরির চরণ,  
টাকা কড়ি—একটি আখলা দিলে মা ! টাকা কড়ি ।

কুয়াচোর । আশ্বন মা সকল, নবগ্রহের কবচ ধারণ করুন ।  
আজ গ্রহণের দিন ধারণ কর্লে সকল গেরো কেটে যাবে মা !  
পূজার জন্তে মাত্র নয়টি পয়সা খরচা, গুরুর আজ্ঞায় আজ বিনা  
মূল্যে দিচ্ছি । কাল থেকে নসিকে হ'য়ে যাবে, আশ্বন না মা ।

স্বীলোক । দূর হ ডাকরা জোচ্চোর । ( মটরকার ভেঁ  
ভেঁ । গোলমাল ) । হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ হাঁ । বুড়ী খুব বেঁচে গেছে,  
খুব বেঁচে গেছে ।

অতি বৃদ্ধা । ঘাটের মড়ারা চোকের মাথা খেয়ে গাড়ী  
হাঁকাচ্ছে ।

ছোকরা । চাণি ! চ, আহিরীটোলার ঘাটে যাওয়া যাক ।  
( ষ্টীমারের সিটি ) সংস্কীর্ভন—গৌর হরিবোল হরিবোল হরিবোল ।

ভলাটিয়ার । ওহে, আমি একলা আটকাতে পারছি নে ।  
এ ঘাটে আর একজন ভলাটিয়ার পাঠিয়ে দাও । শীগ'গীর এই  
এই এই ! এটা মেয়েদের ঘাট, ওদিকে যাও ।

রেড়ো । ঐঃ । কি বল'ছো গো । এ ঘাটে যে আমার  
ইজ্জি স্থান ক'ছেন ।

ভলাটিয়ার । তাতে হ'য়েছে কি ? : অনেক স্বীলোক তো  
স্থান ক'চ্ছেন, তোমার ভয় কি ?

রেড়ো । আমার ইজ্জিকে যদি কুম্‌হীরে টেনে নিয়ে যায়,  
তখন কে ধ'রবে বাবা ?

ভলাটিয়ার । আরে ম'লো ঐ দিকে যা ঐঃ ॥

বকাটে । ফোকরে । দেখে যা দেখে যা, এ ঘাটে একটি বেড়ে—

ভলাগ্গিয়ার । কিহে ছোকরা ! মেয়ে ঘাটের দিকে হা ক'রে তাকিয়ে কেন ? ঐদিকে যাও না ?

বকাটে । কি বলছে। বাপধন বলবন্ত ইয়ার ! বেশী চালাকি করোনা চাঁদ, ঘুঁষিয়ে গ্যাণ্ডলাইজ্ ক'রে ছেড়ে দেবো ।

ভলাগ্গিয়ার । ইউ ব্লাভি ! (গোলমাল) মার শালাকে । লাগাও জুতো ব্যাটার ছেলের মাথায় । পেছনে মার চাটি, একদম্ চাঁচা ।

ভদ্রলোক । যাক্ যাক্, ছেড়ে দিন মশাই । দেখছেন না বাপে খেদান মায়ে তাড়ান (ষ্টীমারের সিটি) (চণ্ডাল) দানপুণ করো, সোণা-দান, বস্তুর দান (অনেক লোক স্নান করিতেছে, একটা গোলমাল) ওঃ ! কি ঠাণ্ডা জল মাইরি ! মা গন্ধে উছ হ হ । চলনা একটু সাঁতার দিয়ে আসি । (ষ্টীমারের সিটি) দাঁড়া ভাই রোদ্দর উঠুক, কালিয়ে গেলুম ।

লোক । কুমিদিনীকান্ত ! কয়ডা ডুব দিছ । আমি পাচটা দিছি ।

সকলে । হরিবোল ! হরি বোল ! গ্রহণ ছেড়ে গেছে ।  
(ষ্টীমার সিটি)

বৃদ্ধ । (কাঁপিতে কাঁপিতে গঙ্গার স্তব পাঠ করিতেছে) ।

দেবী সুরেশ্বরী ভগবতী গন্ধে,  
ত্রিভুবনতারিণী তরলতরঙ্গে ।

শঙ্করমৌলিনিবাসিনী বিমলে,  
মমরতিরাস্তাং, তব পদ কমলে ॥

হুজুর ।

পি ৫৭৪৫

১ম খণ্ড

হুজুর । আচ্ছা আমি কি মনে কচ্ছিলাম বল তো ? দূর  
ছাই ! বল না হে ?

মোসাহেবগণ । ওহে বল না, তুমি বল না, আরে তুমিই  
বল না । ( গোলমাল )

হুজুর । কেউ বলতে পার্লে না ? গাধা-শয়োর-পাজি—  
ছুঁচো ।

মোঃ গণ । আঃ কি মিষ্টি, কি মিষ্টি ।

হুজুর । হতভাগা, লক্ষীছাড়া ।

মোঃ গণ । দুশোবার হুজুর দুশোবার ।

হুজুর । কেউ বলতে পার্লে না তো ? যাক্, আমার মনে  
পড়েছে ।

মোঃ গণ । হুজুরের মনে প'ড়েছে, টক ক'রে পড়েছে ।

হুজুর । দেখ ( হাস্ত ) হে, হে, হে হে ।

খাস্ মোঃ । হুজুর হেসেছেন, হুজুর হেসেছেন, প্রাণের  
মাত্রা ছেড়ে হাস ।

মোঃ গণ । ( হাস্ত ) থিঁ হিঁ হিঁ হিঁ হুজুর ইয়াক—তো  
হো ।'

হজুর। দেখ, এ বয়সে আমার, বুঝেছি কিনা ? ( জ্বাজ্জে খুব বুঝেছি ) বিবাহ করা উচিত কি না ? ( খাস্ মো—সাম্প্রতিক উচিত ) ।

খাস্ মোঃ। এখনও হজুর দু দশ গণ্ডা বে কর্তে পারেন। হজুর তো সবে আশীর কোঠায় ঘা মেরেছেন, তবুও দেহখানি যেন টাটু ঘোড়া ।

হজুর। দেখ, এখনও আমি দুতিন ক্রোশ বেশ হেটে যেতে পারি, আর ছোলা ভাজা মটর ভাজা খাসা চিবিয়ে খেতে পারি ।

খাস্ মোঃ। ছোলা মটর তো দূরের কথা, হজুর ইটপাটকেল লোহা লঙ্কর পর্যন্ত চিবিয়ে মেরে দিতে পারেন ।

হজুর। তাহ'লে বিবাহটা করাই উচিত কি বল ?

খাস্ মোঃ। এ আর বলতে ! হজুরের এত বড় বংশটা কি লোপ পাবে ? বংশটা রক্ষা করা একান্তই আবশ্যক । তোমরা কি বল ?

খাস্ মোঃ। নিশ্চয়ই ! হজুর বে ক'রে ফেলুন । আর ভাববেন না, আমরা এক পাল মোসাহেব থাকতে হজুরের বংশটা কি রক্ষা হবে না ?

হজুর। তবে বের একটু বাধা দেখছি বাপু ।

মোঃ গণ। কিসের বাধা হজুর ?

হজুর। দেখ, আমার একটা চোখ কানা, কনে কি আমায় পছন্দ কর্বে ?

খাস্ মোঃ। পছন্দ কর্বে না, তার চোদ পুরুষ কর্বে ।

হজুর। কিসে বুঝলে ?

মোঃ। হজুরের একটি চক্ষু থাকায় কত শোভা হয়েছে ?  
“একশত্ৰু তমোহস্তি ন চ তারা শতৈরপি ।” আ মরি ! মরি !  
হজুরের মাত্র একটি নয়ন ওঃ কি সুন্দর ভাব । দিনে দেখবো  
যেন সূর্য্য, আর রাত্রে দেখবো যেন চন্দ্র ।

হজুর। বাঃ ! বাঃ ! তোর কি কবি শক্তি । তবে কিনা  
দাঁত গুলো যে প্রায় সবই প’ড়ে গেছে ( হাস্ত ) হে হে হে ।

মোঃ। চমৎকার মানিয়েছে : হজুরের হাসিটুকু কি মধুর  
কটেছে, যেন কচি খোকা হাসছে । কথায় বলে নিদন্তের হাসি  
বড়ই ভাল বাসি ।

হজুর। না ! তোর কাছে হার মানলান । কিন্তু বাঁ পায়ে  
যে গোঁদ র’য়েছে ।

মোঃ। খুব ভালই হ’য়েছে । হজুরের টান খোসে পড়বার  
ভয় নেই । আর বাড় ঝাপটার দিন উড়ে যাবারও ভয় নেই ।  
হজুরের গোঁদটি নোঙ্গর বিশেষ ।

হজুর। ( হাস্ত ) ওঃ হো হো হো ; তবে আর একটা  
বাধা, আমার যে রকম পাকা লম্বা দাঁড়ি এতে হয় ত অপছন্দ  
কর্তে পারে ।

মোঃ—রামঃ ! কোন চিন্তা কর্বেন না । হজুরের এ আর  
বোকা পাঁঠার মত দাঁড়ি নয়, এ যে সাক্ষাৎ দেবারি নারদের  
দাঁড়ি । এতে হজুরের সুবিধা কত । হজুরের নারদের গ্রাম সর্বত্র  
অবাধ গতি । যখন তখন যার তার বাড়ীতে ঢুকে পড়তে পার্কেন,  
এমন কি অন্দর মহল পর্য্যন্ত । যদি কেউ মারতে আসে তখন

দাঁড়ি দেখিয়ে বল্বেল—“সাবধান বেটা ! জানিস্ আমি কে ?  
আমি দেবর্ষি নারদ, আমার সর্বত্র অবাধ গতি ।”

হুজুর । বাঃ ! বাঃ তোর কি স্তম্ভ বুদ্ধি ! থাক তা হলে  
আর কোন বাঁধা বিঘ্ন নাই ! তবে বিয়ের ফুল ফুটলো ?

( স্তরে ) তরে নারে তাইরে নারে ।

গোদা পায়ে ঘুমুর বাঁধ ।

— — —

হুজুর ।

২য় খণ্ড ।

ফুটলো রে ফুল শেষ বয়সে ।

সকল দুঃখ যুচবে এবার

( আমার ) বংশ রক্ষা হল শেষে ॥

নতুন গিন্নি ঘোমটা খুলে, কইবে কথা, মুচকি হেসে

আমি অহ্লাদে আটখানা হ'য়ে

মরবো দেখছি কেসে কেসে ॥

কত আদর কর্কে এলে, ডাকবো পেঁচামুখী ব'লে ।

অগ্নি প্রিয়ে, চোখ রাঙ্গিয়ে,

( আমার ) কানটী মলে দেবেন কসে ॥

বাক্য হাতে ক্ষীরের বাটী এনে দেবে পাতের পাশে ।

একটু চেখে রেখে দেবো

( আমার ) গিন্নি চুমুক দিবেন ঠেসে ॥

পি ৫৮২২ নবযুগের শিহুভক্তি ( কবিতা )

১ম খণ্ড

এস, এস, গানটা একবার ফুল রিহার্সেল দিয়ে নিই, চারটা  
বেজে গেল, আর সময় নেই, বাবা সাড়ে পাঁচটার সময় মারা  
যাবেন ।

গীত ।

সেথা গিয়াছেন পিতা স্বর্গে থাকিতে ক্লাইমেট ভাল জানি ।

সেথা গিয়াছেন পিতা দেব আস্থানে

মর্গিঃ ওয়াকুএ : নন্দন বনে

মন্দার ফুল গন্ধে সজ্জিত আঁজি গিয়াছেন তিনি ॥

কোরাস্ ।

ফ্রেণ্ডগণ ! আজি তোমরা সকলে যতক ভক্তবীর ।

সেলিব্রেশন্ কর মৃত্যু তাঁহার না ফেলি অশ্রুধীর ॥

সেথা গিয়াছেন তিনি ক্ষতি লুটিতে যমের নিমন্ত্রণে

সেথা সোমরস হরধনী বয়

ইন্দ্র প্যালেসে গ্র্যাণ্ড সভা হয় ;

স্থানটা আবার উচ্চ বলিয়া পূর্ণ অক্লিজনে ॥

কোরাস্ ।

সেথা নাহি মুভমেন্ট, এ্যাজিটেশন কিছুই যে দেব

সভার মাঝে ।

দেবতাদের কি বদ্ স্বভাব

ফিল্ করে না কোনই অভাব

মিউনিসিপ্যাল আফিস রাখেনি, উড়ছে না টাকা বাজে ॥

কোরাস ।

যেথা যেতেছেন তিনি সেই দেবসভায় ক্ষুর্দি আয়োদ গানে ।

যেথা রঙ্গীন গাউন পরিয়া অঙ্গে

উর্কশী নাচে বিবিধ রঙ্গে

বজ্র আরাবে ইন্দ্রের ব্যাণ্ড বাজে সে মৃত্যু সনে ।

কোরাস ।

ফ্রেণ্ডগণ ! আজি তোমরা সকলে যতক ভক্তবীর ।

সেলিব্রেশন কর মৃত্যু তাঁহার না ফেলি অশ্রুণীর ।

—•—

নবযুগের শিহুভক্তি ।

( ২য় খণ্ড )

পীড়িত পিতা । হরে ! বাহিরের ঘরে গান গাচ্ছে কারা ?  
হরে । এজ্ঞে, বড় বাবু আর কভা ভদ্রলোক মিলে গান  
কন্তিছেন ।

পিতা । ডাক্তো ।

হরি । বড় বাবু ! কভা ডাক্তিছে । বড়বাবু গো—  
পুত্র ॥ ( দূর হইতে ) যা—ই—

পিতা । আমি মরুতৈ বসেছি আর ছেলের আমার আনন্দ  
উথলে উঠছে । বলিহারি যাই ।

পুত্র । বাবা ডাকছেন ?

পিতা । হারে ! ব্যাপারখানা কি ? তোদের এত গান  
বাজনার ধুম লেগে গেল কিসের ?



পুত্র । বাবা ! শোক সঙ্গীতের রিহার্শেল দিচ্ছিলুম ।

পিতা । শোক সঙ্গীত ! কেন ! কার জন্তে শোক উথলে উঠেছে বাবা ?

পুত্র । আপনারই জন্তে । ডাক্তার বাবু তিন দিন আগে বলে রেখেছেন, আপনি আজই বিকেলে সাড়ে পাচটার সময় মারা যাবেন । আমরা কালকেই মনোরঞ্জন থিয়েটারে শোক সভার আয়োজন করেছি । ফ্রেণ্ডসদের কার্ড পাঠিয়েছি, হ্যাণ্ড বিল বিলিয়েছি—প্লাকার্ড মেয়েছি, সব কাগজে এডভারটাইজ করেছি ।

পিতা । বেশ করেছ, একেই ত বলে পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা ! তোমার সঙ্গে ওটি কে ?

পুত্র । আজ্ঞে, চিন্তে পাচ্ছেন না ? দেখুন দিকি ভাল করে ? ( জনান্তিকে ) ওহে ! আর দেবী নেই, হ'য়ে এল । বাবা একটু পরে আমাকেও চিন্তে পার্কেন না । ( প্রকাশে ) চিন্তে পাল্লেন না, ও যে প্যালা ।

পিতা । ওঃ প্যালা শালা ! ও নাকি খুব একজন বক্তা হ'য়ে উঠেছে ?

পুত্র । হ্যাঁ বাবা ! কালকেকার শোক সভায় প্যালাই আমাদের প্রধান বক্তা । প্যালা ! বক্তৃতার স্ট্রাম্পল বাবাকে শুনিয়ে দাও না ? মারা গেলে ও আর শুনতে পাবেন না ।

প্যালা । আচ্ছা, শুনিয়ে দিচ্ছি, শুনিয়ে—( একটু কাশিয়া ) অহো ! শোকবিহ্বল ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহলগণ ! আবার

আবার একটি থ'সে গেল, কিনা ভারতাকাশ হ'তে একটি উজ্জল নক্ষত্র। আমাদের হৃদয়রূপ থিয়েটার শোকার্গতে দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে। শত শত সাস্ত্রনারূপ দমকল সে ভীষণ অগ্নি নির্বাপিত করিতে সমর্থ হইবে না।

পিতা। গেলাম রে বাবা ! ওরে প্যালা থাম থাম। একটু উঠে বসি।

পুত্র। ওকি বাবা ! উঠে বসছেন যে ?

পিতা। হাঁ শরীরটে একটু স্তম্ভ ব'লে বোধ হচ্ছে।

পুত্র। ডাক্তার বাবু ! শীগগীর আসুন। শীগগীর আসুন।

ডাক্তার। কি ! কি ! ব্যাপার কি ! নাভিস্বাস দেখা-  
দিয়েছে নাকি ! তা এখন বেলা পাঁচটা, হবারই সম্ভাবনা।

পুত্র। দেখুন না, বাবা উঠে বসেছেন।

ডাক্তার। ও কিছু নয়, কিছু নয় ! প্রদীপ নিভবার আগে  
একটু উজ্জল হয়ে উঠে। ওটা মৃত্যুর পূর্ব লক্ষণ।

পিতা। ডাক্তার ! বেশ একটু থিদে হয়েছে, কিছু খাব কি !

ডাক্তার। এখনি ত খাবি খাবেন, অল্প কিছু খাবার দরকার  
কি ?

পুত্র। ডাক্তার বাবু ! ' এই যে সাড়ে পাঁচটা বেজে সতের  
সেকেণ্ড হয়ে গেল, কই বাবা ত মরলেন না।

পিতা। হরে এক বাটা গরম দুধ নিয়ে আয়তো।

পুত্র। বাবা ! আপনি বড় বাড়াবাড়ি ক'রে তুলেন।  
শীগগীর শীগগীর মরুন, নইলে যে আমার মান থাকে না। আট

দশখানা কনভোলেস লেটার পর্যন্ত এসে গেছে। বাবা আমাদের মুখ চেয়েও কি আপনার মরুতে ইচ্ছা কচ্ছে না।

পিতা। আঃ—দুখটা খেয়ে শরীরে একটু বল এল। হরে! লাটি গাছটা দেতো, বারেন্দায় একটু পায়চারি করি।

পুত্র। ও ডাক্তার বাবু! বাবা যে দিবিয়া হেঁটে বেড়াতে লাগলেন।

ডাক্তার। তাই তো! তাই তো! ছটা বেজে গেল।

পুত্র। দেখুন ডাক্তার বাবু, আপনার কথা শুনে আমাকে দাড়িয়ে অপমান হ'তে হলো। এখন আপনিই না হয় মরুন। প্রগ্রামটা বদলে দেওয়া যাবে।

ডাক্তার। অল রাইট! আমি প্রস্তুত হ'য়ে আসি।

পুত্র। আরে পালাও কোথা ডাক্তার! তোমাকে সুইসাইড করো। তোমাকে সুইসাইড করো।

## কন্যাদায়

পি ৫২৭৮

১ম খণ্ড।

এই যে আনুন আনুন আমার পরম সৌভাগ্য যে গরীবের কুটীরে আপনার পায়েয় ধূলো পড়েছে। বস্তুতে আজ্ঞা হয়, আপনি যে দরিদ্রকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিবেন এ আমার বহু পুণ্যের ফল! কত জায়গায় গেলাম মহাশয়, সবাই ছ'চার হাজার চায়। আপনার শ্রায় সজ্জন ক'জন দেখতে পাওয়া যায়।

বাপ । কি আপনি কি বলছেন ? আমি অতি দুঃখী  
মশায়, পয়সাই কি জগতের সার বস্তু । টাকাকড়ি গরনাগাটি  
ঘরে থাকলেই আপদ বিশেষ । পল্লীগ্রামে আজকাল চোর  
ডাকাতের উপদ্রব—কাজ কি ওসব ভাই হাতে করে ? আমি  
নগদ টাকা বা অলঙ্কার এসব কিছুই দাবী করছি না । শুধু  
শাখা শাড়ী দিয়ে কত্তাটাকে সম্প্রদান করবেন ।

এ আপনার মহৎ গুণ, আর আপনার অভাবই বা কি ?  
যথেষ্ট বিষয় আশয় রয়েছে ।

বিষয় আশয় আর কি এমন আছে—মোট হাজার বিঘে  
জোত আর একটু তেজারতি কারবার ।

তা যা হোক আপনার মেয়ের মোটা ভাত মোটা কাপড়ের  
অভাব হবে না । তবে একটু কষ্ট ।

কষ্ট কি ধান টান ভানতে হবে নাকি ।

না না, তা নয় কথাটা হচ্ছে কি আপনারা সহরে লোক,  
চিরকাল কোঠা ঘরে বাস করা অভ্যাস, আমাদের খেড়ো ঘর,  
কেবল পূজার দালানটা পাকা, তাই ভাবছি আপনার কত্তা কি  
খেড়ো ঘরে থাকতে পারবে, না বিশেষ কষ্ট হবে ।

কিছু না কিছু না, মেয়ে আমার সে রকম নয় ।

তাই বলছিলাম কি, আমার বাড়ীতে যথেষ্ট যায়গা রয়েছে ।  
পাড়াগা বুঝতে ত পাচ্ছেন এ কলকাতার সহর নয় যে সওয়া কাটা  
যায়গায় সাততালো বাড়ী হাকড়াতে হবে । বুঝলেন কিনা অর্থাৎ  
আপনার মেয়ের স্বপ্তর বাড়ীতে আপনারি মেয়ে জামাইয়ের জন্তে  
খান তিনেক কোটাঘর করে দিলে ভাল হয় না !

মশাই এ সব আপনি বলছেন কি ।

তবে দোতারা ঘর পরে করে দিলেও চলবে ; সবই আপনার মেয়ে জামাইয়ের থাকবে, আমি আর কদিন বলুন ।

সে কি মশাই, এই যে বলেন কিছু নেবো না, তবে আবার—

ভাল, আর এক কথা, আমার ছেলেটি মাইনার পাশ করে, ঘরে বসে রয়েছে । জানেন ত আমার একটীমাত্র ছেলে, তাই বলছিলাম কি, বিয়ের পর তাকে কলকাতায় এনে নিজের বাড়ীতে রেখে হটক বা কোন বোডিংয়ে রেখে লেখাপড়া শেখান আবশ্যক, আপনার জামাইকে ত আর মুখা রাখতে পারবেন না ।

মশাই আপনি কিছু নগদ নিন ওসব বাজে কথা ছাড়ুন ।

সেটি হবে না যখন প্রতিজ্ঞা করেছি নগদ কিছু নবোনা তখন সে কথার নড়চড় নেই । বেশ আপনি যদি পড়াতে রাজী না হন আর এক কাজ করুন, আপনার জামাইকে হাজার দু'এক টাকা মূলধন দিয়ে উপস্থিত কলকাতায় কয়লার কারবার খুলে দিন তারপর—

মশাই, থামুন যথেষ্ট হয়েছে, ভালয় ভালয় আমার বাড়ী থেকে উঠবেন, না লাঠি বাজী করে—

আপনি ত বেশ লোক দেখছি—ভদ্রলোককে বাড়ীতে এনে অপমান ! আচ্ছা আমি উঠলুম—ভদ্রলোকের মর্যাদা রাখতে জান না ।

যান যান আর ভদ্রতা ফলাতে হবে না সরে পড়ুন । ঐ বেটা যেন বাস্তব ঘুষ, কত রকম পাজ দেখলুম, হায় গরীবের পানে

চায় নায়ে, কত রকম পাত্র দেখলুম, কত বি, এ, পাশ, এম, এ  
পাশ দেখলুম সবাইর বেজায় থাই। হাঃ ভগবান ! কি করে  
মেয়ের বিয়ে দি।

## কান্দান্না ।

২য় খণ্ড ।

মেয়ের বিয়ে দি কেমন করে ।  
বরের বাজার দিনের দিন যাচ্ছে বেজায় চড়ে  
যার আছে ঢেঁকা ছেলে,  
সে ইঞ্চি দরে ছাড়বো বলে,  
মোটী ছেলে যাদের ঘরে,  
তার। বেজবো বলে ওজন দরে ;  
হরেক রকম দেখলাম বর,  
তার বেশীর ভাগ বর্ষর  
বিভা বুদ্ধি নাইক কিছু থাকে যেথায় সেথায় পড়ে  
যারা পাশ করেছে বি, এ, এম, এ,  
সেথা ঘেসতে গেলেই দেহ ঘামে,  
মর্টার কারের দাবী করে যার ছেলে ডাক্তারি পড়ে  
সভা সমিতি দেখলাম কত,  
বক্তৃতাও শুনলাম কত,  
কোন প্রথায় উঠল না ত বরং চলিল বেড়ে

উপায় এক করলে পরে  
সমাজ বেশ শিক্ষা পায়রে,  
আইবুড়া থাকব বলে কনের দল ঝুঁকি করে

## আদরিনী :

পি ৬২০৬

( ১ম খণ্ড )

হাঁদাকান্ত । প্রিয়ে ! এ হেন সময়ে উত্তান ভ্রমণে উল্লাস  
উথলিছে হিয়ায় ? বল আদরিণী ! ভালবাস তো হাঁহুমনিরে  
তোমার ? লজ্জা কেন ধরনি ? দেখ নাহি ত আর কেউ,  
মোরা দুজন, একাকিনী । গজেন্দ্রগামিনী ! তবে কেন মুখে,  
নাহি সরে বাণী ?

আদরিনী । প্রাণের ছিনিমিনি হাঁদাকান্তমনি ! ম'জ্জেছে  
পরানি, নেহারি তব ভুঁড়ীর দোলানি, দোলে যথা বিপুল বয়া  
ভাগিরথী জলে, কিম্বা দোলে সুরষ কুম্মাণ্ড চাষার মাচার তলে ।  
তেঁই নাই পাই সময়, রসময় ! উগারিতে বচন সুখা ।

হাঁহু । অয়ি মধুর হাসিনী ! হাঁহু বিলাসিনী !

কণ্ডনা প্রাণের কথা !

না কণ্ড যদি মুড়াইয়া মাথা, গায়ে দিব ছেড়া কাঁথা ॥

যাব যথা তথা, খাব কচুপাতা অথবা গো নোনা আতা ॥

বল ছুটো কথা প্রাণে পাই ব্যথা, নহিলে কুটিব মাথা ॥

আহু । ছি ছি ছি ছি নাথ ! কি বল যা তা ।

• দিয়া যেন মোর পিষিল যাতা ॥

তুমি আমার প্রাণের হাঁড়িয়া কান্তা ।

কত ভালবাসি কিছু না জাস্তা ।

হাঁহু । অহো ! তিরশিল হিয়া মোর ।

কাঁঠাল পাতা ভক্ষণে তৃপ্তি লভে যেমতি রে পাঁঠা ।

অহো ! মুন্দিয়া আসিছে আঁখি, যেমতি রে ষণ্ড,

মুন্দিয়ে নয়ান বেলপাতা চরবণে ।

প্রিয়ে ! চুখন দানে প্রকাশ তবে অন্তরের ভালবাসা !

আহু । এই চুমিলাম নাথ ! পাউরুটি পাটার্ণ গালে তব,  
এবার চুমি কুমড়া ফালার মত অধরে তোমার ।

হাঁহু । আঃ ! প্রাণ শীতল হ'ল ! দেহ ঠাণ্ডা হ'ল !  
শীতকালে শ্বেত মার্বেলের শানে শীতল পাটীতে শুয়ে বিজলী  
বাজনীয় বাতাস খেতে খেতে বরফ মিশিয়ে শাঁক আলুর সিরাপ  
খেলেও বুঝি এমন শীতল হয় না । সোহাগিনী ! তোমার  
অধর স্নান ক'রে আমি সত্য সত্যই শীতল হ'য়েছি । অয়ি  
চাকাননে ! চাঁদ উঠবো উঠবো হয়েছে । এখনি জোছনার  
পানা পান ক'রে হয় তো আমি একেবারে ঠাণ্ডা মেরে যাব ।

আহু । হায় হাঁড়ি বদন ! তুমি একেবারে ঠাণ্ডা মেরে  
গেলে আমি কেমন ক'রে বাঁচবো, এস হাঁহু, কাণ ম'লে ম'লে  
তোমাকে গরম রাখি । ( কর্ণ মর্দন )

হাঁহু । আ হা হা হা ! আন্তে আন্তে ! অয়ি হাঁহু মন্দিনি ।  
ঐ দেখ মুহু হাসি থেকে অট্টহাসির ক্রম বিকাশের মত অথবা  
টীকে ধরণের মত পূর্বাকাশে ধীরে ধীরে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে !



এস আছ! হস্তি হস্তিনীর কানন ভ্রমণের মত আর কিছুক্ষণ উদ্ভান বিহার করি। অয়ি হাঁছ চিত্তবিলাসিনী! তাঁদের পানে চেয়ে হাঁ ক'রে জোছনা পান করি এস।

আছ। হৃদয়েশ্বর! আর আমি হাঁটতে পাচ্ছি নে। উদ্ভানের কোমল তৃণরাজি পেরেকের মত পায়ে ফুটেছে। তাঁদের কিরণ খ্যাংরা কাঠির মত অঙ্গে বিধেছে। আছরঞ্জন, জঠরে প্রবল ক্ষুধানল জ্বলে উঠেছে। দেহ অবসন্ন হয়ে আসছে, এখনি হয় তো হার্ট ফেল কর্কে! শুধু জোছনা পান ক'রে পেট ভরছে না প্রাণেশ্বর! উ হ হ হ! কি কর্কে! কি কর্কে! নাথ। আমার ধর ধর ধর।

### আদরিনী

( ২য় গণ্ড )

আদরিনী। নাথ আমার ধর ধর।

হাঁছমণি। একি একি প্রিয়ে! কাঁপে মোর হিয়ে

কেন কেন তুমি এমন কর।

আছ। কঠিন মাটিতে হাঁটিতে পায়ের বেদনা বড়

হাঁছ। তবে মখমলের গদি বিছায় দি

চল হেন করিবার ॥

আছ। হেন দেহভার চলিতে পারি নে আর

বড় ঝিদে বেড়ে উঠে যে আমার।

হাঁছ। আন আন প্রিয়ে, ডাকি বামুনদিরে

• ভাত দিয়ে যাক গামলা ভরে ॥

আহু । আমি কুলনারী তায় অঙ্গ ভারী  
 হেঁটে যেতে নারি, নাও ঘাড়ে করি,  
 আমি কুলনারী, হাঁহুঘণি হাঁহুঘণিরে আমার হাঁহুনি,  
 ওরে আমার সোনার হাঁহু, ওরে আমার প্রাণের হাঁহু  
 আমি কুলনারী তায় অঙ্গভারি  
 হেঁটে যেতে নারি নাও ঘাড়ে করি  
 হাঁহু । তুমি আদরিনী অবলা রমণী  
 ঘাড়ে কেন মাথায় চড়  
 আহু । তবে যা হয় একটা শীগ্গির কর  
 বা হয় একটা নাথ নাথ ! প্রাণনাথ !  
 প্রাণ বঁধুয়া মাথায় কর, প্রাণের হাঁহু মাথায় কর ॥



সং ৬৪২০

মুড়ি মাহাত্ম্য ( তরঙ্গা )

নায়ে না তাইরে নায়ে নায়ে নায়ে না, তায়ে তাইরে নায়ে না—  
 শুন শুন মহাশয় করি নিবেদন ।  
 মুড়ির মাহাত্ম্য আজি করিব কীর্তন ॥  
 বন্দিলাম করপুটে করাল বদনী ।  
 বন্দিনা মুড়ি-সুন্দরী শ্বেতবরণী ॥  
 বন্দিলাম ঢোল কাঁশী আর ঢুলির নাচুনি ।  
 বন্দি মোর ওঙ্গাদের ঠ্যাং আর দাত খিচুনি ॥  
 এই পর্য্যন্ত তবে আমি বন্দনা শেষ করি ।  
 মুড়ির ধামা পাচার করি পালা সুর করি ॥

( মুড়ির মহিমা অপার মরি হায় রে, আহা বেশ )  
 মরি হায় রে, মুড়ির মহিমা অপার ।  
 তেল ছুন মেপে খেলে মরি কিবা চমৎকার ॥  
 ( মুড়ির মহিমা অপার মরি হায় রে, আহা বেশ )  
 তার সঙ্গে কাঁচা লঙ্কা, আর আদার কুচি ।  
 গপাগপ খাবে দাদা ফেলে দিয়ে লুচি ॥  
 কড়াই শুটার সঙ্গে মুড়ি আহা মরি মরি ।  
 যেন পদ্মাসনে রাধাশ্রামের যুগল মাধুরী ॥  
 মুড়ির সঙ্গে নারকোল কেহা মজাদার ।  
 যেন পাকা গোঁফে ছুধের দাগ মরি কি বাহার ॥  
 বর্ষার দিনে মুড়ির সনে খেলে কচি শশা ।  
 পাঁকুই ধরে না পায়ে গায় বশে না মশা ॥  
 আবার শীতকালেতে মুড়ির সাথে খেলে রাজা মুলো ।  
 সালসার কাজ কর্বে দেপো গাল ছুটো হবে কুলে' ৷  
 ( মুড়ির মহিমা অপার মরি হায় রে, আহা বেশ )  
 দ্বিজ চিত্ত বলে মুড়ি খেলে তিন সঙ্কাকালে ।  
 হাত পা ছেড়ে ভবপারে তেসে যাবে চলে ॥  
 ( মুড়ির মহিমা অপার মরি হায় রে আহা বেশ )  
 এইখানেতে তবে আমি পালা শেষ করি ।  
 বদন ভরে চাকা মুখে বল হরি হরি ॥

পি ৬৪২০

কালীপূজা ( বলিদান )

মাতাল—জয় মা কালি, জয় মা কালি, এই বর দে মা মুণ্ডমালি ।

যতই কেন বদনে ঢালি, হয় না যেন বোতল খালি ॥

নিতি নিতি মদ খাই শ্রামা,

নেশা ছুটে যায় গো আবার ।

এমন সুরা দে মা তাবা,

নেশা আর ছোটেনা আমার ॥

ধ'রে মা তোর চরণ দুটী,

যে মদ পেয়েছে ধুর্জ্জটি,

আগায় দে মা তোর সেই খোলা ভাটি,

( আমি ) সেই খাটি খাই অনিবার ॥

যাই ভ্রমিদারের বাড়ী কালীপূজা দেখে আসি ।

( দূরে ঢাক বাজিতেছে )

ওমা করুণাময়ি !

তোর অধম সন্তানকে চরণে স্থান দে মা !

ভাঙ্গাজি মশাই, প্রণাম হই । বলিদানের আর বিলম্ব কত ?

পুরোহিত—সে খোজে তোর দরকার কি ?

মাতাল । আজ্ঞে, আমি পাঠার লাজ ধরতে এসেছি কি না ?

পুরোহিত । দূর বেটা ! হাঃ হাঃ হাঃ ।

কর্তা । পাঠাগুলোকে নাওয়ানো হয়েছে রে ?

( তফাৎ থেকে—আজ্ঞে হয়েছে )

কর্তা ! আরে ম'লো ! মশালচী ব্যাটারা গেল কোথায়,  
বলিদানের সময় হ'ল যে !

আরে মশালচী ব্যাটারা গেল কোথায় !

খোনো । হুজুর ওরা ঐখানে ঘুমিয়ে র'য়েছে ।

কর্তা । বটে ! ওঠ্ ব্যাটারা ওঠ্ ওঠ্

( মশালচীগণের ঘুমের ঘোরে কোলাহল )

কর্তা । ওঠ্ নারে শালা ( পদাঘাত )

জ্বৈনক মশালচী । ( কৌক ) লাখিটে শ্রাঘে আমার পীঠেই  
পলোরে ! ও তাল্ই আমার এড়ীর ত্যালের ভাঁড়ডা গেল কনে ।

( উৎসর্গের সময় ছাগল ডাকিতেছে )

পুরোহিত :—

ওঁ বলিঃ গুরু মহাদেবী পশুঃ সর্কীগুণাশ্ৰিতং ।

যথোক্তেন বিধানেন তুভ্যমস্তু সমর্পিত ॥

ওঁ কালি কালি মহাকালি কালিকে কালরাজিকে ।

ছাগলেন বলিঃ দদ্বি প্রগৃহাণ দিগম্বরী ॥

কর্তা । ওরে বাজারে বাজা ।

( বলিদানের বাজনা বাজিতেছে—ছাগল ডাকিতেছে )

১ম ব্যক্তি । নাণিক মুড়ি ধকি ।

২য় ব্যক্তি । না দাদা আমি ঠ্যাং ধ'কে ।

মাতাল । আমি ল্যাজটা চেপে ধর্লাম ।

( ছাগল ডাকিতেছে )

১ম ব্যক্তি । আরে ছাড়্, ছাড়্, হাড় কেটে ফেলি তারপর  
ধারিস এখন ।

( বাজনা থামিল )

( পাঠাকে হাড়কাটে ফেলিতেছে, বেচারী শেষ ডাক ডাকিতেছে )

কর্ত্তা । মা ! মা !

সকলে । জয় মা !

কামার । হুঁ ! ( পাঠা কাটিল ) ( সজোরে বাজনা

বাজিতেছে )

( কোলাহল—চীৎকার—হাস্য— )

বৃদ্ধ । ওরে স'রে আয়—স'রে আয়, রক্ত ছিটছে ।

( ঢাকের বাজসহ নৃত্য গীত )

ওমা দিগম্বরী নাচ গো শ্রামা রণমাঝে ।

ওমা দিগম্বরী নাচ গো শ্যামা রণমাঝে ॥

ওমা—( আরতি আরম্ভ হইল )

( আরতির বাজনা বাজিতেছে )

( পরে আরতি শেষ হইল—সকলে প্রণাম করিল )

মা ! মাগো ! দয়াময়ী !

কর্ত্তা । সর্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে ।

শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণ নমোজ্ঞতে ॥

পি ৫০৭

হাসি কান্না ।

তিন দিন হ'ল রামা বেটাকে পাঠিয়েছি, কোনই খোঁজ খবর নেই। গিন্নী রাগ ক'রে বাপের বাড়ী চ'লে গেলেন। হৃতীয় পক্ষের স্ত্রী, আন্ধার সহ ক'রতেই হবে। গিন্নীর জ্বর হয়েছে, চিঠি পেলাম। আঃ, বেটা এখন, এলে বাঁচি। ঐ যে—ঐ যে—রামা বেটা হাসতে হাসতে আসছে, যাক্ তা হ'লে খবর নিশ্চয়ই ভাল।

হেঃ হেঃ হেঃ ।—

রামা। বাবু, কি হবে—কি হবে ?

বাবু। কি—কি

রামা। মোর মা-ঠাকরুণ—ওঃ—

বাবু। জরে মারা গিয়েছে বুঝি ? ও যা ভেবেছি তাই !  
ওগো তুমি আমায় ফেলে কোথায় গেলে গো ! ওঃ ওঃ —

রামা। জর টর কিছু হয় নি গো ! জর হ'য়েছে পিস্ শাউড়ীর ।

বাবু। তাই বল্ বেটা, তাই বল্ ।

রামা। মোদের গিন্নী ঠাকরুণ—বাবারে কি হ'লরে !

বাবু। কি হ'লো ? কি হ'লো বল্না শিগগীর খুলে ।

রামা। তেনার শরীর ত ভাল ছিল—

বাবু। ভাল ছিল ? ভাল ছিল তবে আর কি ?

রামা। কিহু—

বাবু। আবার কিহু কি রে ?

রামা । যে দিন আপনার বিয়ের কথা মিচে ক'রে বলি গো,  
সেদিন মা ঠাকরুণ শোবার ঘরে রাত্রে দুঘোর দিয়ে, আপিন্  
গুলে—

বাবু । খেলে বুঝি ? ওগো আমার কি হবে গো কেন  
মিছে ক'রে মরুতে বল্লম ।

রামা । আজ্ঞা আপিন্ খায় নি গো—

বাবু । খায়নি—খায়নি বাঁচা গেল । ‡

রামা । তবে—

বাবু । আবার তবে কিরে ব্যাটা ?

রামা । আপিন্ গুলে খানিকটা ভেবে চিন্তে, সেটা জানালা  
গলিয়ে ফেলে ছালে ।

বাবু । তবু ভাল, তবু ভাল, এমন ক'রে বলে ! এখনি যে  
ব্যাটা গোহত্যা ক'রেছিলি । হাঃ হাঃ হাঃ—

রামা । কিন্তু—

বাবু । আবার কিন্তু কিরে ?

রামা । সেই ঘরের উপরের আড়ায় চারগাছা দড়ি ঝোলান  
ছিল । সেইগুলো খুলে এক সঙ্গে লম্বা ক'রে বেঁধে—উহ—  
হঃ হঃ—

বাবু । গলায় দড়ি দিলে বুঝি ? হেঃ হেঃ হেঃ—

রামা । এজ্ঞে না, গলায় দড়ি দিতে যাবে কেন—

বাবু । তবে কি শীগগির বল !

রামা । এজ্ঞে সিন্দুক পেটরাতে কাপড় চোপড় গয়না পত্র  
সব না পুরে দিয়ে সেই দড়ি দিয়ে ক'রে বাঁধলেন ।



বাবু। ছর বেটা! হে—হে—হে—

রামা। তার পর গরুর গাড়ীতে সব চেপিয়ে দিয়ে নিজের চ'ড়ে ব'সলেন। ঋনিক পরে কোথায় যে গেলেন, কেউ টের পায়নি।

বাবু। ওহো হো—আমার সর্বনাশ হ'য়েছে রে!

রামা। আমি দৌড়ে গিয়ে ইষ্টিসনে দেখি যে, মাঠাকরুণ এল গাড়ীতে উঠলেন—

বাবু। তোরা উঠতে পারুলি নে?

রামা। এজ্ঞে, উঠিইতো মা ঠাকরুণকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আলাম। এই যে মা ঠাকরুণও এদিকে আসচেন, এখন পালাই বাবা!

বাবু। এঁ এঁ—তাইতো! সত্যি গিন্নীই তো! সব রামা বেটার বজ্জাতি। হাঃ হাঃ হাঃ—

গিন্নী। নাও থাম, কেঁদে যে ভাসাচ্ছিলে। আনতে লোক নাকি পাঠাবে না ব'লেছিলে?

বাবু। গিন্নি, তোমার খুরে পেল্লাম। তুমি ভেল্কি জান বাবা! হে—হে—হে।

—•—

৩ গোশালচন্দ্র সিংহ রায়

বুড়ি তুই গাঁজার যোগাড় কর।

( বর্জমান জেলার ভিখারীর গান হ'চ্ছে, মুখে আনন্দলহরী বাজান হ'চ্ছে, আর গান হ'চ্ছে। )

বুড়ি তুই গাঁজার যোগার কর ।

ও তোর জামাই এল দিগম্বর ।

ঐ এল এল শোন লো শোনলো ভুতের কলকলি,

ঐ বাজছে শিক্কা ডমরু আর দিচ্ছে করতালি,

আবার ঘাঁড়টা কবুছে হৌগগা হৌগগা,

দেখে সবার লাগে ডর ।

ঐ ভুতের খোরাক মোটা মোটা মাছুর কটা চাই,

ঐ ঘাঁড়ের খোরাক ধানের বোঝা তাও আনান চাই,

আবার নন্দী ভূঙ্গী চাষ ভাস্কের গোরা,

না পেলে হবে রগব ।

ঐ ক্ষেপা বলে শোনলো মেনকে,

ঐ কে যে জামাই কে যে বেটা, বলি তোমাকে,

আমি শুনেছি পুরাণ বলে, একই অন্ধ গৌরী হর ।

— — —

দ্বিজেন্দ্রনাথ বাগচি ।

পি ১০৫

সিদ্ধু খান্জাজ—দাদরা ।

পাখী এই যে গাহিলি গাছে,

কেন চূপ দিলি, ঝোপে ডুবে গেলি,

যেমনি এসেছি কাছে ।

এখনো ফোটেনি তারা, এখনো স্তম্ভার ধারা

ঝরনিক পাখী ধরণীর গায় ;

আকাশে ভরা আছে ।

ঢেলে কি সমীরে তান স্বধার অলসে কলসী ভরালি ;  
 ভুলে কি গেছরে গান ;  
 নিশার আবেশে দিবসে মাতিয়া  
 আঁখিটি মুদিয়া গেছে ।

ভৈরবী—একতাল ।

যামিনী না যেতে আগালে না কেন, বেলা হ'ল মরি লাজে ।  
 সরমে জড়িত চরণ দুখানি কেমনে যাইব পথের মাঝে ॥  
 নিভিয়া বাঁচিল নিশার প্রদীপ উষার বাতাস লাগি,  
 গগনের কোলে শরতের চাঁদ লইল শরণ মাগি  
 পাখী ডেকে বলে গেল বিভাবরী,  
 বধু চল জলে লইয়া গাগরী ;  
 আমি লো শিখিল কবরী আবরী, কেমনে যাইব পথের মাঝে ॥

শিঙ দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ।

পি ৭৫৩৩

মেঘের পরে মেঘ জমেছে  
 আধার করে আসে  
 আশায় কেন বসিয়ে রাখ  
 একা দ্বারের পাশে ।

## রেকর্ড সঙ্গীত ।

কাজের দিনে নানা কাজে  
থাকি নানা লোকের মাঝে  
আজ আমি যে বসে আছি  
তোমারই আশ্বাসে ।  
তুমি যদি না দেখা দাও  
কর আশ্রয় হেলা  
কেমন ক'রে কাটে আমার  
এমন বাদল বেলা ।  
দূরের পানে মেলে আশি  
কেবল আমি চেয়ে থাকি  
পরাণ আমার কেঁদে বেড়ায়  
দুরন্ত বাতাসে ।

---

আমার পরাণ বাহা চায়  
তুমি তাই, তুমি তাই গো,  
তোমা ছাড়া আর এ জগতে মোর  
কেহ নাই, কিছু নাই গো ।  
তুমি স্মৃতি যদি নাহি পাও  
যাও স্মৃতির সন্ধানে যাও  
আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয় মাঝে  
আর কিছু নাহি চাই গো ।  
আমি তোমারি বিরহে রহিব বিলীন

তোমাতেই করিব বাস,  
 দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী, দীর্ঘ বরষা মাস  
 যদি আর কারে ভাল বাস  
 যদি আর ফিরে নাহি আস  
 তবে তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও  
 আমি যত দুঃখ পাই গো ।

মিঃ দিলীপকুমার দাস ।

পি ৬২৪৪

কীর্তন ।

ছিল বসি সে কুসুম কাননে ।  
 তার অমল অরুণ উজ্জল আভা  
 ভাসিতে ছিল সে আননে ॥

ছিল এলায়ে সে কেশরাশি, ছায়া সম হে—,  
 ছিল ললাটে দিব্য আলোক শাস্তি অতুল গরিমা ভাসি,  
 তার কপোলে শরম নয়ন প্রণয় অধরে মধুর হাসি ।  
 শুধু চাহিল সে মোর পানে একবার গো—  
 যেন বাজিল বীণা মুরজ মুরলী অমনি অধীর তানে,  
 সে গেল কি দিয়া কিনিয়া বাজি মুরলীয়া কিবা মন্ত্র শ্রুণে  
 কে জানে ॥

মিশ্র সিদ্ধু ।

রান্ধা জবা কে দিল তোর পায়ে মুটো মুটো ।  
 দে না মা সাধ হয়েছে পরিয়ে দে না মাথায় ছুটো ॥  
 মা বলে ডাকবো তোরে হাততালি দে নাচবো ঘুরে  
 দেখে মা হাসবি কত আবার বেঁধে ( মা তুই )  
 দিবি ছুটো ॥

মিস্টার ডি, এল, ক্লাস ।

পি ৪৩৬

কমিক ।

পারত জন্মানা কেউ বিষ্ম্যব্বারের বারবেলায় ।  
 জন্মাও ত সামলাতে পারবে নাক তার ঠেলায় ॥  
 শোন, বিষ্ম্যব্বারের বারবেলাতে, আমার জন্ম হইল,  
 তাই দিল কাল ক'রে, রোদে ধ'রে,  
 নাথিয়ে নাথিয়ে তৈল ।  
 দেখে মা কাল ছেলে দিল ঠেলে, দিল নাক মায়ের দুধ,  
 করে দিল শরীর সুরু, বুদ্ধি গুরু, খাইয়ে খাইয়ে গায়ের দুধ,  
 পরে, মিলে আমার আটটা মামায়' বাবার সেই আট শালায়  
 হ'তে না হ'তে বড়, দিয়ে চড়, পাঠিয়ে দিলে পাঠশালায়,  
 দেখে মোর গুরুমশাই, যেন কষাই, বিচেয় খাটো শর্ম্মারে,  
 ক'রে দিলে সেই ফাঁকে শরীরটাকে  
 পিটিয়ে পিটিয়ে লম্বারে ।

বাবা, আমি উচু দিকেই বাড়িছে দেখে,  
 ইঞ্চুল থেকে ছাড়িয়ে নিল,  
 দিল মোর চাকরী করে, তারাও মোরে,  
 দুদিন পরে তাড়িয়ে দিল,  
 দেখে মোর চাকরী শূন্য, বাবা ক্ষুণ্ণ,  
 বিয়ে দিতে নিয়ে ঘরে গেল,  
 দেখে মোর শরীর লম্বা বৃদ্ধি রম্ভা,  
 ক'নের দরও চড়ে গেল !  
 হায় গো ! বিধি দুষ্ট, সবাই তুষ্ট, কষ্ট কেবল আমার বেলায়  
 সে কেবল ফেল্লাম বলে, জন্মে ভুলে,  
 বিষ্যৎবারে বারবেলায় ॥

## বলাইদাস শীল ।

কমিক ।

তোমারি বিরহে সহরে, দিবানিশি কত সহি ।  
 এখন ক্ষুধা পেলেই খাই শুধু, আর ঘুম পেলেই ঘুমুই ॥  
 কি বলিব আর পরিত্যাগ এখন একেবারে চিড়ে দই ।  
 রোচনাকো মুখে কিছু আর একটু পাটার ঝোল আর লুচি বই ॥  
 এখন সকাল বেলা উঠে তাই, হতাশভাবে সন্দেশ খাই,  
 কতু দু'খান সরপুঁরিয়া, দুঃখের কথা কায়ে কই,  
 দুঃখের বারিদি আমার, কোন মতে পাইনি থই ॥

খাবার বিরহে বুঝি আগার জ্বালা, জেগে ওঠে ওই,  
 এখন বিকেলটাও যদি হয়, সববৎ থেয়ে কেটে যায়,  
 সন্ধ্যায় একটু ছইস্কি ভিন্ন, প্রাণটা আর বাঁচে কই,  
 কে যেন সদাই এ প্রাণে, পাকা ধানে দিচ্ছে মই ।  
 তাই রাতে ছ' চার ইয়ার ডেকে এ দাওণ বিরহের বোঝা বই ॥  
 এখন ভাবি ও বিধু বয়ানে, ঘুম আসেনা নয়নে,  
 রাত্রি ও মধ্যাহ্ন ভিন্ন, চব্বিশ ঘণ্টাই জেগে রই ॥  
 বিরহেতে দিন দিন ওজনেতে বেশী হই ।  
 এতদিনে বুঝিলাম প্রিয়ে, আনি তোমা বই আর কারু নই ॥

### শ্রীমুত বঙ্কিমচন্দ্র চক্রবর্তী

(অমন) আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না  
 হৃদয় মাঝে লুকিয়ে বস' জান্বে না কেউ জান্বে না  
 বিশ্বে তোমার লুকোচুরি  
 দেশ বিদেশে সদাই ঘুরি  
 বল আমার মনের কোনে  
 দেবে ধরা, ছল্বে না !

জানি আমার পাষাণ হৃদয়

চরণ পাবার যোগ্য সে নয়

তোমার হাওয়া লাগ্লে হিয়ায়

তবু কি প্রাণ গলবে না ?



নাই বা আমার নাই সাধনা  
 ঝরলে তোমার কুপার কণা  
 নিমিষে ফুল ফুটবে নাকি  
 চকিতে প্রাণ গলবে না ?

তোমায় শুধু দেখবো আমি বলবো না কিছু বলবো না  
 তোমার পথে চলবো আমি অন্ত পথে চলবো না  
 বলবো না কিছু বলবো না ।

তুমি যখন জ্যোৎস্নারাতে  
 ঘুমিয়ে থাকবে আমার ছাতে  
 টাদের আলো পড়বে এসে  
 হাতে মুখে পায়েরে,

তখন আমি অলক্ষিতে  
 আস্তে এসে আসে উঠে  
 বসব' তোমার চরণ কাছে  
 অন্ত কোথাও বসব' না ।

জ্যোৎস্নাসিক্ত পায়ের শোভা  
 দেখতে অতি মনোলোভা  
 দেখতে দেখতে পড়ব' টলে  
 .অন্ত কোথাও যাব না ।

দেখতে দেখতে কতক্ষণে  
কি জানি কোন শুভক্ষণে  
পায়ের সাথে মিশবে মাথা  
বলতে কিন্তু পারবো না ।

শ্রীযুক্ত গণপতি মুখোপাধ্যায় ( এমেচার )  
পি ৬২৫০                      ভৈরবী

দুঃখ না পেলে দুঃখহরা ভাল লাগে না কই ।  
দুঃখহরা নামটি তোমার যায় না জানা দুঃখ বই ।  
সুখ শ্রোতে যখন ভাসি, মা'র নামেতে আসে হাসি ;  
দুঃখ এলে মা বলে, কেঁদে সারা হই ॥  
তোর ঐ স্নেহে গলে, আমিছকে দিয়ে ঢেলে ;  
তোর এ মায়া নাহি ছেড়ে পদে পড়ে রই ॥

আশাবরী

কৃপাময়ী মা আমার মরি তব কি করুণা ।  
ভাক্তে আমি চাই না তোমায় তবু বল মা বল না ॥  
তোমার কথায় তোমায় ডাকি, তোমার হয়ে ভবে থাকি  
বলতে কিছুই আছে বাকী পুরাও স্বরা সে বাসনা ॥  
নিজে বটে আছি সুখে, দিন যায় মা হাসিমুখে ;  
কিন্তু পরের দুঃখ দেখে, প্রাণে পাই যে যাতনা ॥

## গোপালচন্দ্র সিংহ স্নান ।

( গোপালদা'র নূতন তরঙ্গ )

পি ১৬৭২

কমিক ।

গোপালদা'র এই তরঙ্গার নূতন Question বেরিয়েছে,  
প্রথম চুলির বাজনা হচ্ছে,—

ডি ডি ডি ডিডিম সো ২, ডিম সো ডিডিম সো ডিম সো ৩ ।  
গোন্দো ভেড়ের ভেড়ে ২, ব্যাটার মুখটা পাতি নেড়ে, দাসপুর  
গুপিনাথপুর ২, গুপিনাথপুর ৩, দাসপুর গুপিনাথপুর । ধান  
তোল বড় বো ৩, ঘুঘুতাড়া ৩, তিন আনা তিন কাঁটা ৩, বাবারে  
বুক গেলরে, শালা তোর কি হলোরে ২, দাদা গাই দেখসে গরু  
তার কি দেখবে, ধিনি তাকের ব্যাটা তিনি তাক ২, তোর না  
রোধেছে পুঁইশাক, আমি দিতে থাকি তুই খেতে থাক ২, গুগ লি  
ঝিঝুক বা ৩ ।

বন্দিলাম কালীঘাটে করপুটে ও না করালবদনী ।

আজ আসরে দয়া করে মোর কণ্ঠে বলাও বাণী ॥

খ্যানা খ্যানা খ্যানা তিরি নাক্ ডি ডি ডিন্ ডিন, বাবু আজ  
আসরে বেটা মোরে যে চাপান দিয়ে গেছে । ঐ চাপানের চোটে  
বাবু গো আমার, প্রাণে ভয় ধরেছে ।

ডি ডিম সো ২, বাবু ছুটো একটা মধ্যে মধ্যে গরমিল হয়ে  
যাবে । বিয়ে পাশ করা তর্জাওয়ালা বাবু গো কোথায় পাবে ।  
খ্যান খ্যান খ্যান কাঁই কাঁই কাটা কাঁই ডি ডি ডি ডি ডিম সো,

বাবু কোন্ খানেতে সিংহের মুণ্ড গরুতে খেয়েছিল । ব্যাটা আজ আসরে আমারে এই চাপান করে গেল ॥

ডি ডি ডিম ডিডিম সো, ওই এক কথাতে ওর চাপানের জবাব আমি সারি । ওগো আজ আসরে দয়া ক'রে যেন মান রাখেন শ্রীহরি । বাবু স্বরথ দুগোংসব ক'রে প্রতিমা জলে ফেলে । শুখাবার জন্তে প্রতিমা রেখেছিল স্থলে । ডি ডি ডি ডি ডিম সো, ওগো প্রতিমার সিংহের বিচালির মুণ্ড গরুতে খেয়েছিল । ওগো এক কথাতে ওর চাপানের জবাব হ'য়ে গেল ॥ ব্যাটা ভদ্রলোকের বাড়ীতে বড় কচ্ছে বাড়াবাড়ি । যদি ফাঁকে পেতাম আর আসর হতো বারোয়ারী ।

বাবু—এই পর্যন্ত আমাব তবে তর্জনা সাজ হলো ।

ওগো মুসলমানে একবার আল্লা বল,

আর—হিন্দুতে হরি বল ॥

—•—

লোকা ধোপার যাত্রা—বেহালার লড়াই ।

বণা গরাদা বেষ্টিত রাজা, সারস পক্ষীর গ্রায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে তড়াং করে একটিং ধরে ফেল্লেন—শুন শ্রীমন্ত দেখ পূর্বপ্রতিশ্রুতি মত, যদি তুমি কমলে কামিনী দেখাতে না পার, নিশ্চয়ই তোমার প্রাণদণ্ড হবে । মহারাজ, আগার কর্ণধার নাবিকগণ সকলেই দেখেছে, বামা বামহস্তে হস্তিধারণ পূর্বক গ্রাস করুছিল, আবার উদগারিত করছিল, হস্তিকে পুনরায় গ্রাস করুছিল । বোধ হয় আমাদের তরণী দৃষ্টিপথে পতিত হওয়ায়, বামা লোক লজ্জাভয়ে স্থানান্তরে গমন করেছে—

গীত ।

এই যে ছিল কোথায় গেল কমল দল-বাসিনী ।

লোকলাজ ভয়ে বুঝি লুকাল শশীবদনী ॥

এই যে ছিল কোথা বা লুকাল করী,

কোথা গেল সে স্নন্দরী, এ মায়া বুঝিতে নারি,

এ রমণী কার রমণী ॥ এই যে ছিল—

বেহালাওয়ালা বেটার অসহ হলো । সে বেটা ঠেলে  
রাগিণী ধরে ফেল্লে—রেতেনা ২ কাল সকালে না, এখন দিন  
কতকই না, আ আ, তোম্না ২ রহামনা তোম তো একেবারেই  
না আ আ, এর মধ্যে আবার দাশুয়ারের পাঁচালী একটু চুকিয়ে  
দিলে, মম মানস সদা ভজ্জ দ্বিজ-চরণ-পঙ্কজ । বামনে করিলে  
দয়া বামনে ধরে দ্বিজরাজ । আবার ইংলিশ দিচ্ছে—থাক্ থাক্  
থাক্ থাক্ তোরে বাঘে ধরে থাক্, তোম্না হামনা তোম তো  
একেবারেই না আ আ, তার মধ্যে আবার একটু কীর্ত্তন হলো—  
টাকা দিবি কি না দিবি বল, যদি না দিস্ তো থানায় চল ।  
এবার আবার বেহালার চরম সীমা যেটা, সেইটে দেখাচ্ছে  
আর কি—

কেরাসিনি ৩, ঝাঁঝিঁ পোকা ৩, কেরাসিনি ৩, সরষে ৩,  
রেড়ি ৩, নারকোল, আবার ঘিনি তবলা বাজাচ্ছেন, করছেন—  
ঘুঘু তাড়া ৩ এ এ এ ।

মিঃ গোপালচন্দ্র সেন গুপ্ত ( অঙ্ক গায়ক )

পি ৭৬২৩

খাছাজ ।

জানি গো জননী তুমি কেমন লোকের মেয়ে মা  
(ওগো) পাষণ কুলে জন্ম তোমার পাষণ সম হিয়ে মা  
মা জানি গো মা ॥

অন্নপূর্ণা নাম ধর, অন্নোতে পুণিত কর মা,  
তবে কেন বিশ্বেশ্বর ভাঙ খেতে ডরায় মা ॥

— • —

ভৈরবী ।

চরণ ধরে আছি পড়ে একবার চেয়ে দেখিস্ না মা  
মত্ত আছি আপন খেলায় আপন ভাবে বিভোর বামা ।  
একি খেলা খেলিস্ ঘুরে, স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল জুড়ে  
ভয়ে নিখিল মুদে আঁখি চরণ ধরে ডাকে মা, মা ।  
হাতে মা তোর মহা প্রলয় পায়ে ভব আশ্রহার  
মুখে হা হা অট্টহাসি অঙ্গ বেয়ে রক্ত ধারা ;  
তারা, ক্ষেমঙ্করী, ক্ষেমা, অভয়ে, অভয় দে মা  
কোলে তুলে নে মা শ্রামা কোলে তুলে নে মা শ্রামা ॥

'— — —

সঙ্গীত-নাট্যক আবু গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

পি ৬২৭৫

বেহাগ ।

মরি কি শোভে আজি তুবনে ভবেশ-ভবাণী  
অপরূপ দেখে জগজনে সার্থ কর আঁখি ।

অধম গোপেশ্বরে কৃপা কর গো

অস্ত্রে যেন তব চরণ দেখি ॥

কালেংড়া ।

রাণী এই লও তোমার উমারে,

ধর ধর হরের জীবন ধন ।

অনেক মিনতি করি তুষিয়া ত্রিশূলধারী

উমাধনে আনিলাম নিজ পুরে ।

— — —

পি ৬৪২১

ইমন ।

জগত জননী শ্রামা রণ মাঝে কেন হেরি,

যাও গো নিজ আলয়ে মহেশ ভামিনি ।

পদভরে কাঁপে ধরা, আর নেচ না ভবদারা,

কি লাগিয়ে রোষ ভরে অসি ধর জিনয়নি ।

স্বরট মিশ্র ।

তোমার চরণ কমল ভাবিয়া ভ্রমর নিকর আসে,

ভাই কিগো শ্রানা তোমার চরণ,

করেছে মহেশ হৃদয়ে ধারণ ;

যোগিজন সদা গাইছে নাম,

বসি গিরি গুহাবাসে ।

তুমি গো বিশ্ব ভুবন মোহিনী ,  
মহিমা বুঝিতে পারে কে জননী,  
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা আদি,  
তোমার গুণ প্রকাশে ।  
অমর বাহিত তোমার চরণ,  
সে পদে পাবে কেমনে শরণ  
তবে যদি স্থান দাও নিজ গুণে,  
তবে যাব অনায়াসে ।

পি ৬৫৭৩

কানাড়া ।

দুর্গানাম মহামন্ত্র মুক্তির কারণ  
এই মন্ত্র জপ মন মুক্ত হবে ভব বন্ধন !  
অপার মহিমা যার দেবাদি না জানে,  
কি কব মানব আমি মুচ্যমতি অভাজন ॥

আড়ানা ।

কালী নাম জপ রে মন  
যাতনা সব দূরে যাবে,  
যে নামের গুণে কত জনগণে  
তরিল অনায়াসে !



কেন রে মন বিষয় বিধে

মত্ত হয়ে রয়েছ বসে,

সদা ভাব তার চরণ, মুক্তি পাবে কিসে ।

পি ৬৭৫০

নট মল্লার ।

তুমি হৃদয় মাঝে রয়েছ, তবু কেন ওঠে নাথ ।

দুখানলে সতত জ্বলিছে মম অন্তর ।

যাতনা নাশ হে হরি ! মঞ্চলময়,

কবে পাবে বল, তব পদে শরণ গোপেশ্বর ।

কাফি মিশ্র

আর ভাকিতে পারব না মা ডেকে ডেকে হলেম সারা,

শুনতে পেয়ে শুনিস্ না তুই নাম কেন তোর দুখহরা ।

তুই যে পাষাণীর মেয়ে তাই ত দেখিস না চেয়ে,

কে ম'ল কে বাঁচল হ'ল তোর, তাতে কি হয় গো তারা ।

যে তোর মায়া বুঝতে পারে, সে তোর চরণ লভিবারে,

পড়ে আছে সবাকারে অন্তে কে তোর বুঝবে ধারা ।

প্রামোদফোন ক্লাব

মন্ডির ফুটবল ফাউন্ডেশন দর্শন ( ১ম খণ্ড )

( একজনের বৈঠকখানায় কতকগুলি ছাত্র বসিয়া আমোদ  
প্রমোদ করিতেছে । )

পি ৭৪১৪ গান :—বাজিল বাশের বাশরী—

ওরে ওরে এই তোরা এখনও গান বাজনা করুছিস, আর এদিকে যে সাড়ে চারটে হ'য়ে এলো, ওঠ, ওঠ—

সাড়ে চারটে হ'য়ে এল নাকি ? চ, চ ।

বাস্ বাবা, বাসে চড়ে ত পাঁচ মিনিটে এসে পড়লুম । এখন যে ভিড়, ঢুকি কি করে ?

এখন যে ক'রে পার ঢোক ।

উঃ বাবারে ! গেলাম রে !—যাক্ অনেক কষ্টে ত ঢোক গেল, এখন যে খার যায়গা দেখে নাও ভাই, যে যায় জায়গা দেখে নাও ।

মশায় একটু খানি কেতরে বসুন না ।

কোথায় বসবেন ?

আমি ঐ ওপরে যাব, আমার সিট রেখে এইচি একটু হেলে বসুন না ।

বাঃ—ওপরে যাব বলে—ফস্ করে এখানে বসলেন—আহা বসলেই বা দাদা—হিন্দুস্ত বাঙ্গালীস্ত বাঙ্গালীং গতি । নাও নাও দাদা—সিগারেট খাও, সিগারেট খাও, সিগারেট খাও । ঐ যা !—ভিড়ের ভেতর সিগারেটের রূপোর caseটা পড়ে গেছে । একটা কথা বলি বিড়ি টিড়ি আছে ? বিড়ি টিড়ি আছে ? তুমি ত' আমাদের দজ্জিপাড়ায় ছেলে ।

আমার বাড়ী ত দজ্জিপাড়ায় নয় মশায়—আমি বৌবাজারের—

ও তাই ত' বনি- ঢেনা ঢেনা কচ্ছি । বৌবাজারে বে  
আমার পিসির বাড়ী । এই নাও দাদা পান খাও—পান খাও—  
পান খাও—

পান কই মশায় শুধু কলা পাতার ঠোঙাটা যে—  
ছিল, ছিল দাদা ওতে পান ছিল ।

বেজায় বৃষ্টি হ'য়ে গেছে গ্রাউণ্ড বেজায় slippery, মোহন-  
বাগান পারবে কি ?

হা, মোহন বাগান পারবে না ! আস্তন বেট রাখুন । এবার  
Calcutta চার গোল যদি না খায় তা'হলে আমি Foot-ball  
match দেখাই ছেড়ে দেব । ঐয়ে ঐয়ে সব বেরিয়েছে  
( হাততালি ) দেখেছ দেখেছ মাঠ যেন আলো হ'য়ে গেল ।

হবে না ? কি রকম আলো করা চেহারা—

কি মশায়—আপনি মোহন বাগানকে ঠাট্টা করেন ?

আরে মোহন-বাগানকে উনি ত' ঠাট্টা করেন নি—উনি  
আপনাকে ঠাট্টা করেছেন ।

আচ্ছা ঠাট্টা বেরিয়ে যাবে এখন । Half-back এর খেলাটা  
দেখবেন । আমার মাসতুত ভাই জানেন ?

আপনার মাসতুত ভাই ত জেলে আছেন ।

কোন শালা এ কথা বলে ?

ওহে মশায়—ঝগড়া করতে হয় যদি—এখান থেকে উঠে  
অন্ত্রাঘ্র যান ।

উঃ Calcutta বেজায় চেপেছে হে—

এ এ বড্ড মিস্ করলে—না না এইবার এইবার । স্ফুট  
স্ফুট,—ইয়া—দূর শালা—

আঃ মশায় গোল দিচ্ছেন কেন ?

স্ফুট—স্ফুট—গো—ও—ল—গো—ও—ল—গো—ল—

কোথায় গোল মশায়—Calcuttaয় হেডিংএর বহরটা  
দেখলেন ।

মোহন বাগানের খুব chance খুব chance আছে—এই—  
এই মারু স্ফুট—মারু স্ফুট—ঐ যা কর্ণার—

**Buck up, Buck up Mohan Bagan, Buck up—**  
ওরে বাবা centre forward তোর গুপ্তির পায়ে পড়ি বাবা—  
তুই একটু মন দিয়ে খেল—

গোল—গো—ল—গো—ও—ল—

অফ্ সাইড—অফ্ সাইড—

কখন না—কখন না—

নিশ্চয় অফ্ সাইড ঐ দেখ রেফরী বলছে অফ্ সাইড—

ও ত জানা কথাই—রেফরী হলেন লাল মুখ—মোহনবাগান  
জিতবে একি প্রাণে সহ হয় বাবা ?

যাই হোক বাবা Calcutta কিন্তু খুব জোর খেলেছে  
বিশেষতঃ Half back.

ছাই খেলেছে—মোহনবাগানের সঙ্গে তুলনাই হয় না ;  
কি রকম শুধু পায়ে দৌড়াচ্ছে—

কি রকম চৌ করে পিছনে যাচ্ছে—যেন স্কেটীং খেলছে ।

ভগবান বেটার যদি কিছু বিচার থাকে, যত বৃষ্টি কি বাবা এই Calcutta মোহনবাগানের খেলার দিন।

আঃ চূপ করুন না মশাই—এই—এই মার স্টুট—মার—মার—মার—আরে অ বাবা—হাফ ব্যাক এগোনা—এগো নারে শালা—

গো—ও—ল—গো—ও—ল—

**Three cheers for Mohan Bagan.**

ঐ যা হাফ টাইম হ'য়ে গেল।

দ্বিতীয় খণ্ড

নেবেছে, নেবেছে দোহাই বাবা মোহনবাগান, এইবার একটু চেপে খেল বাবা। আমি ৫০- বেট রেখে এইচি!

দেরে বাবা, আর একটা চাপিয়ে দে, স্টুট, স্টুট ই। ঠা চালাও গো-ল। দোহাই বাবা ঘাড়ের ওপর প'ড়ো না। ওরে সবাই ক্রনাল ঘুরাচ্ছে—ছাতি ঘুরাচ্ছে—আরে আগার কাছে কিছু নেই রে—আমি কি ঘুরুই—

তুনি যানি ঘুরাও গে যাও বাবা।

চূপ, চূপ, এ্যা কি হ'ল গোল? এ জুচ্চরি, এ জুচ্চরি নিশ্চয় জুচ্চরি।

জুচ্চরি কেন? মোহন সটু ঝেড়েছে।

আরে মোহনবাগানের কি সে প্লেয়ার আছে? রাম, রাম, রাম কিছু খেলতে জানে না। কেবল নাম ডাকই সার!

সকলকার দোষ কি? ঐ গোলকীপারটাকে দূর ক'রে দাও—বেরোও

কি মশায় আমায় ধাক্কা মারলেন কেন ?

ও আপনি ? **Beg your pardon** আমি মোহনবাগানের  
গোলকিপার বলে আপনাকে মেরেছি ।

বেশ লোক আপনি—

গো—ও—ল—গো—ও—ল—গো—ও—ল—গোল **Buck**  
**up, Knight, Buck up.**

না আর **Chance** নেই—

এটা **Penalty-গোল**, এতে বাহাদুরি নেই **Calcutta**র  
আর কি হবে চল এইবার ফাঁকে ফাঁকে ।

আর একটু দেখা যাক্ না—**Draw** যেতে পারে, **Draw**  
যেতে পারে ।

দেখচ না **Mohan-bagan** একটু মচ্চি ভঙ্গ হ'য়ে পড়েছে ।  
**Go on Mohan-bagan, huck up, buck up.**

গো—ও—ল—গো—ও—ল—( হাততালি )

( বেড়ান্ন বাহিরে )

আর বাড়ী যাব না—আমি গঙ্গার ঝাপ দেব—আমি গলায়  
দড়ি দেব—আমি আফিং খাব—আমি কেরোসিন জ্বলে পুড়ে  
মরব—

আরে মর তোর কি হ'ল ? ভেতরে ঢুকতে পাস্নি—তার  
জন্তে এত দুঃখ কেন ? এই যে আমরাও ঢুকতে পাইনি ।

আরে না ঢুকতে পেয়েছি ভালই হয়েছে । মোহনবাগানও  
হেরে গেছে ও খেলা না দেখাই ভাল ।

মোহনবাগান হেরে গেছে ? ওরে বাবারে কি সর্বনাশ হল  
রে বাবা ! আমি কেমন ক'রে লোকালয়ে মুখ দেখাব ? আমি  
এ প্রাণ রাখব না রে বাবা—

কি হয়েছে মশাই ওর কি হয়েছে ?

ওর গুপ্তির মাথা হ'য়েছে !

না না ভদ্রলোক অমন করে কাঁদছে ।

ওর বাপ মরেছে মশায় ।

আমার বাপ ম'লে ছিল ভাল—মোহনবাগান হারলো কেন  
রে বাবা ।

সর্ব্বরক্ষে ! আমরা বলি সত্যি বুঝি মাঠে ভিড়ের ঠেলায়  
কেউ ওর মরেছে ।

মশাই—মশাই কে জিতলে ? কে জিতলে ?

কে আর জিতবে বুঝতে পারছেন না ?

মোহনবাগান ? মোহনবাগান ? হেঁ হেঁ

বাবা আমি বলবো তাকি মিছে হবার যো আছে ? শুন্ছি  
নিধে—জিতেছে, মোহনবাগান জিতেছে । হঁ হঁ বাবা জোড়া  
পাঁঠা মেনেছি ।

আপনি কি বলছেন মশাই মাঠে 'এসে আপনার মাথা খারাপ  
হ'ল নাকি ?

মাথা খারাপ ? আপনার মাথা খারাপ ? আমি জোড়া  
পাঁঠা মেনেছি বলেই মোহনবাগান জিতেছে—নইলে কার বাবার  
সাধ্য—Calcuttaর সঙ্গে matchএ মোহনবাগানকে জেতায় ।

আরে মোহনবাগান জিতেছে কে বলে ? Calcutta তিন গোল দিয়ে Mohan-Baganকে যে হাকিয়ে দিয়েছে ।

আপনি ম্যাচ দেখেন নি ।

Match দেখিনি ? আমি ? এই, এই দেখুন tramএর ticket—ফাষ্ট কেলাস—বাগবাজার to হাইকোর্ট—নগদ সাত পয়সা—হারবে না ? মোহনবাগান হারবে না ? ভারি দেমাক হয়েছিল বাবা পৈত্যা ছিড়ে শাপ দিয়েছি ই্যা—

ওগো শাপ দিয়েছে বলে যে—

মার শালাকে—

আর কেন বাবা আর কেন বাবা—

চল বাবা বাড়ী চল ।

—০—

## মোড়নোড়ের মাত (১ম খণ্ড)

পি ৭৬৩০

স্বরেন । কি হে নরেন—কি হ'ল ?

নরেন । আরে ভাই—এ বাজীটা খেলতেই পারিনি, যখন এসে পৌঁছলুম তখন টোট বন্ধ হ'য়ে গেছে ।

স্ব । অত দেরী করে এলে কেন ?

ন । আরে দেড়টায় Race, এতে কোন কেরাণী এসে পৌঁছিতে পারে ? ইস্—প্রথম বাজীটা Hakgalla মাঝে বুঝি ? এটা আমার জোর টিপ ছিল হে—বড্ড গেল হে—বড্ড গেল—তুঝি পেয়েছ ?



হু। নাঃ—তিন নম্বর ধরেছিলুম ২৫ টি টাকা হেরেছি।

হরিশ। আরে কি ছাই তোর টিপ্ নরেন ?

ন। কেন ? Hakgalla ত ঠিক এসেছে।

যহু। তা ত' এসেছে। কিন্তু বলে দিলে কি "White Fang" কোথায় বাবা তোমার White Fang ?

ন। White Fang কোন শালা বলেছে ? আম তিন দিন ধরে বলে আসছি Hakgalla sure win.

সদা। দেখ নোরো—মিছে কথা বলিস্নি বলছি—এই মাঠে এসেও বলেছি 'white fang'

না। বলেছি ত বলেছি যা—

হরি। আরে কেন তোরা ওর কাছে টিপ নিতে যাস্ বল্ দিকি ? ও কি করে জানিস্ ? প্রত্যেক লোককে প্রত্যেক ঘোড়ার টিপ বলে। যার লেগে যায় তার কাছে গিয়ে কিছু আদায় করে। ওই যে ব্যাটা আর এক মক্কেল পাকুড়েছে। মাইরী দেখনা, দেখনা, দেখনা—

ন। এটি বাইজী তোমার অন্তায়। শতাবধির উপর টাকা পেলে—আমায় নিদেন অর্ধেক দাও।

বাইজী। অর্ধেক দেব ? মাইরী ? আজ তোমার tip টি মিলেছে—আর অগ্নি অর্ধেক চাইছ।

ন। চাইব না ? কোন শালা তোমায় Hakgalla দিয়েছিল ? তুমি ত' আর একটু হ'লেই Snowdrift খেলেছিলে।

বা। আজ জিতেছি—তাই অর্ধেক চাইছ যখন হারি তখন কোথায় থাক সোণার চাঁদ ?

নাথী । যাক্—যাক্ দিদি দাও দিদি গোটা পাচেক টাকা ।

ন । মোটে ৫টা—যাও আমি চাই না ।

নাথী । আচ্ছা যাক্ যাক্ ১০ টাকাই নাও । দিদি এবারে  
আগে ফুরিয়ে নিয়ে তবে ওর টিপে খেল ।

নন্দ । বাড়ীওয়ালী গোটা ২০ টাকা ধার দিদি লাই ?

বা । টাকা ধার চাও তো ঐ চামেরিয়া বাবুর কাছে যাও ।

নন্দ । আচ্ছা ধার চাইনি, দান কর বাবা, তোমরা ত'  
নাতাকর্ণের বংশ ।

নাথী । দান চাও তো রাজেন্দ্র মল্লিকের বাড়ী যাও না ;  
চল দিদি—

বা । চল ।

মহেশ । আচ্ছা আমি তোকে Hakgalla খেলতে টাকা  
দিলুম, আর তুই Tentimonte খেললি—তুই এমনি গাধা—

শঙ্কর । তোরই ভালর জন্ত আমি খেললুম—আর হ'লুম  
গাধা—গাধা তোর বাবা—

ম । মেরেই ফেলব শালাকে—

সকলে । হাঁ—হা—একি—রেস্ কোর্সে মারামারী ? এখনি  
পুলিশ ধরবে ।

ম । দেখ দিদি শালার আক্কেল ? আমি দিলুম ১৫টা টাকা  
Hakgalla খেলতে, আর শালা পরের কথা শুনে গেলে এলে  
Tetimonte

শ । Hokgalla যদি না আসত ১৫ জলে যেত যে—

হরিশ । ওর টাকা যেত—সে ও বুঝত' । এই যে Teto monte খেললি ওর টাকা কি ফিরে এলো ?

জগন্নাথ । এ বাজী Torchlight, নিঘ্যাং, নিঘ্যাং—

সকলে । সত্যি বলছ' জগদা ?

জ । আরে সত্যি না তো কি আমি মিছে খবর দিই । এ ঘোড়া যদি না আসে তবে আমার জন্মের ঠিক নেই ।

সকলে । মাইরি—আহা—হ্যা—

কালী । কিহে জগন্নাথ, তুমি আজ Raceএ এসেছ' ? তোমার বাপের শুনলুম স্বাস হ'য়েছে—বাড়ীতে কান্নাকাটি উঠেছে—

জ । ডাক্তার বলেছে সন্ধ্যার আগে কিছু হবে না । আমার ছোট ভাইকে বলে এসেছি যদি নেহাতই হ'য়ে যায়—ঝা করে Busএ চড়ে এসে আমায় নিয়ে যাবে—

সকলে । বাঃ বলিহারী জুয়াড়ী, বলিহারী জুয়াড়ী, বলিহারী—

জ । Race খেলতে গেলে কি সংসার বাপ, মা, মাগ, ছেলেদের দেখলে চলে !

ডিটেক্টিভ । আপনার নাম Binoy Kumar Dutta ?

বিনয় । হাঁ—না—হ্যা—তা' কি হবে মশাই ?

কেশব । বেশী কিছু নয়—একবার হাজতে শুভাগমন করতে হবে ।

ডি । আপনি Albert হেষ্টিংস কোম্পানীর Bill আদায় করে ৭০০ গাপ করেছেন জানেন না ?

১ জন । কি কি কি হয়েছে মশাই ?

২য় । পকেট মেরেছে ?

৩য় । সিঁদ কেটেছে ?

৪র্থ । না - না মোটরে ডাকাতি করেছে ?

সকলে । নিয়ে যান, যান !

কিশোর । আজ্ঞে গরীব গেরোস্তর ছেলে Race খেলতে  
এলে এই রকম দুর্দশা অনেকেরই হয়ে থাকে—

১জন । মহাশয় ওরকম করলে মাগে—

২য় । আপনি কিছু করেন না ?

সকলে । ঐ—ঐ ঘোড়া Start নিয়েছে—ঐ ঘোড়া Start  
নিয়েছে—Geisha girl, Geisha girl—Torch light—

১জন । মশাই—দেখি—দেখি—Binocularটা দেখি না—  
Torchlight—

২য় । কি রকম অসভ্য আপনি—ফস্ ক'রে হাত থেকে  
জিনিষ কেড়ে নেন ?

১ম । আঃ—কেন disturb করেন, দিচ্ছি ঐ—ঐ Geisha  
girl, lead কচ্ছে—Geisha girl lead করছে—

২য় । দূর তোর Geisha girl, Binocularটা নিয়ে  
Geisha girl—গীসা গা—

১ম । আঃ ভারি ছোট লোক তো—

একদল উল্লাসে । Devil's Bridge—

একদল হতাসভাবে । যা চলে—কি হ'ল—Devil's Bridge  
মাঝে—

একদল । কত Dividend ওরে—৩৭২১০

১জন । উঃ বড্ড গেছে—আর একটু হ'লেই Strange likeness মেরে ছিল আর কি—

২য় । আমার বরাবর Devils Bridge ঘোড়াটার উপর বোক ছিলরে—

৩য় । সর্বনাশ হ'য়ে গেল ভাই জগো শালার কথা শুনে সর্বস্ব Torchlightএ খেললুম ।

৪র্থ । আরে ভাই কাবলেওয়ালার কাছ থেকে দু'আনা স্বদে টাকা এনে Geisha girl খেলেছিলে—মাইরী কি সর্বনাশ হ'ল হা—হায়—হায়—

৫ম । এ সব জুচ্চরি—জুচ্চরি ।

রুক্ষধন । কি হ'ল নেত্যা ?

নৃত্য । আর কি হবে দাদা ? কালকে যে ক'রে টাকা জোগাড় করেছি তা আমিই জানি—

কু । কি রকম ?

ন । এই শালওলা বেটার কাছ থেকে ২৫০ দামের একপানা শাল কিনে—মিষ্ট্রিরদের বাড়ীতে ৩০ বাঁধা দিয়ে মাঠে গেছি ভাই দু'বাজীতেই ফুট কড়াই হ'য়ে গেল—হায়—হায়—

কু । আরে তুইত পদে আছিস । আমি বাঁড়ুঘো মহাশয়ের কাছ থেকে তার পরিবারের গয়না খানা তুই এনেছিলুম—আমার পরিবার নেমন্ত্নে যাবে বলে—কিন্তু পোদ্দারের দোকানে ১০০ বাঁধা রেখে খেলতে এসেছিলুম—

ন। কি হ'লো কিছু সুবিধা কর্তে পাল্লো ?

ক। হাঁ—কাঁচকলা ! ঢুবাজীতে প্রায় ৭০\ গেছে—

ন। তা হ'লে—আরও পাঁচটা বাজী আছে ত ?

ক। হ্যাঁ। তাইতে একেবারে ডিগবাজী খেতে খেতে ঘরে পৌছে—গানিকটা আফিং সরসের তেলে গুনে—বুঝলে—নিমতলা ঘাটে আতস বাজীর ব্যবস্থা কর্ণ।

১ জন। উঃ—সাহেব আজ আমাকে যেচে বলেছিল যে—  
**Devil's Bridge** খেলতে

২য়। আরে ভাই তোর সাহেব ত' বলে দিয়েছিল, আমার সাহেবের হাতের লেখা এই দেখ—**Devil's Bridge** বড় বড় অক্ষরে—

( একজন ভীষণ রকম কাঁদিতে কাঁদিতে আসিল )

সকলে। কিরে—কিরে—কিরে ভুলো—কিরে—কি হ'য়েছে রে ?

ভুলো। আমার সর্বনাশ হয়েছে রে বাবা—আমার

সকলে। কি কি কি হয়েছে ?—

১ম। কা'রর মরা খবর এসেছে নাকি ?

ভূ। আমার বাপ ম'লে ছিল ভালরে বাবা—আমার জ্যাঠামশায় মরেছে—আমার পিসেমশায় মনেছে—

সকলে। আরে কি হয়েছে বল না—

ভূ। মাইরী—মাইরী কোন শালা মিথ্যা কথা কয়—মা কালীর দিব্যি—বাবা তারকনাথের দিব্যি—মা ওলাবিবির দিব্যি রে বাবা—

সকলে । আরে খালি দিবিয়াই ত গালছি—কি হয়েছে বল না ?

ভূ । আমি ভাই এক বাজীতে দু'খানা Devil's Bridge খেলেছিলুম—

স । কই—কই—Ticket কই ?

ভূ । এই দেখ ভাই বিস্কট রয়েছে—

স । আরে মর—বিস্কট আছে Ticket কই ?

ভূ । অগ্ন্যমনস্কে ফিদের চোটে ভুলে খেয়ে ফেলেছি ।

স ! খেয়ে ফেলেছি ? Ticket ? কি সর্বনাশ !

ভূ । Devil's Bridgeএর দু'খানা winএর Ticket কিনে—আমার বড্ড ফিদে পেয়েছিল বলে ৪ পয়সার বিস্কট কিনে খেতে লেগেছিলুম । এক হাতে Ticket আর এক হাতে Biscuit । যেই ঘোড়া Start নিলে আমি Biscuit খেতে খেতে খুব মন নিবিষ্ট করে Race দেখছি—অগ্ন্যমনস্কে ফিদের চোটে বিস্কট খেতে খেতে দু'খানা Ticket ভুলে খেয়ে ফেলেছি—বাবা—

সকলে । ওরে এক কাজ কর—

ভূ । গলায় আঙ্গুল দিয়ে বমি<sup>১</sup> করলে Ticket খানা বেরাবে ?

সকলে । না না একটু কেঁটার অয়েল খেয়ে ফেলগে যা—

দি প্রামোক্ষান মিউজিক্যাল পার্টি ।

পি ৩৫২০ হাওড়া ষ্টেশনে বাঙ্গালী পণ্টনকে বিদায় ।

যাও বৎস যাও রণঝাঝে যাও আর্থ্যবীর্ষ্য পুনঃ প্রকাশ ধরায় ।  
বৃট্টশের জয় কামনা তোমার, রাজা রাজ্য সবে ডাকিছে তোমায়  
প্রাণ খুলে সবে আশীর্বাদ করি, রণজয়ী হয়ে এস ঘরে ফিরি.  
আমরাও যে সেই আর্থ্যানারী প্রাণের পুতলী দিতে এসেছি বিদায়

মার্চ সঙ্গীত ।

চল চল চল সবে মাতি রণরঙ্গে,  
শুভদিন এতদিনে উদিত এ বঙ্গে ।  
বৃট্টনের অরিকুল করি গিয়ে নির্মল  
যে যাহারে পার তারে লয়ে চল সঙ্গে ॥  
সুখ্যাতি জনে জনে গাহিবে ত্রিভুবনে  
সোনার পদক বেঁধে দিবে তব অঙ্গে ।  
তও তবে আগুয়ান বাড়িও বঙ্গের মান  
ছিন্ন ভিন্ন করি অরি সমর তরঙ্গে,  
গাও বৃট্টনের জয় বাজাও যুদ্ধে ॥



## বাংলালী রেজিস্ট্রেশনের শিবির দৃশ্য ।

পি ৩৭৩৭

১ম সৈন্ত । কি হে ভাই তুমি এসেই যে লম্বা হ'য়ে পড়লে ?

২য় সৈঃ । আর সমস্ত দিন শত্রুর পিছু পিছু ছোটাব পর  
একটু বিশ্রাম করাটা কি দোষের বলে মনে হচ্ছে ?

১ সৈঃ । না তা নয়, তবে ভাবছো কি বল দেখি ?

২য় সৈঃ । শুয়ে শুয়ে একবার দেশের কথা ভাবছি । আমা-  
দের সেই স্বপ্ননা স্বফলা শস্ত্রাশ্রমলা সোনার বাংলা দেশ ।

১ম । তোমার মনে কি হ'চ্ছে ভাই ?

২য় । আমার মনে কি হ'চ্ছে শুনবে—

“আমার হৃদয়রাণী, সে যে গো আমার কুটীররাণী” ।

৪র্থ । ওহো হো আমার আবার বিরহ জ্বগে উঠলো ।

“তোমারি বিরহ প্রিয়ে বাঁচি যদি দেগা ঈবে” ।

২য় । আমার মনে আজ ভাই ভারি আনন্দ হয়েছে, আজ  
যখন শত্রুদের তাড়া করে নিয়ে তাদের পিছু পিছু ছুটছিলাম,  
তখন মনে যে কি ক্ষুধা হচ্ছিল তা আর তোমায় কি বলবো ।

৫ । দেখ এ কাজে যে এত স্বপ্ন, এত ক্ষুধা, এত আনন্দ  
তাহা আমরা কখন ভাবিনি—সৈন্তের পোষাক পরে বন্দুকে  
সজ্জিন চড়িয়ে, শত্রুর গোলাগুলির মাঝখান দিয়ে রৈ রৈ করতে  
করতে ছুটে যেতে যে কি উৎসাহ, কি আনন্দ হয়, তাহা শাস্তি-  
পুরে ধূতির লম্বা কোঁচা ঝুলিয়ে, গায়ে ছুড়িদার পাঞ্জাবীর উপর  
শিকের চাঁদর উড়িয়ে, দেড় তোলা গুজনের ছড়ি ঘুরিয়ে, সিগারেট

ফুকতে ফুকতে ইন্ডেন গার্ডেনে মার্চ করে কি সে আনন্দের  
আন্দাজ করতে পারা যেত—

৬ষ্ঠ। বেশ বলেছ দাদা বেশ বলেছ—এখন তোমার  
সিগারেট ফোঁকার কথা শুনে আমার সিগারেটের নেশা জেগে  
উঠেছে—ওহে একটা সিগারেট বার কর, একটা সিগারেট দাও,  
সকলে মিলিয়া গান ধর—

গীত ।

স্বদেশ ছাড়িয়া এসেছি আমরা যুঝিতে পরের দেশে  
কোঁচাটী লম্বা ছাড়িয়া ফেলিয়া এসেছি বীরের বেশে ।  
বাক্য-বীরের নামটী মুছিয়া প্রেমের গান গিয়ে গো ভুলিয়া,  
বীরের গান গাহিতে শিখেছি বন্দুক ভালবেসে ॥

নারীর মতন কাঁদি নাকো নাকে,  
মরণের দিকে ছুটি ঝাঁকে ঝাঁকে,  
গালে হাত দিয়ে ভাবি নাকো আর

সকাল সন্ধ্যা বসে—

আমরা পেয়েছি প্রাণের সাড়া,  
পেয়েছি জীবন মরণের বাড়া,  
কর্মবীরের কর্মের শ্রোতে চলেছি ভেসে ভেসে ॥

বাক্সালী পন্টনের মার্চ সঙ্গীত ।

বন্ধ মাতার বীরতনয় চলরে সবাই চল । ( তোরা )  
সাত সাগরের পার হতে আজ ডাক এসেছে চল ।

মানিস না আর বাধা বাঁধন, রাখিস্ না আর ভয়,  
 শঙ্কা হবা ডঙ্কা নাদে চলরে ও ভাই চল্ ॥  
 মৃত্যুকে আজ তুচ্ছ ক'রে জয় ব্রিটিশের বল্  
 বঙ্গমাতার বীর তনয় নির্ভীক প্রাণে চল্ ॥  
 পুণ্য রাজ্যার পূর্ণ প্রতাপ অসীম প্রতাপ বল,  
 তোপের মুখে চলিস্ তোরা মরণ জয়ীর দল  
 বঙ্গমাতার বুকের মণি চল্রে সবাই চল্,  
 বীর-হৃদয় তোরা সবাই জয় ব্রিটিশের বল্ ॥  
 ডঙ্কানাদের তালে তালে বাঁধিস্ বুকে বল,  
 নিখিল অরি বিনাশ করি আনিস্ শান্তির জল ॥  
 সবার উপর রাখিস্ মনে পরম পিতার বল,  
 মুক্তকণ্ঠে গাহিস্ তোরা দাও পরমেশ বল ॥  
 তবে চলরে সবাই চলরে ও ভাই হস্নে ভীকুর দল ।  
 পিতার নামে দেশের নামে চলরে সবাই চল ॥

পি ৫৮২৩

( কিংরী হইতে )

উঃ—যেতে হ'বে, যেতে হ'বে হোক না সে দেশ যত দূরে ।

মকরী—যেতে হ'বে, যেতে হ'বে, যেতে যদি হয় যমপুরে ॥

উঃ—যেতে হ'বে, যেতে হ'বে, আন কথা নাই আর মনে ।

মকরী—যেতে হ'বে, যেতে হ'বে দেবতা বেধায় যাবে

চা'ব নাকো আর পিছু পানে ॥

উঃ—তই গেলে যাওয়া হ'বে না,

পথে যেতে রমণী মানা ॥

মকরী—তবে যাবনা, যাবনা, পায়ে বাধা হ'ব না

আমি ঘরে বসে ডাকি দেবতারে ॥

উঃ—বিদায়, বিদায় ।

মকরী—নতি করি পায় ॥

উঃ—যদি আর না আসি ফিরে ।

মকরী—এস, এস, ফিরে এস জয় নিয়ে ঘরে ॥

## চিস্তামণি ভট্টাচার্য ও হরিপ্রিয়া

( হিরণ্ময়ী হইতে )

ভাল আপদ্ হাড় জ্বালালে যে

আমায় ক'রে ফেল না রে ।

তো'র আপদ্ যাবে বিপদ যাবে হাড় জুড়াবে যে ॥

তোকে দেখলে জ্বলে যাই,

ওরে আনিত তাই চাই,

তবে মরিস কেন বাদরমুখে আমার তরেতে

তুই মরিস কেন বাদরীমুখী চঞ্চলেতে

সে যে মস্ত গুণবান্ !

সে যে মস্ত হুম্মান ।

তার যা আছে তা আর কারো নাই তাই ।

তার যা আছে তার চেয়ে বেশী আমার আছে ॥

তোর কি আছে তা বল ।

তার কি আছে তা বল ।

ওরে গুণের মণি গুণমণি মন্ত গুণী সে

আমি রূপের রাজা সোনায়ে মাজা আমার মত কে

তোর রূপ নিয়ে তুই থাক

তার গুণ হবে ঠিকঠাক,

আমার তাই ভাল তবু তুই ভাল নয় তাই নিছি তাকে

তোর চাওয়াই স্বধু সার হবে সে চায়না তোকে ॥

দি প্রামোক্ষান শিষ্যেঽউক্যাল পার্ভি ।

শিশু বলিদানোত্তর রাজগুরু, রাজা ও রাণী ।

২৩২৫

( প্রথম খণ্ড )

সকলে । মা, মা, মা—

রাজ-গুরু । ( কোঁটা ও মাল্য-প্রদান )

আয় রে বালক ।

বহু ভাগ্য তোরা—

তাই আজ তোরা হীন-প্রাণে,

পাবে জ্ঞান বাঃসাব রাজবংশধর ।

শিশু । আমার এ হীন-প্রাণে  
পাবে ত্রাণ বাংলার রাজবংশধর ?  
এ হ'তে সন্ন্যাসী  
সৌভাগ্য আমার কিবা হবে আর ?  
তাই যদি হয়, নাশ অচিরায়,  
কিন্তু সম্ভব না হয়, হেন অসম্ভব বাণী ।

রাজ-গুরু । ছাড় বাক্য-ঘটা,  
রাজার মঙ্গল হেতু,  
তোর প্রাণ দিব বলি দান ।

শিশু । রাজার মঙ্গল হেতু,  
সন্ন্যাসীপ্রবর, তবে তুমি কেন মর নাই,  
রাজার মঙ্গল হেতু  
বাঁচাইতে বাংলার রাজবংশধর ?  
বল রাজা, তুমি ত গো প্রজার রক্ষক,  
তুমিও ত পুত্র তরে দিতে পার প্রাণ !  
তবে কেন নিতে চাও আমার জীবন ?  
যদি একান্তই নিবে,  
দাও ছেড়ে ঐকব'র রাজা,  
দেখে আসি মায়েরে আমার জন্মের মতন ।

রাজ-গুরু । সময় বিগতপ্রায়—  
কথা শুনিবার অবসর নয়,  
রাজা, ধর খড়্গা করে,  
রাণী, তুমি যুগকাষ্ঠে শিশু-দেহ কর আকর্ষণ ।

! প্রভু, একি আজ্ঞা তব !  
 মাতা হ'য়ে মায়ের ছললে,  
 কালের কবলে কেমনে দিব গো ডালি  
 যুগকাষ্ঠে ফেলি ।  
 দেখ গুরু, সজলনয়ন শিশু  
 কাতরে করুণা মাগে,  
 চায় যেন মাতৃ-ক্রোড়ে আশ্রয় লইতে !  
 স্নেহধারা মা'র প্রাণে সমভাবে বয়,  
 মায়ে মায়ে ভেদাভেদ নাই !  
 যেই মুখ হেরে, মাতৃবুকে ক্ষীর ধারা ঝরে,  
 স্বর্গ-সুখ বদন চুষনে ;  
 বল গুরু কোন্ প্রাণে,  
 সন্তানের মাতা হ'য়ে  
 এ শিশুরে দিব বলিদান !

রাজ-গুরু । রাণি ! পুত্রের কেমনে কর অমঙ্গল ?

অরুণা । যোগিবর !

ধৈর্য্য আর ধরিতে না পারি,  
 বালকের কথা শুনে' কেঁদে উঠে প্রাণ,  
 নে অভাগী এ পুত্রের মাতা,  
 কি দুর্গতি হবে প্রভু তার ?  
 নিজপুত্র তরে পরপুত্র নাশি,  
 হে সন্ন্যাসী, পুত্রপ্রাণ দাসী নাহি চায় !

ধরি তব পায়, করহ উপায়,

অথ ভাবে বাঁচাও কুমারে ।

রাজ-গুরু । আরে আরে ক্ষীণপ্রাণা দুর্বলা রমণী,

মায়া-মোহে শক্তিনাশ করিস এখন ?

মহারাজ, তুমিও ক্রিষ্টাব্দে ঐ পথে ?

ওকি ! তোমারও নয়ন-কোণে অশ্রুবিন্দু ঝরে ?

( ক্রোধ দৃষ্টি )

লক্ষণ । ক্ষমা, ক্ষমা, ক্ষমা কর এ দাসেরে !

সাধু তুমি, সংসার বিরাগী,

নহ ভোগী, জীবমুক্ত মহাশক্তিশালী,

নাহি বোঝ সংসার-আসক্ত জীবে ।

দেখ ভেবে, সংসারীর প্রাণ অতি স্বকোমল,

তাই প্রভো, ক্ষণতরে হ'য়েছি চঞ্চল ।

ক্ষম, ক্ষম, আর না কাঁদিব,

আর না ভুলিব মায়া-মোহে ।

মন্ত্রপূত পবিত্র বালক !

আয় আয় ত্বর । ( বালককে ধারণ )

শ্রবণ । ( বালককে গ্রহণপূর্বক )

দাও—ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, মহারাজ,

না দেখিতে পাও বুঝি রমণীর প্রাণ !

পুত্র-পিতা হয়ে না হ'ও পাষণ,

পর-পুত্র নাশি চেওনা কুমারে ।



আয়রে বালক, মার কোলে আয়,  
 ভিক্ষায় যাপিব দিন তোরে ল'য়ে আমি,  
 নরপতি যদি তাঁর রাজ্যে নাহি দেন স্থান ।  
 রাজ-গুরু । রাজি ! পণ-নাশে ঘটিবে প্রলয় !  
 অকণা । হে সন্ন্যাসী ! কর—কর প্রণয় ঘটনা ।  
 পঙ্কজ ভঙ্গ হব, ধ্বংস হ'য়ে যাব,  
 নরকে ডুবিব, তবু না হেরিব এ বীভৎস-লীলা !  
 রাজ-গুরু । হের মহারাজ !  
 মহিষীর অত্যাচার তব ।  
 এখনও কর নিবারণ,  
 নতুবা ধ্বংস-বারি করিহু ধারণ ! ( জল গ্রহণ )

( ২য় খণ্ড )

রাজা । হের রাণী, সন্ন্যাসীর ক্রুদ্ধভাব ।  
 রাজ-গুরু । পণ্ড হয়, পণ্ড হয় সব ।  
 এখনও বলি, মঙ্গলের তরে,  
 ধর রাজা, রাজ্যীরে চোমার ।  
 ( পথ আগুলিয়া দণ্ডায়মান )  
 লক্ষণ । হে সন্ন্যাসী ! হ'ক পণ্ড সব,  
 পারিব না, পারিব না আয়,  
 সাধিবারে এ নৃশংস আচরণ !  
 বান-গুরু । ত্যজিবারে তুমি পার রাজা,  
 কিন্তু নিজ সিদ্ধি হেতু আমি না ত্যজিব ;

দাও রাণী, মন্ত্রপুত শিশু !

কার শিশু লও তুমি,

এ বালকে কিবা তব আছে অধিকার ?

( গ্রহণ )

অরুণা । হা রাক্ষস ! এতই কঠোর তুই !

মহারাজ ! চল চল পিশাচের ক্রীড়া-ভূমি হ'তে ।

রাজ-গুরু । সাধ্য কিবা রাণী !

অবলা রমণী তুমি—ভাই ক্ষমি এতক্ষণ ।

থাক দুইজন ঐ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া—চিত্র-

পুস্তলিকাস্ন

আয় রে বালক !

যুপকাষ্ঠে দে রে গলদেশ ।

( বালকের যুপকাষ্ঠে গলদেশ প্রদান )

শিশু । রক্ষা কর আমারে শঙ্করি ! মা—মা—

রাজ-গুরু । দাও জয় মা'র নামে সবে !

( খড়্গোত্তোলন )

নেপথ্যে—বল হরি হরিবোল ।

( বেগে জয়দেব, পরাশর ও শিশুর মাতার প্রবেশ )

জয়দেব । ( শিশুকে যুপকাষ্ঠ হইতে লইয়া )

জননি গো !

এই তো'র নয়নের মণি,

কোলে তুলে,

প্রাণ খুলে বল হরিবোল ।

শিশু-মাতা । বাবা, বাবা, বাবারে আমার !

শিশু । মা, মা !

জয়দেব । হে সন্ন্যাসী ! একি তব কুটিল আচার,

সাধনার মিছে কেন কর অপব্যবহার ।

এক শিশু নাশি, মুক্ত করি আত্মা তাহার,

কর অগ্র শিশুর উদ্ধার !

মা'র নামে কলঙ্ক দিও না,

দেখ—দেখ—মা'র নাম বল ;—

তারি—হরি—মদনমোহন,

রাজার নন্দন, উঠ অরা ।

( হাসিতে হাসিতে হেমন্তকুমারের উত্থান )

হেমন্ত ! মা, মা ! কৈ মা—বাবা বাবা,

অরুণা ও লক্ষ্মণ । বাবা হেমন্ত ! বাবা হেমন্ত !

( অরুণাকর্তৃক ক্রোড়ে গ্রহণ )

রাজ-গুরু । একি স্বপ্ন, না—মা তোমার মায়া-খেলা !

জয়দেব । ভ্রম তোমার সন্ন্যাসী, হের নয়ন বিকাশি—

মা কোথা তোমার ?

রাজ-গুরু । কি, কি, মা নাই আমার ?

হের ঐ এলোকেশী, দিগন্তরী, রুধির-লোলুপ শ্রাম ;

লকলকি করাল-রসনা মাগিতেছে শিশুর শোণিত

কি, মা নাই আমার—মিথ্যা কথা !

জয়দেব । নহে মিথ্যা কথা, মা ত নয় রুধির-লোলুপা !

মাতৃনামে কলঙ্ক ঘুচাতে, মাতা—

ওই দেখ,—

অসি ত্যজি বাঁশী ধরি—

ধ'রেছেন মদনমোহনরূপ !

( তারা দেবীর মদনমোহন মূর্তি প্রকাশ )

হে সন্ন্যাসী, এক দৃষ্টে কি দেখ আমার

আমি সেই অশান-নিবাসী জয়দেব ।

লক্ষ্মণ । অ্যা—অ্যা—আত্মাশক্তি মা আমার—

মদনমোহন হরি ! তবে কি শর্কার !

শক্তি ও পুরুষে নাই ভেদাভেদ

ধন্য শক্তি তোমার গৌসাই,

হরিনামে বাঁচাইলে শিশুর পরাণ !

এস সবে প্রাণ ভ'রে বলি হরি হরি,

জগৎপালন শিশু—বিপদ কাণ্ডারী ।

( রাজগুরু ব্যতীত সকলে ) হরি বোল, হরি বোল ।

( রাজগুরু ব্যতীত সকলের প্রস্থান )

মাতা গুরু ! কি—কি, মা নাই আমার ?

ঐ যে মা রক্তমুখী চামুণ্ডা আমার,

করি স্তুতিস্তব লোল রসনায়,

নর-রক্ত চায়, ধরিয়া খর্ব্বর করে !

রাজা, রাজা, সর্বনাশ হ'ল তোর,

বুঝিবি, বুঝিবি,—রাজত্ব হারাবি  
দেখিবি, দেখিবি,—কৈদে যাবে দিন ।

মা—মা, চিন্তা কিগো কাত্যায়নি !

সজ্ঞান যে আমি রই পদাশ্রিত ।

ধর মা খর্পর ।

দিব এই খড়্গে নিজরক্ত, তোমর রাক্ষা পায় ।

( আত্মহত্যা করিতে উগত ও মদনমোহন বেগে )

শ্রীকৃষ্ণের ঋণ ধারণ )

শ্রীকৃষ্ণ । কি কর—কি কর সন্ন্যাসী,

আত্মহত্যা সাধুরে না সাজে !

—

পি ৩৩৩৮

জয়দেব ও পদ্মা ।

গীতগোবিন্দ-লিখনরত জয়দেব ও পদ্মা আসীন!

পদ্মা—

গীত ।

ললিত লবঙ্গলতা-পরিশীলন কোমল মলয় সমীরে ।

মধুকর-নিকর-করস্থিত কোকিল-কুজিত কুঞ্জ-কুটীরে ॥

বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে,

নৃত্যতি যুবতিজনে সমং সখি বিরহিজনস্ত দূরন্তে ॥

উন্মদমদন-মনোরথ-পথিক-বধুজনিত বিলাপে ।

অলিকুলসঙ্কলকুসুমসমূহনিরাকুলবকুলকলাপে ॥

মৃগমদ-সৌরভ-রভসবশংবদনবদলমালতমালে ।

• যুবজন হৃদয়বিদারণ-মনসিজ নথকচি কিংকজালে ।

গোবিন্দের মহাগীতে ভাবোন্নত সদা প্রাণনাথ,

প্রাতঃসন্ধ্যা নাহিক বিরাম,

অবিরাম লিখন পঠনে রত ।

প্রভু ! প্রভু!

হ'ল আক্ষ-মুহূর্ত্ত বিগত,

সমাপ্ত গঙ্গাস্নানকাল ।

জয়দেব । একি—একি !

কি লিখিতে কিবা লিখি !

শোন—শোন—শোন চাক্রমুখি—

“স্থলকমল-গঞ্জনং মম হৃদয়রঞ্জনং,

জনিতরতিরঙ্গপরভাগম্ ।

ভণ মন্থণবাণি করবাণিচরণদ্বয়ং,

সরসলসদলক্করাগম্ ॥

স্বরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম—”

তার পর, তার পর—অর্দ্ধপদ কি লিখিব আর,

কি তার হইবে ভাব, কি তার হইবে ভাষা !

কোন ভাবে করিব প্রকাশ ! পাই ত্রাস—

অহো, নির্ভয় ভাবুক,

এইবার শিরে বজ্রপাত তোর !

( ২য় খণ্ড )

পদ্মা । কেন প্রভু, এত চঞ্চল হ'লেন ? গঙ্গাস্নান ক'রে এসে  
চিন্তা স্থির করুন ।

জয়দেব । অ্যা—গঙ্গান্নান, গঙ্গান্নানে যেতে হবে ? পদ্মা,  
তুমি আমার গ্রন্থখানি তুলে রাখ । আমি গঙ্গান্নান করে আসি ।  
ভাই ত, তাই ত, প্রভু, অর্দ্ধ পদ কিরূপে পূরণ ক'রব ?

[প্রস্থান]

পদ্মা : যাই, আমি এবার রন্ধনোচ্চোগ করিগে ।  
প্রভুর সেবায় তোর দেহ আজ ধন্য ! [ প্রস্থান ]

শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ।

শ্রীকৃষ্ণ । ভক্ত জয়দেব ভাববশে চলে,  
ভাবে দোলে, অর্দ্ধ পদ কিসে করিবে পূরণ ।  
আসিয়াছে হৃদে যেই ভাব,  
কৃষ্ণভক্ত না লিখিতে পারে তাহা ।  
তবে আমিই লিখিব ভক্ত,  
তোর পুণ্যগ্রন্থ আজ,  
সেই শ্লোকার্দ্ধ চরণ—  
“দেহি পদপল্লবমুদারম্” ।  
যাই এবে জয়দেব বেশে,  
পদ্মাবতী পাশে,  
গ্রন্থ লই তার কাছে গিয়া । [ প্রস্থান ]

জয়দেববেশী শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ।

জয়দেববেশী শ্রীকৃষ্ণ । পদ্মা, পদ্মা লো হৃন্দরি,  
আন ত্রয় করি—  
গীতগোবিন্দের পাণ্ডুলিপি মোর ।





জয়দেববেশী শ্রীকৃষ্ণ । দাও ! ( গ্রহণ )

যাও তুমি করগে রত্নন ।

নাহি যাব আজ গঙ্গাস্নানে,

এইখানে হব স্নাত ।

পদ্মা । যথা আজ্ঞা প্রভু,

স্নানবারি রাখিগে যতনে । [ প্রস্থান

জয়দেববেশী শ্রীকৃষ্ণ । ( গ্রন্থ বাহির পূর্বক )

( স্বগত ) ভক্ত জয়দেব,

মরি মরি, তোর প্রাণে ভাবের গাথা !

কবিতার কথা হরে মন প্রাণ ।

“স্থলকমল গঞ্জনং মম হৃদয়রঞ্জনং,

জনিতরতিরঙ্গপরভাগম্ ।

ভণ মঙ্গলবাণি করবাণিচ রণদ্বন্দ্বং,

সরসলসদলক্করগাম্ ।

স্মরণরলখণ্ডনং মম শিরসিমণ্ডনম্”—

এই লিখি ভক্তপ্রাণ অমনি ব্যাকুল,

আকুল অন্তরে ছোটো লেখনী ফেলিয়া ।

ভাবে গদ গদ হিঙ্গা বারে অশ্রুণীর,

নহে স্থির,

কেমনে লিখিব বলি—

“দেহি পদপল্লবমুদারম্” ।

ভক্ত রে, ভক্ত রে,

তোর ভাব নাহি রবে অপ্রকাশ ।

পীতবাস আজ নিজে করিবে প্রকাশ,  
 আপন শ্রীহস্তে লিখি সেই ভাবরাশি ।  
 এস জয়দেব, এস ভক্তবর  
 কর পাঠ তব গাথা,  
 “দেহি পদপল্লবমুদারম্” ।  
 দেখ—দেখ অনন্তভুবন,  
 দেখ—দেখ বিশ্ববাসিগণ,  
 কৃষ্ণ আজ আপন শ্রীহস্তে লিখে—  
 ভক্তভাব-গাথা—  
 “দেহি পদপল্লবমুদারম্”

( পদ্মার প্রবেশ )

পদ্মা । প্রভু ! স্নানবারি আনিয়াছি ঘরে ।  
 জয়দেববেশী শ্রীকৃষ্ণ ।—চল পদ্মা,  
 কবিতার অর্দ্ধ পদ হয়েছে পূরণ—  
 চল এবে স্নান পূজা করি সমাপন ।

[ পদ্মার প্রস্থান ]

( স্বগত ) সরলার এখনও স্বামীজ্ঞান মোরে !  
 এ সারল্য-পুরস্কার কি দিব রে সতি,  
 তোর হস্তে আজ করিব ভোজন ।

৩৭৭১

শ্রীকৃষ্ণ ও বিমলা ।

শ্রীকৃষ্ণ

গীত ।

আমার রাধা নামের সাধা বাঁশী. বাজ্‌রে বারেক বাজ্‌রে বাজ্‌ ।

বাধা সুরে বাজিস্ ওরে, আমার ভাবের ভাবুক আস্‌চে আজ্‌ ॥

বাঁশী বাজত বাজত রাধা রাধা,

যার জন্তে রহি নন্দরে বাধা,

সেই সাধা নাম ভুলিস্ কেন, কিসে পাস্‌রে বাধা,

তোর রাধা বুলি কে নিল হ'রে, কে করুলে রে বল্‌ এমন কাজ্‌ ॥

ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ । পাঠশালায় যাচ্ছিলাম, তোমার দেখে  
কেমন আমার মাসী বল্‌তে ইচ্ছে হ'ল হাঁগা মাসি—

বিমলা । ইনি আবার কে গো—বা, আবার হাসি দেখ না !  
কালমুখে হাস্‌চেন, যেন চাঁকোর খোলে ছুগ্‌গা নাম লিখ্‌চেন ।

ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ । মাসী আমার ঝাঁট দিচ্চেন, যেন মনের  
নয়লা তুলে ফেল্‌চেন ।

বিমলা । বা ছোঁড়া ! তুই কাদের রে ?

ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ । মাসী বুঝি চাড়ালের মেয়ে ?

বিমলা ! মব্‌ মুখপোড়া, কথার ঢং দেখলে ?

ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ । বা, মাসীর আমার কেমন বোনপো'র  
উপর কথার ছিরিছাঁদ দেখলে ?

বিমলা । তুই কাদের রে ?

ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ । কেন তা ব'ল্‌ব । তুমি পাঁচ জনকে ব'লে  
দেবে, তাহলে মা আমারে আর তোমার কাছে আস্‌তে দেবেনা ।  
মাসী বোনপু'র আবার জেতের খবর কেন গা মাসী ?

বিমলা । এ পোড়ারমুখো ছেলে কে গো ? একেবারে যে  
আমায় থ' ক'রে দিলে গা । ই্যা রে তোরা কোন্ পাড়াতে ঘর ।

ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ । কেন বল দেখি, তুমি এত কথা জিজ্ঞাসা  
করুচ মাসি ! আমিত তোমায় কোন কথা জিজ্ঞাসা ক'রুচি না ?

বিমলা । আরে উহুনমুখো, পরিচয় জিজ্ঞাসা করব না ?

ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ । আমি যদি পরিচয় না দি মাসি !

বিমলা । মব্ মুখপোড়া, দূর হ, সকালবেলা আর ঝালাপালা  
করিসনে । মুখপোড়া কাদের ছেলে গো, ডিঙ্রের খাড়ি !

ছদ্মবেশী শ্রীকৃষ্ণ । তুই বেটীও ছাড়া পোয়াতি ! আমিও  
বল্‌বো না, তুইও ছাড়বি না ।

বিমলা । দাঁড়া ত !

বিমলা ও পরাজয় ।

পরশর । মাগি তুই বড় নিষ্ঠুর । লোকে স্ত্রীর সঙ্গে  
ধর্ম্মাচরণ করে ব'লে স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী বলে, তুই আমার সেই  
ধর্ম্মপথে বিঘ্ন দিচ্ছিস !

বিমলা । কি বলি হতভাগা ; আমি তোরা ধর্ম্মপথে বিঘ্ন  
দিচ্ছি ? যা যা তুই যেখানে ইচ্ছে চ'লে যা । আমি তোকে  
আর কোন কথা বলতে চাই না । বিমলা চিরদিন জালা—  
যজ্ঞনায় প'ড়ে ছট্‌ফট্‌ ক'রবে তবু তোকে আর কোন কথা  
ব'লবে না । তবে আমার উপায় ? আমার উপায় যা হয় তা  
হবে ।

পরশর । ঐ অগ্রসর হ'ন দ্বিজবর,

এ কিঙ্কর চলিল পশ্চাতে ।

বিমলা । তাই ত এ মিন্সের আক্কেল কি গা ? যাবার সময় একবার ফিরে চেয়ে গেল না ? মিন্সেরটার জন্তে বুকটা যে থব্ থব্ ক'রে কৈপে উঠছে ! গুণের দেবতা তোমার এই কাজ ? আজ বিমলার সর্বনাশ ক'রে ছাড়লে ? কেন হরি আমি তোমার কি করেছি ? তোমাকে ভজন করিনি বলে ? কেন নারায়ণ, তুমিই ত বল, পতিই স্ত্রীলোকের যথাসর্বস্ব, পরমগুরু, জগদীশ্বর ! তবে আমার নে জগদীশ্বরকে আজ আমার নিকট হ'তে দূরে নিয়ে গেল কেন ? কি যন্ত্রণা ! কি জ্বালা ! ওগো, পতি-বিরহে নারী কেমন করে বাঁচে ? যাই হে মা ! অনামুকো আমায় সঙ্গে নে । ( উপবেশন ও রোদন )

সহসা বালকবেশী শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ ।

শ্রীকৃষ্ণ ।

গীত ।

কার তরে তুই কাঁদিস মাসি কার তরে তুই কাঁদিস—

একলাটা এ মাঠে ।

তোর কেউ নেই এখানে, আপন মনে কার তরে তুই ভাবিস্—

এ একটা মজা বটে ।

মোয়া দিবি ব'লেছিলি, কেন গো মাসি ভুলে গেলি,

কিসে এমন ব্যথা পেলি, বলনা গো মুখ ফুটে,

মায়ের বোন মাসী তুই আমার বুকটা যে মা ফাটে—

আমার বুকটা যে মা ফাটে ॥

পি ৩৮০৮

চারণীগণের গীত ।

সাজাহান ।

( সেথা ) গিয়াছেন তিনি সমরে, আনিতে জয় গোঁরব জিনি ;

( সেথা ) গিয়াছেন তিনি মহা আস্থানে—

মায়ের চরণে প্রাণ বলিদানে,

মথিতে অমর মরণসিন্ধু, আজি গিয়াছেন তিনি ।

( কোরাস্ )—

সধবা, অথবা বিধবা, তোমার রহিবে উচ্চ শির ;—

উঠ বীরজায়া, বাধো কুন্তল, মুছ এ অশ্রুনীর ।

( সেথা ) গিয়াছেন তিনি করিতে রক্ষা শত্রুর নিমজ্জন ;

( সেথা ) বর্ষে বর্ষে কোলাকুলি হয় ।

থড়ো থড়ো ভীম পরিচয়,

ভ্রুকূটীর সহ গর্জন মিশে রক্ত রক্ত সনে !

( কোরাস্ )—

সধবা অথবা বিধবা.....ইত্যাদি ।

( যেথা ) নাহি অহুনয়, নাহি পলায়ন—সে ভীম সময় মাঝে;

( সেথা ) রুধির রক্ত অসিত অঙ্গে,

মৃত্যু মৃত্যু করিছে রঙ্গে,

গভীর আর্তনাদের সঙ্গে বিজয়-বাণ্য বাজে ।

( কোরাস্ )

সধবা অথবা বিধবা.....ইত্যাদি ।

( সেথা ) গিয়াছেন তিনি সে মহা আহবে জুড়াইতে সব জালা ;

( সেথা ) হয়ত ফিরিবে জিনিয়া সমর,  
 নয়ত মরিবে হইতে অগর,  
 সে মহিমা ক্রোড়ে ধরিয়া, হাসিয়া তুমিও মরিবে বালা ।  
 ( কোরাস্ )  
 সধবা অথবা বিধবা.....ইত্যাদি ।

### ভারতবর্ষ !

যে দিন স্নানীল জলধি হইতে উঠিলে জননি ! ভারতবর্ষ !  
 উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব, সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ !  
 সে দিন তোমার প্রভায় ধরায় প্রভাত হইল গভীর রাত্রি,  
 বন্দিল সব, “জয় মা জননি ! জগত্তারিণি ! জগদ্ধাত্রি !”  
 ( কোরাস্ )

ধন্ত হইল ধরণী তোমার চরণ-কমল করিয়া স্পর্শ ;  
 গাইল, “জয় মা জগন্মোহিনি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !”  
 সন্তঃ-স্নান-সিক্ত-বসনা চিকুর সিদ্ধুশীকরলিপ্ত ।  
 ললাটে গরিমা, বিমল হান্তে অমল কমল আনন দীপ্ত ;  
 উপরে গগন বেরিয়া নৃত্য করিছে তপন তারকা চন্দ্র ;  
 মস্তমুগ্ধ, চরণে ফেলিল জলধি গরজে জলদমস্ত !  
 ( কোরাস্ )

“ধন্ত হইল ধরণী..... ভারতবর্ষ !”  
 শীর্ষে শুভ্র তুষারকিরীট, সাগর উর্ধ্বে ঘেরিয়া জঙ্ঘা,  
 বক্ষে হুলিছে মুক্তার হার পঙ্কসিদ্ধু যমুনা গঙ্গা ।

কখন না তুমি ভীষণ দীপ্ত তপ্ত মরুর উষ্ম দৃশ্য ;  
হাসিয়া শ্রামল শস্ত্রে, ছড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিধে ।

( কোরাস )

“ধন্য হইল ধরণী……ভারতবর্ষ !”

জননি, তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার অভয় উক্তি,  
হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বিতর মুক্তি,  
জননি ! তোমার সন্তান তরে কত না বেদনা কত না হর্ষ ;  
জগৎপালিনী ; জগত্তারিণি ! জগজ্জননি ! ভারতবর্ষ !

( কোরাস )

“ধন্য হইল ধরণী……ভারতবর্ষ !”

### হিন্দু-মুসলমানের মিলন ।

পি ৪৩১১

( মুঞ্জের ছিন্ন শির হস্তে সসৈন্তে হামিরের ও অপর দিক দিয়া  
আজিম ও সূজন সিংহের প্রবেশ )

হা। মহারাণার জয় হোক। এই মঞ্জু সর্দারের ছিন্ন মুণ্ড  
আপনার চরণতলে রক্ষা করলুম।

অ। হামির, প্রাণাধিক, কুলপ্রদীপ ! বৎস আমার !  
তোমার রক্তরঞ্জিত দেহ আজ আলিঙ্গন ক’রে প্রাণের জ্বালা  
জুড়াই। (আলিঙ্গন) আঃ আঃ।

হা। মহারাণা, দাস পিতৃব্য-স্বর্গের কিয়দংশমাত্র শোধ  
করেছে, বেশী কিছু করে নাই।



অ। বিনয়ের অবতার, এই ত বীরোচিত মহিমা, প্রকৃত মনুষ্যত্ব ! আমার পুত্রেরা কাপুরুষ, তাই ভগবান দয়া করে চিতোরের রাণাবংশের মান রক্ষার জন্য তোমায় এই মহাবংশে প্রেরণ করেছেন। হামির পুত্রাধিক প্রিয়তম ! ভেবেছিলাম, চিতোরোদ্ধার করুব, অন্তর্কর্ষবাদের জন্য তা হ'ল না। এই মহাসঙ্কল্প উদ্‌যাপন করতে একমাত্র সক্ষম তুমি। তোমায় সে সুযোগ দেবার জন্য আমি অবিলম্বে বানপ্রস্থ-অবলম্বন করুব। আম'র জীবনের চিরসাধ চিতোরোদ্ধার আজ তোমার হস্তে অর্পণ করলেম। যদি তোমা হ'তে তা পূর্ণ না হয়, তা হলে বুঝি সন্ন্যাসেও আমার মুক্তি হবে না, তরবারি স্পর্শ ক'রে শপথ কর আজ হ'তে চিতোরোদ্ধার তোমার জীবনের একমাত্র ব্রত হবে !

হা। শপথ করছি—আজ হ'তে চিতোরোদ্ধার এ জীবনের একমাত্র ব্রত হবে।

অ। আঃ, তৃপ্ত হলেম, তৃপ্ত হলেম, তৃপ্ত হলেন ! এস বৎস এস শত্রুর রক্ত দিয়ে তোমার উজ্জল লনার্টে রাজটীকা পরিয়ে দিই। এই নাও মুকুট নাও। মেবারের নূতন রাণা, আমি তোমায় অভিনন্দন করি, আশীর্বাদ করি। আমি চল্লম, সকলে নূতন রাণার জয় ঘোষণা কর। (প্রস্থান)

সকলে। জয় মহারাণা হামির সিংহের জয়।

হা। বেশ তাই হোক। বন্ধুগণ, ভাই সব, এস আজ রাজা প্রজা সকলে মিলে চিতোরোদ্ধারের জন্য সর্বস্ব পণ করি। সংঘম ছাড়া কি সাধনা হয় ? সাধনা ভিন্ন কি সিদ্ধি মেলে ? আমরা

রাজপুত ; আমাদের কাছে ত্যাগ কঠোর ব্রত নয়,—আনন্দ কর্তব্য । ঘরে ঘরে প্রচার করে দাও—যতদিন না চিতোরোদ্ধার হয় এ রাজ্যে আমোদ প্রমোদ সব বন্ধ । আহেরিয়া দেওয়ালী, কাগোৎসব প্রভৃতিতে আর সমারোহ হ’তে পারবে না । সমস্ত মেবারে ঘোষণা দাও, যেন সকলে স্ব স্ব গৃহ পরিত্যাগ ক’রে সপরিবারে কমলমীরের উপত্যকা ভূমি ও পার্বত্য প্রদেশগুলিতে আশ্রয় নেয় ; নচেৎ তারা হামিরের শত্রুগণে পরিগণিত হবে । যতদিন চিতোরোদ্ধার না হয়, মেবার সন্ন্যাস অবলম্বন করুক, মেবারবাসী সন্ন্যাসী হোক—।

সকলে । জয় মহারাণা হামির সিংহের জয় ।

— — —

### রাজমহল ।

( হামির ও মহম্মদের যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবেশ ও অসিযুদ্ধ )

( বেগে হারাবতীর প্রবেশ )

হারা । অস্ত্র সম্বরণ কর, অস্ত্র সম্বরণ কর !

হা । কে ও মা !—

হা । হামির, এই কি এতদিনের শিক্ষার ফল ?

হা । দিল্লীখর তোমার সম্মুখেই উপস্থিত, ওঁকে জিজ্ঞাসা কর, কোন বিচারে উনি ধর্মসন্ধি ভঙ্গ ক’রে আবার চিতোর আক্রমণ করতে এসেছেন ।

মহ । রাজমাতা, আমিই এ যুদ্ধের জয় দায়ী । আমিই ধর্মসন্ধি ভেঙেছি, আগে উন্মাদ হ’য়েছিলাম কর্তব্যের অন্ধরণে,

আজ উন্মাদ হয়েছি আমি নরকের আঙ্গানে। যাও মা, অন্ধকারে ডুবতে দাও। মহারাণা রাজপুতের তরবার কি এখন একটা পোষাকের অঙ্গ হয়েছে ?

হা। আঙ্গন বাদশা, হামির সাধক রঘুনাথের রক্তে আপনার জন্ত তলোয়ার শাণিত ক'রে রেখেছে।

( যুদ্ধোদ্যোগ )

হারা—ক্ষান্ত হও, যথেষ্ট হয়েছে। একবার ভেবে দেখ দেখি তোমরা কে? সেই আলোকের অলকা ভারতভূমির দুইটা বিশাল স্তম্ভ। একজন দিল্লীর বাদশা আর একজন মেবারের মহারাণা; একজন ইসলামের প্রতিভু, আর একজন সনাতন সমাজের প্রতিনিধি। এই দুই মহাশক্তি কি আজ কেন্দ্রচ্যুত গ্রহের মত আপনা আপনি মাথা ঠোকা ঠুকি ক'রে মরবে? যদি ব্যক্তিগত আক্রোশ, চরিত্রগত অক্ষমতা এ আহবের কারণ হয়, নিজেদের গদি হ'তে নাব—উচ্চাসন তোমাদের সাজে না। তা যোগ্য পাত্রে স্থাপন ক'রে বিদ্রোহের পিপাসা মিটাও, জেদের বিজয় ধ্বজা উড়াও। জাতিকে বিনষ্ট করতে, সাম্রাজ্যকে উচ্ছন্ন দিতে তোমাদের কি অধিকার?

মহ—একি! হাতের তলোয়ার আমার প্লথ হয়ে আসছে কেন?

হাবা—জানি না, সে কবে পৃথিবী নরশোণিতে কলঙ্কিত হয়েছিল। সেই থেকে এক যুগ আর এক যুগের ওপর শোধ তুলছে—আর পরশ্রীকাতরতা নয়, পরস্বাপহরণ নয়, পরপীড়ন নয়, জগৎকে শাস্তি দাও।

হামির ও মহ—এই আমরা অস্ত্র পরিত্যাগ করলেম ।

মহ—মা, তুমি আজ অন্ধের নয়ন ফোটাতে । আজ এই মহীয়সী মা'র সম্মুখে আমি প্রতিজ্ঞা করছি—এ জীবনে এ পুণ্য ভূমির দিকে আর লোলুপদৃষ্টি করবো না, চিতোরের ছায়াও স্পর্শ করব না । রাণা তুমি নিঃশঙ্কে রাজ্যভোগ কর ।

হারা—তবে একবার তোমরা হু'জনে গলা ধরাধরি করে দাঁড়াও দেখি যুগেব বিদীর্ণ বৃক জোড় লাগুক । একবার ভাই ভাই বলে ডাক ত—মায়ের কাণ জুড়িয়ে যাক, মায়ের প্রাণ বিশ্ব ছন্দে নাচুক, মায়ের মান জগতের মস্তকে সূর্য্যের মত জলে উঠুক ।

মহ—কে তুমি মা—! তুমিই কি মা হিন্দু মুসলমানের জননী ? তোমাব এক হাতে গৈরিক নিশান, অন্ন হাতে অর্কচন্দ্র পতাকা । তোমার এক কোলে কোরাণ, অন্ন কোলে বেদ । তোমার শিকার ডাকে—আল্লা—আল্লা—হো ! তোমার শব্দ ডাকে “হর হর বম্ বম্ ।

হামির—তবে দাঁড়াও মা, তোমার বরাভয় নিয়ে । তোমার মন্ত্রশক্তিতে আজ হুই ভেঙ্গে আমরা একটা জাতি হ'য়ে গ'ড়ে উঠি ।

হার । হামির, এতদিনে তোমার চিতোর উদ্ধার হ'ল । সাম্যের জয় হোক, সখ্যের জয় হোক, শান্তির জয় হোক ।

পি ৪৩২৬

মেবার পতন ।

কিসের শোক করিস্ ভাই—আবার তোরা মানুষ হ' !  
 গিয়েছে দেশ দুঃখ নাই—আবার তোরা মানুষ হ' ॥  
 পরের পরে কেন এ রোষ নিজেরাই যদি শত্রু হোস্ ?  
 তোদের এ যে নিজেরই দোষ—আবার তোরা মানুষ হ'  
 শত্রু হয় হোক না, যদি সেথায় পাস্ মহৎ প্রাণ,  
 তাহারে ভালবাসিতে শেখ তাহারে কর হৃদয় দান ।  
 মিত্র হোক ভণ্ড যে তাহারে দূর করিয়া দে—  
 সবার বাড়ি শত্রু সে আবার তোরা মানুষ হ' ।  
 জগৎ জুড়ে দুইটী সেনা, পরস্পরে রাক্ষাস চোখ ;  
 পুণ্য সেনা নিজের কর, পাপের সেনা শত্রু হোক ;  
 ধর্ম যেথা সে দিক্ থাক, ঈর্ষ্যেরে মাথায় রাখ ;  
 স্বজন দেশ ডুবিয়া যাক্—আবার তোরা মানুষ হ' ॥

রণভেরী ।

বুদ্ধ পয়গম্বর, আল্লা মহেশ্বর ,

এক দেবতা বহু নাম ।

কুন্দল সবকোই এক কারিগর

যোহি খোদা ওহি শ্রাম ॥

শত নদী ধাওত এক সাগর পানে

সকল ধুম রাশি মিলিত মেঘ সনে

বরষা বারি যত ধরাতে গিরত  
 ভিন্ন ধর্ম এক কাম ।  
 ভাই ভাই মিলকে খুঁসি হো যাও দোন  
 যুগল কর্ণে কর ধর্মগুণগান,  
 বিচারে নাহি ভেদ শ্রীহরি মহম্মদ  
 ডাক রহিম ডাক রাম ॥

পি ৬০৮১

বরণা ।

গোয়ালিনী লো তোরশ্বাম যে এখন হয়েছে রাজা  
 সে আর ভাঙ্গবে নাকো দুঃখের কঁড়ে খাবে না কো সরভাজ  
 সাধের বেণু বেচে কাণ্ ধন্য ধরেছে,  
 সজ্ঞাপনে বেদের বনে হরিণ মেরেচে  
 ( আমরা ) তাই বেচতে এসেছি তাটে,  
 দেখি কাটে কি না কাটে  
 সৃষ্টি না বসতে পাটে কিনে নিয়ে যা—  
 সাধের ননী সিকেয় তোল করবি যদি গরম কোল  
 বিকিয়ে যায় চট্ ক'রে আয় এখনো তাজা ।

বরণা ।

( বঁধু ) নাগাল আর পেলেম রে তোর কই ।  
 গরম ছিঁড়ে নিলি যদি রে কেন করিলিনি কো জল সই ॥

কখন এলি কখন গেলি কখন ধরলি বাণ ।  
 কোন ফাঁকেতে বিঁধে নিলি বুনো পাখীর প্রাণ ।  
 আঁধারের ঝোপে পাখী ছিল ঘুমেরই ঘোরে ।  
 চোরের মত লুকিয়ে এলি পালিয়ে গেলি ভোরে ।  
 কোন্ পথে পলালি বধু নিশানা নাইকো তার  
 গেলি গেলি ফেললি কেন গলার সোণার হার ॥

প ৬৪৫২ ।

কিম্বরী ।

যারে না দেখে প্রাণটা উড়ে গেছে  
 তারে দেখে না জানি হবে কি ।  
 যারে পেতে গেলে আগে যেতে হয় গলে,  
 তারে পাওয়াটা কি চালাকি ।  
 যার চোখ আছে চোখে চাউনি আছে,  
 গলায় আছে মিঠে কাসি ।  
 যার পরাণ পোড়ানি হিয়া দগদগি  
 ঠোঁটের আড়ালে হাসি ॥  
 সে যে হাঁ করে দাড়ায়ে ছুঁয়ারে  
 গান গায় সুরে নাকি ।  
 চল চল তারে দেখা দিয়ে আসি  
 আর চলে নাকো ফাঁকি ॥

সে নাকি বড় সুন্দরী শুনে এলাম লোক মুখে ।  
 সবাই বলে সে আহা কিবা আহা কিবা মুখ চোখ নাক ।  
 চোখ চেয়ে দেখা পরের কথা চোখ বুকে দেখে তাক ॥  
 তার চলন বলন ধরণ বুজে নেবে আছে আছে ।  
 ( যদি ) চোখ দিয়ে শোন কান দিকে দেখ  
 তবু যেয়ো নাকো কাছে  
 সবাই বলে সে আহা কিবা আহা  
 দেখে কেউ ফিরে নাকো ।  
 আর 'আহা' কিবা কাজ নেই  
 বাবা মাথা গুঁজে ঘরে থাকো ॥

পি ৬৫৫৭

সুদামা ।

কাল রূপের ঢেউ ছুটেছে  
 দেখবি যদি আয় ।  
 প্রেমের গাঙে বান ডেকেছে  
 ডুববি যদি আয় ॥  
 এ রূপের নাই সীমানা  
 দেখলে পরে মন মানে না,  
 দেখেছি প্রাণ সংপেছি  
 আছি বাধা রাজা পায় ॥



হুদামা ।

সই কার বাঁশী বেজে উঠেছে ।  
 বংশীবদম কালশাশী ছুটে চলেছে ॥  
 ফুরিয়েছে কার দুঃখের রজনী  
 কার মনের বনে ফুল ফুটেছে বল লো সজনী,  
 কোন্ গোকুলে প্রেম যমুনে উজলে উঠেছে,  
 কুলহারা কে আকুল হ'য়ে কৈদে ডেকেছে ॥

—•—

সন্ধির প্রস্তাবে ভীমের ক্রোধ—১ম খণ্ড ।

পি ৬৫৭৬

ভীম ।      বৃথা অহুরোধ মোরে কোরে না পাঞ্চালী !  
 অগ্রসর বহুদূর কুরুক্ষেত্র রণে,—  
 কেমনে নিবৃত্ত হ'ব তায় ?  
 কোরব সহায়—ভীষ্ম পিতামহ,  
 দুর্কিসহ বল বিক্রম ষাঁহার,—  
 নিমজ্জিত হতাশ-অঁধারে—  
 একাধারে দুর্ঘ্যোধন আদি শত্রুগণ ।  
 হয় মনে আশার সঞ্চার,  
 মনোবাহা এতদিনে পূরিবে নিশ্চয় !  
 পিতৃরাজ্য অধিকার হবে,  
 মিটিবে দাক্ষণ প্রতিহিংসা তুবা—  
 দুর্ঘ্যোধন-দুঃশাসনে দণ্ডিত দৈবরথে ।

দ্রোপদী । কমা কর বৃকোদর !

কাতর অন্তর মম এ ভীষণ রণে ।

গুরুবধ—ব্রহ্মবধ—স্বজন নিধন,

ছার রণে করি অগণন,

স্থখ শাস্তি হারা মন,—

হইবে দহন তীব্র অনুতাপানলে ।

ভীম । শাস্তি কোথা হৃদয়ে আমার ?

কিস্ত একি তব অদ্ভুত আচার ?

হেন ভাবান্তর কি হেতু তোমার—

বৃষ্টিতে না পারি আজি !

শক্তিস্বরূপিনী ক্রপদনান্দিনী তুমি,

ভগ্নপ্রাণ পাণ্ডবেরে,

সমরে উৎসাহ কত দেছ চিরদিন,

সে শক্তি বিহিনা এবে কেন বীরানা ?

কি হেতু ভাবনা এত कहলো ভামিনী ?

দ্রোপদী । পাণ্ডবের হিতচিন্তা সতত আমার,

তাই অকল্যাণ ভেবে ভয়ে মরি ।

হে বীরকেশরী !

মিলি ধর্মরাজ সনে—

সন্ধির প্রস্তাবে পার্থ এবে যত্ববান ;

এ সন্ধি-স্থাপন-কার্যে বাধা নাহি দেহ ।

ভীম । সন্ধি ? মিত্রতা মিলন কোরবের সনে ?

এ জীবনে আমি হ'তে কভু না হইবে ।

বক্ষঃ রক্তপানে যাহাদের,  
 লোলুপ রসনা মম বহুদিন হতে,  
 পদাঘাতে চূর্ণিত যাহাদের শির,  
 অস্থির এ উত্তেজিত হিয়া ;  
 দিয়া বিসর্জন,  
 বীরগর্ভদর্পমান ক্ষত্রিয়-ধরম,  
 সরমবিহীন কুকুরের মত,  
 পদানত হবে গিয়ে সে কুকুরের ?  
 তুষানলে প্রাণ বিসর্জন—  
 তার চেয়ে নহে তো কঠিন !  
 এত হীন ঘৃণা মোরে ভেব না পাঞ্চালি !  
 এ বাহু যুগল—  
 এখনও ধরে বল সহস্র করীর !  
 বজ্র হ'তে কঠিন শরীর—  
 অযুক্ত সিংহের শক্তি প্রতি লোম কূপে ।  
 শুন মম কঠোর পণ,  
 যদবধি কুরুগণ না হবে নিধন,  
 রণে ক্ষান্ত কভু নাহি দিব !  
 ভগ্ন-উলু কুরুপতি পড়িবে সমরে,  
 প্রাণভরে করি হুঃশাসন রক্ত পান,  
 স্নিগ্ধ হবে প্রাণ—  
 কৌরব পাণ্ডবে বাদ তবে অবসান ।

দ্রোপদী । কমা করহে বীরপুত্রব !

ভীষ্মের পতনে—

ক্ষোভিত ব্যথিত প্রাণে বিষন্ন অর্জুন,  
ধনুঃশর ক'রেছে বর্জন,  
অধর্ম-অর্জনে সাধ নাহি আর তার !

ভীম ।

কিবা ক্ষতি তায় কহ বরাননে ?

অর্জুন বিহনে—

বৃকোদর ভীত হবে সমর প্রাঙ্গণে ?  
পার্শ্বের সমর সাধ পূর্ণ যদি প্রাণে  
রণাঙ্গনে যেতে কে সাধে তাহারে ?  
ভীম নাহি চায় কত সাহায্য কাহার !

নাহি যার অর্জুন সোদর—

এতই কাতর সে কি আপনা রক্ষিতে  
যাও—কহ গিয়ে পার্শ্ব সমাচার,  
তার সহায়তা নাহি চাহি রণে,—  
একাকী বিপক্ষগণে ভেটিব আপনি ।  
প্রমত্ত মাতঙ্গ একা অবাধে যেমন  
কদলীকানন করে বিদলিত,  
সেই মত একা রণে মথিব অরাতি !

—•—

সন্ধি প্রস্তাবে ভীষ্মের ক্রোধ—২য় খণ্ড ।

। ক্ষমা কর দেব, অধর্মের অপরাধ,  
নাহি সাধ আর বাড়াইতে পাপভার !

পূজ্য গুরু ধৃতরাষ্ট্র জ্যেষ্ঠ জনকের,  
 সঙ্ঘি স.স্থাপন তাঁহাদের সনে,  
 নহে কতু হীনতা স্বাকার ;  
 অপমান কিসে তাহে আমা সবাকার ?  
 ভীম । যাগ ভাই—বৃথা তর্কে নাহি প্রয়োজন,  
 কয় যাহা চায় নিজ মন,  
 সুধায়ো না—বোলো না আমারে ।  
 যাও অম্বরক্ত হও অরাতিগণের,—  
 অন্তরের বাসনা পূরাও !  
 ত্যজ মোরে—নাহি করি ভয় !  
 শুন ধনঞ্জয়—  
 দুর্ভেদ্য হিমাদ্রিবৎ অচল অটল,  
 প্রতিজ্ঞা পালনে ভীম জেনো চিরদিন ।  
 যতক্ষণ রক্তশ্রোত বহিবে শিরায়,  
 সক্ষম ধরিতে গদা বাহু যতক্ষণ—  
 রণে ক্ষান্ত দিব না নিশ্চয় !  
 শতপুত্রহারা কাঁদিলে গান্ধারী,  
 হাহাকার কুরুকুলে ।  
 ভীমরোলে হঠবে উখিত ;—  
 কুরুনারী বত,  
 ভাসিলে সতত নয়ন জলে,—  
 নির্ঝাপিত হবে তাহে হৃদয়-অনল !  
 মহাপাপী নীচ দুর্ঘোষন—

পাঞ্চালীয়ে দেখাইয়া উরু  
কুরু সভামাঝে করিলা ইঙ্গিত ;—  
গদাঘাতে ভঙ্গ করি সেই উরু তার,  
দ্রৌপদির ধার শোধিব নিশ্চয় ।  
ভীষণ সাদৃশ্যসম প্রবেশ আহবে  
যবে দুই দুঃশাসনে করি নিপাতিত,  
বিদারিত করি বক্ষ নখর-আঘাতে,  
পারিব করিতে তার তপ্ত রক্ত পান ;—  
সেই শোণিতের ধারা মাখি দুই করে,  
লাঙ্কিতা কৃষ্ণার ঐ এলো-কেশরাশি,—  
হাসি মুখে যবে করিব বন্ধন,  
নিভিবে তখন—দারুণ হৃদয়জ্বালা মোর ।

অর্জুন ।

পদে ধরি বীরবর—  
শাস্ত কর ক্রোধ, মানহ প্রবোধ,  
অবোধ অমুজ্ঞে ক্ষমা করহে ধীমান্ ।  
ওহে মতিমান—  
তোমার সমান বীর কে আছে ধরায় ?  
কেবা নাহি, জানে হে তোমায়—  
একা তুমি বিমর্দিতে পার শত্রুকূলে ।  
কিন্তু প্রভু করহে বিচার,  
অসার ঐশ্বর্যসুখ ছার রাজ্যভোগ,—  
জ্ঞাতি হত্যা পাপভোগ—  
পরিণামে কি ভীষণ যজ্ঞগদায়ক !

ভাবি তাই—

ব্রহ্মহত্যা গুরুহত্যা কত বা করিব ?

ছি ছি স্থগা ধরে না অন্তরে—

এরি তরে ধনুর্কোণ শিলা কি আমার ?

চিরদিন মহাপাপ করিতে সাধন,

জননী জঠরে মোরে করিলা ধারণ ?

ভীম ।

হে ফাস্তনি !

জননীর নাহি দোষ তায় !

বীরমাতা বীরপুত্র প্রসবে সতত,

ভীকু কাপুরুষ মেঘশাবকের যত,

স্তম্ভদানে কতু নাহি পালে বীরমাতা

ভাল শিক্ষা পাইয়াছ ভ্রাতা

গীতামৃত কথা শুনি নারায়ণ মুখে !

বড় দুঃখে দুঃখিত অন্তর তব—

ভীম দ্রোন গুরু ব্রহ্মবধ ভয়ে !

কিস্ত—বল দেখি মোরে,

কোথা ছিল তব ভীম পিতামহ—

দ্রোণাচার্য্য পূজ্য গুরুজন,—

কৃষ্ণার কোমল কেশ ধরিয়া যখন,

দুঃশাসন নরাধম—

আকর্ষণ করিয়া সবলে—

সভাস্থলে এনেছিল সমক্ষে সবার ?

রাহুগ্রাসে হেরি পূর্ণশশী,

অধোমুখে রহিলাম বসি—  
 স্থপ্ত ভুজঙ্গের প্রায় পঞ্চ সহোদর,  
 পড়ে নাকি মনে বীরবর ?  
 সহায় বিহীনা—দুর্ব্বলা রমণী—  
 অত্যাচার প্রণীড়িতা—  
 অভিযুক্তা অশ্রু শতধারে,—  
 উচ্চকণ্ঠে করজোড়ে সাধিল সবারে,  
 “রক্ষা কর রক্ষা কর অবলা বালায়,”  
 কহ ধনঞ্জয়, কোথা ছিল সে সময়,  
 স্নেহময় পিতামহ দ্রোণগুরু তব ?

—:~:—

আবনের বিচার—১ম খণ্ড ( মিশর কুমারী ) ।

পি ৭০৫৭

সামন্দেশ । আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি, যে তোমরা এখনও সেই দুর্ব্বল খারেবকে ধরে আনতে পারলে না । একটা সামান্ত কাফ্রিকুর তোমাদের যুবরাজ রাগেশিসের উপর আক্রমণ করে এতগুলো মিসরী সৈনিকের চেষ্টা ব্যর্থ কচ্ছে, এর চেয়ে লজ্জার বিষয় তোমাদের আর কি আছে ?

সেনানী । প্রভু, চেষ্টার কোন ক্রটি হচ্ছে না । কিন্তু সে যে কোথায় পালিয়েছে কোনই সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না । তার জন্ত শুধু কাফ্রি পল্লী কেন, সমগ্র কর্ণাক সহর তন্ন তন্ন করে খোঁজা হয়েছে, কিন্তু কোন ফলই হয় নি ।



সামান্দে। বুদ্ধ আবনকে-জিজ্ঞাসা করেছিলে? সে কি বলে?

সেনানী। বলে সে জানে না।

সামান্দে। আর মুঢ় অকর্মণ্য তোমরা অনায়াসে তাই বিশ্বাস কচ্ছ? যাও, আমি কোন কথা শুনতে চাই না। সেই বুদ্ধ শয়তানকে এই মুহূর্তে ধরে নিয়ে এসো। হয় সে খারাব কোথায় আছে বলবে, না হয় নিজের তার হয়ে শাস্তি ভোগ করবে।

সেনানী। চল বড়ো হারামজাদ, তোর নষ্টামি ভাঙছি। অমাদের সঙ্গে চালাকি—বটে?

আবন। উঃ হঃ হঃ! গেরো না, আর মেরো না,—তার চেয়ে আমায় একেবারে নেরে ফ্যাল, আমার সমস্ত অপরাধের শাস্তি হয়ে যাক।

সেনানী। আবন, তুমি ভুলে যাচ্ছ, তুমি প্রভু সামান্দেদের সম্মুখে।—শির নত কর।

আবন। শির নত করব? কেন? কার সম্মুখে? এর সম্মুখে শির নত করব? এ তোমাদের প্রভু হতে পারে, আমার কে? আমার কাছে তোমরাও যা, এও তাই, অত্যাচারী হিংস্র পশু। এরই অহুচরেরা এই বুদ্ধ আবনের খেত শ্রম কেশ উৎপাটন করেছে—পদাঘাতে, মুষ্ঠাঘাতে তার কাল চামড়ার উপর রক্তের ঢেউ খেলিয়ে দিয়েছিল। আর আমি এর সামনে শির নত করব?—না এত কৃতজ্ঞতা আমার নাই।

সেনানী। তবে রে বর্বর, বেয়াদব!—

আবন। মার, মার, যত পার মার। আর আমি ভয় করব না, আর নিষেধ করব না, আর মিনতি করব না, করে দেখেছি কোন ফল হয় নি। তোমাদের যতটুকু শক্তি ততটুকু কর্তে কস্বর করনি, আর কি করবে ?

সামন্দেশ। ক্ষান্ত হও, আর মেরো না। আবন থাকবে কোথায় ?

আবন। আমি জানি না। আর জানলেও বলব না। কেন বলব ? তোমরা কি মনে কর তোমরা তাকে নিয়ে কি করবে তা আমি জানি না ? সে পিতৃমাতৃহীন অনাথ—আমি তার পিতামাতা। না বলব না—জানলেও বলব না।

সামন্দেশ। আবন, আবন, রসনা সংবত করে কথা কও, আমরা তাকে চাই। সে অপরাধী, আমরা তার বিচার করব।

আবন। বিচার ! মিশরীর কাছে কাক্রির বিচার ? হাঃ হাঃ একটা হাসির কথা বটে। কি বিচার করবে ? পুড়িয়ে মারবে ?—না জ্যান্ত অবস্থায় করাত দিয়ে চিরে ফেলবে—না তার গায়ের চামড়া খুলে নেবে—এই তো তোমাদের বিচার ? সামন্দেশ, সে যদি অপরাধী তোমরা যে তার চেয়ে হাজার গুণে অপরাধী। তোমরা যে কাক্রি জাতিটার উপর এত অত্যাচার করছ, তার হিসেব রাখ ? তোমাদের অপরাধের কাহিনী শুনলে গাছের পাতা ঝরে পড়ে, পাহাড়ের পাথর কেঁপে উঠে, মরা মানুষ শত বর্ষের ঘুম থেকে এক মুহূর্তের জাগ্র শিউরে জেগে ওঠে ! তোমাদের এই সবল অত্যাচারের বিরুদ্ধে যদি আমরা একটি কথা কই, তবেই আমাদের গুরুতর ভ রাখ হয়।

ধনে করো না তোমাদেরই এই সব অপরাধের বিচার নাই ।  
তোমাদেরও একদিন বিচার হবে,—সেইদিন—ওইখানে—  
তিনি বিচার করবেন ।

দ্বিতীয় খণ্ড ।

সামন্দেশ । শোন আবন, তোমার প্রলাপ বাবা আমি  
ভুলতে চাই না । এখন খানের কোথায় তুমি বলবে কি না ?

আবন । না ।

সামন্দেশ । আমার আদেশ ।

আবন । তোমার আদেশ আমি মানি না ।

সামন্দেশ । মহামাত্ত ফারাওয়ার আদেশ ।

আবন । কে ফারাও ? কিসের ফারাও ? আমি বাঁচি  
দৃষ্টি মরি তাতে তার কি আসে যায় ?—তবে কেন সে আমার  
ফারাও ?

সামন্দেশ । কেন ?—যেহেতু—

আবন । যে হেতু আমি কাল কান্দি । কেমন, এই  
তো ? কেন, কান্দিরা কি মানুষ নয় ? তাদের কি সুখদুঃখ  
নাই ? একই আকাশের নীচে, একই সূর্য্যের উত্তাপে, একই  
ফলে জলে শস্বে কান্দি আর মিশরী কি জীবন ধারণ করে না ।  
তবে কিসের জন্ত তোমাতে আমাতে এত তফাৎ ? তোমার  
সুখ—সুখ, আমার সুখ তোমার জুতোর তলার মাটি । তোমার  
রক্ত—রক্ত, আমার রক্ত তোমার নর্দমার পচা জল ?—তোমার  
মাথা—মাথা, আমার মাথা তোমার লাথী মারবার জায়গা ?

সামন্দেশ । আবন, আবন ! এই আমি তোমায় শেষবার জিজ্ঞাসা করছি—খারেব কোথায় ?

আবন । আমি বলব না ।

সামন্দেশ । ছুনিয়ার কলক, নরকের কুকুর বর্বর কাফ্রি মিসরের সম্রাট-শক্তির অবমাননা করলে তার ফল কি হয়, প্রত্যক্ষ দেখ । যাও একে যেমন করে নিয়ে এসেছ তেমনি করে গলায় দড়ি বেঁধে সমস্ত সহর প্রদক্ষিণ করিয়ে নিয়ে এস । তারপর একে সিংহের মুখে নিক্ষেপ কর । যাও ।

রামেশিস । ক্ষান্ত হও—প্রভু, আমার একটা ভিক্ষা—

সামন্দেশ । তুমি কি চাও যুবরাজ ?

রামেশিস । এই বৃদ্ধের জীবন ভিক্ষা চাই । একে দিয়ে আমার কিছু প্রয়োজন আছে ।

সামন্দেশ । ভাল আমি এর প্রাণদণ্ড প্রত্যাহার করলেম, কিন্তু একে ক্ষমা কর্তে পারি না । এ মিশরের সম্রাট শক্তিকে মানতে চায় না । একে তার ক্ষমতা বেশ ভাল করে বুঝিয়ে দিতে হবে । সমগ্র কাফ্রি পল্লী এর অপরাধের শাস্তি ভোগ করবে । যাও কাফ্রি পল্লীর চারিদিকে আগুন ধরিয়ে দাও । আজ সূর্যাস্তের পূর্বেই যেন তার চিহ্ন অবধি মুছে যায় ।

আবন । না না, তা করো না, তা করো না । বৃদ্ধ আবনকে যত পার শাস্তি দাও,—তাকে দণ্ডে দণ্ডে মার । তার গায়ের চামড়া খুলে নিয়ে তোমার জুতো তৈরী কর । গায়ের মাংস কেটে নিয়ে তোমার পোষা কুকুরকে খাওয়াও । একের অপরাধে সকলের সাজা দিও না । কাফ্রিরা বড় গরীব, তারা

দিন-মজুরী করে খায়। তাদের মাথা রাখবার ঠাইটুকু পুড়িয়ে দিয়ে তাদের পথে দাঁড় করিও না। আর তুমি,—মিসরের ভাবী সম্রাট, এক হীন কাক্রির জীবনে তোমার কি প্রয়োজন সে তুমিই জান—একের অপরাধে সকলের সাজা দিও না। তুমি তোমার দয়া ফিরিয়ে নাও, যুবরাজ, আমায় মর্তে দাও, আমায় মর্তে দাও।

সামন্দেশ। বাতুলের প্রলাপ শোনবার আমার অবকাশ নাই। সৈন্তগণ, যাও, আদেশ পালন কর! এগনি এখান থেকে ওকে বের করে দাও। এই হতভাগ্য কাক্রি জাতিটা কি পৃথিবীতে না থাকলেই চলত না? হায় পিতা ছুট! তুমি মিশরের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী হয়েও এ কি অজ্ঞানের কাজ করে গিয়েছ! আমি কাক্রি ক্রীতদাসীর সন্তান, এ ছুঃখ কি রাখবার ঠাই আছে? শৈশবে মাতৃহীন, জ্ঞানাবধি আমার গর্ভধারিণী কাক্রি মাকে দেখিনি। গৃহে তার একপাশি ছবি আমার কলঙ্কের নিশানা স্বরূপ পিতা স্বহস্তে এঁকে রেখে গিয়েছিলেন। ও হোঃ হোঃ।

### জগৎসিংহ ও ওসমান্ :

পি ৫৮২৩

(দুর্গেশনন্দিনী হইতে)

ওসমান। (স্বগত) আমি শান্তি চাই না, এ অপেক্ষা শতগুণ জ্বালা জলুক, আমার প্রতিহিংসা তুমি শতগুণে বৃদ্ধি হোক। আশ্রয় কখনও আমার হবে না—আমি নিশ্চয় জানি। তবু বলবতী আশা আমার হৃদয়ে বিরাজিত। একদিনও কোন

প্রতিদান পাইনি তবু আশা, ভ্রাতৃস্নেহ বাতীত অপর স্নেহের  
ছায়াও কখন সে মুখে দেখিনি, তবুও আশা, হয় ত মৃত্যু  
নিকট তবুও আশা, বোধ হয় আশাই আমার সঙ্গের সাথি ।  
আয়েষাকে ভুলবো সে শক্তি আমার নেই, অগ্নি অগ্নি ! চতুর্দিকে  
দেখছি আয়েষা জগৎসিংহ, আয়েষা জগৎসিংহ ! দিবারাত্র শয়নে  
স্বপনে সেই ছবি বিরাজিত ; সে ছবি আর দেখবো না, খালি  
আয়েষা আমার হৃদয়ে থাকুক, নচেৎ স্মৃতি নির্মাণ হোক । কি  
কৌশলে দুর্গজয় করেছিলেন, শত্রু করে আমার প্রাণের নিধি  
বিলিয়ে দিলেম ; শত্রু অস্ত্রে কেন আমার মৃত্যু হয় নি ; কঠিন  
প্রাণে কত যন্ত্রণাই সহ্য হয় ! শাস্তি শাস্তি ! না না জলবো  
জলবো ! জালায় প্রতিহিংসা তুমা বাড়বে ।

জগৎসিংহ । সেনাপতি এখন বিদায় ।

ওসমান । বিদায় ! আপনি আমার স্তম্ভ আপনাকে বিদায়  
দিব কি, আপনাকে আমি বিদায় দিতে পারবো না, শুধু বিশেষ  
কথা আছে ।

জগৎসিংহ । এসব কি ?

ওসমান । এসব আমার আজ্ঞা ক্রমে হয়েছে । আজ যদি  
আমার মৃত্যু হয়, তবে মহাশয় আমায় এই কবর মধ্যে সমাধিস্থ  
করবেন, কেহ জানবে না ; আর যদি আপনি দেহ ত্যাগ করেন,  
তবে এই চিতায় ব্রাহ্মণ দ্বারা আপনার সংস্কার্য করবো, অপর  
কেউ জানবে না ।

জগৎ । আপনার কথার তাৎপর্য কি ?

ওসমান । আমরা পাঠান, অস্ত্রকরণ প্রজ্জ্বলিত হ'লে উচিত-  
ত্বচিহ্ন জ্ঞান থাকে না ; এ পৃথিবীর মধ্যে আয়েষার প্রণয়কাজ্জ্বলী  
হুই ব্যক্তির স্থান হবে না ; একজন এই স্থানে প্রাণ ত্যাগ করবে ।

জগৎ । আপনার কি অভিপ্রায় ?

ওসমান । সশস্ত্র আছি, আমার সহিত যুদ্ধ কর । সাধা হয়  
আমাকে বধ করে আপনার পথ মুক্ত কর, নচেৎ আমার হস্ত  
প্রাণ ত্যাগ করে আমার পথ ছেড়ে যাও ।

জগৎ । ওসমান, ক্রান্ত হও, আমি পরাভব স্বীকার করলাম ।

ওসমান । এত জান্তাম না যে রাজপুত সেনাপতি মরুতে  
ভয় পায়, যুদ্ধ কর, আমি তোমায় বধ করবো, ক্ষমা করবো না ।  
তুমি জীবিত থাকতে আয়েষাকে পাবেনা ।

জগৎ । আমি আয়েষার অভিলাষী নই ।

ওসমান । তুমি আয়েষার অভিলাষী নও, কিন্তু আয়েষা  
তোমার অভিলাষী । যুদ্ধ কর, ক্ষমা নাই ।

জগৎ । আমি যুদ্ধ করবো না । তুমি অসময়ে আমার জীবন  
রক্ষা করেছ ; আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করবো না ।

ওসমান । যে রাজপুত শিপাই যুদ্ধ করুতে ভয় পায়, তাকে  
এইরূপে পদাঘাতে যুদ্ধ করাই ।

জগৎ । উত্তম, প্রস্তুত হও, এই আমি তোমায় ভূতলে শায়িত  
করুলেম । ওসমান্ কেমন, যুদ্ধ সাধ মিটেছে ত ?

ওসমান । জীবন থাকতে নয় ।

জগৎ । এখনই ত জীবন শেষ করে দিতে পারি ।

ওসমান । কর, নচেৎ তোমার বধাভিনাষী শত্রু জীবিত থাকবে ।

জগৎ । থাকুক, রাজপুত তাহাতে ভয় করে না । তুমি মুসলমান হয়ে রাজপুতের শরীরে পদাঘাত করেছিলে ; এইজন্য তোমার এই দুর্দশা কর্লেম ; নচেৎ রাজপুতেরা এত কৃতঘ্ন নয়, যে উপকারীর অঙ্গ স্পর্শ করে, যাও এখন যেখানে ইচ্ছা চলে যাও ।

ওসমান । এখনও আরও কি বাকী, আরও অদৃষ্টে কি আছে ।  
মৃত্যু—না সে ইচ্ছা এখন নাই এখনও আয়েষা, এখনও আয়েষা ।  
জগৎসিংহ জীবিত রইল । অতি নিষ্ঠুর । আমায় বধ করলে না ।  
জানে না জানে না—আমার অবস্থা জানে না—তা হলে দয়া করে বধ করতো । আমার যজ্ঞনা সে বুঝতে পারেনি । এখনও আয়েষা, এখনও আয়েষা ।

### ভৃঙ্গসেন ও নাগরিক ।

ভৃঙ্গসেন । আহা হাহা আরে অধীর হও কেন ? আমি বিচারপতি, আমায় মান না, যে হে । আরে চোপ চোপ, আরে ব'সো ব'সো, কথা শোন না ।

নাগরিক । সেনজা মশাই, আমার একটা মীমাংসা ক'রে দিতে হবে ।

ভৃঙ্গ । হবে না কি ? তোমার একটা মীমাংসা, তা আর করবো না ?



নাগরিক। (প্রথম নাগরিককে দেখিয়া) আমি আগে ব'লচি !

ভূঙ্গ : বল, বল, বল ত বাপু।

নাগরিক। আমার একটা বাড়ী আছে, দেখেচেন ত ?

ভূঙ্গ। বাবা চোখ রয়েছে, তোমার গিয়ে বাড়ী রয়েছে, তা দেখেচিনি !

নাগরিক। আজ্ঞে বাড়ীর সঙ্গে খানিকটে জায়গাও ত আছে ?

ভূঙ্গ। আছে নাকি ? বাড়ীও আছে, আবার তার সঙ্গে খানিকটে জায়গা আছে ? তা আর থাকবে না আহা—

নাগরিক। তাহাতে দুটো ডাঁটা আর লাউ ক'রে হাটে বেচতে গিছলুম।

ভূঙ্গ। ও বাবা, তোমার বাড়ীও আছে, জায়গাও আছে, আবার তাতে ডাঁটাও ফলিয়েছ। তা তোমরা গেছ নাকি ? খুব করেছ, হাটে নইলে কি আর ঘরে বেচবে !

নাগরিক। আজ্ঞে হাটে গিয়ে যেই তরকারী আর সেই লাউ নামিয়েছি, অমনি জমিদারের লোক তোলা নিতে এলো।

ভূঙ্গ। বলি, সে লাউটা কি খুব মস্ত ছিল আহা—তা নেবে বৈ কি। তাদের হাটে গেছ, তোমার গিয়ে তুমিই বিক্রি করবে হে ?

নাগরিক। তা দিই নি ব'লে কি না মাল্লে !

ভূঙ্গ। অ'্যা মাল্লে নাকি ? যাক, তা আর মারবে না বাপু, তাদের হাটে গেছ, লাউ দেবে না, উন্টে গিয়ে ঝগড়া ক'রবে, তা আর মারবে না ?

নাগরিক : তা কি রকম হ'ল, মারবে কি রকম ?

ভূক্ত। অন্ডায় বটে, তা তোমার গিয়ে অন্ডায়টা বটে ।

নাগরিক। শেষকালে কি না, লোক আন্লে !

ভূক্ত। অঁ্যা আন্লে নাকি ? আহা তা আর আন্বে না, তোমরা হ'লে চাষার মন্দ, তোমাদের মারবার জন্ত লোক ত আন্বেই ।

নাগরিক। অঁ্যা ! শেষে আমাদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে নিলে !

ভূক্ত। সব নিয়ে নিলে ? আহা, তা আর নেবে না বাপু, তোমাদের বজরাখানা পর্য্যন্ত কেড়ে নিলে । তা কি কর্কো বলো, তোমরা ঝগড়া কল্লে, মারামারি কল্লে, মার-খাওয়ার জন্ত লোক আন্লে, তা আর তোমাদের বজরা নেবে না ?

নাগরিক। অঁ্যাঃ কি রকম হ'ল, তা হ'লে আমাদের মীমাংসাটা কি রকম কি হ'লো ?

ভূক্ত। পর দিয়ে ঘরের ঝগড়া মেটাতে গেলে, এর চেয়ে আর কি হবে বাপু, বাকীটুকু তোমরাই আপোষে সেরে ফেল, ও সব যায়গায় ঐ রকম মীমাংসা ।

নাগরিক। তা বল্লে সেনদ্রা মশাই ছাড়চিনি, আমাদের একটা মীমাংসা করতেই হবে ।

ভূক্ত। আহা—হা—হা কচ্ছি, বসো না বসো. তোমরা যে আমায় মান্তে চাও না, একেবারে মারতে উঠেছ । আমি রাজার প্রতিনিধি, আমি বিচারক, একটু বিচার করবার চিন্তা করতে দাও না—খাম না ।

শি ৫৮২৪

গুরুদক্ষিণা ।

বিষ্ণু। আরে কি হে নেড়া যে ! বলি, ভাল তো ?

অম। আজ্ঞে, আমার নাম অমল ।

বিষ্ণু। আহা অমল, তা কি আমরা জানিনি ? তা ঐ ছোট বেলা থেকে আমরা ঐ নেড়া ব'লেই ডেকে আসছি !

অম। আজ্ঞে ছোট বেলায় তো আমরা এখানে থাকতুম না, এই মোটে ছ'মাস হল প্রথমে এদেশে এসেছি ।

বিষ্ণু। বিলক্ষণ ! তোমায় কোলে ক'রে তোমার বাপ বৃন্দাবন রোজ সকালেবেলা আমাদের ওখানে চা খেতে যেত ।

অম। আজ্ঞা, আমার বাবার নাম ত বৃন্দাবন নয়—শ্রীশকুমার ।

বিষ্ণু। আহা ই্যা ই্যা শ্রীশকুমার শ্রীশকুমার তা জানি, ঐ বৃন্দাবন তার একটা নাম ছিল । আরে জিজ্ঞাসা করোনা তোমার বাবাকে ।

অম। তিনি ত মারা গিয়েছেন ।

বিষ্ণু। ই্যা ই্যা মারা গিয়েছে মারা গিয়েছে, বেচারী, বাড়ীখানা বিক্রি হয়ে যেতেই শোকে তাপে ভেঙ্গে পড়লো ।

অম। আমাদের ত কোন বাড়ী বিক্রী হয়নি, বরং তিনি মারা যাবার আগে আর একখানা বাড়ী তৈরী ক'রে গিয়েছেন ।

বিষ্ণু। ই্যা ই্যা, তৈরী ক'রতে পারে, আজকাল ওকালতী ক'রে বেশ ছ'পয়সা হচ্ছিল ।

অম। আজ্ঞে, তিনি ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন ।

বিষ্ণু । বলি হ্যাগো তা জানি ; ঐ পসার ক'মে যেতে শেষকালে যোগাড় টোগার করে ডেপুটি হয়েছিল ।

অম । আজ্ঞে তাঁর সময় ত নমিনেসন্ ছিল না, ডেপুটি হবার জন্তে তাঁকে পরীক্ষা দিতে হয়েছে ।

বিষ্ণু । হ্যাগো পরীক্ষা, অম্নি একটা দিতে হ'ত বটে ! তলে তলে সুপারিশও অনেক যোগাড় করতে হ'ত, আর সেই সুপারিশ যোগাড় করতে গিয়ে আমার কি কম বেগ পেতে হয়েছিল ?

অম । আপনাকে বেগ পেতে হ'ল কেন ? আমার মাতা-মহ ত সে সময় সিম্লেয় খুব বড় কাজ করতেন ।

বিষ্ণু । ওগো সেখানে এগুবাব সাধ্য ছিল না । ঐ তিনি তোমার বাপের মুখ দর্শন কন্তেন না, মদো মাতালের উপর তিনি হাড়ে চটা ছিলেন ।

অম । কি সব বাজে কথা বকছেন মশাই ! আমার বাপের পানদোষ মোটেই ছিল না ।

বিষ্ণু । ওগো ইদানীং আমার কথায় ছেড়ে দিয়েছিল তা ত তোমরা খবর জাননা !

অম । ( স্বগত ) না লোকটা বড় বাড়াবাড়ি করছে, একটু জব্ব করতে হবে । ( প্রকাশ্য ) আজ্ঞা তা হ'তে পারে, তখন ত আমার জ্ঞান হয় নি, সে সব কথা জানবই বা কেমন ক'রে—তবে বাবা বলতেন বটে—বিষ্ণু ব'লে তাঁর একজন বন্ধু হ'তেই বাবার উন্নতি—আপনার নাম কি ?

বিষ্ণু । বলতো না কি, বলতো নাকি ? ওহে আমাকেই ছোট বেলা লোকে বিষ্ণু ব'লে ডাকতো ।

অম। ও হ্যাঁ আপনিই দেই বিয়ুঁবাবু—নমস্কার—প্রণাম !

বিষ্ণু। বেশ বেশ বেঁচে থাক, এখন কি কাজ কন্ম করছো ?

অম। আজ্ঞা ইয়া, চাকরী করছি।

বিষ্ণু। অঁ্যা কোথায়, ছাপাখানায় ?

অম। আজ্ঞে না, সেখানে আর হ'ল বই, হোন্ ডিপার্ট-  
মেন্টেই ঢুকিছি—আপনার ছেলেরা এখন কি করছে ?

বিষ্ণু। তাকে বাবা, আমি পুলিশ লাইনে ঢুকিয়ে দিয়েছি।

অম। ও ঘোটির সঙ্গে ঐ খুদিরামের খুব আলাপ ছিল।

বিষ্ণু। অঁ্যা অঁ্যা ! ওকি কথা, ওকি কথা, ওকি কথা !

অম। এখন আর ভয় কিসের মশাই, বরং পুলিশের  
চাকরীতে না ঢুকলে এতদিনে একটা ক্যাসাদে পড়তে পারতো,  
এখন থাকীর পোষাকে সব ঢাকা প'ড়ে গেছে।

বিষ্ণু। অঁ্যা ! কি বল্ল—খুদিরামের সঙ্গে—কি বল্ল ?

অম। বাবার মুখে শুনেছিলুম, চারিদিকে আপনার দেনা  
ছিল, সে সব শোধ হয়েছে তো ? বাস্তব বাড়ীখানি খালস  
করেছেন ত ? বাপ। যে সাংঘাতিক লোকের কাছে বাধা  
পড়েছিল—ও যে আবার ফিরে পাবেন, কেউ আশা করেনি।

বিষ্ণু। অঁ্যা ! তুমি ত দেখছি বড় সাংঘাতিক ছোক্রা হ্যা,

অঁ্যা ! তুমি জ্যান্ত মাছে পোকা পড়াতে শিখলে কোথা  
থেকে হা ?

অম। আজ্ঞা শিখলুম এই আপনার কাছ থেকে, তাই এই  
শুকনাকিনা আপনাকে দিলুম। এখন আসি প্রণাম হই প্রণাম  
হই।

বিষ্ণু ! আশীর্বাদ, আশীর্বাদ, যাও যাও, দূর হও, দূর হও,  
তোমার মুখ দর্শন করিতে চাই না।

— — —

( রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ কোতুক হইতে রেলগাড়ীর একটা দৃশ্য )

### স্নোগীন্দ্র বন্ধু !

পি ৫৮২৪

কমিক।

রো। উঃ হ হ হ আঃ হা হা আ দেখচেন ত মশায়, ব্যামোর  
কষ্টটা ত একবার দেখচেন ?

অগ্র যাত্রী। না মশায় আমি তা দেখছি না, আমি আপনাকে  
দেখচি, আপনাকে দেখে আমার পুনর্ব্বার ভ্রাতৃশোক উপস্থিত  
হচ্ছে, আ হা হা হা !

রো। সে কি কথা।

যাত্রী। হাঁ মশায়, ঐ কথা, মরবার সময় তার ঠিক ঐ  
আপনার মতন চেহারা হয়ে এসেছিল।

রো। বলেন কি !

যাত্রী ! যথার্থ কথা মশাই, ঐ রকম তার চোখ বসে  
গিয়েছিল, গালে মাস ঝুলে পড়েছিল, হাত পা সব স্ক্র হয়ে  
গিয়েছিল, মুখের ঠোঁট সাদা, চামড়া হলদে।

রো। বলেন কি মশাই, আমার কি তবে এমন অবস্থা  
হয়েছে ? কই এ কথা ত আমাকে কেউ বলেনি।

যাত্রী। কেনই বা বলবে মশাই, এ সংসারে প্রকৃত বন্ধুই বা  
কে আছে মশাই !

রো। ডাক্তার ত আমাকে বরাবরই বলেছে যে আমার কোন ভাবনার কারণ নেই !

যাত্রী। দেখুন মশাই, ডাক্তার ফাল্গারের বাক্যে আপনি কিছুমাত্র বিশ্বাস করবেন না, ঐ আচ্ছা একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি মশাই, আপনি কি রাত্রে চিৎ হয়ে শোন ?

রো। হাঁ, চিৎ হয়ে না শুলে আমার ঘুম হয় না।

যাত্রী। আ হা হা হা, আমার ভায়েরও ঠিক ঐ দশা হয়েছিল, সে একেবারেই পাশ ফির্ন্তে না।

রো। কিন্তু আমি ত ইচ্ছা করলেই পাশ ফির্ন্তে পারি।

যাত্রী। এখন পাচ্ছে'ন, কিন্তু আর কিছু দিন পরে আর পারেন না।

রো। সত্যি না কি ?

যাত্রী। ক্রমে আপনার বাদিকের পাজরায় এক রকম বেদনা ধরবে, ক্রমে পায়ের আঙ্গুল থেকে একেবারে সব আড়ষ্ট হ'য়ে যাবে, গাঁট ফুলে উঠবে, ক্রমে—

রো। দোহাই আপনার, আর বলবেন না, আমার বুক ধড়াস ধড়াস করছে।

যাত্রী। আপনার এই বেলা সাবধান হওয়া উচিত।

রো। উচিত তা যেন বুঝলুম, কিন্তু কি করব বলুন না।

যাত্রী। আপনি কি এলোপ্যাথিক মতে চিকিৎসা করান ?

রো। হ্যাঁ।

যাত্রী। কি সর্বনাশ ! এলোপ্যাথিক অ্যাঁ'ও ত বিষ

খাওয়ান, অ্যা ব্যামোর চেয়ে অধু ভয়ানক, যমের চেয়ে ডাক্তারকে ভরাই !

রো। বটে, তা কি করব মশাই, হোমিওপ্যাথিক দেখাব ?

যাত্রী। হোমিওপ্যাথিক ! আরে সে ত শুধু জলের ব্যবস্থা !

রো। তবে কি বস্তু দেখাব ?

যাত্রী। তার চেয়ে এক কাজ করুন দেখি, আপনি ঋনিকটা আফিম তুতের জলের সঙ্গে গুলে ঋনিকটা হর্ভেল মিশিয়ে খেয়ে ফেলুন ।

রো। রাম রাম ! তবে কি করব মশাই ?

যাত্রী। কিছু করবার যো নেই মশাই কিছু করবার যো নেই, এ আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকুন ।

রো। মশাই, আমি রোগা মানুষ, আমাকে এই রকম ক'রে ভয় দেখান আপনার উচিত হয় না, আপনি একটা ভাল কথা বলুন, এটা কোন স্টেশন মশাই ?

যাত্রী। এটা মধুপুর, এখানে এ বছর যে রকম ওলাউঠা হয়েছিল ।

রো। বলেন কি ! এখানে গাড়ী কতক্ষণ থামে ?

যাত্রী। আধ ঘণ্টা ।

এখানে পাঁচ মিনিটও থাকা উচিত নয়, কি সর্কনাশ !

যাত্রী। ভয়ানক ! ভয়ানক সর্কনাশ মশাই ! ভয়ানক খারাপ কথা ! ভয় ধরলে তাকে ওলাউঠা আগে এসে ধরে ।  
Lorry সাহেবের বইয়ে কি লেখা আছে জানেন ?



রো । আপনি আমাকে ছাড়লে আমার ভয়ও লাড়ে ।  
আপনি আমারও হাড়ে হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়েছেন । আপনি  
ভাক্তার ডাকুন, আমার কেমন কেমন কচ্ছে ।

অ্যা ভাক্তার কোথায় ?

রো । তবে স্টেশন মাষ্টারকে ডাকুন ।

যাত্রী । আরে গাড়ী যে ছাড়ে ছাড়ে !

রো । তবে গার্ডকে ডাকুন !

যাত্রী । গার্ড আপনার এসে কি করবেন ?

রো । তবে হরিকে ডাকুন, আমার হ'য়ে এল, বল হরি,  
হরিবল, হরি ।

### হরেন্দ্রনাথ দত্ত (এমেনচার)

পি ৫১৮২

বন্দেমাতরম্ ।

সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং

শস্ত্রস্থানলাং মাতরম্ ।

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীং

কুল্ল-কুসুমিত-ক্রমদল-শোভিনীং

সুহাসিনীং সুমধুর ভাসিনীং

সুখদাং বরদাং মাতরম্ ।

তুমি বিত্তা তুমি ধর্ম

তুমি হৃদি তুমি মর্ম,

অংহি প্রাণা শরীরে ।

বাহুতে তুমি মা শক্তি,  
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,  
তোমারি প্রতিমা গড়ি  
মন্দিরে মন্দিরে ।

অং হি দুর্গা দশ-প্রহরণ ধারিণী,  
কমলা-কমলদল-বিহারিণী,  
বাণী-বিজ্ঞাদায়িনী নমামি ত্বাং  
নমামি কমলাং অমলাং অতুলাং  
সুজলাং সুফলাং মাতরম্ !  
শ্রামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং  
ধরণীং ভরণীং মাতরম্ ।

জাগ্রত ভগবান্ ।

দেশ দেশ নন্দিত করি, মন্দির তব ভেরী  
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি ॥  
দিন আগত ঐ—  
ভারত তবু কই ?  
সে কি রহিল লুপ্ত আজি সব জন পশ্চাতে ;  
লউক বিশ্ব কর্মভার, মিলি সবার সাথে ।  
প্রেরণ কর, ভৈরব তব দুর্জয় আহ্বান হে,—  
জাগ্রত ভগবান হে !

বিস্ম বিপদ দুঃখ-দাহন তুচ্ছ করিল যারা,—

মৃত্যু-গহন পার হইল, টুটিল মোহ-কারা ।

দিন আগত ঐ—

ভারত তবু কই ?

নিশ্চল নিষ্কীর্ণ বাহু কৰ্ম্মকীর্ত্তিহীনে.

ব্যর্থ শক্তি নিরানন্দ জীবন-ধন-দীনে,

প্রাণ দাও, প্রাণ দাও, দাও দাও প্রাণ হে,—

জাগ্রত ভগবান্ হে !

নূতন যুগ সূর্য্য উঠিল টুটিল তিমির রাত্রি

তব মন্দির অঙ্গন ঘোর

মিলিল.সকল খাত্তী

দিন আগত ঐ—

ভারত তবু কৈ !

নব গৌরব হ্রত আসন তব মস্তক লাজে

প্রাণি তার মোচন কর নর সমাজ মাঝে

প্রাণ দাও, প্রাণ দাও, দাও দাও প্রাণ হে

জাগ্রত ভগবান হে ।

পি ৫২৭০

ভৈরবী ।

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে ।

সার্থক জনম মাগো, তোমায় ভালবেসে ।

জানিনা মার ধন রতন, আছে কিনা রাণীর মতন,

• শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে ।

কোন বনেতে জানিনে ফুল, গন্ধে এমন করে আকুল,  
কোন গগনে উঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে ॥  
আঁখি মেলে তোমার আলো, প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,  
ঐ আলোতেই নয়ন রেখে, আমি মুদবো নয়ন শেষে ॥

### বাউল ।

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে,  
তবে একলা চল, একলা চল, একলা চল, একলা চলরে ॥  
যদি কেউ কথা না কয় ( ওরে ওরে ও অভাগা )  
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়,  
তবে পরাণ খুলে,  
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলরে ।  
যদি সবাই ফিরে যায় ( ওরে ওরে ও অভাগা )  
যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়,  
তবে পথের কাঁটা,  
ও তুই রক্তমাখা চরণতলে একলাদলরে ॥  
যদি আলো না ধরে ( ওরে ওরে ও অভাগা )  
যদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে ছুয়ার দেয় ঘরে,  
তবে বজ্রানলে,  
আপন বুকের পাঁজর জালিয়ে দিয়ে একলা চলরে ॥

পি ৫৬০০

স্মরট মল্লার ।

( বঁধু ) এমন বাদরে তুমি কোথা ।

আজ পড়িছে মনে মম কত কথা ।

গিয়াছে রবি শশী গগন চাড়ি,

বরষে বরষা বিরহ-বারি

আজিকে মন চায় জানাতে তোমায়

হৃদয়ে হৃদয়ে কত বাথা ।

চমকে দামিনী বিকট হাসে

গরজে ঘন ঘটা মরি যে ত্রাসে,

এমন দিনে হয় ভয় নিবারী

কাহার বাহুপরে রাখি মাথা ।

—•—

দেশ মল্লার ।

বাদল মেঘে মাদল বাজে ।

গুরু গুরু গুরু গগন মাঝে ॥

তারি গভীর রোলে, আমার হৃদয় দোলে

আপন স্মরে আপনি ভোলে

কোথায় ছিলে গহন বনে

গোপন ব্যথায় গোপন গানে

আজি সজল বায়ে, শ্রামল বনের ছায়ে

ছড়িয়ে গেল সকল খানে গানে ।

পি ৫৭৫০

বাউল ।

তুমি যে স্বরের আগুন জালিয়ে দিলে মোর প্রাণে ।  
 সে আগুন ছড়িয়ে গেল সবখানে, সবখানে, সবখানে ।  
 যত সব মড়া গাছের ডালে ডালে,  
 নাচে আগুন তালে তালে,  
 আকাশে হাত তোলে সে কার পানে ;  
 আধারে তারা যত অবাক হয়ে রয় চেয়ে,  
 কোথাকার পাগল হাওয়া বয় ধেয়ে,  
 নিশীথের বৃকের মাঝে ঐ যে কমল উঠল ফুটে রে ।  
 উঠল ফুটে স্বর্ণকমল, আগুনের কি গুণ জানে রে ॥

সারি ।

খেয়াঘাটের পাটনি এসেছে ।  
 যদি পার হতে মন থাকে পথিক যা রে,  
 সে যে কারো কাছে নেয়না কড়ি এমনি গুণের মাঝি  
 কাণা, খোঁড়া, অন্ধ, আতুর সবার উপর রাজি, (গো)  
 নাম শুনেছি দয়াল মাঝি  
 কেউ জানে না বাড়ী  
 ঝড় বাতাসে ভয় করে না জমায় সোজা পাড়ি গো ।  
 সার কাটের সেই অক্ষয় বজরা চলে আপন বলে, '

যে দিক বাতাস উঠুক সোজা ভাবে চলে ( গো )  
 বেলা বেলি পারে ঘাবি হালকা হয়ে চলবি ।  
 খুলে ফেল তোর পায়ের বেড়ি ফেলে দে তোর তল্লি ॥

পি ৫৮২৫

বাউল ।

দাড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে  
 আমার স্বরগুলি পায় চ'ণ ।  
 আমি পাই না তোমারে !

বাতাস বহে মরি মরি  
 আর বেঁধে রেখ না তরী,  
 এস এস পার হ'তে হৃদয় মাঝারে ।  
 তোমার সাথে, গানের খেলা দূরের খেলা যে  
 বেদনাতে বাঁশী বাজায়, সকল বেলাতে,  
 কবে নিয়ে আমার বাঁশী বাজাবে গো আপনি আসি,  
 আনন্দময় নীরব রাতে নিবিড় অঁধারে ।

— —  
পূরবী ।

সন্ধ্যা হ'লো গো,  
 সন্ধ্যা হ'লো বুকে ধর,  
 অতল কাল স্নেহের পরে ডুবিয়ে আমায় স্নিগ্ধ কর ।  
 ফিরিয়ে নে মা ফিরিয়ে নে গো,  
 সব যে কোথায় হারিয়েছে গো,

ছড়ান এই জীবন তোমার আঁধার মাঝে হোক না জড়  
 আর আমারে বাহিরে তোমার কোথাও যেন না যায় দেখা,  
 তোমার রাতে মিলাক্ আমার জীবন সাঁজের রশ্মিরেখা ।  
 আমায় ঘিরি, আমায় চুমি, কেবল তুমি কেবল তুমি,  
 আমায় ব'লে যা আছে মা তোমার পরে সকল হ্র' :

৫২৭২

কানেড়া মিশ্র

শুধু তোমার বাণী নয় গো হে বন্ধু হে প্রিয়  
 মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিও ॥  
 সারা পথের ক্লান্তি আমার সারা দিনের তৃষা ;  
 কেমন করে মিটাব যে খুঁজে না পাই দিশা,  
 আঁধার যে পূর্ণ তারে সেই কথা বলিও,  
 মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিও ॥  
 হৃদয় আমার চায় যে দিতে কেবল নিতে নয়,  
 বয়ে বয়ে বেড়ায় সে তার যা কিছু সঞ্চয়,  
 হাতখানি ঐ বাড়িয়ে আন দাও গো আমার হাতে,  
 ধরবো তারে ভরব তারে রাখব তারে সাথে.  
 একলা পথের চলা ফেরা করব রমণীয়  
 মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিও ॥



আমার সফল দুঃখের প্রদীপ জ্বলে দিব

জ্বলে করুব নিবেদন ।

আমার ব্যথার পূজা হুর্নি সমাপন ॥

কখন বেগা শেখের ছুরি পান্থরা বাধ

আপন কুলার মাঝে

সন্ধ্যা পূজার ঘণ্টা তখন বাজে,

তখন আপন শেষ শিখাটি জ্বালবে এ জীবন,

আমার ব্যথার পূজা হবে সমাপন ।

অনেক দিনের অনেক কথা

ব্যাকুলতা বাঁধা বেদন ভোরে

মনের মাঝে উঠছে আজ ভোরে

যখন পূজার হোমানলে উঠবে জ্বলে একে একে তারা

আকাশ পানে ছুটবে বাধন হারা ।

অস্ত রবির ছবি সাথে মিলবে আয়োজন

আমার ব্যথার পূজা হবে সমাপন ।

—•—

পি ৬২৭৬

বল বল বল সবে শত বিনা বেহু রবে,

ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে ।

ধর্ম্যে মহান হবে, কর্ম্মে মহান হবে,

নব দিনমণি উদিতবে আবার পুরাতন এ পুরবে ।

আজও গিরিরাজ রয়েছে প্রাণী, ঘোর তিন দিক নাচছে লহরী,  
যায়নি স্থায়ে গঙ্গা গোদাবরী, এখনও অমৃত বাহিনী ।

প্রতি প্রান্তর প্রতি গুহাবন, প্রতি জনপদ তীর্থ অগণন,  
কহিছে গৌরব কাহিনী ॥

বিদূষা মৈত্রেয়ী খন। লীলাবতী, দর্শী নারদী সীতা অশ্বকতি,  
বহু বীরবালা বীরেন্দ্র প্রসূতি, আমরা তাদের সন্ততী  
অনলে দহিয়া রাখে যারা মান, পতি পুত্র তরে স্মৃতে ত্যাজ্যে প্রাণ,  
আমরা তাদের সন্ততি ॥

ভুলেনি ভারত ভুলেনি সে কথা, অহিংসার বাণী উঠেছিল হেথা  
নানক নিমাই, করেছিল ভাই, সকল ভারত সন্তানে ।

এসহে হিন্দু এস মুসলমান, এসহে পার্শ্ব, জৈন, খৃষ্টিয়ান  
মিলহে মায়ে'র চরণে ॥

### খান্সাজ ।

মোদের গরব মোদের আশা,  
আমারি বাঙ্গালা ভাষা,  
তোমার কোলে তোমার কোলে কতই শাস্তি ভালবাসা ।  
কি যাহু বাঙ্গালা গানে, গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে ।  
গেয়ে গান নাচে বাড়ল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা ॥  
এই ভাষাতে নিতাই গোরা, আনলে দেশে ভক্তি ধারা  
কোথা আছে এমন ভাষা, এমন দুঃখ শাস্তি নাশা ।  
বিজ্ঞাপতি চণ্ডি করি, হেম মধু বন্ধিম রবি'  
ঐ ভাষারি মধুর রসে বাঁধে স্মৃতে মধুর বাসা ।

বাজিয়ে রবি তোমার বিণে,  
 আনলো সে যে জগৎ জিনে ।  
 তোমার চরণ তীর্থে আজি জগৎ করে যাওয়া আসা ॥  
 এই ভাষাটি প্রথম বলে ।  
 ডাকলো মায়ে, মা মা বলে ॥  
 এই ভাষাতে বলবো হরি, সাক্ষ হলে কান্না হাসা ।

—•—

পি ৬৪:২

ভৈরবী নিশ্র ।

একটু কেবল বসতে দিও কাছে, আমায় শুধু ক্ষণেক তরে  
 আজি আমার যা কিছু কাজ আছে, আমি সাক্ষ করব পরে  
 না চাহিলে তোমার মুখ পানে, হৃদয় আমার বিরাম নাহি জানে  
 কাজের মাঝে ঘুরে বেড়াই যত ফিরি কুলহারা সাগরে  
 বসন্ত আজ উচ্ছাসে নিঃশ্বাসে এল আমার বাতায়নে  
 অলস ভ্রমর গুঞ্জরিয়া আসে ফিরে কুঞ্জের প্রাঙ্গনে  
 আজকে আমি একান্তে আসীন, চোখে চোখে চেয়ে থাকার দিন,  
 আজকে জীবন সমর্পনের গান গাব নীরব অবসরে ।

---

 বাহার ।

আজি দক্ষিণ দুয়ার খোলা এস হে এস হে এস হে

আমার বসন্ত এস

নব শ্রামল শোভন রথে এস বকুল বিছানো পথে  
 এস বাজায়ে ব্যাকুল বেণু মেখে পিয়াল ফুলের রেণু

এস হে এস হে এস হে আমার বসন্ত এস  
 এস ঘন পল্লব পুষ্পে এস হে এস হে এস হে  
 এস বন মল্লিকা কুঞ্জে এস হে এস হে এস হে  
 স্বচ্ছ মধুর মদির হেসে এস পাগল হাওয়ার বেশে  
 তোমার উতলা উত্তরীয় তুমি আকাশে উড়ারে দিও  
 এস হে এস হে এস হে আমার বসন্ত এস।

পি ৬৫৭৪

স্মরণ মল্লার।

এই লভিতু সঙ্গ তব স্মরণ হে স্মরণ  
 পুণ্য হল অঙ্গ মম ধরা হল অন্তর।  
 আলোকে মোর চক্ষু দুটি মুগ্ধ হয়ে উঠল ফুটি  
 হৃদ গগনে পবন হোল সৌরভেতে মগ্ন।  
 এই তোমারি পরশ রাগে চিত্ত হোল নন্দিত,  
 এই তোমারি মিলন স্বধা রইল প্রাণে সঞ্চিত।  
 তোমার মাঝে এমনি ক’রে নবীন করে লও হে মোরে,  
 এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম জন্মান্তর।

ভীমগলঙ্গী।

কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না  
 শুকনো ধূলো যত,  
 ( ও গো ) কে জানিত আসবে তুমি গো  
 অনাহতের যত।

তুমি পার হয়ে এসেছ মরু নাই যে সেথায় ছায়া তরু,  
 পথের দুঃখ দিলাম তোমায় গো এমন ভাগ্যহত ।  
 তখন আলসেতে বসে ছিলাম আমি আপন ঘরের ছায়ে,  
 জানি নাই যে তোমার কত ব্যথা বাজবে পায়ে পায়ে  
 তবু ঐ বেদনা আমার বুকে বেজে ছিল গোপন দুঃখে,  
 দাগ দিয়েছে মর্মে আমার গো গভীর হৃদয় কত ।

—•—

পি ৬৭৬০

সারং মিশ্র ।

বাদল বাউল বাজায় বাজায় বাজায় রে বাজায় রে  
 একতারা ।

সারা বেলা ধরে ঝর ঝর ঝর ধারা ॥  
 জামের বনে ধানের ক্ষেতে,  
 আপন তালে আপনি মেতে ।  
 নেচে নেচে নেচে হল সারা ॥  
 ঘন জটীর ঘটা ঘনায় আঁধার আকাশ মাঝে,  
 পাতায় পাতায় টুপুর টুপুর নুপুর মধুর বাজে ।  
 ঘর ছাড়ান আকুল স্তরে উদাস হয়ে বেড়ায় ঘুরে,  
 পূবে হাওয়ায় গৃহহারা ॥

ভৈরবী মিশ্র ।

আজি বর্ষা রাতের শেষে ।  
 সজল মেঘের কোমল কালোয় অরণ্য আলো মেশে ॥

বেণ বনের মাথায় মাথায় রং লেগেছে পাতায় পাতায়,  
 রংয়ের ধারায় হৃদয় হারায় কোথায় যে যায় ভেসে ॥  
 ওই ঘাটের ও ঝিলি মিলি এই ঘাটেরও ঝিলি মিলি,  
 তার সাথে মোর প্রাণের কাঁপন একতালে বায় মিলি ।  
 বাটার প্রেমে আলোর রংয়ে রঞ্জে আমার পুলক লাগে  
 বনের সাথে মন যে মাতে ওঠে আকুল হেসে ।

পি ৬২২৭

ভৈরবী মিশ্র ।

আলোকের এই ঝরণা ধারায় ধুইয়ে দাও,  
 আপনাকে এই লুকিয়ে রাখা, ধুলায় ঢাকা ধুইয়ে দাও ।  
 যে জন আমার মাঝে জড়িয়ে আছে ঘুমের জালে,  
 আজ এই সকলে ধীরে ধীরে তার কপালে  
 অরুণ আলোর ফোটার কাঁটি ছুইয়ে দাও ॥  
 বিশ্বহৃদয় হতে ধাওয়া আলোয় পাগল প্রভাত হাওয়া,  
 সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার হুইয়ে দাও ।  
 আজ নিখিলের আনন্দ ধারায় ধুইয়ে দাও ।  
 মনের কোনেব মলিনতা সব দীনতা ধুইয়ে  
 আমার পরান বীণায় ঘুমিয়ে আছে অমৃত গান,  
 তার নাইকো বাণী নাইকো ছন্দ নাইকো তান ।  
 নেই আনন্দের এই জাগরণি ছুইয়ে দাও ॥  
 বিশ্ব হৃদয় হতে ধাওয়া আলোয় পাগল প্রভাত হাওয়া  
 সেই হাওয়াতে হৃদয় আমার হুইয়ে দাও ॥

কানাড়া মিশ্র ।

আজি মর্শ্বর ধ্বনি কেন জাগিল রে ।  
 পল্লবে পল্লবে হিল্লোলে হিল্লোলে থর থর কম্পন লাগিল রে ।  
 কোন ভিখারী হায়রে, এল আমারি এ অঙ্গন দ্বারে,  
 মন মম মাগিল রে ।  
 হৃদয় বুঝি তারে জানে কুহুম ফোটায় তারি গানে,  
 আজি মম অন্তর মাঝে সেই পথিকেরি পদ ধ্বনি বাজে,  
 চকিতে চকিতে ঘুম ভাঙিল রে ।

পি ৬২৪৫

বাউল ।

তাই ভালমোদের মায়ের ঘরের  
 শুধু ভাত !  
 মায়ের ঘরের ঘি সঠিক  
 মার বাগানের কলান পাত ।  
 ভিকার চালে কাজ নাই  
 সে বড়ই অপমান ।  
 মোটা হ'ক সে সোনা তবু  
 মায়ের ক্ষেতের ধান  
 ( সে যে ) মায়ের ক্ষেতের ধান !  
 মিহি কাপড় পরব না আর  
 খেচে পরের কাছে  
 মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়  
 পড়লে কেমন সাজে ।

( ও ভাই ) পড়লে কেমন সাজে ।

ও ভাই চাষী ও ভাই তাঁতি

আজি সুপ্রভাত ।

ক'সে ধর লাঙ্গল

ক'সে চালাও ঘরের তাঁত

ক'সে চালাও ঘরের তাঁত ॥

— — —

পরজ মিশ্র ।

জাতের নামে বজ্জাতি সব

জাত জালিয়াত খেলছে জুয়া

ছুঁলেই তোর জাত যাবে, জাত

ছেলের হাতের নয়কো মোয় ॥

হঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি ।

ভাবছ এতেই জাতির জান,

তাইতে বেকুব করলি তোরা

এক জাতিকে একশখান ॥

এখন দেখিস ভারত জোড় ১,

প'চে আছি

জাত শেয়ালের হুকা হয় ।

জানিস না কি ধর্ম সে যে

বর্ষ সম সন্তানলীল



তাকে কি ভাই ভাবতে পারে

ছোয়া ছুয়ির ছোট্ট ঢিল ?

যে জাত ধর্ম-ঠুনকো এত

আজ নয় কাল ভাববে সে ত

যাক না সে জাত আহানমে

রইবে মানুষ নাই পরোয়া ।

বলতে পারিস বিশ্বপিতা

ভগবানের কোন্ সে জাত,

কোন্ ছেলের তার লাগলে ছোয়া

অশুচি হন জগন্নাথ,

ভগবানের জাত যদি নাই

তোদের কেন জাতের বালাই

ছেলের মুখে ধুধু দিয়ে

মার মুখে দিস্ ধূপের ধোয়া ?

—

পি ৭০৫৮

কেদারা মিশ্র ।

তুমি একলা ঘরে বসে বসে কি স্বর বাজালে

প্রভু আমার জীবনে ।

তোমার পরশ রতন গেঁথে গেঁথে আমায় সাজালে

প্রভু গভীর গোপনে ।

দিনের আলোর আড়াল টানি,

কোথায় ছিলে নাহি জানি,

অন্ত রবির তোরণ হতে চরণ বাড়ালে

আমার রাতের স্বপনে :

আমার হিয়ায় হিয়ায় বাজে আকুল আঁধার যামিনী

সে যে তোমার ঝাঁশরী ;

আমি শুনি তোমার আকাশ পরের তারার রাগিণী

আমার সকল পাসরি ।

কানে আসে আশার বাণী,

খোলা পাব দুয়ার খানি ;

রাতের শেষে শিশির ধোয়া প্রথম সকালে

তোমার করুণ কিরণে ॥

—\*—

বাউল ।

ভেঙ্গে মোর ঘরের চাবী নিয়ে যাবি কে আমারে

( ও বন্ধু আমার )

না পেয়ে তোমার দেখা একা একা দিন যে আমার

কাটে না রে ॥

বুঝি ঐ রাত পোহালো, বুঝি ঐ রবির আলো

আভাসে দেখা দিল গগন পারে ।

সমুখে ঐ হেরি পথ, তোমার কি রথ

পৌছুবেনা মোর দুয়ারে ॥

আকাশের যত তারা চেয়ে রয় নিমেষ হারা

বসে রয় রাত প্রভাতের পথের ধারে ।

তোমার দেখা পেলে সকল ফেলে

ডুববে আলোক পারাবারে ॥

প্রভাতের পথিক সবে এল কি কলরবে,

গেল ঐ গান গেয়ে ঐ সারে সারে ;

বুঝি বা ফুল ফুটেছে সুর উঠেছে

তরুণ বীণার তারে তারে ॥

পি ৭৩৫৭

পুঁথির বিধান যাক পুড়ে তোর বিধির

বিধান সত্য হোক ।

এই খোদার উপর খোদাকারী তোর

মানবে নে আর সর্বলোক ॥

নানান মূনির নানান মত যে, মানবি বল সে

কার শাসন, কয় জনার বা রাখবি মন,

এক জনকে মানলে করবে আর এক সমাজ

নির্বাসন, চারদিকে শৃঙ্খল বাঁধন ;

সকল পথের লক্ষ্য যিনি চোখ পুরে নে

তীর আলোক ॥

জাতের চেয়ে মানুষ সত্য অধিক সত্য প্রাণের টান

প্রাণভরে সব এক সমান,

বিশ্ব পিতার সিংহ আসন প্রাণ বেদিতেই অধিষ্ঠান,

আত্মার আসন তাইতো প্রাণ ;

জ্ঞাত সমাজের নাই সে থাকাই জগন্নাথের  
 সাম্যলোক ( জগন্নাথের তীর্থলোক )  
 চিনেছিলেন খ্রীষ্ট, বুদ্ধ, কৃষ্ণ, মোহম্মদ ও রাম,  
 মানুষ কি আর কি তার দাম,  
 মানুষ যাদের করত ঘৃণা তাদের বুকে দিলেন সান,  
 গান্ধী আবার গাছে গান ;  
 তোরা মানব শত্রু তোদেরই হায় ফুটল না সেই  
 জ্ঞানের চোখ

দোহাই তোদের এবার তোরা সত্যি করে সত্যবল  
 ঢের দেখালি ঢাক ঢাক আরগুড় গুড় ছেড়ে  
 মিথ্যে ছিল ।  
 পেটে এক আর মুখে আর, এই যে তোদের ভণ্ডামি,  
 এতেই তোরা লোক হাঁসালি মিথ্যে হলি  
 কম দামী,  
 নিজের কাছেও ক্ষুদ্র হলি আপন ফাঁকির  
 আফসোসে,  
 বাইরে ফাঁকা পায়তারা তাই নাই তলওয়ার  
 খাপ কোষে,  
 তাই হলি সব ছেড়ে কাজ কাপুরুষ আর  
 ফেরেব বাজ,  
 সত্য কথা বলতে নারাজ তোরাই আবার  
 করবি কাজ,

ফোপরা ঢোকর নেইকো লাগ্ন ;  
 ইলসে গুড়ির বৃষ্টি দেখে ঘর ছুটিস সব রাম ছাগল,  
 যুক্তি তোদের খুব বুঝেছি দুধ কে দুধ আর  
 জল কে জল ॥

বুকের ভিতর ছ পাই ন পাই মুখে বলিস  
 স্বরাজ চাই,  
 স্বরাজ কথার মানে তোদের ক্রমেই হচ্ছে  
 দরাজ তাই,  
 ভারত হবে ভারত-বাসীর এই কথাটাও  
 বলতে ভয়,  
 এদের তোরা বলিস নেতা এদের কথাও  
 চলতে হয়,  
 বলরে তোরা বল নবীন চাইনে এ সব  
 জ্ঞান প্রবীন,  
 চোখের সামনে দেখছে এরা করছে ক্লীব  
 ১দন কে দিন  
 চাইলে এরা হই স্বাধীন,

ওরে কর্তা হবার সখ সব্বারি স্বরাজ করাজ  
 ছল কেবল,  
 কাঁকা প্রেমের ফুল মস্তুর মুখ সরল আর মন গরল ॥  
 ধর্ম কথা প্রেমের বাণী জানি মহান, উচ্চ খুব  
 কিন্তু সাপের দাঁত না ভেঙ্গে মস্ত ঝাড়ে সে বেকুব,  
 ব্যাঘ্র সাহেব হিংসে ছাড় পড়বে এস বেদান্ত,

হয় যদি ছাগ লাফ দিয়ে বাঘ ওমনি হবে কৃতান্ত,  
থাকতে বাঘের দস্ত নথ বিফল হবে প্রেম সাধক,  
চোখের জলে ভিজলে তবে ব্যগ্র হবে ঢের পাঠক,  
ভয় ভীকতা থাকবে শেষে প্রেম ফলাবে ঘণ্টা ফল ॥

পি ৭৫৭০

ভজন ।

( মনওয়া ) সাধন করনা চাই রে মনুয়া

ভজন করনা চাই

প্রেম লাগানা চাইরে মনুয়া

প্রীত করনা চাই

তুলসী পূজে হরি মিলে ত' পূজে তুলসী ঝাড়

পদ্মাল পূজে হরি মিলে ত' ম্যায় পূজি পাহাড় ॥

নিদ্ না হ'নেসে হরি মিলে ত' জল জন্তু হই ।

ফল মূল থাকে হরি মিলে ত' বাদড় বান্দর হই ॥

তৃণ ভক্ষণ সে হরি মিলে ত' বহুত মিলে আজ্ঞা ।

বিবি ছোড়কে হরি মিলে ত' বহুত মিলে খোজা ॥

দুধ পিবনসে হরি মিলে ত' বহুত বৎসবালা

মীরা কহে বিয়া প্রেমসে না মিলে নন্দলালা ।

ভজন ।

সুন্দর লাল শচী ছালা

নাচে শ্রীহরি কীর্তন যে,

ভালে চন্দন তিলক মনোহর  
 অলকা শোভে কপোল মে।  
 শিরে চূড়া করতালি রোলে  
 গলে ফুলমালা হিয়া পর দোলে,  
 বহিরণ পীতপটাস্বর কোলে  
 কণু বৃহু হৃপু চরণ মে।  
 কোঠি গাহত ছায় পঞ্চম তান  
 কৃষ্ণ মুরারে হরিকে নাম,  
 মঙ্গল তাল মৃদঙ্গর তাল  
 বাজাতে ছায় কুই রঙ্গ মে।  
 রাধা কৃষ্ণ এক তমু ছায়  
 নিধুবন মে যো রঙ্গম চায়,  
 বিদ্বারূপক প্রভুজী তৌহি  
 অবতহ প্রকটহি নদীয়া মে।

শ্রীমুত হরেন্দ্রনাথ ঘোষ : (এমেচার)

পি ৬৪৬০

কীর্তন।

দেখেছি রূপ-সাগরে মনের মাহুষ কাঁচা সোণা।  
 তারে ধরি ধরি মনে করি, ধরতে গেলাম ধরা দেয় না।  
 বহুদিন ভাব তরঙ্গে, ভেসেছি কতই রঙ্গে,  
 (সেই) স্রজনের সঙ্গে হবে দেখা স্তনা।  
 তাঁরে আমার আমার মনে করি, আমার হ'য়ে আর হলো না।

পথিক আর ভেবনা রে, ডুবে যাও রূপ-সাগরে,  
বিরলে বসে কর যোগ সাধনা !  
একবার ধরতে পেলো মনের মাহুদ,  
ছেড়ে যেতে আর দিওনা ॥

ভৈরবী ।

( মন ) বিনা অহুভুতি ।  
লাভ কি হবে যতই পড়না প্রেম ভাগবত পুথি !  
পড়া পাখী তো রাধাকৃষ্ণ বলে দ্বিবারাতি,  
রাধাকৃষ্ণ তাই কি রে তার হয় কহু প্রকৃতি ।  
ছল চাতুরী প্রাণে ভরা মুখে হরির নাম গীতি ।  
মন মুখে তোর মিল না হলে মিলবে কি ত্রীপতি ।  
চিন্তা শুদ্ধি শুদ্ধ বুদ্ধি না হলে সংগতি,  
সে ধন কি মন পাবি কখন ধ্যানে পায়না ভোগীঃযোগী ।  
সকলের মূল শাধু সঙ্গ না হলো তায় রতী,  
মোহের ঘোরে মরবি ঘুরে পাবি না নিকৃতি ॥

হরিনাম বন্দ্যাপাশ্রয়ঃ ।

পি ৫১২৫

পরদেশী ।

( আমি ) সাগরপারের হরবোলা ।  
দেখে যাও পয়সা ছাড় করবো নাকো ছেবেখেলা ॥



কুহ কুহ ডাকি আমি কাল কোকিলটে,

( কোকিলের ডাক )

বউ কথা কও ডাকতে পারি সে বড় মিঠে ।

বক্ বকম্ কুন্ পায়রা ডাকি,

কিচির মিচির চড়াই পাখী,

কৌকৌর কৌন্তে জলে ভরাই,

বাবুদের লোল-আ-য় ।

( মোরগের ডাক )

ঠিক যদি চাও, আমি কুত্তা হয়ে

ক'রতে পারি ঘেউ ঘেউ ঘেউ ঘেউ ।

( কুকুরের ডাক )

হুই বেড়ালের লড়ায়েতে কাণ করি ঝালাপালা ।

( বেড়ালের ঝগড়ার ডাক )

কখন হই দিঙ্গি,

আমি ডাকি বাধা সিঙ্গি,

শিয়াল হয়ে হুকা ছয়া ডাকি সন্ধ্যাবেলা ॥

( শিয়ালের ডাক )

— •

হিন্দুবীর ।

আমার কিন্তু মোটেই মরতে ইচ্ছে নেইকো ভাই ।

ঐ যেখানেতে মরবার আগে একটু চিহ্ন পাই,

সেখান থেকে সেলাম হুঁকে স'রে পাড়ি ভাই ।

এত ঝাঁটা এত লাথি, পড়ে পিঠে দিবারাতি,  
 ঐ যখন পড়ল তখন পড়ল মনে কিছু নাই ।  
 মরব ব'লে জন্ম নিলুম মাহুঘের পেটে,  
 বাল্য গেল মধুর যৌবন ( হায় হায় ) তাও ত গেল কেটে,  
 এখন কিন্তু বড় জালা পাচ্ছি ওরে ভাই,  
 তবু কিন্তু বেশ আছি মরতে ইচ্ছা নাই ।  
 মল্লো বাঁচি ব'লে বুড়ো করিছে চীৎকার,  
 ছুটে গিয়ে বল্লুম ঠিক ঠিক সত্য ঠাছা সত্য ;  
 মনে কল্লো আমি যমদূত বলব কিরে ভাই,  
 কাঁপতে কাঁপতে বল্লো বুড়ো মরতে ইচ্ছা নাই ।  
 বুল্লুম তখন করলুম স্থির খোদার কারসাজী,  
 তবু পুড়ে পুড়ে হবে সেই, তবু মরতে নয় কেউ রাজী ;  
 মরতে কেউ যে চায় না মরতে, এ কি মিথ্যা ভাই,  
 পরের ঘারে দোষ দিই কেন ভাই, আমারও ইচ্ছা তাই ।

আইবুড়ো মেয়ের খেদ ।

পি. ৫২৬৮

( কথিত )

বিয়ে হ'লো না

মোদের বুঝি বিয়ে হ'লো না  
 রহিল কুমারী আশা পথ ধরি  
 আইবুড়ো নাম বুঝি গেল না

দরজার পায়ে পরদার মত রব কি গো শুধু টানান ?  
জীবনের রীণা ঝাঁনানা ঝাঁনানা হবে নাকি আর বাজান ?

টাকা টাকা ক'রে বিষম অহকারে

অবলাদের আর কত ছলনা ।

বসন্তের পর আসিল গ্রীষ্ম

তার পর এল বরষা

দিনের পর দিন বহে যায়

নাহি দেখি কোন ভরসা !

মরমেতে মরি পরাণ শিহরি

ইহ যবনিকা ফরসা ।

ওগো তোল না ওগো তোল না । ।

বাসনায় পুড়ে চিড়ে হয়ে যাই,

কৈদে কৈদে বলি প্রাণকান্ত চাই

কে আছ কাণ্ডারী এস আগু সারি

অগ্নিতে মোদের তুলনা,

( ওগো ) তোলা, তোলনা তোলনা ।

কমিক ।

বউ বড় মিষ্টি ।

বউ বউ বউ

( আহা ) বউ বড় মিষ্টি

গলা ধরে আধ হয়ে

যখন এসে আদর ক'রে  
 হয় যেন সুধা বৃষ্টি  
 মিষ্টি বউএর হাঁসি কান্না  
 অতি মিষ্টি রান্না বান্না  
 পেলো কিছুই ফেলা যায় না,  
 হয়ে থাকে ইষ্টি ।  
 দশটা টাকা দেখলে ট্যাকে,  
 আনতে বলে শ্রাকরা ডেকে,  
 অমনি উর্ক দৃষ্টি হ'তে হয়  
 দেখে গয়নার লিষ্টি ।  
 তোমরা না হ'লে ঘর চলে না,  
 আঁধার ঘরে দ্বীপ জ্বলে ন',  
 পাওয়া যায় না কাপড়খানা  
 এত অনাস্থষ্টি ॥  
 বউ অন্ধের নড়ি পারের কড়ি  
 যার ঘরে নাই, গলায় দড়ি  
 কচি বউএর, কচি মুখ  
 মিষ্টি, বড়ই মিষ্টি ॥

পি ৬২৭৭

কমিক ।

পাঁটারে তুমি ভাগ্যবান,  
 হুচাক সুমিষ্ট মাংস তোমারি নির্মাণ ।  
 লুচির সঙ্গে যা খাটে, লাগে ভাল মদের চাটে ।

## রেকর্ড সঙ্গীত ।

চাট ফুরালে পাত্র চাটে মাতাল হয়ে অজ্ঞান !  
তোমাতে করিলে খাসী মাংস হয় রাশি রাশি,  
আহারেতে বড়ই খুসী হিন্দু-মুসলমান ।  
তোমাতে করিলে রন্ধন ঘুচে যায় ভব বন্ধন,  
তোমার সংসর্গে থাকে যেই জন তার হয় বৈকুণ্ঠে স্থান ।

## কমিক ।

( আহা ) লুচি নন্দিনী ঘুতে ভাজিনী  
কছুরি ভগিনী প্রিয়ে,  
একবার এস চক্রাকারে বদন মাঝারে,  
জুড়াই তাপিত হিয়ে ।  
লুচির উপর পড়লে ভাল বায়ুন নাচে তালে তাল,  
দে দই দে দই পাতে ওরে বেটা হাড়ী হাতে,  
লুচির উপর পড়লে চিনি  
যেন শ্রামের বামে সৌদাগিনী  
( একবার বদনে পড়—জড় সড় হয়ে )  
( তোমার ভাই তরকারিকে সঙ্গে নিয়ে ) ।  
তোরে ডাকিতে ডাকিতে পড়িল আঁখিতে  
মরম কালীমা রেখা,  
আহা জনমেয়ি শোধ ঋণ পরিশোধ  
এই ডাকা শেষ ডাকা ।

পি ৬৬৪০

কমিক ।

হুকারে আজি কে মাতিল হে,  
সকল ভবন ভীতি মগন,  
পিসি মাসী গেল কাশী, দাস দাসী দূরে দূরে ।  
সকল ঘুমন্ত আপনি জাগিল,  
সকল গৃহস্থ আপনি ভাগিল,  
সব শিশু আপনি কাঁদিল নব নব নব সুরে সুরে ।

ম্যালেরিয়া কমিক ।

নানান রকম রোগে ভরা আমাদের এই বহুজ্বরা,  
তাহার মাঝে ম্যালেরিয়া সকল রোগের সেরা ;  
কম্প দিয়ে ধরে সে যে বমন তাহার ধারা ।  
এমন রোগটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,  
দিনে দিনে শ্মশান ক্ষেত্র-করে বঙ্গভূমি ( ও সে ) ।  
যুবা বৃদ্ধের সমান দেহ রক্তহীন শীর্ণ কেহ,  
জীবন প্রদীপ নিভে কাহার প্রলয় জ্বর এসে ;  
প্রাণ বায়ুটি তড়িৎ বেগে শূন্যে গিয়ে মিশে ।  
এমন রোগটি ইত্যাদি—  
কোন দেশেরই ছেলেগুলি মৃত্যুরে দেয় কোলাহুলি,  
কোথাও এমন হরিৎ চক্ষু কটমটিয়ে চেয়ে ;  
তারো চুপটি করে ঘুমিয়ে পড়ে পিলে লিভার নিয়ে ।  
এমন রোগটি ইত্যাদি—

ম্যালেরিয়ার স্নেহ কত আপানি হয় মাথা নত,  
ম্যালেরিয়া তোমায় আমি চরণ ছুটি ধরি ;  
নিও না আর বঙ্গবাসীর শক্তি হরণ করি ।  
এমন রোগটি ইত্যাদি—

### শ্রীমুত হরিসাধন দেব ।

পি ৭৮৭৬

বেহাগ ।

নবীন যৌবনে                      কত আশা প্রাণে  
করিছে ছুজনে বসিয়া ।  
ভাঙ্গা মেঘ ভেসে যেত              দেখে মনে হত  
( মোরা ) যাইব ঐ মত ছুটিয়া ॥  
কোন্ গান গায়              (তারা) কি বীণা বাজায়  
প্রিয়ারে সাজায় তারা কি দিয়া—  
সে যে চলে যায়                      ধরে রাখা দায়  
না-দেখি উপায় সাধিয়া (কাঁদয়া)  
আকাশেতে বিধু                      স্নানিত গো শুধু  
মুছ মুছ মধু হাঁসিয়া ॥

—\*—

আশোনারী ।

এস প্রিয়তম                      এস হে হৃদয়ে  
এস গো তুমি সখা ।  
(আমার) সকল বাসনা              দিছি বিসর্জন  
দিয়ে যেও শুধু দেখা ।

নীরব নিরুন্ম নিশিথের কোলে  
আছ বুঝি সখা তব পথ ভুলে  
(আমার) এ ভুল ভেঙ্গে না তুমি গো আমার  
(ও গো) আঁধারে কনক রেখা ॥

এইচ, সি, সোম । (এমেচার)

পি ৭৫৬৬

খাস্বাজ ।

বাসিবে না যদি ভাল সে কেন দেখা দিল  
অধরের কোনে হাসিয়া কেন পলাইল  
চলে ছিলাম আপন মনে দেখা হ'ল তাহার সনে  
নয়ন তুলে মুখের পানে কেন চেয়ে গেল ।  
নিয়ে গেছে যত স্নেহ ব্যাথাতে ভরেছে বুক  
দিবানিশি ভাসে চোখে মোর দুটাঁ আঁখি কালো ।

সাহানা ।

সে মধুর মুখ পড়ে মনে  
আমি ভুলিতে পারি কি তারে এ জীবনে ?  
চাঁদ হেরেছি হা'রে চাঁদ নহে ভাল  
সে মুখে দেখেছি আমি যত কিছু আলো  
সকলই আঁধার হেরি সে বিহনে ।



সে যে মোর তারা, তারা গগনেরি  
 সে যে পূর্ণিমার শশী হৃদি গগনেরি  
 সে যে মোর পারিজাত হৃদি কাননে ।

—•—

### ডাক্তার জীবানন্দ গোস্বামী (এমেচার)

পি ২১৫২

বেহাগ খাঘাজ

পাতকী বলিয়ে কি গো পায়ে ঠেলা ভাল হয় ।  
 তবে কেন পাপী তাপী এত আশা করে রয় ॥  
 করিতে এ ধুলোখেলা, অবসান হল বেলা,  
 যারা এসেছিল সাথে ফেলে গেল অসময় ॥  
 জীবনে কখন আমি ডাকিনি হৃদয়স্বামি,  
 এ অদিনে এ অধীনে ত্যজিবে কি দয়াময় ?

—

বেহাগ মিশ্র কীর্তন ।

যদি মরমে লুকায়ে রবে হৃদয়ে শুকায়ে বাবে  
 প্রাণভরা আশা কেন দিলে গো ।  
 চরণ শরণ তরে এত ব্যাকুলতা-ভরে  
 কেন ধাই যদি নাহি মিলে গো ॥  
 আনন্দে অনন্ত প্রাণ করিছে বন্দনা  
 অবিভ্রান্ত অনন্ত নিখিলে গো ।  
 সকলই কি অর্থহীন শূণ্ণে শূণ্ণে হবে বিলীন  
 কেন তবে সেই গীত সৃজিলে গো ।

এতই আবেগ প্রভু ব্যর্থ কি হইবে কভু  
একান্ত ও চরণ সঁপিলে গো ।  
যদি পাতকী না পায় গতি কেন ত্রিভুবনপতি  
পতিতপাবন নাম নিলে গো ॥

পি ২৩৩৬

ঝাঁঝিট খাওয়াজ ।

কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব তোমারি রসাল-নন্দনে ।  
কবে তাপিত এ চিত করিব শীতল তোমারি করুণা-চন্দনে !  
কবে তোমাতে হ'য়ে যাব আমার আমি হারা,  
তোমারি নাম নিতে নয়নে ব'বে ধারা,  
এ দেহ শিহরিবে, ব্যাকুল হবে প্রাণ, বিপুল পুলক-স্পন্দনে ।  
কবে ভবের সুখ দুঃখ চরণে দলিয়া,  
যাত্রা করিব গো শ্রীহরি বলিয়া,  
চরণ টলিবে না, এ হৃদয় গলিবে না, কাহারও আকুল ক্রন্দনে !!

ভৈরবী ।

তারে দেখবি যদি নয়ন ভ'রে এ দুটো চোক করু রে কাণা !  
শুন্বি রে তার মধুর বুলি, বাইরের কানে আঙ্গুল দেনা ॥  
কিসের মধু চিনি সে যে, গাঢ় প্রেমের মিছরির পানা,  
খাবি যদি ক'সে এঁটে, বেঁধে রাখ তোর কু-রসনা ॥  
পরশ রতন পরশ করে, হ'তে যদি চাসু'রে সোনা,  
বিরাগ-পক্ষাঘাতে অসাড় ক'রে নে তোর চামড়া খানা ॥

শ্রীযুত জিতেন্দ্রনাথ দাস, বি, এস, সি,

পি ৪৭২৮

(এমেচার)

“আমি পথ ভোলা এক পথিক এসেছি ।

সন্ধ্যাবেলার চামেলি গো, সকাল বেলার মল্লিকা,

আমায় চেন কি ?”

“চিনি তোমায় চিনি নবীন পাঙ্ক,

বনে বনে ওড়ে তোমার রঙীন বসন-প্রাস্ত ।

কাগুন-প্রাতের উতলা গো, চৈত্র-রাতের উদাসী,

তোমার পথে আমরা ভেসেছি ।”

“পথভোলা এক পথিক এসেছি !

ঘর-ছাড়া এই পংগলটাকে

এমন করে কেগো ডাকে করুণ গুঞ্জরি

যখন বাজিয়ে বীণা বনের পথে বেড়াই সঞ্চরি ?

“আমি তোমায় ডাক দিয়েছি, ওগো উদাসী,

আমি আমার মঞ্জুরী ।

তোমার চোখে দেখার আগে

তোমার স্বপন চোখে লাগে, ‘

বেদন আগে গো

আমি না চিনতেই ভাল বেসেছি ।”

থাঙ্গাজ ।

এমন মোহন নয়নের জল কোথা হতে বঁধু আন ।  
 কে শেখালে তোমায় হাসির মাধুরী হরে যা মন প্রাণ ॥  
 জ্যোৎস্না-ভাসিত বসন্ত-নিশিতে, কেন এসেছিলে প্রেম  
 ঢেলে দিতে,  
 কেন গো বাঁধিলে বেহুঁরে এ বীণা যদি না বাজাবে  
 মনেতে জান ॥

—০—

পি ৫৭৪৭

সিন্ধু থাঙ্গাজ ।

ভোরের বেলায় কখন এসে পরশ করে গেছে হেসে  
 আমার ঘরের দুয়ার ঠেলে কে সই খবর দিল শেষে,  
 মনে হোল আকাশ যেন কইল কথা কানে কানে,  
 মনে হোল হৃদয় যেন পূর্ণ হোল গানে গানে  
 জেগে দেখি আমার আঁখি, আমার আঁখি জলে গেছে ভেসে ।

ঝাঁঝিট ।

কত নিশি বসে জেগেছি আমি তব মুখখানি স্মরিয়া ।  
 কত নিশি আমি ডেকেছি তোমারে আবেগ পরাণ ভরিয়া  
 নয়নে তোমারে দেখিতে যে পাই জাগিয়া  
 চারিদিকে চাই ।

আকাশে বাতাসে স্মৃতিটা তোমার ফিরিছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া

পি ৫২৬২

মূলতান মিশ্র ।

দূরে কোথায় দূরে

আমার মন বেড়ায় গো ঘুরে ঘুরে

যে বাঁশীতে বাতাস কাঁদে

সেই বাঁশীটির সুরে সুরে

যে পথ সকল দেশ ছাড়ায়ে

উদাস হয়ে যায় হারান্নে

সেই পথ চেয়ে কাকাল পরাণ

যেতে চায় কোন অচিন পুরে ।

দাদরা ।

সজনি সজনি রাধিকা লো

দেখ অবল্ চাহিয়া

মুহুর গমন শ্রাম আওয়ে

মুহুর গান গাহিয়া

পিনহ ঝটিত কুসুম হাঁর

পিনহ নীল আঙিয়া

সুন্দরী সিঁদুর দেকে

শিঁখি করহ রাঙিয়া

সহচরির সব নাচ নাচ

মিলন গীতি গাওয়ে,

কখন মঞ্জীর রবে  
কুঞ্জ গগন ছাওয়া  
তৃষিতনয়ন ভাঙ্গু সিংহ  
কুঞ্জ পথমে চাহিয়া  
মৃদুল গমন শ্রাম আওয়া  
মৃদুল গান গাহিয়া !

পি ৫৯৮৩

কানেড়া মিশ্র ।

একদা তুমি প্রিয়ে আমারই এ তরুণে  
বাসছ ফুল সাজে সে কথা কি গেছ ভুলে ।  
সেখা যে বহে নদী, নিরবধি সে ভোলেনি,  
তাহারই যে শ্রোতে আঁকা বাঁকা বাঁকা তব বেণী,  
তোমারই পদরেখা আছে লেখা তারই কূলে,  
আজই কি সবই ফাঁকি সে কথা কি গেছ ভুলে  
গেয়েছ যে রাগিণী একাকিনী দিনে দিনে,  
আজি যায় ব্যপে' কৈপে কৈপে তুণে তুণে,  
গাঁথিতে যে আঁচলে ছায়াতলে ফুলমালা,  
তাহারই যে প্রশ্নন হরসন সুধাঢালা !  
ফাগুন আজও যেরে খুঁজে ফেরে চাঁপাফুলে  
আজই কি সবই ফাঁকি সে কথা কি গেছ ভুলে !

বাউল ।

কবে তুমি আসবে বলে

আমি রইব না বসে

আমি চলব বাহিরে ।

শুকনো ফুলের পাতাগুলি,

পড়তেছে খসে,

আর সময় নাহিরে ॥

বাতাস দিল দোল দিল দোল,

ও তুই ঘাটের বাঁধন খোল,

মাঝ নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে

তরী বাহিরে ।

আজ শুক্লা একাদশী

হের নিদ্রা হারা শশী ॥

ঐ স্বপন পারবারের খেয়া

একলা চালায় বসি

ও তোর পথ জানা নাই

নাই বা জানা নাই ।

ও তোর নাই মানা নাই

সবার সাথে চলবি রাতে

সামনে বাহিরে ।

## জিতেন্দ্রনাথ দত্ত ।

পি ৩৭৩৪

কাফি সিক্ক ।

জয় শিবশঙ্কর শশাঙ্কশেখর ভূতনাথ ভোলা শিব মহেশ্বর ।  
 দেবগুণকর ব্যাপ্ত চরাচর মদনদাহন বোগী বিষহর ।  
 অনাদি আদি কাল নহাকাল বিভূতিভূষণ হর হাড়মাল,  
 গঙ্গা-তরঙ্গিত জট-জটাজ্জাল ফণিকণাবৃত বাস-বাঘাঘর ।

পি ৩৮০২

কেদারা ।

কেন মিছে মায়া সংসারের ছায়া  
 ত্যজি এ ভ্রম কায়া যাবে গো চলিয়ে ।  
 অসার সকলি মমতায় ভুলি বাঁধা আছে  
 সদা আপন বলিয়ে ।  
 কর্মফল বিষ এড়াতে না পারে  
 তাই আসে হেথা বারে বারে বারে,  
 ফুরাইলে বেলা ফেলিয়ে এ খেলা  
 চলে যায় ফিরে আপন আলয়ে ।  
 কর্মফল হ'তে পেতে পরিজ্ঞান  
 বাসনায় জীব দে রে বলিদান,  
 অসার এ ভবে আসিতে না হবে  
 নিতে চায় ফিরে চিরশান্তিময়ে ।



ভৈবরী ।

মোহ-মদিরায় বিভোর হয়েছি, আপনার কেবা খুজিয়ে না পাই ।  
 বারে বারে আসি দুঃখ রাশি রাশি, পথে পথে শুধু বয়ে বেড়াই ।  
 পিতা মাতা স্তত দারা পরিজন ভেবেছি যাদের আপনার জন,  
 সদাই কর্মভোরে বেঁধে রাখে মোরে, ফিরে ফিরে ফিরে  
 আসি গো তাই ।

সংসারের পানে চাহিব না আর, পুড়ে হোক ছাই বাসনা অসার  
 সব কাজ কেলে জ্ঞানের আলো জ্বলে, চিরশাস্তিময়ে মিশিয়া যাই ।

পি ৩৮২৭

এত গয়না বেটি কোথায় পেলি ?  
 সিকির ওপর দিকি হ'য়ে, বাপের বাড়ী চ'লে এলি ॥  
 অবস্থা তোর আছে জানা,  
 ভাতের উপর হুন জোটে না  
 তবু এ নবাবী কেন মা, পরিস্ বেনারসী চলি ॥  
 নিসে থাকে শ্মশানঘাটে,  
 ত্রিশূল দিয়ে সিঁদ'কাটে  
 ভক্তেরি সঙ্কিত ধন মাগো তাই প'রে বাহবা নিলি ।  
 আসল নকল যায় না বোঝা. বোধ হয় ও সব কেমিকেলি ॥  
 ছেলে দুটোর নড়া ধরে  
 এনেছিষ ঘে রক্ষক ক'রে  
 ওরা কি তোর সতীন-ব্যাটা কোন গেঞ্জি দুটো কিনে দিলি ?

ধাফাজ ।

কমা কর ওহে হর বিয়ের কথা তুলো না ।  
 তুলে কি গ্যাছ হে খুড়ো ছ'পা দিয়ে খ্যাংলানা ।  
 এনে দিলেম রাজার মেয়ে,  
 সেটাকে না খেতে দিয়ে,  
 তার সোণার অঙ্গ হ'ল কালী; তাতেও হয় না চেতনা ।  
 শেষে রেগে তোমার বুকে চ'ড়ে, দিলে তোমার দাঁড়ি ছিঁড়ে  
 ইাসপাতালে প'ড়ে তুমি পেলো কত যন্ত্রণা ।  
 আবার 'এই বুড়ো বয়সে, মতলব এঁটেছ বসে,  
 দেখে শুনে করবে বিয়ে, পাবে কি তার তুলনা ।  
 করতে হয় যদি ঘটকালি, গঙ্গা ময়রার বাড়ী কালই  
 দিয়ে এক বাঁধা আধুলী, উপায় তার করবো না ।  
 এবার বিয়ে করতে চাও, রকমারি চুল কাটাও,  
 গোঁপের ছ'পাশ কামিয়ে ফেলে, ফুটফুটেটি সাজনা ।  
 তবে একটা কথা ব'লে রাখি, হেঁচকি তোমার কাছে বাকী,  
 সিন্ধে ত রয়েছে কাছে, এঁটে ব'সে ফোকোনা ॥

পি ৩৯৮৬

কীর্ত্তন ভাঙ্গা ।

আমার মেটে ঘরই শ্রীবৃন্দাবন ।  
 ডাকছে শালিক ডাকছে শ্রামা হরি করবেন আগমন ।  
 আমার ঘরের মেঝে ধুয়ে পুঁছে বৌ দিতেছে আলোপনা ।  
 হরি এসে পিঁড়ের ব'সে রাখবেন তাঁহার শ্রীচরণ ।

তার রাজ্য পায়ে কিবা দিয়ে করি পূজার আয়োজন ।  
 ভোগ তাপ পুণ্য পাপ করিব তাঁরে সমর্পণ ॥  
 ( কিবা আছে কি বা দিব ) ( আমি ভক্তিহীন অধম অতি )  
 আমার ছেলে মেয়ে শুদ্ধ হ'য়ে করুছে পুষ্প আহরণ,  
 দুঃখীর হরি দয়াল হরি দেবেন আসি দরশন ॥

### বিভাস ।

(আমার) অন্ধের নড়ি দুখীর হরি, নামে তাহার জুড়ায় প্রাণ ।  
 বলেছেন হরি আমায় ডেকে নিজের পায় দিবেন স্থান ॥  
 আমার সব মেয়ে ছেলে, কাঁদে তারা খিদে পেলে.  
 তাদের নিয়ে কোলে তুলে, করেন হরি অন্ন দান ।  
 আবার তাদের অস্থখ হলে, কাঁদে যখন মা মা বলে,  
 সোনার হাত গায়ে বুলে নীরোগ ক'রে দিয়ে যান ॥  
 দীন দুঃখী দেখে মোরে, লোকে যখন ঘৃণা করে  
 দাঁড়াই গিয়ে তাঁদের দ্বারে, মধুসূদন রাখেন মান ॥

( তারা মা ) কি দিয়ে পূজিব তারিণী  
 তোমার রাজ্য চরণ দুখানি ।  
 ফুল দিয়ে যে পূজিব তারা,  
 কিন্তু তাতে যে মা কীটে ভরা,

কোমল পায়ে পায় বেদনা

ভয়ে ভাবি ভবানি ।

হৃদয়-কমল তুলে, দিতে পারি পদমলে,  
তাও যে গো না পাবে পচা, আর তো কিছুই দেখিনে ॥  
কি দিয়ে বল করি পূজা, ওমা এলোকেশী দশভূজা,  
ভক্তিরূপ ফুলটী আমার এখন তো ফোটেনি ॥

হাস্মীর ।

( আমার ) আপন ব'লে কে আছে মা কাঁদিব গিয়ে কার কাছে ?  
তুই ছাড়া আর আছে কে বল ভরসা কেবল তোর কাছে ॥  
তুই রয়েছিস মুখ বাকায়, আপন মদে মত্ত হ'য়ে  
মা হ'য়ে কি অম্নি করে, ( যার ) ছেলে ফেরে পাছে পাছে  
ওগো মা স্বয়াম্ভূরে, আশা মা পূরিবে কবে,  
আর যে সহেনা শ্রামা, দয়া কি কুরায়ে গেছে ?

—০—

পি ৪৩৬০

কমিক ।

কাপড় যদি না দেয় দিদি পাহারওলা ডাকা চাই ।  
রাধী ছুঁড়ির আস্কারাতে, ভারী পেয়ে গেছে তাই ।  
দেখতে ওই বিটলে ছোঁড়া, যত নষ্টের গোড়া,  
উঠলো কদম গাছের ডালে, কি ক'রে তার নাগাল পাই ?  
করিলাম কত মিনতি, নানারকম স্তব স্তুতি,  
কিছুতে শুনে না মানা, যেন দেশে পুরুষ মানুষ নাই ॥

কমিক।

যা থাকে কপালে তোরা কালার বাঁশী কেড়ে নে।  
 কেড়ে নিয়ে মুচড়ে ভেঙ্গে যমুনাতে ফেলে দে ॥  
 কেঁদে মরুক কেলো ছোঁড়া, বাঁশীটা ওর কুয়ের গোড়া,  
 হারিয়ে বাঁশী কালশশী ভ্যাবাগন্ধারাম হবে ॥  
 না হয় ত এক কাজ করা যাক, বাঁশী কাড়া এবারে থাক,  
 আঁচল দিয়ে বংশীধারীর বাক্য নয়ন বেঁধে দে ॥  
 পাঁচনবাড়ী হাতে নিয়ে, হাংড়ে গরু চরাক গিয়ে,  
 আমরা যে যার বাড়ী গিয়ে, সংসার ধর্ম করিগে ॥

পি ৪৪৭০

খান্সাজ।

( আজ ) হৃদয়ে তোমারে রাখিব।  
 জীবনে মরণে শয়নে স্বপনে তুমিত নয়নে চাহিব ॥  
 হৃদয়েরি ধন এস হে হৃদয়ে, হৃদয় ত্যজিয়া কেন হে লুকায়ে,  
 এস নাথ হরি হৃদয়-বিহারী, মন প্রাণ পদে সপিব ॥  
 ধন জন পিতা যা ছিল বিভব, তব নাম লয়ে ভুলেছি ত সব,  
 দেশে দেশে যাউ খুঁজিয়া না পাই,  
 কোথা গেলে তোমায় পাইব ॥

দিনে দিনে দিন হ'ল অবসান, বিরহে তোমার আকুলিত প্রাণ,  
 এস সুধাকর সুধা কর দান, তাপিত পরাণ জুড়াব।

খান্সাজ মিশ্র ।

( প্রভু গো ) আজি তোমারি শরণ লয়েছি ।  
 দেখ সব মুছে ফেলে হৃদয় মাঝারে তোমারি মুরতি এঁকেছি ॥  
 জীবনের পথে তোমারে ভুলিয়ে কত যে বেদনা পেয়েছি ।  
 আজ দিশেহার হরে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে নয়ন সলিলে ভেসেছি ॥  
 আকুল হৃদয়ে নাথ নাথ বলে যখনি তাহারে ডেকেছি ।  
 ( তোমার ) চিরশাস্তিময় চরণযুগল তখনই হৃদয়ে পেয়েছি ॥  
 তুমি বিনা কেহ নাহি আপনার বারে বারে নাথ বুঝেছি ।  
 সবারে ফেলিয়া সাথে সাথে তাই অস্তিমের পথে চলেছি ॥

পি ৪৬৪৭

ভৈরবী ।

দেখা পেলাম ফাস্তনে ।

এত দিনে যে বসেছিলাম বুক বেঁধে আর হাতগুণে ॥

বালক বীরের বেশে তুমি করলে বিশ্ব জয় এ কিগো বিশ্বয়,

অবাক্ আমি তরুলতার গান শুনে ।

অস্ত্র তোমার গোপন রাখ কোন্ ফুলে ।

গন্ধে উদাস হাওয়ার মতন ওরে তোমার উত্তরী

কর্ণে তোমার কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জুরী

তরুণ হিয়ার আড়ালে কোন্ আগুন ঢাকা রয়, এ কিগো বিশ্বয়,

অস্ত্র তোমার গোপন রাখ কোন ফুলে ॥

## বেহাগ মিশ্র ।

জাগরণে যায় বিভাবরী, আঁখি হতে ঘুম নিল হরি ।  
 নার লাগি ফিরি একা একা, আঁখি পিপাসিত নাহি দেখা,  
 তারি বাঁশী, বাজে হিয়া ভরি ।  
 বাণী নাহি তবু কানে কানে, কি যেন শুনি তাহা কেবা জানে  
 এই হিয়া ভরা বেদনাতে, বারি ছল ছল আঁখিতে,  
 ছায়া দেলে তারি দিবানিশি ধরি ॥



পি ৪৭৬২

কীর্তন ভাঙ্গা ।

এমন প্রেমমাখা হরিনাম নিতাই কোথা হতে এনেছে ।  
 এ নাম একবার শুনে আমার হৃদয়-বীণে আপনি বেজে উঠেছে ॥  
 কতদিন আমি শুনেছি, এ নাম কহু তো আকুল করেনি পরাণ  
 আশ্র কি এক নব ভাবের উদয় আমার হৃদয় মাঝে হতেছে ॥

কেটে গেছে এক বিমম নয়নেরি ঘোর,  
 ছিঁড়ে গেছে কঠিন পরাণেরই ডোর,  
 সব ছিঁড়ে ফেলে হরি হরি ব'লে  
 নাচিতে বাসনা হয়েছে ॥

কীর্তন ভাঙ্গা ।

কোমল মধুর হরি তব প্রেম-ধার,  
 পিয়াও পিয়াও হরি প্রেমের আঁধার ॥  
 ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরি, তোমার মাধুরী হেরি,

( আমি যেথা সেথা ফিরি, তোমার নাধুরী ছড়ান আছে )

বিকল নয়ন ধরি প্রেমের পাথার,  
কাঁদিয়ে আকুল হই. সিন্ধুনীরে তরী কই,  
প্রেমার্ণব মাঝে গিয়ে অতুলে ডুবিয়া রই,  
এস হরি দয়া করি ( কোথায় আছ হে ),  
( ওহে তোমার কান্দাল তোমায় ডাকে )  
মুছ হে নয়নের বারি, এনে দাও পারের তরী,  
জলধি মাঝার ।

অতলের তলে ডুবি প্রেম-পারাবার ॥

— — —

পি ৪৮৭৬

কমিক ।

কি পাপ বিবাহ ক'রে হায় বুঝি প্রাণ যায় ।  
দগ কেটে প্রাণ বেরিয়ে গেল পরে টেকা হ'ল দায় ॥  
যখন আমার হয়নি বিয়ে,  
থাকতাম একা ঘরে শুয়ে'  
ভয় তাহাতে থাকতো কত সে কথা আর বল্‌বো কায় ॥  
পোড়ারমুখী পড়ল জরে,  
ভাবলেম যায় যাক্‌গে ম'রে,  
হাস্তে হাস্তে স্পেলশাম কেঁদে গিল্লী যখন অক্কা পায় ।  
প্রথম বারের ধাক্কা গেল,  
দ্বিতীয় ৷ বিয়ে হ'ল,  
ওরে বাপরে বাপ এর জালায় মরি পালিয়ে যেতে ইচ্ছা হয় ।



কমিক ।

কলির বউগুলোর এক ঢেউ উঠেছে,  
 ঘর ভেঙ্গে সব লয় করা ।  
 পরের পো'রে আপন ক'রে  
 ধরাটাকে দেখেন সর' ॥  
 মনে মনে গুম্বে মরে শ্বাশুড়ী যা ননদিনী,  
 কথায় কুটুন্স্ কামর মারেন,  
 ফুলের ঘায়ে মূচ্ছা পড়েন,  
 ( সেটা কি জানেন )

ভাতারটাকে দণ্ডে মারা  
 গুণের মধ্যে নভেল পড়া,  
 টুংক্রুস্ আর সিঁথি নাড়া,  
 রইতে নারেন ভাতার ছাড়া  
 পলক পড়তেই ভেবে সারা ॥

রান্না ঘরে গিয়ে যদি চড়ালেন কোল,  
 ফোড়ন দেবার বেলা হ'ল গগুগোল,  
 এল বুড়ী শ্বাশুড়ী ডাইনীটা তাড়াতাড়ি,  
 করিলেন ছড়োমুড়ী সাবেক ধারা ॥  
 এই রেগে কাঁই বলে দূর হ'কুগে ছাই,  
 মাগীর জ্বলনে আমি জ্বলে মরে যাই,  
 ব'লেই লিখতে বসলেন প্রণয়িনী,  
 ব্যাখ্যা ক'রে সেই কাহিনী,

হাতে পায়ে পত্রখানি,

ভাতার বাবু মন-মরা ॥

শনিবারে নাইট মেলে,

বাবু গেলেন বাড়ী চ'লে,

গিয়ে দেখে হাসি নাই প্রিয়ার বদন-কমলে,

এদিকে পেট দম্‌সম্,

তবু কিছু খেয়ে কম,

শুলেন ভেবে হরেক রকম,

ব'লে ছবার "তারা তারা" ।

তারা কি আর নেকী খুকী,

বুঝতে কি তাঁর থাকে বাকি,

ভক্তি টক্টি ফাঁকি ফুকি,

যাদের বিধুমুখী আছেন দারা ॥

পরণেতে পাছা সাড়ী

মুখটি কিন্তু তেলোঁ হাঁড়ি,

কাছে ঘেসে নিঃশ্বাস ছাড়ি,

সুরু করলেন মজ পড়া ॥

গুরুমজ শুনে কাণে,

বাবু গেলেন বোকা ব'নে,

বুঝে দেখলেন মনে মনে,

বুড়ী মার্গীই দোষের গোড়া ॥

আবার রাজা মা ভায়েয়া,

থায় না কেবল সঙ্কলিয়া,

কাজ কি মিছে কৌদল করা,  
 হ'য়ে যাক্‌গে বাটোয়ারা ;  
 এমন সোনার সংসার,  
 হ'য়ে গেল ছারেখার,  
 গুরু মন্ত্র ক'রে সার  
 সার হ'লো টুকুনি ধরা ।

বশ না হ'য়ে বশ কো'রো  
 চিনে নিও ভাই আপন দারা ॥

পি ৫১০৮

ঝিঝিট ।

একি হেরি শ্রামা দিশে হারা কি মা হ'য়েছিষ্ কি গো  
 জগত জননী  
 কিসের অভাব কোন হেন ভাব দিগম্বরী কেন লজ্জা নিবারিণী ॥  
 প্রসব করেছ করিতে পালন, সংহার মূরিত তবে কি কারণ,  
 করিয়াছ তারা হরমনহরা, লোকে যে বলিবে তোকে পাগলিনী ।  
 মা মা বলিয়া যত ডাকি তোরে, সংহীর করিছ ততই অকাতরে,  
 একবার মা গো দেখ না গো ফিরে শিব শূন্য বুঝি হইল মেদিনী ।

—•—

( ভৈরবী )

\* পাই বেন মা শেষের দিনে তোমার দরশন ।

( ওমা ) শিব গড়তে বাদর গ'ড়ে কাটালাম সারা জীবন ॥

বাল্যকালে খেলা ধুলো, ( ওমা ) যৌবনে মা পাপ জুটিল,  
প্রোঢ়ে অর্থ চিন্তা, শেষে নিলাম তোমার শরণ ॥  
মুখে বলি কালী কালী, কার সর্বনাশ করবো কালী,  
পরনিন্দা ভালবাসি থাকি পর চর্চায় নিমগন ॥  
লোক দেখান পূজা করি তোমায় ফাঁকি দিই শঙ্করি,  
কেবল চাল কলা কচি পাঠা দিয়ে ঘটাতে চাই অঘটন ॥  
এই বেলা মা ভয় হয়েছে আমার শিয়রে ঐ যে শমন ॥

পি ৫৫২৭

ছায়ামট।

কোন্ ছেলে তোর আমার মতন কাটায় জীবন ছেলেখেলায় ।  
খেলায় বিভোর হ'য়ে কে বল্ পরশ রতন হেলায় হারায় ॥  
আমার মতন কে অবাধ্য,  
সংশোধন মা তোর অসাধ্য,  
আয় ব'লে চাম্ কোলে নিতে দূর দূর ব'লে ঠেলে ফেলায় ॥  
তার উদ্ধর এত মমতা,  
রেগে একটা ক'সনা কথা  
অপরাধের দ্বিগুণ ক্ষমা, আমি ছাড়া বল মা কে পায় ॥  
বুকের দুখ খেয়ে বাঁচি,  
কেমন ক'রে ভুলে আছি,  
এমন ছিলাম না আগে সরল ছিলাম ছেলেবেলায় ।

কাফি—সিন্ধু ।

( মা ) কত অপরাধ করেছি আমি তোমারি চরণে মাগো ।  
 কোলছাড়া তবু কর নি আমায় ফেলে চলে গেলে না গো ॥  
 চলিয়া গিয়াছি আসি বলে,  
 তুমি বিদায় দিয়াছ আঁখিজলে,  
 আশীষ করেছ বলেছ বাছারে যেন সাবধানে থেকে ॥  
 যবে মলিন হৃদয় তপ্ত,  
 লয়ে ফিরিয়াছি অভিশপ্ত,  
 বলেছি মা আমি করিয়াছি পাপ ক্ষমা ক'রে পায় রাখ ।  
 আমি পড়িয়া, পাতকে, চাহি চারিদিকে,  
 দীন নয়নে, প্রলাপের ভরে, কত কটু বলি মা তুমি নাহি রাগ' ॥

জৈ, কে, বক্ষিত । ( এমেচার )

পি ১৬৩২

স্বরট ।

আমার কুঞ্জ কুটার দুয়ারে অতিথি এসেছে আজ ।  
 তুলি নাই ফুল গাঁথি নাই মালা,  
 শূণ্য পড়িয়া কুসুমেরি ডালা,  
 নিবিয়া আসিছে দিনের আলোক এখন আসিছে সাঁঝ ;  
 কি দিয়া তুষিব অতিথে আমার সে যে রাজ অধিরাজ ।  
 আসিতে হে যদি নব ফাস্তানে ওগো রাজ অধিরাজ,

হৃদনিকুঞ্জ-ফুল সম্ভার সব সঁপি তাম চরণে তোমার,  
মালতীর লতা এখন আমার রিক্ত কুহুম সাজ ।

— ০ —

৩এস, বি, গুপ্ত ।

ইমন কল্যাণ ।

তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা,  
তুমি আমার নিভৃত সাধন,  
মম-বিজন-গগন-বিহারী ।  
আমি আপন মনের মাধুরী মিশায়ে,  
তোমারে করেছি রচনা ;  
তুমি আমারি, তুমি আমারি,  
মম-বিজন-জীবন-বিহারী ॥  
মম হৃদয় রক্ত রাগে  
তব চরণ দিয়েছি বান্ধিয়া  
মম সন্ধ্যা-গগন-বিহারী ।  
তব অধর একেছি স্নেহা বিষে মিশে,  
মম স্নেহ দুখ ভান্ধিয়া ;  
তুমি আমারি, তুমি আমারি  
মম বিজন জীবন-বিহারী ।  
মম মোহের স্বপন-লেশে  
তব নয়নে দিয়েছি পরায়ে  
মম মুখ নয়ন-বিহারী ।

মম সঙ্গীত তব অঙ্গে অঙ্গে  
 দিয়েছি জড়ায়ে জড়ায়ে,  
 তুমি আমারি, তুমি আমারি  
 মম জীবন-মরণ বিহারী ॥

স্ক্রীল্যান্ডগোশাল মুখাভঙ্গী ( এমেচার )

পি ৬৪২১

ভীমপলত্রী ।

পর সনে প্রেম করা ঘটে কেমনে ।  
 ছিলনা রবেনা প্রেম বিচ্ছেদ কারণে ॥  
 আপনাতে প্রেম হ'লে কেউ তারে কিছু না বলে,  
 পোড়ে না বিচ্ছেদ অনলে জলে না মন আগুণে ॥

সিদ্ধি ।

আর কি আমায় দিতে পারে সে মনবেদনা ।  
 সখীরে, ভালবাসিতে আসিতে আর সেধনা ॥  
 নিশীতে মাধবী বনে, দেখা হ'লো সখা সনে,  
 প্রাণে সে র'য়ে গেল, বিরহ আর হলো না—  
 অঁখি মুদি হিঃ মাঝে, সে মধুর মাধুরী রাজে,  
 মানসে চরণ পুজি, পরশে নাহি বাসনা ॥

## ক্ষেত্রমোহন মিত্র প্রভৃতি

পি ৪৬১৬ ( কাফুর খাঁর আক্রমণ হইতে দেবলার উদ্ধার )

দেবলা । দেবীদাদা, এইবার আমরা কোথায় যাবি ?

দেবী । দেবগিরি ।

দেবলা । দেবীদাদা !

দেবী । কি দিদি ?

দেবলা । দেবগিরিতে কি আশ্রয় পাব ?

দেবী । কেমন ক'রে বলব বোন ?

দেবলা । তিনি আমার পাণি প্রার্থনা করেছিলেন—  
মারাঠা বলে বাবা তাঁকে কিরিয়ে দেন । অপমানিত হ'য়ে  
তিনি ফিরে গেলেন । আজ বিপদে প'ড়ে তাঁর আশ্রয় চাইতে  
যাবি । তিনি কি সেই অপমান ভুলে,—আলাউদ্দিনকে শত্রু  
ক'রে আমাকে আশ্রয় দেবেন ? না, দেবী দাদা, চল ফিরে যাই ।

দেবী । হা ভগবান ! করুণাসিংহের কণ্ঠার ঝাঞ্জ এই অবস্থা !  
রাজকণ্ঠার এই পরিণাম !

( সৈনিকগণের প্রবেশ )

১ম সৈ । ইয়া আল্লা, যুর জন্তে এত ঘোরাঘুরি, সেই মুঠোর  
মধ্যে । এস বিবি,—

দেবী । কে তোমরা ?

১ম সৈ । আমরা সম্রাটের সৈনিক, ঐ বিবির জন্ত এতদূর  
এসেছি ! শুন্লে ত, চ'লে এস ।

দেবলা । দেবীদাদা—দেবীদাদা—



দেবী। ভয় কি দিদি—বে'র হবার সময় এ কথাও ভেবে,  
তার উপায় স্থির ক'রে রেখেছি। দাঁড়া,—নুক পেতে সোজা  
হ'য়ে দাঁড়া,—জয় একলিঙ্গ দেবের—

( আঘাতোত্তোগ ও কাফুর আসিয়া তাহার হাত ধরিলেন । )

কাফুর। এ কি? কে তুমি? আর কেন এই বালিকাকে  
হত্যা ক'রছিলে?

১ম সৈ। সাহাজাদা! ঐ গুজরাটের রাজকন্যা!

কাফুর। বটে! কে? দেবীদাস না?

দেবী। চিন্তে পেরেছ কাফুর?

কাফুর। পারব না? এক আধদিনের আলাপ নয় যে ভুল  
যাব।

দেবী। এখন আগাদের কি করবে?

কাফুর। রাজকন্যাকে তাঁর মাতা স্মরণ করেছেন।

দেবী। তুমি স্থির জেন' কাফুর, আমাকে বধ না ক'রে,  
আমার প্রভু কন্যার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না।

কাফুর। বখা চেষ্টা দেবীদাস। কেন অকারণ প্রাণ  
হারাবে? বিশ সহস্র সৈন্তের বিরুদ্ধে তুমি একাকী কি করবে?

দেবী। মরতে ত পারব। আমি ধর্মত্যাগী নই,—তোমার  
মত এখনও আমাতে ক্লীবত্ব জন্মেনি। প্রাণের মায়্যা বড় করি না।

কাফুর। উত্তম। আক্রমণ কর সৈন্তগণ—

( সৈনিকগণ অগ্ৰসর হইল ও ঠিক সেই সময় খিজির খাঁর প্রবেশ )

খিজির। কাস্ত হও! শিক্ষিত সুসজ্জিত পাঁচজন, একজনকে  
আক্রমণ ক'রতে উত্তম হ'য়েছে, আর তার সহায় এক

তরবারি। ছিঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ—বীরশ্রেষ্ঠ কাফুর খাঁর সঙ্গে থেকে কি এই তোমাদের রণনীতি শিক্ষা হয়েছে—এই বীরস্বা-ভিমান হৃদয়ে পোষন ক'রেছ ? ষিক্ তোমাদের ! রাজপুত বীর, তোমার পথ মুক্ত, যেখানে ইচ্ছা, গমন কর ।

কাফুর । সাহাজাদা, ঐ গুজরাটের রাজকন্যা—

খিজির । তা জানি কাফুর—

কাফুর । জানেন, অথচ হাতে পেয়ে—

খিজির । ছেড়ে দিচ্ছি । এত সৈন্ত নিয়ে এসেছি কি বৃথা আড়ম্বরেব জগৎ ? না, তা নয় কাফুর । এই বালিকা যেখানে গেলে নিজেকে নিরাপদ মনে করে, সেখানে যাক্ । ভারতের যে কোন শক্তির আশ্রয় নিতে চায় নিক্ । আমার সাধ্য থাকে, আমি সম্মুখযুদ্ধে সেই শক্তিকে পরাজিত ক'রে,—একে করায়ত্ত ক'রব । বিশ সহস্র সৈন্তের নায়ক হ'য়ে তৎক্ষণের মত,—রক্ষিহীন অবস্থায়,—একে ধ'রে, আমি কলঙ্কের পসরা মাথায় করতে চাই না । রাজপুত বীর ! তোমার সঙ্গিনীকে নিয়ে যেখানে ইচ্ছা যাও, কেউ তোমাদের বাধা দেবে না । আর যদি আবশ্যক বিবেচনা কর—এই দস্যুসঙ্কল বিজনপথে তোমার কোন দোসর থাকার প্রয়োজন অনুভব কর, আমি সানন্দে তোমার সঙ্গিনীর রক্ষিস্বরূপ গিয়ে তোমাদের অভীষ্টস্থানে পৌঁছে দিয়ে আসছি । আমায় বিশ্বাস কর বন্ধু—প্রাণান্তেও কখন বিশ্বাসঘাতকতা ক'রব না ।

বলজী, খিজির ও দেবলা ।

( খিজিরের প্রবেশ )

বল । এই সে আস্তন সাহাজাদা—অমন সঙ্কচিত ভাবে  
আস্‌চেন কেন ?

খিজির । অভিশপ্ত পাপী এই ভাবেই দেবমন্দিরে প্রবেশ  
করে মহারাজ ! শত চিন্তা—শত ব্যাকুলতা—পাছে তার স্পর্শে  
কিছু অপবিত্র হয় । বিন্মিতনেত্রে কি দেখেছেন মহারাজ ।

বল । এক রাত্রে এত পরিবর্তন !

খিজির । এই পরিবর্তন দেখেই চমকে উঠেছেন মহারাজ !  
যদি হৃদয় চিরে দেখাতে পারতুম বন্ধু, তাহ'লে দেখতে, কি এক  
প্রলয়ের ভীম প্রভঞ্জন একমাত্র সেখানে ব'য়ে গেচে,—কি এক  
দুঃসহ জালা—বড় জালা—শুষ্ক কেশ, কোটরগত চক্ষু, তার  
কতটুকুর পরিচয় দিতে পারে ! যা দেখছ বলজি, এ মূর্তি সজীব  
নয়—অসাড়, অহুভূতিহীন, নিস্রাণ—কঙ্কাল ! মাঝে মাঝে  
মনে হয়—একে ভেঙ্গে চূরে, টেনে ছুড়ে ফেলে দি—

বল । প্রকৃতিস্থ হ'ন সাহাজাদা—

খিজির । প্রকৃতিস্থ হব আমিণ ! জান কি বলজি, কেন এ  
দারুণ মনস্তাপ ? সেই নিরপরাধা বালিকা—তার সর্বস্ব সমর্পণ  
ক'রে আমায় ভালবেসেছিল ; প্রতিদানে কি পেয়েছিল জান ?  
পদাঘাত—নিষ্ঠুর পদাঘাত ! আবার তার বিনিময়ে সে আমায়  
কি দিয়েছিল জান ? প্রাণ ! পদাঘাতের বিনিময়ে প্রাণদান !  
বলজি—বলজি—আর কত সয় ! মাঝে মাঝে মনে হয়, নিজের

বাংস নিজে কান্ড়ে খাই—বুকের উপর তুষানল জ্বলে রাখি ।  
কি করেছি—কি করেছি !

( বক্ষে করাঘাত )

বল । সাহাজাদা ! সাহাজাদা !

খিজির । সেই শুক নীরস সম্বোধন—সাহাজাদা ! ও ডাকে  
আর মধু নেই,—ও কথা শুন্লে এখন কাণে আঙ্গুল দিতে ইচ্ছে  
হয় । এমন অভাগা আমি যে, এই বিস্তীর্ণ জগতে এমন আমার  
কেউ নেই, যে একবার সম্বোধনে কাছে টেনে নেয়—যে একবার  
তার কোমল করস্পর্শে এ যাতনাতপ্ত ললাটকে একটু শীতল  
করে, কেউ নেই—আমার কেউ নেই—

( দেবলার প্রবেশ )

দেবলা । আছে । ভাই—

খিজির । আঃ—যে হও তুমি, আবার ডাক—দারুণ পিপাসা  
—শুক হৃদয়—আবার ডাক—আবার ডাক । এ ডাক ত বহুদিন  
শুনি নি,—ডাক,—আবার ডাক—

দেবলা । ভাই—ভাই,—

খিজির । যদি প্রাণের পিপাসা মিটিয়েছে—সঙ্কোচের বাধ  
ভেঙ্গে একবার কাছে এস বোন্ । নয়ন-ভরে তোমায় দেখি—

দেবলা ! এই যে ভাই, কাছে এসেছি,—( হাত ধরিলেন )

খিজির ।—বলজি—বলজি—আমার হাত পা ভেঙ্গে আসছে  
—দেহ—আনন্দে অবস—রোমাঙ্কিত ! অসহ—অসহ ! পানাই

—ছুটে পালাই । ( বেগে প্রস্থানোক্ত ও ফিরিয়া ) মহারাজ,  
যে জন্য এসেছিলাম,—না, হয়েছে, হয়েছে—থাক—  
বল । এ যে উম্মাদের লক্ষণ !

### ইব্রাহিমের জ্ঞাপন ।

চাঁদবিবি ।

পি ৪৮৭৭ . ফয়জানের গীত ।

কুহেলা পহেলা মধুমাহে ।

নিখর প্রভাত বেলি, আকুলি বাহিরিলি

ফুল কুল আবরিলা কাহে ॥

কোরকী অরুণ-মুখী, যবহঁ মেলল আঁখি,

পিয়ামুখ পেখম আশে ।

লাখ-হিম-বাণ-জলু, । বখিল কোমল তলু,

( ধনি ) নিমজিল দুঃখ পরবাহে ॥

ইব্রা । বহুত আচ্ছা, বহুত খোস ফিয়া, ফিন্ পিয়ালা লে  
আও ।

মোসা । এই—এই পিয়ালা লে আও ।

ফয়জান । জাঁহাঙ্গনা আর সরাপ পান করবেন না ।

ইব্রা । কি !—

মোসা । কি—বিবিজান কি !

ফয় । জাঁহাপানা শুনছি রাজ্যে বিপদ উপস্থিত ।

ইত্রা। (হাস্য) ওহে শোন, বাইজী আমাদের বলে কি, শোন—

মোসা। ওহে তোমরা শোন—বাইজী কি বলতে চাচ্ছে, শোন।

ইত্রা। আরে মর—বলা হয়ে গেছে।

মোসা। ওহে বলা হ'য়ে গেছে—তবে শুনো না—শুনো না।

কয়। জাহাপনা! আমাদের সময় অসময় আছে।—

১ম মোসা। কি! জাহাপনার আবার সময় অসময় আছে?

সকলে। না, এ বাইজী সুবিধে নয়, দেলজানকে ডাকো, গহরজানকে ডাকো—

কয়। জাহাপনা! আগে বাদীর কথা শেষ করতে দিন।

ইত্রা। তাই ত তোমরা কি আহম্মক ছা—বাইজীর কথাটা শেষ করতে দাও।

মোসা! তাইত হে তোমরা কি আহম্মক—বাইজীর কথাটা শেষ করতে দিলে না—একেবারে দেলজানকে ডেকে ফেললে—

সকলে। দেলজান চ'লে যাও—

ইত্রা। কি বিবিজান! কি বলছিলে বল?

সকলে। বল—বল—গোপনে বল, প্রকাশে বল—মন খুলে বল।

কয়। হজুরালি! প্রথমে আপনার এই সম্পদের সহচর-গুলিকে চূপ করতে বলুন।

ইত্রা। সকলে চুপ কর—চুপ ক'রে বিবিসাহেব কি বলে শোন !

সকলে বহুত আচ্ছা ।

( ২য় খণ্ড )

ফয়। জাহাপনা ! জন্মভূমি বিপন্ন—আগে তাকে বিপন্নুক্ত করুন, বাদীরা আবার আপনার পদপ্রান্তে ব'সে আপনাকে আনন্দ দেবার চেষ্টা ক'রেন !

ইত্রা ! জন্মভূমির সঙ্গে তোদের সম্পর্ক কি ?

ফয়। সে কি জাহাপনা, আমরা কি আকাশ থেকে ঝরে পড়েছি ?

ইত্রা। কি বল্‌ছিস কসবী !

ফয়। নসীবের দোষে কসবী হ'য়েছি—নসীবের দোষে প্রাণ-হীনা ছলনাই আমাদের উপজীবিকা, কিন্তু সকল মর্শ্ব ছিঁড়ে নিষ্পন্দ হয়নি জাহাপনা ! মায়ের জন্ত এখনও প্রাণ কাঁদে—বাদী কসবীর গোস্তাফী নাক হয়, এক বিষয়ে আমরা—এই স্থগিতা অভাগিনী—আপনার চেয়ে ভাগ্যবতী ।

ইত্রা। কি বল্‌ছিস বাদী কসবী ! ( দণ্ডায়মান )

ফয়। হত্যা করতে হয় করুন কিন্তু বাদীর শেষ কথাটা শুনে করুন । জন্মভূমির জন্ত সময়ে সময়ে আমাদের চক্ষে জল পড়ে—কিন্তু জাহাপনা আপনি এমন হতভাগ্য, ঈশ্বর আপনার চক্ষুকে মরুভূমি ক'রে সৃজন ক'রেছেন, দেশের জন্ত ফেলবার এক ফোঁটাও তাতে লুকোন নেই ।

ইব্রা। হাঁ, ঠিক বলেছি—তুই যদি ঠিক না বলতিস্।  
তোকে আমি এখনি কোতল করতুম। জন্মভূমির কি হ'য়েছে ?  
ফয়। তা জানি না জাহাপনা ! শুনলুম সহর দুসমনে  
আক্রমণ করতে আসছে—সহর যায়।

( ইব্রাহিম ব্যতীত সকলে প্রস্থান )

ইব্রা। জন্মভূমি যায়—আমায় শোনাতে কে ? দেশের  
দুঃখে দুঃখিনী এক সমাজ-পরিত্যক্তা রমণী ! আমার মত মূর্খ  
রাজার উপযুক্ত শিক্ষক ! বললে কি ? জন্মভূমি যায় ! আজ  
যদি জন্মভূমি যায়, কাল এই অভাগিনী রমণীগুলার সঙ্গে  
আমার সমান অবস্থা। ওদের দুঃখে তবু হ' একজনেরও চক্ষু-  
জল পড়বে, কিন্তু আমার বেলায় কেউ ফেলবে না। আমি  
নরাধম। স্ত্রীকে পুত্রকে পর্যাস্ত দুশ্চিন্তার কারাগারে আবদ্ধ ক'রে  
প্রমোদোত্তানে আমোদ-উল্লাসে মেতে আছি—তারা নির্জনে  
ব'সে মৃত্যুর কামনা করছে। আর আমার প্রজা—তারা তো  
রাজা ম'রেছে ব'লে, একেবারেই নিশ্চিন্ত হ'য়ে আছে। তাদের  
স্বমুখে কি আর একবার জীবিত দেহ নিয়ে ফিরতে পারবো না !  
একবার পরীক্ষা করবো—?—করি—একবার করি।

সহায় কে ? আমার অসং কার্যের সহায় তো সহস্র—সং  
কার্যের সহায় কে ? তুমি—ঈশ্বর ! তুমি। পা টল্ছে—মাথা  
কাঁপছে, আমার প্রাণটাকে অটল রাখ।



পি ৫১৮৩

আমার দেশ ।

নন্দ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার আমার দেশ  
 কেন গো মা তোর শুদ্ধ নয়ন, কেন গো মা তোর রুদ্ধকেশ !  
 কেন গো মা তোর ধুলায় আসন কেন গো মা তোর  
 মলিন বেশ !

সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন আমার দেশ ।

কোরাস্—

কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্ত, কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ,  
 সপ্ত কোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন আমার দেশ ।  
 উদিল যেখানে বুদ্ধ আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষদ্বার,  
 আজিও জুড়িয়া অন্ধ জগৎ ভক্তি-প্রণত চরণে তাঁর ।  
 অশোক ষাঁহার কীর্তি ছাইল গান্ধ্যার হ'তে জলধি-শেষ,  
 তার কি সাজে গো ধুলায় আসন, তার কি সাজে গো  
 ছিন্নবেশ !

কোরাস্—কিসের দুঃখ ইত্যাদি ।

একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়,  
 একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারতসাগরময়,  
 সন্তান যার তির্যকত চীন জাপানে করিল উপনিবেশ,  
 তার কি সাজে গো ধুলায় আসন, তার কি সাজে গো  
 ছিন্নবেশ !

কোরাস্—কিসের দুঃখ ইত্যাদি ।

উঠিল যেখানে মুরজ-মস্ত্রে নিমাই-কণ্ঠে মধুর তান ;  
 শ্রাব্যের বিধান দিল রঘুমণি, চণ্ডিদাস গাহিল গান ।

যুদ্ধ করিল পতাপাদিত্য দেহের রক্ত করিয়া শেষ ;  
ধন্য আমরা, যদি এ শিরায় থাকে তাঁদের রক্ত লেশ ।

কোরাস্—কিসের দুঃখ ইত্যাদি ।

যদিও মা তোর দিব্য আলোক, ঘেরে আছে আজি আঁধার ঘোর  
কেটে যাবে মেঘ, নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর ।  
আমরা ঘোচাব মা তোর কালিমা, মাহুষ আমরা, নহি ত মেঘ ;  
দেবী আমার সাধনা আমার স্বর্গ আমার আমার দেশ ।

### কে মল্লিক :

পি ১৬৪২

ভৈরবী মিশ্র ।

ছাড়িয়ে সংসার কোথা চ'লে যাও,  
দীন হীন বেশ ধরিয়ে ।  
আত্ম পরিজন কাঁদিছে এখন,  
দেখনা তাদের চাহিয়ে ॥  
ত্যজিয়ে মমতা দারা পুত্রগণ,  
কোন মহাদেশে করিছ গমন ;  
দেহেতে সব বৈরাগ্য লক্ষণ,  
কি ভাবেতে আছ ডুবিয়ে ।  
শুনিলে না তুমি আমার বচন,  
দেখিতে দেখিতে মুদিলে নয়ন ;  
কি ভাবেতে তুমি হইলে এমন,  
ন! পেলাম উত্তর ডাকিয়ে ॥

## ভৈরবী ।

এখন নতুন প্রেমেতে তোমার যতন বেড়েছে ।

তুমি বাঁকা কুজা বাঁকা, দু বাঁকাতে মিলেছে ॥

তোমার যেমন বাঁকা আঁধি,

কুজা তেমনি কোটরচোখী,

খাঁদা নাকে ঝুমকো নোলক ঝুলিয়েছে ।

মাথার মাঝে টাকের উপর পরচুলেতে ঘেরেছে ॥

ভাল ভাল গয়না গাঁটা,

তাতে আবার ডায়মন্ডকাটা,

ওরে সে ভাদর বড়ী সেজেছে ।

কিবা রূপসী মোহিনী দেখতে যেন

রাহ নাকি কালশশী গিলেছে ॥

প ১৬৪৩

ঝি ঝিট—খাস্তাজ ।

ভুলিসনে ভুলিসনে তারা, আমি যে তোঁর অবোধ ছেলে ।

আমি যদি থাকি ভুলে, কোলে নিস মা ছেলে বলে ॥

যে বাঁধনে বাঁধা থাকি, হয় না ননে বারেক ডাকি,

দয়াময়ী দিসনে ফাঁকি, ভুলিসনে মা দিন ফুরালে ॥

খেলা ঘরে ধূলা, যত খেলি তত জালা,

ডাকি তোঁরে বিপদ বেলা, চরণ দিস মা চরম কালে ॥

কাফি—সিদ্ধু ।

আমি কি তোর কেউ নই তারা ।  
তবে মা মা বলিয়ে কেন হই গো সারা ।  
দিবস রজনী ডাকি মা মা বলে,  
মা তুমি একবার চাওনা আমায় ভুলে,  
আর কি হবে তারা, ডাকিলে মা মা বলে—  
দিন তো আমার হ'লো গো সারা ॥

পি ১৬৪৪

ঝাঁঝিট

শ্রাশানে কেন মা গিরিকুমারী কেন মা তোমারি এমন বেশ ।  
(তুমি) হর-হৃদিপরে দিয়াছ চরণ, নাই মা তোমার লাজের লেশ ॥  
দিয়াছ চরণ হরেরি উপর,  
উলঙ্গিনী অঙ্গে না পর অশ্বর,  
লহ লহ জ্বিহ্বা করিছে তোমার, এলায়ে পড়েছে চাঁচর কেশ ॥  
ভৈরবী ভবানী ভবের কারণ,  
করে করি মাংস করিছ চর্কণ,  
সুধাপাত্র করে করিয়া ধারণ, যোগিনী সঙ্গে নাচিছ বেশ ॥

ঝাঁঝিট ঋদ্ধাজ ।

জাল গুটিয়ে নে মা শ্রামা, বাঁধন খুলে দেনা মা ।  
ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি, আর খেলিতে চাহিব না ॥

কি ঝক্‌মারী ভবের খেলা,  
 ঘরে পরে দেয় মা জালা,  
 ঘুরিয়ে দে মা পারের দোলা, ওমা খেলতে আর পারি না ॥  
 সর্ব্বঘটে থাক তুমি,  
 নিমিত্তের ভাগী কেন আমি,  
 অংহ নাশ অন্তর্য্যামী বুকে দিয়ে ঐ রাজা পা ॥

পি ১৭১৩

সিদ্ধু কাফি

আয় মা আয় মা উমা,  
 আয় তোরে কোলে করি  
 কতদিন আছ সকল অন্ধকার করি ॥  
 তিন দিনের তরে, বৎসর গেলে. মা আবাব আসিবে বলে,  
 আশাপথে নয়ন ফেলে, চিরদিন গেছে, কোলে ছুটি নবকুমার,  
 সেই উমা দেখি শ্রামা—নয়ন ভরে  
 উমা তোমার কচি মুখে হাসি হেরি ॥

ভৈরবী ।

এস কোলে করি উমা বল মা বিধুবদনে ।  
 তোমার মাকে মা বলে মা, কে আছে তোমা বিনে ॥  
 তুমি আমার নয়নতারা, তোমায় বিদায় দিয়ে তারা,  
 তারা-হারা নয়নে কেমনে রন ভবনে ।

তিন দিনের তরে আসিয়ে মা, নির্ঝাণ আগুন জ্বলে দিয়ে,  
নিদ্রা হ'য়ে বিদায় দিতে বলগো কি কারণে ।  
সাগর-সিঞ্চন-নিধি, ভাগ্যেতে মিলালেন বিধি  
নিজ দোষে হারাই যদি, পাব না আর এ জীবনে ॥

পি ১২২২

ঝিঝিট মিশ্র ।

অতি কাতর হৃদয়ে সে যে ক'রে গেছে,  
শেষের সে কথা আমার দুটি হাতে ধ'রে ।  
ভালবাস বা না বাস কিন্তু মনে রেখ,  
আমি নিশিদিন ভালবাসিব তোমারে ॥  
বসন্ত-পবনে কোকিলেরি সনে  
গাবে দুঃখ গান অতি প্রেমভরে ।  
আমি নিদাঘ-তাপিত তরুলতা মত  
প্রাণেরি বেদনা জানাব তাহারে ॥

মধু-যামিনীতে প্রেম শয়নেতে, স্নেহেতে ঘুমায়ো লইয়া তাহারে,  
আমি চিরস্মৃতি তব হৃদয়ে ধরিয়া, সদা জেগে রব বিরহ-বাসরে ॥

সিন্ধু কাফি ।

মরমে মরম-যাতনা ভালবাসার অযতনে ।  
একা যে কুকাছে মজে লাজের অধিক বাজে প্রাণে ॥  
যে জন পিরীত না চায় সে যদি ফিরিয়ে না চায়,  
মন প্রাণ বাহারি সে যদি না বাঁচায় প্রাণে ॥

পি ২০০০

নাহানা ( আগমনী )

এবার আমার উমা এলে আর উমায় পাঠাব না ।  
 বলে বলবে লোকে মন্দ কারো কথা শুনবো না ॥  
 আসে যদি মৃত্যুঞ্জয় উমা নিবার কথা কয়,  
 এ বার মায়ে ঝিয়ে করবো ঝগড়া জামাই বলে  
 মানবো না ।

সিদ্ধু কাফি ( বিজয়া )

নবমী নিশি পোহাল কি করি কি বলি বল ।  
 ছেড়ে যাবে প্রাণের উমা দেখনা বিজয়া এল ॥  
 পুত্রশোকে জীর্ণজরা ভুলেছিলাম পেয়ে তারা,  
 হই যদি তারা হারা জীবনে কি ফল বল ॥  
 বৎসরাবধি পরে তারা আনন্দ করিলেন ধরা,  
 কিসে যায় দুখ পসরা আমারে বল ॥

পি ২০৫১

মিশ্র ভৈরবী ।

শেষের সে দিন মন            কর রে স্মরণ  
 ভবধাম যবে ছাড়িবে ।  
 সুখ-স্বপন যত            দেখিছ অবিরত  
 চিরদিনের মত ফুরাবে ॥

ভাই ভগিনী যত,      কাঁদিলে অবিরত  
শিশু সন্তান ধুলায় লুটাবে ।  
স্নেহময়ী জননী,      হারায়ে নয়নমণি,  
গাইয়ে তব গুণ কাঁদিলে ॥

ভৈরবী !

দুস্তরে নিস্তার না দেখি মা অঁর !  
ভরসা তোমার তার মা আমায় ।  
আশা দিয়ে তারা ভাসালি পাথারে  
বিপদ সাগরে রাখ রাক্ষা পায় ॥  
ও গো মা ঈশানী অশানবাসিনী,  
হুখে দুখহারা দূরিতনাশিনী,  
কুপার করাল, তোলে মা কোটাল,  
কপাল-মালিনী যায় প্রাণ যায় ॥

পি ২০৫৪

কাফিমিশ্র আগমনী ।

গিরি এ কি তব বিবেচনা ।  
গেল সম্বৎসর দহিছে অন্তর,  
গৌরি আনিতে তব মনে হ'ল না ॥  
রাজার মেয়ে উমা, জামাই ভিখারী,  
লোকমুখে শুনে সদাই হুঃখে মরি,



আবার নাকি শিব ত্রিশূলভঙ্গুরধার,  
 অশানাধিকারী ঘরে থাকে না ॥  
 গায়ে মাখে উমারে মাথায়,  
 সিদ্ধি ঘোটে খায় বলদে চড়ায়,  
 মরণ নাই শিবের হয় মৃত্যুঞ্জয়া  
 পাবাগীর হৃদয় তবু সহে না ॥

—•—

ভৈরবী ।

কি হবে কি হবে উমা চ'লে যাবে,  
 কেমনে ধরি এ প্রাণে !  
 বৎসর যাইবে নবে মা আসিবে,  
 নতুবা তাহারে পাব না এখানে ॥  
 জয়া নিলে কার্তিকে, বিজয়া গনেশে,  
 নন্দী ভৃঙ্গী যায় আশে পাশে,  
 সিংহবাহিনী দেখা গো ভবানী,  
 চলিল ঈশানী আপন ভবনে ॥

—•—

শি ২০৫৮

সাহানা মিশ্র ।

লোহারই বাঁধনে বেঁধেছে সংসার  
 দাসখত লিখে নিয়েছে হায় ।  
 আমার খেটে খেটে খেটে জন্ম গেল কেটে,  
 তথাপি এ ছার খাটা না ফুরায় ॥

আলস্ত অস্থর রোদ বৃষ্টি নাই,  
কাঁধেতে জোয়াল না আছে কামাই,  
আমার চক্ষু জলে পোরে, মুছি এক করে,  
অন্ত করে বোঝা তুলি মাথায় ।  
বড় শ্রান্ত হ'য়ে পাছে স্নানই বলে,  
রেখে দেছে আমায় শত্রুর মহলে,  
তারা আগুনের ঢেলা, মায়া হাঁচে ফেলা,  
বুকে পিঠে উঠে সতত খেলায় ॥

ঝিঝিট মিশ্র !

যত দিন যায় তত কাজ বাড়ি,  
আমার অবসর কই ত হ'ল না ।  
বসে নিবিব্বে নিশ্চিন্তে, করবো তাঁর চিন্তে,  
এমন দিনটি ত কই পেলাম না ॥  
বাল্যকালে খেলায় গত হ'ল মন,  
রস-বিলাসে গেল রে যৌবন,  
জ্বর ব্যাধি আদি বার্লুকো এখন,  
আমার হ'লনা বৃষ্টি তাঁর সাধনা ॥  
মাতৃশ্রী পারিষু শুধিতে  
না পারিষু তাঁদের চরণ সেবিত্তে  
তাই সদাই চিন্তে শমন আনি অস্তে  
দিবে বৃষ্টি কত যাতনা ॥

শি ২১৬৩

স্মৃতি মিশ্র।

তোরি চরণে কেমনে শরণ পাব বল গো তারা।  
 ভক্ত মুক্তি নিজগুণে লোভে, তারে তারিলে করুণা কি হবে,  
 যে জন তোর ভক্তি না জানে তারে তার ভবদারা ॥  
 নিন্দিত জনে তারিলে তারিণী, তাতে কিছু ক্ষতি হবে না জননি,  
 তব দয়াময়ী নামের মহিমা রেখো গো ত্রিপুরা।  
 অধম সন্তান যাচে করজোড়ি, তার দুঃখনাশ কর গো ঈশ্বরি,  
 সে যেন অস্ত্রে তোমারি চরণে স্থান পায় মা অবিরাম ॥

সকলই সঁপিছে জীবনে মরণে

তোমারি চরণে শ্রামা মা।

একবার দেখা দেগো দীনতারিণী সময় ফুরিয়ে গেল মা!  
 আর কিছু ত চাই না তারা বারেক হেরিতে চাই,  
 জনমের সাধ পূরাব জননি কোলে যদি যেতে পাই;  
 বিতরি তনয়ে করুণা লেশ, কর দুঃখহারা দুঃখেরি শেষ  
 আমি আর কত কৃত করমেরি দোষে মরম-যাতনা সব মা ॥

পি ২:৬৪

আগমনী।

গিরি, গৌরী আমার এসেছিল।

স্বপ্নে দেখা দিয়ে চৈতন্য করিয়ে চৈতন্যরূপিণী কোথা লুকাল ॥  
 কহিতে শিহরি কি করি অচল, নাহি চলাচল হ'লাম হে অচল,  
 চঞ্চলার মত জীবন চঞ্চল অঞ্চলের নিধি পেয়ে হারাল ॥

দেখা দিয়ে কেন হেন মায়া তার,  
মায়ের প্রাতি মায়া নাই মহামায়ার,  
আরও ভাবি গিরি দোষ কি অভয়ার,  
পিতৃদোষে মেয়ে শাশাণী হ'লো ॥

—

বিজয়া—সিকু খান্ধাজ ।

উমাকে বিদায় দিয়া কেমনে রব ভবনে ।

স্বথের পর দুঃখ পেয়ে বড় লাগে প্রাণে ॥

ভবানী এ ভবে আসি নাশিল, ভাবনারাশি,

কিন্তু শঙ্কর আসি রাখিল না এ ভবনে ।

উমার বিদায় শুনে কাঁদে জগজ্জনগণে

এ যে জগতজননী কেমনে বাঁচে মা বিনে ॥

—

পি ২১৬৫

কাফি সিকু ।

জীবন বুথায় মম যায় ( হায় তারা )

ক্ষণ লাগিয়ে ভাবি না কি হবে শেষে,

শেষে দেখি দিনে দিনে হয় আয়ুক্ষীণ

মনে রেখো গো দীনতারিণী ।

তব পদসেবক, বিধি বিষ্ণু মহেশ্বর,

সে পদ কেমন পাবে অধম গোপেশ্বর,

তবে যদি নিজগুণে তার গো ভব ভবানি ॥

ভৈরবী ।

নিশীথ-শয়নে ভেবে রাখি মনে ওগো অন্তরধামি ।  
 প্রভাতে প্রথম নয়ন মেলিয়া তোমাবে হেরিব আমি ॥  
 জাগিয়া বসিয়া শুভ্র আলোকে,  
 তোমারি চরণে নামিয়া পুলকে,  
 ভেবে রাখি দিনেরই কৰ্ম তোমারে সঁপিব স্বামি ॥  
 দিনের কৰ্ম সাধিতে সাধিতে ভাবি বসে মনে মনে,  
 কৰ্ম অস্তে সন্ধ্যাবেলায় বসিব তোমারি সনে,  
 দিবা অবসানে ভাবি বসে ঘরে,  
 তোমারি অসীম বিরাম সাগরে,  
 ক্লান্ত মনেরি ভাবনা বেদনা নীরবে ধাইবে নমি ॥

পি ২২১২

সিদ্ধু খান্ধাজ ।

আমি তোমারি আশে বসে আছি বলে  
 তাই কি দেখা দিলে না দিলে না ।  
 হৃৎকণ্ঠে দেবতা-বাঞ্ছিত তুমি তাইতে বুকি দেখা দিলে না ॥  
 নয়নেরি আশা দোঁধিতে বাসনা,  
 প্রাণে ব্যথা দিওনা দিওনা,  
 তুমি স্বেচ্ছা বদনে হের, স্বেচ্ছা বিনে  
 চকোর প্রাণ বাঁচে না বাঁচে না ॥

কাফি ।

( ওহে ) হরি দিবানিশি ডাকি তাই ।  
আমায় দাও দাও দরশন যাতনা জানাই ।  
চির-সুখ-আশে সংসারে সঁপিয়ে মন,  
কত দুঃখ পাই হরি কাহারে জানাই ।  
মনোবেদনা জানাই হরি যাতনা জুড়াই ।

পি ২২১৩

ঝিঁঝিট মিশ্র ।

কেন দাঁড়িয়ে শ্রাম কুঞ্জের দ্বারে সখি তারে ফিরে যেতে বল ।  
নিশি শেষে কেন এসে সখি করে নানা ছল ॥  
আগে না বুঝে স্বখে রাখালের সঙ্গে মজে  
কি লাঞ্ছনা কি গল্পনা সখি তার পেলাম প্রতিফল ॥

ধাম্বাজ ।

নীলবরণা যমুনা ধাইছে সাগরে মিশিতে চাহে ।  
কুলু কুলু রব নাহি শুনি ভব হৃদি কি শুকাইল ।  
সাধে কেন বাদ বিকাশে সাগরে মিশিতে চাহে  
সরোজ তটিনী-তটে ফোটে ফুল, মম হৃদি মাঝে শুকাল মুকুল,  
কাল প্রতিকূল ভেঙ্গেছে দুকূল এতে কেন বাদ সাধে ॥

পি ২৩৫৪

ভৈরবী ।

এ মায়া প্রপঞ্চময়, ভবের রঙ্গ-মঞ্চ মাঝে ।  
রক্তের নট নটবর হরি ধারে যা সাজান সে তা সাজে !!

কর্মসূত্রে জীবমাত্রে সবে মাত্র মায়ায় গাঁথা,  
 কেহ পুত্র কেহ কন্যা কেহ ভগ্নী কেহ ভ্রাতা,  
 কেহ সেজে এসেছেন পিতা কেহ স্নেহময়ী মাতা,  
 কত রঙ্গের অভিনেতা, আসেন সেজে কত সাজে ॥  
 যখন যার হতেছে মাঙ্গ এ রঙ্গভূমি অভিনয়,  
 কাকস্ম পরিবেদনা আর তখন সে কারো নয়,  
 কোথায় রয় প্রেমদীর প্রণয়, পুত্রকন্যার কাতর বিনয়,  
 শোনে না কারো অহুনয়, চলে যায় সাজ সখ্যা তেজে ॥  
 না হইলে কর্ম শেষ কত আসিব কত যাইব,  
 সং সেজে সংসারের নাঝে কত হাসিব কত কাঁদিব,  
 ভূষণ বলে যাব আসিব, এ দাতারাত কবে নাশিব,  
 মহাযোগে কবে বসিব, নিশিব হরির পদরজে ॥

— — —  
 স্তব্ধ ট মিশ্র ।

কত দিনে হবে সে প্রেমসঞ্চার,  
 মুখে বলতে হরিনাম, গুণে গুণগ্রাম, অবিরাম নৈত্রে ব'বে অশ্রুধার।  
 ( কবে ) সুরসে রসিক হ'বে রসনা,  
 জাগিতে ঘুমাতে ঘুমিবে ঘোষণা,  
 কবে হবে যুগল মন্দের উপাসনা,  
 বিষয়-বাসনা ঘুচিবে আমার ॥  
 কত দিনে হবে সর্বজীবে দয়া, কতদিনে যাবে গর্ব মম মায়া,  
 কত দিনে খর্ব হবে মম কায়া, নত হবে লতা যে প্রকার ॥

কত দিনে ব্রাজব প্রীতি কুলি কুলি,  
কাঁদিয়া বেড়াব স্বেচ্ছ ল'য়ে কুলি,  
কঁঠ বলে কবে শিব করে তুলি,  
অঞ্জলি অঞ্জলি জল যমুনায় ॥

২৩২১

সিন্ধু—পায়া ৭ ।

যে দিকে তাকাই কুলি নাং পাই  
কি যে করি তাই জানি না ।  
পড়ে মায়া-জালে হরি-পদ ভুলে,  
পাই কর্মফলে যাতনা ॥  
বিপদ সময়ে জীবনের ভয়ে  
ঠেকি ঘোর দায়ে ভাকি প্রানভে,  
শব্দট মিললে কুণির চিন্ময়ে,  
করি সে চরণে বাসনা ॥  
পাপ অগণন কার আচরণ  
তথ্যপি সদয় সদা নারায়ণ  
কৃষ্ণতির এ কি প্রেরণা ॥  
অন্তরে নিভয়, কহিছে বিজয়,  
সোজা পথে যেতে যদি ইচ্ছা হয়,  
কলুষিত হিয়া, শোধিত কবিতা,  
পতিতপাবনে ভাব না ॥



## বেহাগ ।

নিতান্ত আপন তাঁরে, কেন নাহি ভাব মন ।  
 ক্রণেক ভাবিলে পরে আনন্দে হবে মগন ।  
 তিনি ব্যাপ্ত চরাচর, তিনিই ত পরাংপর ।  
 হও তাঁরি ধ্যানপর, বিশেষ করি যতন ।  
 যাতে বিশ্ব সমুদয়, হয় জাত স্থিতি লয়,  
 তিনিই পতি নিশ্চয় বিজয়-বাহিত-ধন ॥

—\*—

পি ২৩৯৮

বিভাস ।

গিরিশনন্দিনী মহেশভামিনী,  
 গণেশজননী ভুবনপূজিতে ।  
 সংসার-দাহনে শোকের তাড়নে,  
 তব কৃপাশ্রমে পারি মা জুড়াতে ॥  
 দীন স্তূত হেতু কঁাদে বুঝি মন,  
 তাই কি ছাড়িয়া কৈলাস-ভবন,  
 অবসর দেহে নূতন জীবন  
 দিতে কি এস মা আধার জগতে ?  
 কহে গোপেশ্বর করি জোড় কর,  
 যে চরণ পেলে অম্বর পামর,  
 হুঃখী বলে মাগো এত অনাদর,  
 দিবে না তরিতে এ দীন স্তূতে ॥

বাগেশ্রী ।

এস গো মা ভবরাগি ভবভয় নিবারিতে ।  
 আজি তব আগমনে নাহি দুঃখ এ জগতে ॥  
 তোমার সন্তানগণ, দুঃখ পায় আজীবন,  
 তাই কি মা ক্ষণতরে এস গো তুমি ভুলাতে ॥  
 অধম গোপেশ্বর, যদি তায় কৃপা কর,  
 নহিলে তার নাহি উপায় মায়ের চরণ লভিতে ॥

পি ৩৩৩২

খান্সাজ মিশ্র ।

( দেখ ) হৃদয়-আসন রেখেছি শূন্য তব মুখখানি ভাবিয়ে ।  
 দিবস রজনী ছিলাম বসিয়ে (ওগো) তব আশা পথ চাহিয়ে ॥  
 পলে পলে কত গণেছি দিন আমি (ওগো) মোহন মুরতি আঁকিয়ে ।  
 কে জানিত বিধি হইয়া সদয় দিবে তোমাধনে মিলায়ে ॥  
 হৃদয় মাঝারে রাখিব তোমায়ে যতন করিয়ে লুকায়ে ।  
 বিরলে বসিয়ে হেরিব তোমায়ে (ওগো) কত দিন যাবে বহিয়ে ॥

ভৈরবী মিশ্র ।

কেন হারাবি দুকুল । (ওলো)

শ্রামের বাঁশী শুন্লে পরে রবেনা তোর কুল ॥

যখন বাজে শ্রামের বাঁশী,

শুনে মন হয় উদাসী,

হইবি বাঁশীর দাসী বেড়াবি গোকুল ।

মোহন বাণরী সুরে,  
 গৃহকাজে মন পাসরে,  
 থাকিতে পারি না ঘরে গোকুল হয় আকুল ॥

পি ৩৭৬১

হাছির মিশ্র ।

নিশি যে পোহায়ে যায় ।  
 বল কোন্ প্রাণে নিশি অবসানে,  
 তোমায়ে দিব বিদায় ।  
 কোথা যাবে তুমি চলি,  
 কবে এসে ফিরে এ জনম পরে  
 ঘুনায়ে পড়িবে চলি,  
 আমি বিভোর নয়নে চেয়ে মুখপানে  
 ভেসে যাব দুঃস্বপ্নায় ।  
 তুমি যাবে চলে যাও, শুধু বলে যাও,  
 কবে আসিবে কিরি গো,  
 মম প্রাণ যদি চাপি, রাহিব আশায়,  
 তোমারি স্বপন-আশা গো,  
 পোড়া জীবন জুড়াইব  
 তোমারি শীতল ছায়া ।

সিদ্ধুমিশ্র ।

হৃদে বাঁধিয়া কেন নয়নজল দাওনা ওগো মুছিয়া ।  
 'সে যে অতীতের কথা হৃদয়ের ব্যথা যাওনা কেন ভুলিয়া ॥

আকুল প্রাণে হতাশ হৃদয়ে (তুমি) মিছে কেন মর ঘুরিয়া ।  
তুমি অমন করিয়া মুখের পানে থেকে না গো চাহিয়া ॥

পি ৩৮০৪

বেহাগ ।

দিবানিশি তারা ব'লে ডাকবে পামর মন ।  
নামের মন্দির শুনে ঘুচিবে ভব-বন্ধন ॥  
তাক নামে স্তবদার শিব তারে আত্মহারা,  
শবাকারে তারাপদ হৃদে করে বে ধারণ ॥

—০—

ইমন ।

জয় জয় শঙ্কর বোম্ বোম্ হর হর  
জটাজটধর বম্ বম্ ভোলা ।  
ব্রষভ-বাহন বাঘচাল আসন,  
কপালে ছত্ৰাশন ধক্ ধক্ জালা ॥  
বামে নামে শঙ্করী মুখে বলে হরি হরি,  
ভাঙ ধতুরা পানে জাঁপি ঢোলা ঢোলা ॥  
ভৃঙ্গী দিতেছে তাম্র, নন্দী বাজায় গাল  
ভবানী ভূতেশনাথ কাধে করে বোলা ॥

পি ৩৯৮০

পিলু বারোয়া ।

কেন গো মা জিভ কেটেছ, মনে কি পাড়েছে  
মাগো কতগুলি জীব কেটেছ १

মা তোমার পদভরে ধরা টলমল করে  
 শঙ্কর যে মরে মরে তার একি দশা করেছে ।  
 ( মা ) হাতে খাঁড়া ভয়ঙ্করী হয়েছ মা দিগম্বরী  
 এলোকেশী সর্বনাশী দিশেহারা হ'য়েছ ।  
 মনে কি ভাবনি শিবে একাদশী ক'রতে হবে,  
 হবে না যে বিধবা বে ঐটে যে ভুল ক'রেছ ।

ভৈরবী ।

তোর সিঁথের সিন্দুর হাতের খাড়ু ঘুচে যাবে মা,  
 এবার বাবা বুঝি বাঁচবে না ।  
 পরতে হবে খান ফাঁড়া করতে হবে মাথা নেড়া,  
 নিরমিশি খেতে হবে  
 আর পাঠা বলি হবে না ॥  
 আছে কেবল কুমড়া শশা, চিড়ে মুরকি বাতাসা  
 তোমার ভোগের বহর ঐ পর্য্যন্ত  
 কেউ সিন্দুর খেলা খেলবে না ।  
 আবার শাক্ত ভক্ত ত্যক্ত হ'য়ে কালীঘাটে যাবে না ॥  
 এখনও শ্বাস আছে বাবার ভয় যাবে বিধবা হবার,  
 চট করে তুই নেবে দাঁড়া কেউ দেখতে শুনতে পাবে না ।  
 নইলে ভাতার মার! ব'লবে তোকে,  
 তারা মা আর বলবে না ॥

গি ৪০৫৫

সিদ্ধু মিশ্র !

( তুমি ) স্নেহের সন্তানে কি দিয়েছ তারা,  
 দেবার মত কিছু দাওনি ।  
 না দিলে যা নয় তাই দিয়ে শুধু  
 ভুলায়ে রেখেছ জননী ॥  
 দিয়াছ চরণ চলিতে যখন,  
 কর নাই তোমার পথ নিদর্শন,  
 পথভ্রষ্ট হয়ে কুপথে যাই মা,  
 স্পৃহা দেখায়ে দাওনি ।  
 হৃদয়ে বসিয়া যা করাও তা করি,  
 যা শিখাও শিখি যা দেখাও হেরি.  
 তবে কেন দীনে শিখাওনি সে নাম যা  
 ভবভয় দুঃখ নাশিনী ॥

— — —  
 খংস্বাজ ।

প্রভাত সময়ে আকুল হৃদয়ে,  
 গাও অলি মধুর মহিমা কার ।  
 বিভোর পুলকে ডাকিছ কাহাকে  
 গুন্ গুন্ তানে বুঝা ত ভার ।  
 যদি মতি থাকে ওরে কৃষ্ণকায়,  
 কুস্মে না হ'য়ে কুস্মম স্রষ্টায়,  
 ধরি ষটপদে শিখাও আয়ায় ।  
 গুণাবলী বিধাতার ।

পরাগ-শরীরে তাঁর কি পদধূলি,  
সে চরণ-রেণু কোথা পেলি অলি,  
সাথে যাই চলি,  
মায়া ছাই মুছে দে আমার ॥

পি ৪১২২

ঝি ঝিট খাম্বাজ ।

(আমি) নিশিদিন তোমায় ভালবাসি তুমি অবসর পেলে বাসিঃ  
আমি দিবা নিশি হেথায় বসে আছি  
'তোমার বখন মনে পড়ে আসিও ॥  
আমি সারানিশি তোমার লাগিয়া  
রব বিরহ-শয়নে জাগিয়া  
তুমি নিমেষের তরে প্রভাতে আসিয়ে  
মুখ পানে চেয়ে হাসিও ॥

ভালবাসি যারে সে যদি না বাসে তন্ চিরদিন তারি ।  
চরণের ধূলি ধুয়ে দিতে তার দিব নন্দনবারি ॥  
তারে দেবতা করিয়ে হৃদয়ে রাখিব রব চির অলুরাগী ।  
মরুভূমে জলে কাননে অনলে পশিব তাহারি লাগি ॥

পি ৪৩০২

টোরি ভৈরবী ।

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে,  
সকল অহঙ্কার হে আমার ডুরাও চোখের জলে ।

নিজেরে করিতে গৌরব দান, নিজেরে কেরলি করি অপমান,  
 আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরে মরি পলে পলো ॥  
 ( দয়াল ) আমারে না দেন করি প্রচার আমার আপন কাজে,  
 তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ আমার জীবন মাঝে,  
 যাচি হৈ তোমার চরণে শাস্তি, পেরাণে দীর্ঘ জীবন কামি,  
 প্রভু, আমারে আড়াল করিয়া দাঁড়াও হৃদয়দ্বারদেশে ॥  
 সকল অহঙ্কার হৈ আমার ডুবাও চোখের জলো ॥

খান্ধাজ ।

আমি ত তোমারে চাহিনি জীবনে তুমি অভাগারে চেয়েছ ।  
 আমি না চাহিতে হৃদয় মাঝারে তুমি নিজে এসে দেখা দিয়েছ ॥  
 চির-আদরের বিনিময়ে সখা চির অবহেলা পেয়েছ ।  
 আমি দূরে সরে গেছি দুহাত পাসরি টেনে ধরে বুকে নিয়েছ ।  
 ও পথে যেওনা ফিরে এস বলে কাণে কাণে কত বলেছ ।  
 আমি তবু চলে গেছি ফিরিয়ে আনিতে পাছে পাছে  
 ছুটে গিয়েছ ।

— ০ —

পি ৪৩৭১

হাম্মির ।

গতি কি গড়ে হ'বে না, গতিদায়িনী মা ।  
 মা মা ব'লে কাছে গেলে, মায়ে কি ছেলে ঠেলে কেলে,  
 ব'লে কি মা সতীনছেলে তীরে স্থান দিলে না মা ॥  
 মা বালি শ্রামায় বটে জননী গো বালি তোমায়,  
 জানি না প্রভেদ কি মা বিমাতায় আর স্ত্রমাতায়,



তবে কেন এ সম্মানে দুখ দাও নিশিদিনে,  
এত স্থান থাকিতে, তোমার দীনে স্থান দিলে না ।

বেহাগ ।

এড়াতে চিন্তায় উঠিলে চিতায় অনলের জ্বালা ভুলিয়ে  
তখন কণ্টক বেদনা পদে সহিত না,  
এখন মুখানল আছ সহিয়ে ।  
ছেড়ে সাধের ঘর সজ্জিত শয়ন,  
এখন চিতাপরে আরামে শয়ন,  
ধূলি ভস্ম হ'ল বসন ভূষণ সকলি গেলে কি ত্যজিয়ে ॥  
দয়া মায়া লাজ দিয়ে বিসর্জন,  
উদাসীর বেশে বিদেশে গমন,  
প্রাণের যাদুধন প্রিয় বাছাধন,  
কারে দিয়ে গেলে সঁপিয়ে ॥

পি ৪৬৮৬

ভূপালি ।

এস মা ঈশানি আমার অনেক দিন দেখি নাই তারা ।  
বরষ পরে নয়ন ভ'রে হেরি তোমায় দুঃখহারা ॥  
জানি না মা মহামায়া ধরায় তোমার কেমন দয়া,  
হুদিন তরে দেখা দিয়ে করবে আবার তারা-হারা ।  
রূপে আলো করি মহী এলে যখন দয়াময়ি,  
নয়নছাড়া হ'য়ো না অঁধার করি সারা ধরা ॥

সিন্ধু ধাওয়া ।

এস মা আনন্দময়ি এস মা গৃহে আমার ।  
রাহা পায়ে করি আলো মা গো অখিল সংসার ॥  
কি আছে ও মা আমার করিব পূজা তোমার,  
লও তুল, ফুল, জল, প্রেম-অশ্রু উপহার ।  
লও সুখে দুঃখে মা চির-ভক্তি-পুষ্পহার ॥

পি ৪৪৫২

দাদরা ।

সে নিষ্ঠুর কালাচাঁদে আর ভাল বাসব না ।  
হৃদয়খানি ছিঁড়ে গেছে নিভে গেছে জোছনা ॥  
দিনে দিনে দিন ফুরাল, শ্যাম আমার নাহি এল,  
এবার কালা এলে পরে আর কথা কইব না ।  
এবার শ্যাম এলে পরে আর ফিরে চাইব না ॥

কাহারওয়া ।

এস এস কাছে দূরে কি গো সাজে,  
পাতিয়া রেখেছি হৃদয়-আগুন ॥  
চরণের ধূলি দেহ মাথে তুলি,  
আছি অভাগী ঝুঁকি জীবন ॥  
এস প্রাণ সার্থি আজ শেষ রাত্তি,  
ভাল ক'রে তোমায় করিব দরশন ।  
জীবননাথ পূরিব সাধ  
ভুলেছি যত অনাদর যতন ॥

পি ৪৫৪৫

পিলু ।

( আমি ) ভালবাসি দুটি কথা, ।

স্বধামাথা মুখে বল দেগি সপ্ন “ভালবাসি” দুটি কথা ।

তোমারি মুরতিখানি, যতনে সাজায়ে আনি, . .

মুখে মুখে বুকে বুকে কত গুনি ব’সে স্বধাবাণী, .

শুয়ে তব পদতলে, ঢেলে দিয়ে অঁাখিজলে, .

কুতূহলে নানা ছলে সখা আকিব শ্রীপদখানি,

তুমি কাণে তানে তানে “ভালবাসি” বল

মুছাতে মরম-ব্যথা ॥

বিরহে মিলনে শয়নে স্বপনে ভালবাসি দুটি কথা ॥

সাহানা ।

আমি নিতে জানি খেতে জানি দিতে জানিনে ।

আমি হাসতে জানি খেলতে জানি কাদতে জানিনে ॥

আমায় সবে ভালবাসুক

দেখবো না কেউ মরুক বাচুক,

( আমি ) ধরা ভালবাসা চাইতে জানি বাসতে জানিনে ॥

আপন বেলায় কড়া ক্রান্তি

দিবার বেলায় মূলে ভ্রান্তি,

( আমি ) ধরা পড়লে সরলপন্থী বুঝেও বুঝিনে ॥

সাধু সেজে লোককে শিখাই,

ধর্মকথায় পরকে মজাই,  
( আমার ) আপন বেলায় সবই বজায় নিজে মজিনে ।

প ৪৬০৭

ইমন ।

শিবের বুকে থেকৈ নেমে নাচ মা শিবে  
সকল করেছে কি মা শিবকে বিনাশিবে ।  
তুই মা পতিব্রতা সতী, পদাঘাতে মারলে পতি,  
অসতী নাম জগতে রটিবে, শিবহারা হ'লে, শিবে  
নাম আর কে করিবে ।  
নাচ'বার ইচ্ছা থাকে যদি, বলি তোমায় নাচবার বিধি,  
পাতা আছে আঁধার হৃদি তাতেই নাচতে হবে !  
পা শক্ত কি হৃদয় শক্ত এতেই বুঝা যাবে ।

সাহানা মিশ্র ।

এলোকেশে হেসে হেসে ঐ বামা এসেছে ।  
আহা কিবা মেঘের বরণ যেন ছবি এঁকেছে ।  
মুণ্ডমালা গলে দোলে ঐ কপালে আগুণ জলে,  
একি জালা পদতলে পাগলা ভোলা রয়েছে ।  
ছার কপালীর মুখে ছাই দয়ামায়া একটু নাই,  
এলোকেশী সর্বনাশী ভুবন আলো করেছে ।

পি ৪৬৪২

খানজ ।

আমি স্বপনে তাহারে কুড়ায়ে পেয়েছি,  
 রেখেছি স্বপনে ঢাকিয়া  
 স্বপনে তাহার মুখখানি নিরখি  
 স্বপনে কুহেলি মাখিয়া ॥  
 তারে বরমালা দিহু স্বপনে,  
 হ'ল হৃদি-বিনিময় গোপনে,  
 স্বপনে ছুঁজনে প্রেম-আলাপনে,  
 যাপি সারা নিশি জাগিয়া ।  
 করি স্বপনে মিলন সুখ-গান,  
 করি স্বপনে প্রণয়সুখদান,  
 হয় স্বপনে প্রেম-কলহ,  
 যায় স্বপনের সনে ভাঙ্গিয়া ।  
 যা আছে আমার সব দিতে পারি,  
 সুখ স্বপনের লাগিয়া ॥

গারা মিশ্র ।

নীল আকাশে অসীম ছেয়ে ছাড়িয়ে গেছে চাঁদের আলো ।  
 আবার কেন ঘরের ভিতর আবার কেন প্রদীপ জ্বলো ॥  
 পাপিষার ঐ আকুল তানে আকাশ ভুবন গেল ভেসে,  
 থামা এখন বীণার স্বনি চূপ ক'রে শোন বাইরে ব'সে,  
 বুক এগিয়ে আসে মরণ, মায়ের মত ভালবেসে,  
 এখন যদি মর্মে না পাই তবে আমার মরণ ভালো ॥

সাদ আমার ধুলোখেলা সাদ আমার বেচাকেনা,  
এসেছি ক'রে হিসাব নিকাশ যাহার যত পাওনা দেনা,  
আজকে আমি শ্রান্ত বড় ওমা কোলে তুলে নেনা,  
যেখানে ঐ অসীম সাদায় মিশেছে ঐ অসীম কালো ।

পি ৪৭২০

কেদারা ।

মিছায় আসিলাম, কি কাজ সাধিলাম, জীবন ফুরায়ে যায় মা ।  
হ'লনা সাধন, হ'লনা ভজন, পুরিল না মনোবাসনা ।  
এবার আমার হ'ল আসা যাওয়া সার,  
কত না ভাবিলাম ভুলে একবার,  
কেমনে তরিব ভব-পারাবার, জীবন ত্যজিলে কায় মা ।  
থাকিতে জননী ত্রিলোকতারিণী, থাকিতে জননী পতিতপাবনী,  
থাকিতে মা তুমি দুর্গতিনাশিনী, অকৃতীর গতি কি হয় না ॥

সিদ্ধু ।

(আমি) ভালবাসি হরি যেই মনে করি, যেই ভাবি কি  
দিবে আমারে  
প্রতিদানে যখন লাগসা এত, ভালবাসা হয় কি করে ।  
নিবেদনের আগে প্রসাদে বাসনা, জানি না কে মোরে বিতরে ।  
ফল ফল আশা ভাসা ভালবাসা, প্রীতিবারে শুধু তোমারে ।

পি ৪৭৫১

সিদ্ধু ঝাঝাজ ( আগমনী )

মা তোমার কি এতদিনে মনে হ'ল বসুন্ধরা ।

ধরা কি তোর বল মা তারা, সারা জগৎ সৃষ্টিছাড়া ॥

দেখবো বলে আকুল হ'য়ে,

আছি আশা পথ চেয়ে,

ওমা তোমায় দেখবো কি মা,

আমার ছনয়নে পড়ে ধারা ॥

এবার এলে বাসনা মা,

রাখবো হৃদে শবাসনা,

করবো না আর নয়নছাড়া,

তারায় তারায় রাখবো তারা !

ভৈরবী ।

এই মা ছিলে কোথায় গেলে মহেশ-মনমোহিনী ।

অপরাধ পেয়ে বুঝি লুকালে মা জিনয়নি ॥

স্বপনে মা দেখা দিলে আবার কোথায় লুকাইলে,

স্বপন কেন ভাঙালে কাঁদালে কেন জননী ॥

এস এবার সদয় হ'য়ে কার্তিক গনেশ সঙ্গে ল'য়ে,

( লয়ে ) সরস্বতী লক্ষ্মীমায়ে এস গো সিংহবাহিনী ॥

পি ৪৮৬৫

ভৈরবী ।

আমি দারা স্তূত চিনি ভাই বন্ধু সবে তোমায় কেন বল

চিনিনে ।

আমি অনর্থের মূল অর্থ বুঝি বেশ পরমার্থ কেন বুঝিনে ।  
 বিষয় বৈভব জানি বিলক্ষণ দয়াময়ে শুধু জানিনে ।  
 আমি দেহ গৃহ হেরি তন্ন তন্ন করি চরণযুগল হেরিনে ।  
 অসার সংসার সদা সার ভাবি তোমায়ে কই তো ভাবিনে ।  
 আমি সারা ধরা গর্বে সরাজ্ঞান করি, জগৎপতি কভু মানিনে ।

— — —

ধাম্বাজ ।

সারাটি জীবন ধরিয়া সুখ চাহিয়া ধাই ছুটিয়া হে ।  
 সেখা মরীচিকা আসিয়া আমারে লয়ে যায় গৃহ-বাহিরে,  
 আমি ছুটি পাছে পাছে, ভাবিতেছি কাছে,  
 কাছে চাহি দেখি আছি দূরে হে ।  
 কভু মনে করি ধরি ধরি নেহারি সে গেছে সরিয়া ।  
 সুখেরি লাগিয়া হইয়া অন্ধ আসিয়াছি পথ ছাড়িয়া ॥  
 আমার হুংখ-কুপ মাঝে কি ফেলিল আনি,  
 কে তুলিবে বল টানিয়া ।  
 পাতকি-তারণ তোল এ পাতকী করুণা-রাশিতে বাধিয়া ।

— — —

গি ৫১০২

ধাম্বাজ ।

ভেদ বিচার কিছু নাহি জানি মনে,  
 যতনে হৃদয়ে রাখি পূর্ণানন্দ প্রাপণনে ;  
 সুনীল আকাশ গায় যার চিত্র শোভা পায়,  
 আনন্দে বিহ্বল যার মহিমা সঙ্গীত গায় ।



উন্নত তরঙ্গ শুনি সিদ্ধ উপর পেতে ধায়,  
 তাহারে হৃদয়ে ভাবি নিত্য শাস্তি পাই প্রাণে ;  
 যার প্রেমে হ'য়ে বিভোর নিশিথে বিটপীদল,  
 শিশিরেরও ছলে ত্যজে ভক্তি প্রেম অশ্রুজল,  
 তিনি মাতা তিনি পিতা সর্বজীবে সুমঙ্গল ;  
 তাহারে হৃদয়ে ভাবি নিত্য শাস্তি পাই প্রাণে ।

— — —

( আমায় ) সবই দিয়েছ সুখ, দুঃখ ভোগ শোক  
 তাপ রোগ যাতনা,  
 আশার নন্দন নিরাশার মরুভূমি  
 কল্পনা বিরাজ বাসনা ।  
 কতই দিয়েছ কতই পেয়েছি  
 হেসেছি কঁদেছি ভেবেছি নানা,  
 অশান্তির প্রীতি সকলই দিয়েছ  
 শুধুই প্রেম করিলে বঞ্চনা ।  
 যত যা' দিয়েছ সব লয়ে যাও  
 কিরে আর কভু চাহিব না নাথ  
 প্রেম বলে নাথ দেও সিদ্ধ প্রেম ..  
 প্রেমিক রেখ না ।

পি ৫২৬১

বিভাস ।

(ওহে) পতিতপাবন এ পাতকী জন, পাবে কি কখন চরণ তোমার ।  
 কুটিল হৃদয়, কুচিন্তার আলয়. হয় না সহজে প্রমোদয় যার ।

## রেক্ত সঙ্গীত ।

অকলঙ্ক তুমি পুণ্যের আধার, চিরকলঙ্কিত আমি ছুরাচার ।  
তুমি অন্তরযামী হৃদয়স্বামী, জানত সকলি কি বলিব আর ॥  
এ ঘোর সঙ্কটে করিতে উদ্ধার, আকিঞ্চন নাথ কেহ নাহি আর ।  
(তুমি) বিপদভঞ্জন, যা কর এখন আমার ত ভরসা কিছু নাহি আর ।

## ঝাঁঝট খান্ধাজ ।

(আমায়) কান্ধাল বলিয়া ক'রো নাকো হেলা  
আমি পথের ভিখারী নহি গো ।  
শুধু তোমারই ছুরারে অন্ধেরই মত  
অঞ্চল পাতিয়া রহি গো ॥  
তব ধনে করি আশ, আমি পড়িয়াছি দীনবাস,  
শুধু তোমারই লাগিয়া করিয়া আশ  
মরমের কথা কহি গো ।  
মম সঙ্কিত পাপ-পুণ্য, আমি করিয়াছি সব শূন্য,  
তুমি পূর্ণ করিয়া দিবে বলে তাই  
রিক্ত হৃদয়ে রহি গো ॥

— — —

পি ৫৫২৩

ইমন ।

(আমায়) সকল রকমে কান্ধাল করেছ গর্ব করিতে চুর ।  
যশ, অর্থ, মান, স্বার্থ সকলি হয়েছে দূর ॥  
ঐ গুলো সব মায়াময় রূপে, ফেলেছিল মোকে অহমিকা কুপে,  
তাই সব বাধা সরিয়ে দয়াল করেছ দীনাতুর ॥

জাবিতাম আমি লিখি বুঝি বেশ, আমার সঙ্গীত ভালবাসে দেশ,  
 তাই বুঝিয়া দয়াল ব্যাধি দিল মোরে বেদনা দিল প্রচুর ।  
 (আমার) কত না যতনে শিক্ষা দিতেছ গর্ব করিতে চুর ।

— — —  
 শাস্ত্রাজ্ঞ ।

কেন কুণ্ঠিত হব যতনে ?  
 আমি মায়ের ছেলে যখন, করিব মা পণ  
 জীবনের শেষে চরণে ॥  
 কেন বঞ্চিত পদে হব মা ?  
 সকলেই তোমার আদরের ছেলে  
 আমি কি কেউ গো নাহি মা ?  
 হলে মাগে ক্ষুধা তৃষ্ণা,  
 ছেলে কাছে যায় করি মা আশা,  
 (মা কি) বাসনা পূরণ, তৃষা নিবারণ,  
 করে না তখন যতনে ।  
 তৃষা প্রকৃত শঠতা নয় মা ।  
 করুণা-সাগরে, জীবনেরি তরে,  
 পিয়াসে জীবন কি যাবে মা ?  
 তুমি জগতের তৃষাহারী,  
 কেন কিঞ্চিৎ পাব না বারি,  
 চির-সঞ্চি রবে করুণা তোমার  
 বঞ্চিত করে সন্তানে ।

বেহাগ ।

তারে কোথায় গেলে পাওয়া যায় ।

কে দেখেছে তারে, কোথায় সে থাকে

কে জানে তাহারে, বলনা আমার ।

সে রহে সদা বর্তমান,

তবু কেন তার না হয় সন্ধান

সে অরূপ কি স্বরূপ বোঝে নাকো জ্ঞান

জ্ঞানাতীত হ'লে কে বুঝিবে তায় ॥

— — —

বাগেশ্রী ।

অসার সংসার-মায়ায় মজিয়া রয়েছ মন ।

সার চিন্তা কর যাতে হরিবে ভব-বন্ধন ॥

সার ধনে কেন ভুলে আছ হে ভব-জঞ্জালে,

বিষয় ত্যাজিয়ে করহে হরি-সাধন ॥

— — —

পি ৫৭৫২

আশা ভৈরবী ।

কোন প্রাণে উমা তোমায় পাঠাব কৈলাশপুরী ;

ত্রিপুরা তোমারে দিতে এসেছেন ঐ ত্রিপুরারী ॥

শুন গো মা অন্নপূর্ণা, পুরী আমার হবে শূন্য ;

দেহ শূন্য, প্রাণ শূন্য, সব শূন্যময় হেরি ॥

## বিভাস

যদি দয়া ক'রে এ দীনের ঘরে ,  
 এলে দন তারা ছুদিনের তরে ।  
 দে'মা জ্ঞান আমি অরূপ নিরখি,  
 আর নামারে ফাঁকি দিওনা বারে বারে ।  
 কত সম্বৎসর, মুখস্থধা তরে,  
 না হেরে মা তোরে প্রাণ মাত্র ধ'রে  
 আছি যে মা দুঃখে বলি গো তা কাকে,  
 তুমি অন্তর্যামি জ্ঞান মা অন্তরে ॥

পি ৫৮২৪

ইমন ।

পূজব কত মাটির ঐ প্রতিমাটি ।

মাটির প্রতিমাটি পূজে একেবারে তুই হসনা মাটি,  
 আপন মনে ভেবে দেখ মন অখণ্ড প্রতিমাটি  
 আচেন অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী তিনি মাত্র থাটি,  
 প্রাণ প্রতিষ্ঠা দিয়ে তুমি করতে চাও ফাঁকি  
 জীবের কাছে কেন শিবে ! জীবের কান্নাকাটি ॥

—•—

মিশ্র সাহানা ।

দিন ত যায় মা দিন দয়াময়ী

হো'ল না হো'ল না আরাধনা মোর ।

( ওমা ) অকৃতি অধম তনয় বলিয়ে

কিছু কি মমতা হয় নাক তোর ॥

সকলি তো গো মা তোমারি চাতুরী  
মিছে কাজে আমি সদা ঘুরিফিরি  
ভুলেও না কভু ও চরণ স্মরি  
এমনি মা তোর মায়ায় ভোর ।  
কবে যাবে টুটে মায়ায়ি বাঁধন  
লভিব মা আমি ওপদে শরণ  
কল্পণার বারি দেগো মা,  
নিভে যাক হৃদয়ের অনল ঘোর ॥

পি ৫৮২৬

কাফি সিদ্ধু ।

আয় মা সাজাব আজ শ্রাম শ্রামা তোরে ।  
( ওমা ) বনমালা দিব গলে বাঁশরী করে ॥  
হেলাইয়া দির বামে পড়াইব গীতধড়া  
শিরেতে মোহন চূড়া মুনিজন-মনোহরা,  
হুপুর চরণে রাড়া,      কহু কুহু বাজিবে মা,  
হেরিব মোহনরূপ নয়ন ভ'রে ॥  
করেতে বাঁশরী তোর বাজিবে মা রাধা রাধা,  
পড়িব চরণে লুটে ধুঁচিবে মনেরি ধাধা,  
অনন্তরূপিনী তারা,      শ্রাম শ্যামা নও ছাড়া,  
যে যা ভাবে মুঢ় জীবে মোহ আধারে ॥

সুৰট মিশ্র ।

আমি যখন যা চেয়েছি, তাই যে পেয়েছি  
আর চাহিবার কিছু নাই কিছু নাই হে দয়াময় ।

কর প্রভু পার

নও হে অচেনা দেশে যেথা তব জয় ।

धर्माधर्म नाहि यथा,      नाहि कोन नीति प्रथा,

মিথ্যা স্বন্দ ভেদাভেদ নাহি চিন্তা ভয় ।

সে নদীর পরপারে,                      দীন দুঃখী যেতে পারে,

ସତ୍ୟା ଆନନ୍ଦ ଯଦିର ଧାରା ନିରନ୍ତର ବୟ ॥

दीन दयागम्यौ लक्ष लक्ष लक्ष

কোলে ভীত হেরি, নরক ভয়াবহ

দুঃস্থত এ পতিতে, হবে মা স্থান দিতে

অশরণ শরণ শ্রীচরণ ছায় ।

पि ६७१०

सिद्ध कायि ।

এ পাতকি যদি ডুবে যায় (মা)

অন্ধকার চিরমরণ সিন্ধু নীরে,

তোমার মহিমা কিছু বড়িবে না তায় ।

সুস্থ হৃদয় করি নয়ন নিয়ীলন

না করিল তব করণ অনুশীলন

মোহ ঘেরিল মোরে, রহি চির ঘুমঘোরে

ব্যর্থ জীবন গেল ফুরাইয়া হায়।

পুরবী ।

আনন্দে আনন্দময়ী ভক্ত মন নিশিদিন  
বিষয়-বিষম বিষে পুড়ে হ'লি রে মলিন ।  
অসারে ধ্যানে জ্ঞানে : চিনলেনা সার ধনে  
কারে দিতে, কারে দিলে, ছল্ল'ও মানব জীবন ।  
আনন্দ আলায়ে থাকি, আনন্দময়ে না দেখি  
সুখা ফেলে বিষ পানে, হ'লে কেন অচেতন ।

পি ৫৯৮০

বাউল ।

একবার চল দেখি মন হরিসাধন পোষ্ট অফিসে  
আমি দিব অহুরাগের চিঠি সেই হরির উদ্দেশে  
তু-তিনটা পোষ্টকার্ড খামে দিছি চিঠি নামে নামে  
জবাব পাইনে কোনক্রমে দুর্ভাগ্য দোষে ।  
পোষ্ট অফিস সেই ব্রজধাম  
আমি যত্ন করে লিখেছিলাম  
চিঠি মাঝে যাচ্ছে শুনলেম পোড়া পাপ পিয়নের দোষে ।  
মাতৃগর্ভে যখন আমি ছিলাম গো একা  
( তখন ) হরি ভাল বাসতেন, আমায় দিতেন গো দেখা,  
এখন সংসারেতে পাঠিয়ে একা ভুলেও দেখা দেন না এসে  
শিবরূপ তোমার দ্বারে বল্ব হুটী চরণ ধরে  
দেবেন রেজেষ্টারী করে দেখা যাক শেষে ।



অনন্ত গৌসাই বলে এবার চিঠি মাঝে গেলে  
জানাইব জেনারেলে রাখা রাণীর হেড অফিসে ।

— — —  
স্মরণ মিশ্র ।

শোনরে উপায় তোরে বলি—  
কেন ভব-শীতে কল্পাসিত থাকতে হরি নামাবলী ।  
নামাবলী অঙ্গে দিয়ে অঙ্গ বাঁচা,  
কাজ কি শাল জামিয়ার কাজ কি লম্বা কোঁচা  
মলে পরে পাবি দেড় পয়সার এক কাঁথা ছেঁড়া চাটাই আর  
বিচালি

যাদের আছে মায়া বাতকের ছিটে  
তারাই যে ভোলে হুলাই লখনোয়ের ছিটে  
পিরান চায় না কোর্টের সাধের বোতাম এঁটে দম ফেটে  
ফুলেছ রে মন

নয়ন মুদে যেবা দেখে হৃদীকেশে  
সে কি ভোলে রে লুই বালাপোষে  
তাজে নিজ বাসে সদা ভালবাসে পীতাম্বর বনমালী ।  
হৃদীকেশ সদা জাগে যার মনে  
সে কি ভোলেরে প্যাণ্টালুন চাপকাণে  
চায় না পাপ চক্ষে কাপড়ের দোকানে  
নয়ন মুদে সদা থাকে ।

লাল কয়াল দেখে হতে চাস রে লাল  
কর্তব্য লালে কইরে নন্দলাল

একবার এনে দেখা যশোদা দুলাল  
কালের মুখে দিয়ে কালি ।

পি ৫২৮৪

আশাবরী ।

চিরদুঃখী করেছ বলে

মনে ভেবেছ ভুলে যাবে ।

দুঃখ যে আমার চিরবন্ধু

আরও ডাকবার সুযোগ হবে ।

চাইনে ধর্ম, চাইনে যুক্তি

কি হবে সা হ'লে মুক্তি

তোতে যদি থাকে ভক্তি

মুক্তি আপনি হতে হবে ।

চাইনে মা যার স্নতদারা

ডাকার কণ্টক তারাই তারা

আমার মায়ায় দেহ রবে ভরা

বাসনা কুপথে যাবে ।

বিবিটি গিঞ্জ ।

লোক লোকাচার সামাজিক ব্যাভার

আর কতদিন থাকুবি জাতে ।

যদি আসিতে, যাইতে, বাসনা নাই তোর

তবে জাতির কথা এবার দাও গো যেতে ।

ওরে কুলদার আরে গুমোর কন্সিল কি ?

ওরে কুণ্ডলিনীর মা যে হাড়ির ঝি—

ত্রোতা যুগের কথা, ভেবে দেখ দেখি,

রাম হয়েছিলেন চণ্ডালের মিতে ।

জগৎ জুড়ে যেদিন দেখবি জগন্নাথ

সেই দিনেতে তোর কোথায় রবে জাঁত

জীব মাত্রে দেখে হবি প্রণিপাত

বার জাতের ভাত চাইবি খেতে ।

পি ৬১৭৫

দেশ ।

মা মা বলে আর কত কাল,

ডাকব গো মা ভবদারা

একবার এসে নে মা কোলে,

দুঃখনাশিনী ওমা তারা ।

অনর্থক অর্থ পিয়াসে ঘুরে বেড়াই দেশ বিদেশে

কতু হেসে কতু কঁদে,

দিন গেল মা পরাংপরা ।

এনে আমায় ভুমণ্ডলে কালের মুখে দিস না ফেলে

বল দেখি মা আমি মলে,

কি হবে তোর বুক পাশরা ।

ঝাঁঝিট ঋদ্ধাজ

মা মা বলে আর ডাকব না,

ও মা দিয়েছ দিতেছ কত যত্না ।

হিলাম গৃহবাশী করিলি সন্ন্যাসী,  
আর কি ক্ষমতা রাখিস এলোকেশী,  
দ্বারে দ্বারে যাব ভিক্ষা মেগে খাব  
মা বলে আর কোলে যাব না ।  
বারে বারে ডাকি মা মা বলিয়ে,  
মা কি রয়েছ চক্ষু কর্ণ খেয়ে,  
মা বিজ্ঞমানে এ দুঃখ সন্তানে,  
মা মলে কি আর ছেলে বাঁচে না ?

—\*—

পি ৬২০৭

বেহাগ খাম্বাজ ।

কেন দিতেছ গঞ্জনা, হৃদয় রঞ্জন,  
অপরাধ সে কি করেছে ;  
কাল সে আমার শপথ করিয়ে,  
নিশিতে আসবে বলে গেছে ।  
প্রাণবধু না এলে কি সই পোহাইবে রজনী,  
যদি পোহাইত নিশি সেই কাল শশী,  
আসিত কুঞ্জে সৃজনী—  
শুধু তাহারই বিরহে উন্মাদ প্রাণ,  
পলকে প্রভাত হতেছে ।  
এখনও সই উষা নিশীথের কোলে,  
যুমে অচেতন রয়েছে ।

দাদরা ।

নয়নেরই ঘুমঘোর মুছে ফেল সই  
 আঁখি মেলি চাহ পিয়া পানে ।  
 মলয় বহিছে ধীরে, পাপিয়া ডাকিছে ওই,  
 পিউ পিউ পিয়া পিউ, পিউ পিয়া তানে ॥  
 কুসুম কহিছে হেসে, সে বঁধু বুকে এসে,  
 কোটে কলি, পশে অলি, তোষে মধু দানে ।  
 আবেশে উঠিছে কাঁপি, আধ বদনে কাঁপি,  
 এ হেন চাঁদিয়া রাতি, গেল অভিমানে ।

পি ৬২৭৮

মূলতান ।

মায়ের পূজা বার মাস ।  
 তার নাইরে বাস পূজা নাইরে অধিবাস ॥  
 নইবিছে চাল কলা আনুতে হয় না যেতে,  
 না সব সাজায়ে দিয়াছেন এ দেহ সাজিতে,  
 মায়ের পূজায় ) পারিলে সাজিতে, হয় না সাজিতে  
 গুপ্ত পূজা অপ্রকাশ ।  
 ষোড়শপ্রচারে পূজার নিয়ম, বস রে মন পূজায়  
 করিয়ে সংঘম মুখে বল বোম্ বোম্  
 কেটে গেল ভ্রম, যাবে শমন—জাস ।

আগমনী—কিংকিট ঝাঝাজ্জ ।

অনেক দিন পরে, এলে গিরিপুরে,  
বস হরবামে, হর মনোরমা ।  
যেকুল দেখিতে সদা চায় মা চিতে,  
দেখাও আমায় সেই মূর্তি নিকুপমা ॥  
এমন করে ভুলে, থেকে না মা আর,  
মায়ের প্রতি মায়া, নাই মা তোমার,  
না হেরে মা তোমার মুখ, পেয়েছি যে দুঃখ,  
আছে কি মা কিছু, তাহারও উপমা ॥  
আসবে বলে আমি গণি সদা দিন,  
রোগে শোকে তন্ন হ'তেছে যে ক্ষীণ,  
কবে যেতে হবে, জানি না কো শিবে,  
বাবার সময় দেয়া দিও মা দিও মা ।

পি ৬৩৮৩

সিন্ধু ঝাঝাজ্জ ।

বল দেখি ভাই শাবের বৃকে  
জাংটা মাগী কে নাচেরে,  
সুরাপানে ঢল ঢল ওর হাতে কেউ বাঁচে নারে  
পরের ছেলের মুণ্ডুগুলা, করে ফেলেছে গলার মালা  
কুদির লয়ে করছে খেলা, ব্রহ্মা বিষ্ণু বর যাচেরে ।

## হাথির মিশ্র ।

সাধে কি পড়েছে ভোলা শ্রামা মায়ের চরণ তলে  
কটাক্ষেতে চায় মা আমার, সেই তো ত্রিতাপ জ্বালা ভোলে  
একলা রূপে জগৎ আলা,

( মায়ের ) পা দুটীতে শাস্তি ঢালা,  
জুড়াতে জীবের জ্বালা,  
রেখেছে হৃদয় কমলে (চরণ) !  
ভাব দেখি মন শ্রামা কি ধন,  
ব্রহ্মা বিষ্ণু করে সাধন.  
না জেনে কি ইন্দ্রভূষণ,  
ক্ষেপীর প্রেমে গেল গলে ।

পি ৬৪২২

নট মল্লার !

মলয় আসিয়া বলে গেছে কানে, প্রিয়তম তুমি আসিবে ।  
মম ভূষিত অন্তর ব্যথা, সযতনে তুমি নাশিবে ।  
রবি শশী তারা, সুনীল আকাশ, সকলে দিয়াছ তোমারি আভাস,  
গোপনে হৃদয়ে করেছে প্রকাশ, তুমি এসে ভাল বাসিবে ।  
মম মর্ষ মুকুরে দূর হতে, পড়েছে তোমারি ছায়া,  
হেথা অন্তর আলোকে প্রেম পুলকে, ধরেছি স্বপন কায়া ।  
আমার সকল চিন্ত প্রণয়েরি শশী, তোমারি লাগিয়া উঠেছে  
উজ্জ্বলি,  
কবে তুমি আসি অধর পরশি, মুখ পানে চেয়ে হাসিবে ।

স্বরট' মিশ্র ।

আজি মন প্রাণ কেন গো চাহে তোমার ওই ছুটি আঁখি ।  
 উজ্জল মধুর সকলই সুন্দর, যত দেখি তত চেয়ে থাকি ॥  
 আঁখি ছুটি কেন পুনঃ হাসি চায়, সকলই নিয়েছ ওহে নিরদয়,  
 কিছু তো রাখনি বাকী ॥  
 বিকসিত হৃদি কুসুম স্বাস, নিয়েছ কি সখা মেটে নি কি আশ,  
 মিনতি তোমায়ে থেকোনা ভুলিয়ে, আগারে ভুলায়ে রাখি ॥

—•—

পি ৬৪৬১

স্বরট' মিশ্র ।

আমায় অভাবের শরে বিধেছে সংসার ।  
 হবে না কি আর দুঃখ অবসান ।  
 আমি টাকা টাকা করে ফিরি দ্বারে দ্বারে  
 কেউতো শোনে না কাতর ক্রন্দন ॥  
 আত্মীয় স্বজন যে ছিল আমার,  
 তারাও তো ফিরে চাহে নাকো আর ;  
 ( ভবে ) চির আপনার জননি আমার,  
 সদা মুখ পানে চেয়ে করে গো রোদন ॥  
 ভেবে ভেবে মাগো হয়ে গেছি সারা,  
 আর কত দিন ভাববো বল তারা ;  
 ঘরে বাইরে অগ্ন্যভাবের আঁখি ধারা'  
 আর কত দিন ভারত থাকবে এমন ॥



ইমন ।

আলোকে আঁধারে অমৃতে গরলে

সরলে কুটীলে জগৎ সৃজন ॥

প্রেমময়ীর প্রেম নেশা, প্রিয়জন ভালবাসা,

সকলি অসার আশা নিশার স্বপন ॥

দূরজ্ঞ শোকের ছবি ধাইছে নবীনা বালা,

পতির চিতায় দিতে আত্ম বিসর্জন ॥

পি ৬৪২৩

ইমন ।

ভাবছ কি বসে স্তম্ভের স্বপন, ঘুম কি তোমার

ভাবিবে না ।

মোহ নিজা ঘোরে হয়ে অচেতন,

সারা নিশি গেল মেল না নয়ন,

ওই যায় চলি দেখ আঁখি মেলি

বাধা দিলে সে তো রবে না ॥

সাধের জোছনা ফুটিবে না আর

সে সম্পদটী বড়ই আঁধার,

কিসে হবে পার বিপদ পাথার,

বিপদ বারণে স্মর না ॥

—:~:—

বেহাগ খান্সাজ ।

মম মানস মাধবী কুঞ্জে শ্রাম বিহর গো নিশি দিন

আমার পরাণ রাধারে পাগল করিয়া বাজাও মোহন বীণ

তব বীণার ছন্দে আগিবে হিয়া,  
 উঠিবে কুঞ্জ মুঞ্জরিয়া,  
 যম নয়ন সলিলে যমুনা বহিবে  
 লহরী ছুটিবে ( কীণ ) ।  
 যবে দিন শেষে নামিবে নিশি, ,  
 নিবিড় জললে ঘেরিবে দিশি,  
 কবে আঁখির পলকে আঁধারে মিশি  
 নিমিষে হবে বিলীন ।



পি ৬৫৫২

বেহাগ ।

( আমি ) তোমায় ভাল বাসিব ।  
 ওহে প্রাণ সখা আর কি আছে দিব ॥  
 যতনে হৃদয়ে ধরে রাখিব আদর করে,  
 অনিমেষ মুখ পানে চেয়ে রহিব ।  
 প্রাণে প্রাণে দুই জনে, অনন্ত প্রেম মিলনে,  
 যথা নদী সিন্ধু সনে মিশে যাইব ॥



খাছাজ ।

ওহে পাখি বল দেখি  
 কে তোমায় শিখালে গান ।  
 তোমার স্তললিত তানে  
 আমার উদাস হ'ল প্রাণ ॥

নুকাইয়ে তরু শাখে বারে বারে ডাক থাকে,  
 বলিতে কি পারি তাঁর কোথায় পাব সন্ধান ।  
 ইচ্ছা হয় তব সনে ডেকে ডেকে বনে বনে,  
 কিরি তাঁর অশ্রুধারা দোহে মিলে ধরি তান ॥

সি ৬৫৭৫

ভৈরবী ।

ফিরে লও মা তোমার স্মৃতির সংসার  
 চাহিনা চাহিনা মাগো এসব কিছু আর ॥  
 অভয় চরণ তরি দাও মাগো দয়া করি,  
 হরি হরি হরি বলে হই ভব পার ।  
 সাজায়ে ভবের মেলা মা তুমি করছ খেলা,  
 অনন্ত তোমার লীলা বোঝে সাধ্য কার ।  
 ভক্তের বাঞ্ছিত ধন মাতঃ তব শ্রীচরণ,  
 জীবনের অবলম্বন জানিয়াছি সার ॥

— — —

ভৈরবী মিশ্র ।

মা তোমার রঙ্গ দেখে রঙ্গময়ী অবাক হয়েছি ।  
 হাসিব না কাঁদিব তাই বসে ভাবতেছি ।  
 বিচিত্র ভবের খেলা ভাঙ্গ গড় দুটি বেলা,  
 ঠিক যেন ছেলে খেলা বুঝতে পেরেছি ।  
 • এককাল রইল কাছে বেড়াইল পাছে পাছে,

শেষে না চিন্তে পেরে হার মেনেছি ।

এখন না চিন্তে পেরে হার মেনেছি ।

— — —

পি ৬৬৩৭

সিদ্ধ ।

যদি একবিন্দু প্রেম পাই ( প্রেমসিদ্ধ হে ) !

তবে কি তোমার চরণ ছেড়ে আর কোথাও যাই ।

খাকি চিরদিন তোমার অধীন,

ধন মান সম্মত কিছুই নাহি চাই ;

সংসার বন্ধন করিয়ে ছেদন

আনন্দে নিশিদিন তব গুণ গাই ।

— — —

পূরবী ।

মা বলে ডাকিলে তোমায় জুড়ায় তাপিত প্রাণ ।

তাই মা আনন্দময়ী করি তব নাম গান ।

মা তোমার আশা বচন চির প্রসন্ন বদন,

বিষম হৃদয় মাঝে শান্তি বারি করে দান ।

মা তোমার দরশনে কত ভাব হয় মনে,

ইচ্ছা হয় সদা তব স্তম্ভ স্মৃতি করি পান ।

— . —

প ৬৭২৩

সাহানা ।

কাল গেল কালী কালী বলনা রসনা ।

কালের বসে কালী ভুলে কালী গায়ে মেখনা ।

ভ্রাস্তি ঘুচাও মন মনের একান্তে,  
 নিতান্ত দেহ মন শ্রামা পদ প্রান্তে,  
 কাল জানে কালী জানে থাকরে নিশ্চিন্তে,  
 কালীর তনয় বলে কালে তোমার ছোবেনা ।  
 বিজ শ্রামাচরণ বলে ভাবিয়ে শ্রামা চরণ,  
 জননী জঠরে যখন ছিলি ওরে ভোলা মন  
 বলে এলি ভূমণ্ডলে পূজব মায়ের শ্রীচরণ  
 ভূমিষ্ঠ হইয়ে এখন তাও কি মনে পড়ে না ।

—•—

হাস্তীর ।

এল রণে ঐ শ্রামা বামা কে ।  
 কুস্তল বিললিত, শোণিত শোভিত, তড়িত জড়িত  
 নবঘন ঝলকে ।  
 বিপরীত একি কাজ, লাজ ছেড়েছ দূরে,  
 রথ রথী গজ বাজি বয়ানে পুরে,  
 মদবল প্রবল, সকল হত বল, চঞ্চল বিফল হৃদয় চমকে ॥  
 প্রচণ্ড প্রতাপ রাশি মৃত্যু রূপিনী,  
 কাম রিপু পদে এ কেমন কামিনী,  
 লক্ষ্মে গিরি ধরণী ধর সাগর যুবতী চকিতে নয়ন পলকে  
 ভীম ভবান্বিত তাঁরণ হেতু যুগল চরণ তব করিয়াছি সেতু  
 কলয়তি রামপ্রসাদ কবিরঞ্জন, কুরু কৃপা লেশ  
 জননী কালিকে ॥

পি ৬২২৮

হুরট মল্লার

গা তোল গা তোল বাঁধ মা কুন্তল

ঐ এল পাষাণী তোর ঈশানী ।

লয়ে যুগল শিশু কোলে, মা কৈ মা কৈ বলে ;

ডাকছে মা তোর ঐ শশধর-বদনী ।

ত্রিভুবন ধন্তে ত্রিভুবন মাতে, তোর মেয়ে সামান্তে নয়

গো রাণী ;

আমরা জানতান ভবের প্রিয়ে, আজ শুনি তোর মেয়ে :

ঐ নাকি ভবের ভয় হারিণী ( ও মা ) ॥

তোমার ঐ তারা চন্দ্রচূড়-দারা, চন্দ্র দর্পহরা চন্দ্রাননী,

এমন রূপ দেখিনি কারো, মনের অঙ্ককার ;

হরে মা তোর হর-মনমোহিনী ॥

গিরি গণেশ আমার শুভকারী ।

নিলে তার নাম পূর্ণ মনস্কাম

( ও গো ) সে আসিলে গৃহে আসেন শঙ্করী ॥

বিষ বৃক্ষ মূলে করিব বোধন, গণেশের কল্যাণে

\*গৌরীর আগমন ;

ঘরে এনে চণ্ডী শুনবো মোরা চণ্ডী,

আসবে কত দণ্ডী জটা জুটোধারা ॥

পি ৭০০৭

গৌরী ।

হুখের বাসনা কর আর কদিন ।

(মন আমার) ত্যাজ অন্ত বোল, দুর্গা দুর্গা বল

মানব জনম যদি ন ।

যেদিন যেমন বিধির ঘটন, সেরূপেতে যাবে সেদিন,

(মন রে) তোর হইবে প্রমাদ ঘটবে বিবাদ

কালী না বলিবি যে দিন ।

কমলাকান্ত হইয়ে ভ্রান্ত, ভুলেছ কি ন মাস ন দিন,

আমি বারে বারে আসি, দুঃখ রাশি রাশি

যাতনা সব কত দিন ॥

কিঁঝিঁট খান্ধাজ ।

যবে মা জাহ্নবী তব তটেতে জলিবে কায়া ।

সেই দিনে কি দিবি মা কৃপা করে পদছায়া ॥

ও মা সাজিয়াছি মানব সাজে,

(কিন্তু) কাল গেল মা মিছে কাজে,

সেই দিনে মা হবে কি, যে ছাড়িব সংসারের মায়া ।

কালিপদ'র অন্তিমকালে, মা তোর ঐ চরণ কমলে,

প্রাণ যেন যায় হরি বলে, এই করিস মা করে দয়া ॥

পি ৭১৩২

দাদারা ।

হরি হে আপনি নাচ আপনি গাও

আপনি বাজাও তালে তালে ।

শমন সৰ্কট নিকট জননৌ, কি করি উপায় বলনা মা  
হ'য়ে অভয়া'র ছেলে, সভয়ে, মরিব একি দুর্ঘটন ঘটনা মা ।  
কাঁপিতেছে অঙ্গ থর থর থর, ঝরিতেছে আঁখি ঝর ঝর ঝর ;  
গঙ্গাধর প্রিয়া, ধর আমায় ধর, কর কর দ্বাশে কক্কা মা ।  
যদিও তোমার পদ না পূজিছি, ভাব ভরে কতু না ভেবেছি ;  
মা মা বলে তো বারেক ভেবেছি, কণেক করেছি ভাবনা মা ।



## বেহাগ ।

বিধি যা লিখে ললাটে তাই যদি হবে শরুরী ।  
 তবে তোমায় মিছে কেন ডাকি গো মা দিগম্বরী ॥  
 যদি হয় নিয়তির কার্য্য তবে তুমি কিসে পূজা,  
 জানি রাবণের সাহায্য, বস তাবে কোলে করি ॥  
 পারলে না তারে রাখিতে, রাষ্ট্র আছে এ জগতে ;  
 রাবণ ম'ল স্ববংশেতে, তুই গেলি মা লক্ষা ছাড়ি ॥

পি ৭১১৫

## ভৈরবী ।

সখি আজও তারে ভালবাসি ।  
 সে যে অ নি বলে চলে গেছে সই  
 আমার গলায় দিয়ে প্রেম ফাঁসি ॥  
 শত বর্ষ গত দেখনা সজনি,  
 আজও তো এল না শ্যাম গুণমণি ;  
 সে মনোমোহন মোহন তরু থানি,  
 আমার মনে পড়ে দিবানিশি ॥  
 আকুল হৃদয় ব্যাকুল প্রাণ  
 হেরিতে সতত সে বিধু বয়ান  
 ভূষিত নয়ন চকিত শ্রবণ  
 বাশরী তান অভিলাষী ॥

ঝাঁঝিট খান্ধাজ ।

কুল মান অকূলে দিয়ে শ্যাম কলঙ্কিনী হয়েছি ।  
সাধে কি সই ভবন ছেড়ে কুঞ্জবনে রয়েছি ।  
রাধা নামের বাঁশী শুনে, সাঁপেছি প্রাণ মনে মনে  
জীবন যৌবন তার চরণে একেবারে বিকায়েছি ॥  
ননদী তোর পায়ে ধরি, শ্যাম প্রেমের তুই হ'সনা অরি  
গুরু গঞ্জনা বিয়ের ছুরী, মুক পেতে খুব সয়েছি ॥

পি ৭৮৭৭

অশাবরী ।

কি রূপ তোমার তারা কে জানে তুমি কেমন  
লয়ে তোরে ভ্রান্ত নরে ঝগড়া করে অকারণ  
প্রধান পুরুষ তুমি কেউ বলে প্রকৃতি পরা  
তোমারি অনন্ত রূপ জ্ঞানাতিতা তুমি তারা  
যে সেরূপ ভালবাসে সেট রূপে তারি পাশে  
দেখা দিয়ে কর তার সব ছুঃখ বিমোচন ॥

— — —

ভৈরবী ।

আদর ক'রে হৃদে রাখ মন  
আদরিনী শ্যামা মাকে •  
তুমি দেখ আর আমি দেখি  
আর যেন কেউ না দেখে ।  
কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি

তোমায় আমায় জুড়াই আঁখি  
 রসনারে সঙ্গে রাখি  
 সে যেন মা ব'লে ডাকে ।  
 অজ্ঞান কুমন্ত্রী দেখ  
 নিকট হ'তে দিও না কো  
 জ্ঞানেরে গ্রহরি রাখ  
 সে যেন সাবধানে থাকে ।

—:~:—

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে ( অল্প পার্থক্য ) ।

শি ৩৯৮৭

খাঘাজ ।

( পোড়া প্রাণে ) মরম-জালা কত সহি ।  
 মনাগুণে মরি প্রাণে আমি প্রকাশিতে পারি কই ।  
 জলিছে বিরহ-বিষে, এ যাতনা যাবে কিসে,  
 মরি রে আপশোষে সে বিনে প্রাণ বাচে কই ।

কাফি সিদ্ধু ।

শুধু চোখের দেখায় প্রাণসখা প্রাণ তো বোঝে না ।  
 বিনা বারি-বরষণে-চাতকিনীর প্রাণ বাচে না ।  
 চুরি করি মন প্রাণ, কোথা যাবে প্রাণধন,  
 বিনা প্রেম-আলিঙ্গন দেখে, প্রাণ রবে না ।

পি ৪১৩৩

মালকোষ ।

( ওমা ) দীনতারিণী তারা ।  
দিনে দিনে দিনে কেটে গেল মা,  
কত দিন আর র'ব তোমা ছাড়া ॥  
পাঠাইলে যদি এ ভবসংসারে,  
( কেন ) চিরপরার্থীন করিলে আমারে,  
পরার্থীনতার সহে না যাতনা,  
নে মা কোলে তুলে ওগো দুখহরা ॥

ভৈরবী ।

( আমার ) কপালে যা আছে কালি তাই যদি হবে ।  
শ্রীদুর্গা জয়দুর্গা ব'লে কেন ডাকি তবে ॥  
ললাটে যা লিখেছে বিাধ, তাই বলবান্ যদি,  
( ওগো ) শিব তবে সত্যবাদী কেমনে সম্ভবে ॥

পি ৪২১৫

সিদ্ধ ।

যে মনেতে মন নিলে এখন তোমার সে মন কোথা ।  
আগে যখন তখন দিতে দেখা ক'রে কত ছুতোনাতা ॥  
প্রথম মিলনে প্রাণ আমায় সাথে করিতে যতন,  
এখন তোমার আসা যাওয়া বুঝি সেটা শুধু কথার কথা ॥

ভীমপলশ্রী মিশ্র ।

বলো গো আমার কথা ননদিনীকে ।

( রাই ) প্রেম-সাগরে নাইতে গিয়ে প্রেম-জুয়ারে ভেসে গেল ।

নাইতেছিল নদীকূলে এমন সময় বান আসিল,

তখন সে হতাশ হ'য়ে অতলজ্বলে তলিয়ে গেল ।

বাঁচি যদি কোন ছলে, দেখা হবে ননদিনী বলে,

নচেৎ এই দেখা শেষ দেখা জন্মের মত হ'য়ে গেল ॥

পি ৬৩৮২

বাগেশ্রী ।

যাবে কি জীবন শ্রামা এ ভাবে চলিয়ে

বৃথা এ প্রাণের স্রোতে অকূলে ভাসিয়ে

কি কার্য সাধনা তরে, আনিলে মা এ সংসারে

বারেক চাহনা ফিরে, রহিলে ভুলিয়ে

ভাসালে অকূলে তারা, দাও গো মা কূল কিনারা

সন্তানে চরণে রাখি, দেখগো চাহিয়ে ॥

সিঙ্কু ।

দেখা দিয়ে ফোথায় লুকালি ও মা কালী,

কোন অপরাধে মা মোরে, একা ফেলে গেলি ।

দিবানিশি ডাকি তোরে, ওমা দেখা পাব আশা করে ;

ওঁ মা পাষণ নন্দিনী বলে, ঠারেক না এলি ।

সইতে দিলে যাতনা, তোমা বিনা কেউ জানে না,  
আমার মনোবেদনা, ঘুচাও গো মা কালী ।

পি ৬৪৬২

ভৈরবী ।

তারা এই কি পরিণাম ।

না পুরিল মন আশা লয়ে তব নাম ॥  
পাষণ তনয়া তুমি, কঠিন তোমার হিয়া,  
পরিহরি দয়ামায়া, স্ততে হ'লি বাম ।  
দিনে দিনে গত দিন দিনান্তে এল সে দিন,  
হ'ল মোর তনুক্ষীণ ভাবি অবিরাম ॥

গান্ধাবী মিশ্র ।

কি হবে দীনের গতি দীন তারিণী।  
ভজন পূজন যে মা কিছু নাহি জানি ॥  
তব কৃপা বিনা মোরে, কে তারিবে এ সংসারে,  
অস্তে দিও অভাগারে ঐ চরণ দুখানি ॥

পি ৬৫৫৩

ধাম্বাজ ।

নিষ্ঠুর হরি বংশীধারী •  
খেল'ব হরি তোমার সনে ।  
লাজ মান পরিহরি  
এসেছি তাই কুণ্ডলনে ॥

আবির কুমকুম রঙ্গে  
সাজাইব তোমার অঙ্গে,  
ভাসিব প্রেম তরঙ্গে  
দাসী হব ঐ চরণে ।

পিলু মিশ্র ।

লম্পট নিষ্ঠুর কালা দাঁড়িয়ে কেন এখানে ।  
লজ্জা কি শ্রাম হয় না তোমার  
আসতে রাখার ভবনে ।  
তোমারি চাতুরি বুঝিতে না পারি  
যাও হে হরি তোমার মন বাঁধা যেখানে ।

—

পি ৬২৫১

কেদারা !

নাচবি যদি আয় মা শ্রামা, আমার মানস-কমল মাঝে ।  
ছলিয়ে কেশে মেঘের মালা, দুই চরণে নুপুর বাজে ।  
সেই তালে আজ ভুবন মাতে,  
জীবন-মরণ একই সাথে,  
তপন শশী, আকাশ বাতাস, নাচ দেখে তোর তারাও সাজে ।

হাযীর ।

( আমার ) ঘুচিয়ে দে মা জীবন-জালা  
সজ্জা হোলো, অন্ধকারে গাঁথব কত অশ্রুমালা ।

হার মেনে আজ বল্‌চি শ্রামা, মায়ার খেলা খামা না মা,  
খুলে দে তোর অভয় হাতে. মর্মে পড়া আণের তাল। ॥

—•—

পি ৭০৫৯

ভৈরবী ।

পাপ সাগরে ডুবিয়ে আমায়,  
এখন তুমি লুকিয়ে কালী ।  
কোন্‌ আশানে পাষণ  
শিবের বৃকে নাচছ খালি ॥  
ভাসিয়ে মোরে অকূল মাঝে,  
মুখ-ফিরানো তোর কি সাজে ;  
পুত্র-বধের পাপ হবে মা,  
লোকে দেবে তোমায় গালি ॥

জোনপুরী ।

কাল মেয়ের রূপ-সাগরে, ভাসিয়ে দিলেম নয়ন-তরী  
চরণ-কমল ফুটবে কখন, সেই আশাতে জীবন ধরি ॥  
ছয় রিপুতে (মা) ঝড় তুলেছে  
মায়ার জালে মন ভুলেছে ;  
শ্রোতের কুসুম ভাস্ব কত, তাই কালরূপ স্মরণ করি

—•—

পি ৭১৮৮

গম্বাজ ।

বাঁশী স্তনে আকুল প্রাণ ।  
কি করিব বল সখি বায় বুঝি কুল মান ॥ •



ধৈরজ ধরিতে নারি  
ঘরে কি আর থাকতে পারি  
চল যাই চল সখি কানারে সঁপিতে প্রাণ ॥

— — — — —  
পিলু মিশ্র ।

সখি কই সে কাল শশী ।  
ঐ দেখ অস্তাচলে চলিল গগন শশী ॥  
সয়ে কত তিরস্কার, চলিলাম অতিসার ;  
গৃহে ফিরে যাই চল, কার আশে আছ বসি ॥

— — — — —  
পি ৭৪০৪

থাঙ্গাজ ।

জয় সীতাপতি সুন্দর তনু প্রজ্ঞারঞ্জনকারী  
রাঘব রামচন্দ্র জয়তু সত্য-ব্রত-ধারী—  
ধরণী-পুত চরণ পরশে পুরবাসীগণ মগ্ন-হরষে  
আকাশ হইতে নিত্য বরষে দেবতা কৃপাবারি ॥

— — — — —  
অন্ধকারের অন্তরেতে অশ্রু-বাদল ঝবে  
লক্ষ্মীহীন লক্ষ্মীহীনের শূণ্য-পুরী মন কে কেনন করে।  
কোথায় আলো কোথায় আলো আকাশ ভরা

কালোয় কালো

ফিরিবো না আর ফিরিবো না আর মা হারান প্রাণ

কাঁদান ঘরে ॥

হায় সরযু সজল স্বরে শোকের পীত গো  
ডাকছে যেন করুণ তানে কোথায় সীতা গো  
কোথায় সীতা কোথায় সীতা জলছে বুকে নিবিড় চিতা  
কাজলা রাতের বেদন বাঁশী বাজছে নীরব স্বরে ।

### শ্রীমুত কুম্বলান্ন ।

পি ৬২৭২

কর্মিক ।

একটা পাখী ডালে বসে বলে, বউ কথা কও না,  
আমার জল পিপাসায় জীবন যায়,  
বউ উঠে একটু জল দেও না ।

শুনে বউ বলছে করে ছল, পাখী তোরে দিতে পারি জল,  
তুই আমাকে কি দিবি তাই সত্য করে বল,  
আমার মন বড় হয়েছে চঞ্চল,

শুনে ননদিনীর গঞ্জন ।

শুনে কয় হরিবোলা পাখী, শুন ও শশীমুখী,  
দোব নূতন ঢঙ্কের গয়না কিনে, ভাবছ তুমি কি !  
দোব কাল সোনার বোম্বাই বৈকি,

সে কোন স্যাকরা দিতে পারবে না

দোব ভক্তিতত্ত্ব নেকলেশ কিনে পায়ে দোব মল,  
রবে তায় ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্কর্গ ফল,  
তোমার গলাতে বেশ করবে ঝলমল,

হরি নামের মালা চিকদানা ।

দোব রাধাকান্ত অনন্ত বউ অতি সুমধুর,  
 দোব গুরুমন্ত্র মাকড়ী দুটা কর্ণেতে সুন্দর,  
 দোব শাঁখা শাড়ী সিতের সিন্দূর,

সতী পতি ভক্তির নিশানা ।

কমিক ।

ছনিয়ায় কে জানে সেই হরি ঠাকুর কোনখানে,  
 আছে সে সর্ব্বঘণ্টে, লোকে রটে দেখি নাইক নয়নে ।  
 কেউ বলে কোর্টের ভিতর, আছে সে জজের অন্তরে,  
 কেউ বলে সে বিরাজ করে উকিল মোক্তারে ।  
 কেউ বলে পাহাড়াওয়ালার সঙ্গে ঘোরে, রুলের ভিতর  
 গোপনে,

কেউ বলে হরি যে থাকে বেঙ্গল পুলিশে ;  
 কেউ বলে রয় টাটকা ভাজার গঙ্গার ইলিশে,  
 (আবার) কেউ বলে সে আছে আঠার ভাজায় মিশে ।  
 আর কেউ দেখি বলে, থাকে সে ছেঁড়া কয়লে,  
 কেউ বলে রয় চিংড়িমাছ, চালতা অম্বলে,  
 কেউ বলে পাটার ঝোলে, দুধ লুচির মাঝখানে,  
 কেউ বলে গঙ্গলাদের ঘরে সে মাখন চূঁর করে,  
 কেউ বলে ডাকাতদের দলে সর্দারি করে ;  
 কেউ বলে শ্রীচৈতন্যরূপে ধোড় বাবাজীদের চৈতনে ।

পি ৫৭৫৩

কলির কীর্তি ।

আমরা সকলে ভ্রমণে এক মায়ের সন্ধান ।  
 ব্রাহ্মণ কায়স্থ ক্ষত্রিয় বৈশ্য হিন্দু-মুসলমান ।  
 কলিতে দুঃখী লোকের দুঃখের দিকে কেউ দেখে না চেয়ে  
 কেউ গরীব প্রজায় রিচ্ছে সাজা, চোখের মাথা ধেয়ে ।  
 আজকাল চরকাকাটা কাপড় মোটা আদর নাইকো তার,  
 কেউ বিড়ির দোকান খুলে হয়েছে হালে জমিদার  
 কত লোক বি, এ পড়ে, ফ্যা ফ্যা করে, ছুরছে কলকাতা ।  
 কেউ রেস খেলাতে একদিনেতে রাজা হতে চায় ।  
 পূর্বে ৫- মাইনায় চাকরী ক'রে গেছে সব কোঠাবাড়ী করে,  
 এখন পাঁচশ টাকা মাইনে পেলেনও পান কিনে খায় ধারে ।  
 আগে সব বৃদ্ধ লোক পরত কাপড় হাঁটুর উপর তুলে,  
 এখন যায় দুঃখীর বাছা, ছলিয়ে কোচ, চ'রে বাইসাইকেলে !  
 এখন বাবুদের চা চিনিতে পান ছিগরেটে রোজ একটাকা ব্যয়,  
 বাড়ীতে ভিখারী গেলে ভিক্ষা পায় না কুকুর লেলিয়ে দেয় ।  
 রেখেছে কুকুরের পোঁদে ৩টা চাকর, মাকে ডোণ্ট কেয়ার ॥

### প্রশ্নোত্তর ।

মা কালীর কৃপায় সব যায়গা গাই তরজার গান ।  
 আমার জুরি হরি পরামাণিক কৃষ্ণ আমার নাম ।  
 হরি একটি কথা জিজ্ঞাসা হরি রাজবাড়ীর ভিতরে  
 মার গর্ত থেকে বল দেখি কে বাপের শ্রদ্ধ করে ।  
 গভে কোথায় পেল ফুল বেলগাতা চিনি বাতাসা ডাল;

কোথায় পেলো ব্রাহ্মণ কুশ কুশাসন তিল কলা আর চাল  
 কোথায় পেলো ঘৃত দধি দুগ্ধ মধু কলার পাতা,  
 স্তনব আজ হরির কাছে সঙ্গে আছে মহাভারতের কথা ।  
 হরিদাস দিচ্ছে উত্তর শিথির পুত্র শাস্ত্র রাজন ।  
 দিলে অন্তিমকালে গঙ্গাজলে জীবন বিসর্জন ।  
 রাজার মৃত্যুর পরে লোকাচারে ভীষ্ম কাটা পরে ।  
 কল্লো মায়ের গর্ভে বাপের শ্রদ্ধা শাস্ত্র অনুসারে ।  
 বশিষ্ঠ বিধান দিলে ভীষ্ম কর্ণে গঙ্গায় পিণ্ড দান ॥  
 স্বীর গর্ভে পিণ্ড খেয়ে রাজা স্বর্গধামে যান ।  
 রাজা শাস্ত্র হুয় ভীষ্মের পিতা মাতা সুরধনী ।  
 খেলে শিবের জটায় জোয়ার ভাটা দিবস রজনী !

### স্বর্গীয় লালচাঁদ বড়াল :

পি ১১০

সিন্ধু কাফি—দাদরা ।

ওমা কেমন মা, তা কে জানে ।

মা বলে না ডাকছি কত,

বাজে নাকি তোর প্রাণে ॥

পান্থগী পাষানের মেয়ে,

বারেক নাহি দেখিস্ চেয়ে ;

পেত্নী নিয়ে ধেয়ে ধেয়ে

বেরাস্ মা তুই আশানে ॥

আমি মা বলে ত ডাকব না আর,  
 বাঞ্ছনা কি দেখি এবার ।  
 বাবা বলে ডাকবো এবার  
 প্রাণ যদি না মানে ॥

সিঙ্কু কাফি—দাদরা ।  
 ধিন্তা ধিনা পাকা নোনা,  
 ঘুচলো ভবের আনা গোনা,  
 ও তোর হাতের ফাঁসি রইল হাতে  
 আগায় ধরতে পারি না ।  
 পেছনে তোর মোটা সোটা,  
 দাঁড়িয়ে আছে গুণ্ডা ছ'টা  
 মনে করুছিস বাঁধবি আমায়, আমি বন্ধন  
 দশায় ঠেকবো না ॥

—•—

পি ১১১                      ভৈরবী দাদরা ।  
 তুমি কাদের কুলের বউ ।  
 বমুনায় জল আনতে যাচ্ছ তোমার নাইক সঙ্গে কেউ ॥  
 যাচ্ছ তুমি হেসে হেসে,  
 তোমায় কাঁদতে হবে অবশেষে  
 কুলটী তোমার যাবে ভেসে  
 ( ওগো ) লাগলে প্রেমের ঢেউ ।

( কলসী ) তোমার যাবে ভেসে  
লাগনে জলের ঢেউ ।

শঙ্করা—দাদরা ।

তোমার ভাল তোমাতে থাক,  
আমায় তো তার ভাগ দেবে না  
যে আঙুণে জ্বলছি রে প্রাণ, বুঝেও তুমি  
তাও বোঝ না ॥  
ইসারাতে বলছি যত,  
বুঝেও তুমি বোঝ না ত ;  
আমি কঁাদছি মত, তুমি হাসছ তত,  
জান না কি ডবকা ছুঁ ডীর  
বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না ॥

পি ১১২

সিন্ধু মিশ্র—যং ।

আমারে আসিতে বলে এত অপমান করা ।  
মনে কি পড়ে না যাচ্ ছ'হাত দিড়ে পায়ে ধরা ॥  
মনে মনে ভাব তুমি, বড় স্বচতুরা আমি,  
বলিহারি বাই তোমাণি, এই কিরে তোরা প্রেমকরা ॥

স্বরত কাণ্ডলাণী ।

আমার আর কিছু ভাল লাগে না ।  
মনের মাহুষ হারিয়ে গেছে,

খুঁজে পেলাম না ॥

মনের মাহুৰ বিনে সখি,  
( আমার ) মন হয়েছে উড়ো পাখী,  
( উড়ো পাখী )  
আমি ছদি-পিঞ্জরে তারে ধ'রে রাখি,  
পোষ ত মানো না ॥

বাগেশ্রী ।

কে ৩

একি রূপ হেরি হরি হে,  
তুমি ধরেছ যোগীর বেশ ।  
কিবা রূপ কিবা ছটা, তুমি বেঁধেছ  
টাঁচর চিকুর কেশ ॥  
মুরলী ত্যজিয়ে হরি, পিনাক ত্রিশূল-ধারী,  
বনমালা পরিহরি হাড়ের মালিনী বেশ ।  
পৃথিবী করেছ রাজা, এমন সোণার চর্চিত অঙ্ক  
তুমি ঢেকেছ বিভূতি দিয়ে, শুন ওহে পৃথ্বীশ ॥

ইমন ভূপালী ।

মনেরি বাসনা শ্রামা, শবাসনা শোন্ মা বুলি ।  
হৃদয় মাঝে উদয় হও মা যখন করবে আমার অন্তর্জালি ।  
তখন আমি মনে মনে তুল'বো জবা বনে বনে,  
মিশায়ো ভক্তি চন্দনে ঐ পদে দিব গুণাঞ্জলি— .



অর্দ্ধ অঙ্গ গজাজলে, অর্দ্ধ অঙ্গ থাকবে স্থলে,  
কেহ বা লিখিবে ভালে কালী-নামাবলী—  
কেহ বা কর্ণকুহরে বল্বে কালী ধীরে ধীরে,  
কেহ বলবে হরে হরে করে করে দিয়ে তালি ।

— 9 —

पि १ काकि मिक्क—य९ ।

অনুগত জনে কেন তুমি এত কর প্রবঞ্চনা ।

( যখন ) আঘাত মারিলে মারিতে পার,

( তখন ) রাখিলে কে করে মানা ।

(আমি) করে থাকি অপরাধ, প্রেমডরি দিয়ে বাঁধ,

(আমার) বিনা অপরাধে একি রে তোর বিবেচনা।

কে, মল্লিক ।

স্মার্ট মল্লার ।

বড় ভালবাসি, বারে বারে আসি, তবু কেন দেখা

दाङना दाङना ।

তোমার লাগিয়া ব'সে আছি, সদা, মুখ তুলে কেন

চাওনা চাওনা ॥

সারাদিন থাকি তোমারি লাগিয়া,

সারারাত্রি জাগি তোমারে ভাবিয়া,

(ভূমি) নিমেষের তরে বারেক ভুলিয়া চকিত চাহনি

चाहना चाहना ॥

কেন উষ'র বাতাসে হাসিয়া,  
 অরুণ-আলোকে ভাসিয়া,  
 হিষার মাঝারে নাচিয়া,    প্রেমের গরিমা গাহ না ।  
 এস সলাজ হান্স হাসিয়া,  
 এস তেরছ নয়নে চাহিয়া,  
 আমার অংশ হৃদয়ে বিরহ-বান্ধন টুটিয়া ছিড়িয়া দাও না, দাও না ।  
 ( এস ) হৃদয় আকাশ ছেদিয়া,  
 চাহ মেঘের আড়ালে থাকিয়া,  
 কুঞ্জভবন বিরহে মগন    তুমিত ফিবিয়া এস না ।  
 (এস) তারা-হার গলে পরিয়া,  
 এস জোছনার দুখ হরিয়া  
 মলয়মাক্রতে মদনেরি সাথে দেখা দিয়ে চলে যেওনা যেওনা ।

মাষ্টার মদন মোহন চট্টোপাধ্যায় ।

পি ১৬১৭

২ — পূর্ববী ।

সাক্ষ্য সমীরে থরে থরে    ( মন ) দেছে মধুর বাস ।

সরসীর-বুকে কুমুদিতেরে    হুঁতু কে দে'ছে মধুর হাস ।

চাঁদে কে দিয়েছে জোছনা রাশি,

প্রেমিকের গলে পরাতে কাঁসি,

কামিনী অধরে কেন সুখা ঝরে কেন সেথা বহে সদা মধুমাংস ।

এ ভব ভবন কেন বা সুন্দর, কেন সেথা ক্ষরে সদা রবি-শশি-কর,

কেন বা তটিনী কুলু কুলু ধ্বনি চলেছে সাগর-পাশ ।

## কাস্তন ।

কোথা হে প্রাণসখা কোথা তুমি দয়াময় ।

অসময়ে রাসবিহারী ঠেলোনাকো পায় ॥

( আমায় দেখা তুমি হরি দেবে না কি )

( আমার অসময়ে দাও হে দেখা )

আমি ভাল জানি হরি বিপদকাণ্ডারী, অসময়ের সখা

তুমি বংশীধারী.

তবে কেন প্রাণসখা ( সখা হে ) দিতেছ না দেখা

ভুলেছ কি অভাগায় ।

হরি তুমি ভোল তাতে নাইক ক্রটি, যেন তোমাতে হে থাকে মতি

( আমি ডাকছি তোমায় ) ( ওহে অনাথের নাথ অসময়ে আমি

ডাকছি তোমায় )

দেখি পাই কি না পাই তোমার দেখা ॥

( ও হে দীননাথ দেখি পাই কিনা পাই তোমার দেখা )

—০০৭।

এম, এন, মোক্ষশাসি, তরুক্ষে মস্তা )

বি ১৬৫৪

আসোয়ারী মিঃ দাং

আমার মন মজিল সখীরে কালার বাঁশীতে ।

মনে করি ভুলে থাকি, ভুলিতে পারি না সখি,

যে দিকে ফিরাই আঁখি পাই দেখিতে ॥

যে শুনেছে বাঁশীর গান, হারায়েছে কুল মান,

যমুনা রহে উজান, কালার বাঁশী শুনিতে ॥

ঝাঁঝিট খাষাজ ।

বারণ কর গো সহী তারে—

আর যেন শ্রামের বাঁশী বাজে না বাজে না ॥

আমরা নারী কুলবালা,

পথে কালা একি জালা,

জল ঢেলে জল আনতে যাওয়া সাজে না সাজে না ॥

পি ৩৩০৫

( টহলদারী )

সীতারাম ভজ্জনা মনুয়া দেখনা সংসার কি কারখানা ।

বাপ মাতারি জরু লেড়কা কোই নেহি তোমরা আপনা ॥

সাধুসঙ্গমে হৃদম্ ফিরো ছোড় দে রঙ্গ ছলনা ।

ছনিয়া ছোড়কে যানে হোগা এবি ইয়াদ রাখনা ।

শেষ্কা দিন্‌মে কোই নেই সাথী, এবি ইয়াদ রাখনা ।

আর উসি বখ তমে রামনাম লেকে ধরম সাথী করলে না ॥

— — —

( দরবেশী )

দিন ফুরাল সম্বে চল ইহকাল পরকাল হারায়ো না ।

শরীর-পিঞ্জরে জীবন-বিহঙ্গ চিরদিন ব'সে থাকবে না ॥

জপ তপ কর কি মরণে হসিয়ায় যমদূত-বন্ধন তাড়না ।

মাতাপিতা সহোদর দারা স্তত পারিবার, আপন আপন

মিছে ধারণা ॥

একাকী এসেছ একাকী যেতে হবে কেউ ত সঙ্গে যাবে না ॥

পি ৩৪২৬

( ঝুমুর )

পোড়ার-মুখী কলকিনী রাই লো ।

(ওলো) তোর মতন কুলমজানী গোকুলে কেউ নাই লো ॥

(ওলো) তুই লো ধনি রাজার মেয়ে,

ভুলে রইলি রাখাল পেয়ে লো ।

ওলো খাষা দইকে ত্যাজ্য ক'রে কাপাস খেলি গো ॥

(ওলো) যমুনায় জল আনতে গেলে,

রসের কথা কদম তলে ঘটলো ।

(ওলো) দেখে এসে লোকে বলে সকল শুনতে পাই লো ॥

আ মরি কি রূপের ছটা,

কয়লা হ'তে ময়লা সেটা (লো)

ওলো তার সনে তোর প্রেমের ঘটা লাজে মরে যাই লো ॥

ভাটিয়ালি ।

সাজের বেলাতে কে তোরে জল আনতে ব'লেছে ॥

ঘরের জল বাইরে ফেলে, জল ফেলে জল আনতে গেলে,

না জানি কোন্ কালার সাথে মন মজেছে ॥

দাদা এলে ব'লে দিব, ব'লে দিয়ে মার খাওয়াব,

জল আনা তোর ঘুচাইব আয়ানের কাছে ॥

পি ৩৫৭২

খাষাজ ।

নিপট নিষ্ঠুর শ্রাম নটবর চরণ ছাড়িয়ে দাও না ।

রাধা গোয়ালিনী অতি কুরুপিনী চন্দ্রাহুঞ্জে যাও না ॥

চন্দ্রা-হৃদয়-আকাশ-চাঁদ, ভূমে পড়ি আজি কেন গো কাদ,  
ওগো যাও যাও কাছে এসোনা আমাদের রাই তো  
কথা কবে না ।

নটবর তব শ্রাম কপালে, সিন্দুর দিয়ে কে বা সাজালে,  
রমণী-ভূষণ যতনে পরালে কাজলে আঁখি ভরালে কে,॥  
রাধাকিশোরী রসবিহীনা, প্রেমিকা চন্দ্রা প্রেমিকা-প্রধানা,  
ছি ছি কালা লজ্জা করে না এখানে পীরিতি হবে না ।

কাফি ।

কাল হ'ল কাল আমার সহি, দুখ কারে কই ।  
কত কাল কেটে গেল সে কাল আসিল কই ॥

(: এ কাল যাতনা সহি )

কাল তমালতল, কাল কদম্বমূল,  
কাল কালিন্দীজল কালসম হের ওই।  
এত কাল ল'য়ে সখি, বল কত কাল থাকি,  
আঁখি মুদে কাল দেখি জানি না সহি কাল বই ॥

পি ৩৮২৫

বাগেত্রী ।

উমা আমার কেমন ছিলি ভিখারী হরেরি ঘরে ।  
লোকের মুখে শুন্তে পাই মা, জামাই নাকি ভিক্ষা করে ।  
সত্য কি মা অন্ন বিনা উপবাসী থাক উমা,  
দিনান্তে অন্ন জোটে না, দীশান নাকি অশানে মশানে ফেরে ॥

শঙ্কর ।।

ছিলাম ভাল জননী গো হরেরি ঘরে ।  
 কে বলে জামাই তোমার আশানেতে বাস করে  
 যে ঘরেতে বাস করি, বর্ণিতে নারি মা ডরি,  
 নীলকান্ত আদি করি কত রত্ন শোভা করে ॥  
 পয়েন বটে বাঘাঘর, জামাই তব বিশ্বেশ্বর,  
 ভগ্নমাখা কলেররুঁ অহি সদা শিরোপরে ॥

পি ৪০৬১

যোগিগ্রা ।

সাধ.না মিটল আশা না পুড়িল,  
 সকলি ফুরায়ে যায় মা ।  
 জনমের শোধ ডাকি মা তোমারে,  
 কোলে তুলে নিতে আয় মা ॥  
 এ পৃথিবীতে কেউ ভাল ত বাসে না,  
 এ পৃথিবী ভাল বাসিতে জানে না,  
 যেথা আছে শুধু ভালবাসাবাসি  
 সেথা যেতে প্রাণ চায় মা ॥

— ০ —

টোরি ভৈরবী ।

আমি সকল কাজের পাই হে সময়,  
 তোমারে ডাক্তে পাই নে  
 আমি চাহি দারা-সুত-সুখ-সম্মিলন,  
 তব সঙ্গস্থ চাইনে ॥

আমি কত গান গাহি মনেরি হরষে,  
তোমার মহিমা গাইনে ।  
আমি বাহিরের দুটো আঁখি মেলে চাই,  
জ্ঞান আঁখি মেলে চাইনে ॥  
আমি কার তরে দিই আপনা বিলায়ে,  
ও পদতলে বিকাইনে ।  
আমি কত কি যে খাই, ভস্ম আর ছাই,  
তব প্রেমামৃত খাইনে ॥

পি ৪১৩২

ইমন ।

কি টিপ পরেছ মনমোহিনি চাঁদপানা মুখে ।  
আশে পাশে কাল নয়ন ভাসছে লো স্থখে ॥  
গালয় ছলছে শিকলি হার, ফাঁপা চুলে চেরা সিঁখি  
কব কি বাহার,  
আলত-পর্য চরণ দুটি রাঙ্গা টুকটুকে ॥

শঙ্করা ।

দেখলে তারে চুলোচুলি না দেখলে প্রাণে মরি ।  
সে যে প্রাণেরি প্রাণ প্রাণের বিষম অরি ॥  
তার সঙ্গে কথা হ'লে, কাটাকাটি সাজ সকালে  
আবার কথা না বহিলে প্রাণ জুড়াতে নারি ।



কানাকানি সাধাসাধি, ভাবি দূরে গেলে বাঁচি,  
চ'থের আড়াল হ'লে পরে তিলেকে আঁধার হেরি ।

পি ৪৩৩৫

( আগমনী )

কে নাম দিল ত্রিগুণধারিণী,  
(ওমা) কে নাম রেখেছে মা তোর নিস্তারিণী ।  
(ওমা) বল মা প্রাণের উমা, মা হ'তে এত মা  
হয়েছ কার এত আদরিণী ।  
আদর ক'রে আমি উমা নাম রেখেছিলাম,  
ওমা গো আমি আজি যে শুনিলাম সবে নাকি,  
মা ওমা রেখেছে তোর নাম, দুর্গে দুর্গতিহারিণী ।  
সুখের তরে তোরে হরে সঁপিলাম,  
দুঃখে কাল হর অবিরাম,  
কে দিয়েছে তোর দুঃখহরা নাম'  
আমি ত জানি জনমদুঃখিনী ।  
অন্নশূন্য দেখি শিবের ঘর সদা,  
কে নাম রেখেছে মা তোর অন্নদা,  
দ্বিজ দাশরথি ভয়ে কাঁপে সদা,  
কে নাম রেখেছে ভবের ভয়নাশিনী ।

( আগমনী )

সারা বরষ দেখিনি মা, মা তুই আমার কেমন ধারা ।  
মা, 'নয়নভারা হারিয়ে তারা, আমার অন্ধ হ'ল আঁধি-ভারা ।

রেকর্ড সঙ্গীত ।

এলি কি পাষণী ওরে দেখবো তোরে আঁখি ভরে' ( মা ),  
কিছুতেই খামে না যে মা আমার পোড়া এ নয়নের ধারা ॥

—•—

পি ৪৫৫২

বাউল ।

( খ্যাপা ) ভাঙলো না তোর মায়ার ঘুম ।  
বিষয়মদে চক্ষু মুদে শুয়ে আছ বেয়ালুম ॥  
ঐশ্বর্যের মাৎসর্যে তুমি মনে কর বাদসা রুম ।  
প্রপঞ্চ এক সাজ সেজেছ ঠিক যেন ভাট্ট হাটুম টুম ॥  
গোলা পায়বার বাচ্চা পুষে বাচ্চা তুমি শুক ভেবে তায়  
খাচ্ছ চুম ।  
ও না বলবে কৃষ্ণ গুনবি স্পষ্ট ডাকছে বলে বাকুম্ কুম্ ॥  
( ভোলা মন ) হুর ব্রহ্মা না জেনে মন্দ সাধ বসে  
তাতুমতুম,  
রাগেতে তোর নাই অহুরাগ পেছনে তোর  
ঝিঁঝিট লুম্ ॥

—•—

বাউল ।

দোকানী ভাই দোকান সার না কত করবে আর বেচা কিনা ।  
ও তোর লাভের আশায় দিন কেটে গেল,  
দোকানের সব মাল মশলা চোর হজনে নিলু,  
তোর ঘরের মাঝে সিঁদ কেটেছে তাও কি একবার দেখনা ॥  
পরেই ঠকাতে গিয়ে নিজে ঠকিলি যা ছিল তোর আসল  
টাকা সব খোয়ালি,

ও সে মহাজনের কি করিবি তাগাদার দিন বল না ।

ককিরচাঁদ কয় ফিকিরের কথা এখন মহাজনের স্বরণ নিয়ে

জানাওগে ব্যথা,

তিনি বড় দয়াল শুনুলে আওহাল তোরে নিদয় হবেন না ।

—•—

পি ৪৭২৭

গারা ভৈরবী ।

মম সুখোদয় যে দিন উদয় হবে গো জননী জানি সমুদয় ।

এ ভব সংসার সকলি অসার হবে নৈরাকার জলে জলময় ।

সরস্বতীর হবে বেদে অবিচার, কমলার হবে কুভঙ্গ-আহার,

অনাদির হবে জীবন সংহার পশ্চিমেতে হবে ভানুর উদয় ।

পবনের যেদিন গতিরোধ হবে ভুজ্জ্বলেতে যে দিন গরুড়ে

দংশিবে

পতঙ্গে যেদিন মাতঙ্গে নাশিবে সিংহিকার হবে শৃগালের ভয় ।

—•—

খান্ধাজ !

কেন বঞ্চিত হব চরণে ; আমি কত আশা করে বসে আছি

পাব জীবনে না হয় মরণে ।

যা আমি শুনেছি হে তুষাহারী তুমি এনে দাও তা'রে প্রেম অমৃত

তুষিত যে চাহে বারি,

তুমি আপনা হতে হও আপনার, যার কেহ নাই তুমি

আছ তার,

একি সব মিছে কথা ভাবিতে যে ব্যথা বড় বাজে প্রভু মরমে ।

আহা তাই যদি নাহি হবে গো, পাতকীতারণ তরিতে তাপিত  
 আতুরে তুলে না লবে গো,  
 হয়ে পথের ধূলায় অন্ধ এসে দেখিব কি খেয়া বন্ধ  
 তবে পারে বসে পার কর বলে পাপী কেন ডাকে দীন শরণে ॥

পি ৪৭৬০

ভীমপলত্রী ।

জয় যজ্ঞেশ্বর জগদীশ্বর জগজ্জন জগৎপালন ।  
 হুবীকেশ হরি রাসবিহারী রমানাথ রাধামোহন ॥  
 তুমি বিশ্বস্তর বংশীধর শ্রীরাধা রাধামোহন ।  
 তুমি অনাথের নাথ শ্রীপতি শ্রীনাথ দীননাথ দীনতারণ ॥  
 হরি ত্রিলোক পালক বালক বেশেতে কর বস্ত্রদেব-চুঃখনাশন ।  
 তুমি নরকাস্তকারী হরি হে নরকাস্তি ধরি নরকুল-জন্মগ্রহণ ॥

বিভাস ।

এই বিশ্বমাঝে যেখানে যা সাজে  
 তাই দিয়ে তুমি সাজায়ে রেখেছ ।  
 বিবিধ বরণে বিভূষিত করে  
 তার উপরে তোমার নামটি লিখেছ ॥  
 পত্র পুষ্প ফলে দেখি যে সব রেখা,  
 রেখা নয় তোমার দয়াল নামটি লেখা,  
 সুন্দর নামটি বিহঙ্গের অঙ্গে আঁকা,  
 প্রেমামন্দ নাম নয়নে লিখেছ ॥

পি ৫১০৭

আড়ানা ।

দয়াময় দয়া করিয়া ( তার দীনে দীননাথ দয়াল )  
 দুখ নিবারণ দাও দরশন দিনে দিনে দিন যায় হে চলিয়া ।  
 দীনের দিন হয় যে অবসান, দীননাথ-স্বত ভয়ে কাঁপে প্রাণ ।  
 তরাও ভবসিদ্ধু ওহে দীনবদ্ধু দূরে দূরে আর থেকে না ভুলিয়া ॥

— • —

ছায়ানট ।

যদি এ আমার হৃদয়-দুয়ার বন্ধ রহে গো কতু ।  
 দ্বার ভেঙ্গে তুমি এস মোর প্রাণে ফিরিয়া যেওনা প্রভু ॥  
 যদি কোনদিন এ বীণার তারে তব প্রিয় নাম কতু না ঝঙ্কারে ।  
 দয়া করে তবু রহিও দাঁড়ায়ে ফিরিয়া যেও না প্রভু ॥  
 যদি কোন দিন তোমারি আসনে আর কাহারেও বসাই যতনে ।  
 চির জীবনের হে রাজা আমার ফিরিয়া যেও না প্রভু ॥

পি ৫৩১২

বেহাগ ।

কে বলে মায়েরে কাল ।

কাল যদি হ'ত শ্রামা ওগো করুতো কি তায় জগৎ আলো ॥  
 যারা মাকে না দেগেছে, তারা ত কাল বলেছে,  
 অন্ধকারে পড়ে আছে তাই, করে যত গণ্ডগোল ।  
 কালবরণ নয়গো শ্রামা, কালভয়হারিণী যে মা,  
 আহা সে রূপের নাই উপমা, ভব যারে হেরে পাগল ॥

ঝাঁঝিট খান্ধাজ ।

একবার ডাক দেখি মন ডাকার মতন,  
 শ্রামা কেমন থাকতে পারে  
 শুধু মুখের ডাকে আসে না মা,  
 মনের ডাকে রইতে পারে ।

কবে হয়ত কোন কালে,           ডেকেছিলে মা ব'লে  
 তাইতে দেখা পাওনি ব'লে থাকবে কিরে ভুলে তারে ।  
 লোকে তারে বলে পাষণী,      তা ত নয় সে শিবরাণী,  
 না জানিলে ডাকতে তুমি, পাবে দেখা কেমন করে ।

পি ৫৭১৬

দিবসে নিশীথে নিয়ত ভোজনে পাঠা খেতে কেন পাই না ।  
 খাই খাই করি, খাইতে না পারি ভাব বুঝি আমি চাই না ।  
 ওহে বোকেন্দ্র যেও নাকো দূরে  
 কাছে এসে ডাক স্তমধুর স্বরে  
 সৌরভে তব ভরিয়ে উদর নহিলে যে ভাত ওঠে না ।  
 ডাকিছে স্নহাংলী আকুল পিয়াসে,  
 ব্যা ব্যা ধ্বনি কর কাছে এসে,  
 তোমারে হেরিয়া অন্ন দিব গ্রাসে :  
 ওরে না হ'লে যে ক্ষুধা মেটে না ।

## ঔদরিক [ কমিক ]

যদি কুমড়ার মত, চালে ধরে রত, পানতুয়া শত শত ॥  
 আর সরষের মত হ'ত মিহিদানা, বুঁদিয়া দুটের মত ॥  
 ( আমি ) তুলে রাখিতাম, বোঁদে মিহিদানা গোলা বেঁধে আমি  
 তুলে রাখিতাম, আর বেচ্‌তাম না হে,  
 গোলায় চাবি দিয়ে চাবি কাছে রাখিতাম । )  
 যদি তালের মতন হত ছানাকড়া ধানের মত চসি ।  
 আর তরমুজ যদি রসগোল্লা হ'ত, আমার দেখে হ'ত প্রাণ খসী ।  
 ( আমি পাহারা দিতাম, ক্ষেতে কুঁড়ে বেঁধে,  
 সারারাত তামাক খেতাম আর পাহারা দিতাম  
 থেকশেয়ালী আর চোর তাড়াতাম )  
 যেমন সরোবর মাঝে কমলের বনে শত শত পদ্মপাতা ।  
 তেমনি ক্ষীর সরসীতে শত শত লুচী যদি রেখে দিতেন ধাতা ॥  
 ( আমি নেমে যে যেতাম, সেই ক্ষীর সরোবরে ঘন জলে  
 আমি গাঁমছা পরে, নেমে যে যেতাম আমি মেখে যে যেতাম  
 একটু চিনি যে নিতাম )  
 যদি বিলাতী কুমড়া হ'ত লেডিকনী পটলের মত পুলি  
 (আর) পায়েসের গন্ধা ব'য়ে যেত, পান করিতাম দুহাতে তুলি  
 ( সেই সুখা তরঙ্গের ঘনজলে আমি ডুবে যে যেতাম  
 আর উঠতাম না হে, তুলে ডুবে যে যেতাম  
 গিল্লি হাত ধরে কর্ত্ত টানাটানি তবু উঠতাম না হে )  
 সকলই ত হ'বে বিজ্ঞানের বলে নাহি অসম্ভব কথ্য  
 শুধু এই খেদ কাস্ত, হয় ত মানব জন্ম আর হ'বে না,

শিয়াল কি কুকুর হ'বে না,

সব্বাই থাকে, আর ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইবে

খেতে পারে না )

পিং ৫৭৪২

সিদ্ধু ঝাঙ্কাঝাঙ্ক ।

ভাল খেলা খেলিতে তারা

অবোধ ছেলে আমায় নিয়ে,

তুমি দিলে বা কি, আমি পেলেম বা কি

কেবল আমি রৈলেম সয়ে ॥

যেবন গেল ভোগ বাসনায়,

এখন বৃদ্ধকালে কি করি হায়,

জীবনটা যে গেল বয়ে ॥

ভৈরবী ।

একটা ভূতে রক্ষা নাই মা,

আমার পাঁচটা ভূতের বাসা ঘরে ॥

মেই রাত পোহাল ভূতের বোঝা,

নিতাই যে ভূত স্তব্ধ করে ॥

অঙ্কুরাস পূত শুদ্ধি

বিনা হয় না পূজা শুদ্ধি ;

খেয়ে সিদ্ধি হত বুদ্ধি,

লিখেছে তোরা ভূতেশ্বরে ॥

তোরা কর্ম সবই অদ্ভুত,



ভূতের ভিতর আমায় করলি ভূত  
 দ্বিধা নীলাম্বরে এমনি ভূত  
 কেবল ভূতের বোঝা বয়ে মরে ॥

পি ৫৮২০

বাউল ।

প্রেমে জল হ'য়ে যাও গ'লে শরণ হ'লে ॥  
 অবিরাম হয়ে নত চলে যাও নদীর মত  
 কলকলিয়ে অবিরত জয় জগদীশ ব'লে ।  
 বিশ্বাসের তরঙ্গ তুলে ও তুই মহাপাড়ি ভাঙ্গ সমূলে  
 চেওনা কোন কূলে নেচে গেয়ে যাওরে চলে  
 সে জলে নাইবে যারা থাকবে না মৃত্যু জর।  
 পানে পিপাসা যাবে ময়লা যাবে ধুলে  
 যারা সাঁতার তুলে নাব তে পারে  
 তাদের টেনে নে যাও একেবারে  
 ভেসে যাও ভাসিয়ে নে যাও সেই পরিমাণ নিকু জলে ॥

বাউল ।

আমি মুক্তি চাই না হরি ।  
 পড়িয়ে বিপদে তোমারি শ্রীপদে ভক্তিভিক্ষা করি ॥  
 ( হরিহঁ ) আসিব যাইব চরণ সেবিব  
 হইব প্রেমের অধিকারী  
 ( হরিহঁ ) আমায় এই দাও প্রসাদ, সেবা অপরাধ  
 যেন ঘটানো বংশীধারী

( ওগে। ) চিনি হাওয়ার চেয়ে চিনি খাওয়া ভাল  
 দেখিলাম চিন্তা করি ।  
 সাষ্টি সামীপ্য করি লক্ষ লক্ষ, মোক্ষ বাঞ্ছা নাহি করি ।  
 সেই ষমুনারি কূলে, শ্রীরাম যগুলো  
 রহিবে রাসবিহারী হে  
 যেন জন্মে জন্মে আসি, হ'য়ে সেবাদাসী  
 চামর ব্যঞ্জন করি ।

পি ৫২৭১

ভৈরবী ।

জগত তোমাতে তোমারি মায়াতে  
 মোহিত জগৎ জন ।  
 রবি শশী তারা আজ্ঞাকারী তারা  
 সদা নিয়ম করে পালন ।  
 ( মা ) সংসার খেলনা দারা স্তুত দিয়ে  
 ( তুমি ) তুলায়ে রেখেছ মা মোহিত করিয়ে ।  
 তুমি খেলাচ্ছ যে খেলা, খেলিব মা সেই খেলা  
 মায়া মোহে মুগ্ধ অনুরক্ত ।

কাফি ।

তনয়ে তার তারিণী ( তারা ) ।  
 ত্রিবিধ তাপেতে তারা, নিশিদিন হ'তেছি সারা  
 বারবার অনিবার, কাঁদাও না মা আর  
 অধম সন্তানের ছঃখ, নাশ ছঃখনাশিনী ।

সংসার রাজ্য ফলে ভুলিব না আমি আর  
 খাইয়া দেখেছি তাহে নাহি যে কোন স্ততার  
 সে যে পুরিত-গরলে, খাইলে কুকল ফলে;  
 মা হয়ে সস্তানের মুখে দিও না গো জননী ।  
 আমার আমার ক'রে মৃত্ত হই অনিবার  
 দারা স্তত ইঞ্জিয়াদি সকলি করি আমার  
 কিন্তু আমি কোনখানে খুঁজিয়া না পাই ধ্যানে  
 দীনরামে আর ভ্রান্তিতে, রেখনা জননী ।

— ০ —

পি ৫৯৮৫

ভৈরোঁ ।

মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই  
 মনে ভ্রমে মাটি দিয়ে,  
 মা বেটী কি মাটির মেয়ে  
 মিছে খাটী মাটি নিয়ে ।  
 অসি করে. মুণ্ডমালা,  
 সে মা কি মাটির বালা,  
 মাটিতে কি মনে জ্বালা  
 দিতে পারি নিভাইয়ে ॥

— ০ —

টোরি ।

জগত জননী তারা মা তারা ।  
 মা জগতকে তরালে, আমারে ডুবালে  
 আমি ভোমার জগৎ ছাড়া

দিবা অবসানে রজনী কালে  
দিয়োছি সাতার শ্রীদুর্গা বলে  
মম জীর্ণ তরি তাহে নাহি কাণ্ডারী  
ডুবিল ডুবিল মাগো ভরা ।

পি ৬১৭৬

নীলকণ্ঠ ।

নারী হব আমি এবার মলে,  
নারীর কথায় কথায় মান করব অভিমান,  
চাইব না চাঁদ বদন তুলে ।  
চাকরে বাবুর আমি আদরিণী হব,  
কথায় কথায় নাগর উঠাব বসাব ।  
আজ্ঞা মত তার দাসী হয়ে রব,  
করব জরিমানা একটু কস্বর হলে ।  
ছ হাতেতে পরব ডায়মণ্ড কাটা চুড়ী,  
তেজ্য করে ঢেরী, পরব নীল শাড়ী.  
কি বাহার হবে আঁহা মরি মরি  
খোঁপা সাজাইলে বকুল ফুলে ।  
ইংরাজি শিখিব লেডী স্কুলে,  
নাগরে নইলে ডায়ম বলিব কি বলে,  
ক্ষুধিমাখা প্রাণ সোহাগেতে গলে,  
হেলে ছলে সদা বেড়াইব খেলে ।

নীলকণ্ঠ ।

হরি কত আর দেখাবে রক্ত কলিতে ।  
 যানে না ধর্ম্মাধর্ম্ম চেনে না গুরু ব্রহ্ম  
 মানবের সধর্ম্ম অধর্ম্ম পথে চলিতে ॥  
 পিতামাতার অন্ন দিতে দীন দৈন্য দশা যার  
 বণিতার গহনা দিতে দিনে রোতে জমীদার  
 ভোলাতে রমণীর মন করতে পারে দেশ ভ্রমণ  
 করতে নারে মালা ধারণ  
 হরি তোমার নাম জপিতে ।  
 খণ্ডর সম্বন্ধী এলে লুটিয়ে পড়ে তাদের পায়  
 গুরু এলে নোয়ায়না মাথা  
 পাছে টেরী ভেঙ্গে যায়  
 মরি মরি হায় হায় ছিন্ন বস্ত্র মায়ের গায়  
 শাখা শাড়ী শালী পায় মুখে কথা না খসাতে :

পি ৬২৮০

সিন্ধু খানজা ।

ওগো নবমী নিশি গো তুমি আর যেন পোছায়োন!  
 ওগো তুমি গেলে আমার উমা যাবে,  
 এ দুঃখীর প্রাণ আর বাচবে না  
 সপ্তমী অষ্টমীতে আমি ছিলাম মনের স্বখেতে  
 ওরে নবনী তুই মাথা খেতে কেন এলি বলনা ॥

বসন্ত ( আগমনী )

আয় মা সর্বমঙ্গলা সর্ব সুমঙ্গল ল'য়ে

আসিস্ না সন্তানের ধন মা,

শিবের কাছে জমা দিয়ে ।

এতদিন যে মনের স্থখে ছিলি শিবের বৃকে,

এতদিন কাল মুখে কইনি কিছু কাছে গিয়ে ।

শিব যদি না আসিতে চায়

আমি কিছু বলবো না তায়

আনন্দ স্থান পেলে ও পায়

আপনি তো তায় আস্বে ধেয়ে



পি ৬৪২৩

খান্জাজ ।

ডেকে ডেকে কেন ঘুম ভাঙালে, তুমি ত সেই পরেরি পরাণ,

বঁধুয়া ।

( ও গো ) তুমি যাও যাও বঁধু তোমার ভালবাসার কাছে,

সে আছে মরমে মরিয়া ॥

আমি সরল জানিহা জীবন যৌবন, সঁপেছিহু তোমায় যাঁচিয়া,

তুমি বড় দাগা দিলে অঁভাগী কানালে, আমায় জনম গেল হে

কাদিয়া ॥

আমি মাণিকলাভে সাগরে ডুবিলু, কিন্তু ফণী বিধে গেহু জরিয়া

আমি জুড়াইব বলে চাঁদ সেবিহু, কিন্তু সে দিল আশুণ ঢালিয়া ॥

আশা—ভৈরবী ।

(তোমায়) দেখিবার আশা মেটেনি এখন চঞ্চলে চলে যেও না ।

মরমের কথা এখন বলিনি তাও কি বলিতে পাব না ।

( ও গো ) তুমি কি বুঝিবে বিরহে কি হৃৎখ,

কি বুঝিবে তুমি মিলনে কি স্মৃৎখ,

দিনেকের তরে ভুলেও আমার স্মৃৎখ-হৃৎখ ভাগী হলে না ॥

তবুও না ভেবে রহিতে পারি না,

তবুও না দেখে পরাণ বাঁচে না,

এত ব্যাকুলতা, এত ভালবাসা, বুক পেতে তুমি নিলে না ॥

— — —

পি ৬৪২৪

সিন্ধু খাখাজ ।

আমি কি তোর ছেলে নই মা,

ডাকলে কেন দিস্নে সাড়া ।

বুঝি ডাকার মত হয় না ডাকা,

তাইতে আমি তোর চরণ ছাড়া ।

মার পদে যে ভক্তি করে,

সে তো করে নিজের জোরে,

কিন্তু ভক্তিহীনে নেয় না কোলে

এমন মা যে জগৎ ছাড়া ॥

— — —  
ভৈরবী ।

আমার মা এখন বেঁচে ।

• • • কি ভয় তুই দেখাস আমায়

আমার কিসের ভয় আছে ॥  
 তোর তারণে ভয় করিনে,  
 বলিরে তোর কাছে ( শমন রে )  
 ভয় দেখাবি যে ডরে তোকে  
 আমার কাছে আসা মিছে ॥  
 খাটবে না তোর জারি জুরি  
 দেখরে মনে বুঝে ( শমন রে )  
 কালের কাল সেই মহাকাল  
 আমার মায়ের পায়ের নীচে ॥

পি ৬২২০

ইমন ।

সারা জীবন ধরে উমা আছি মা'তোর পথ চেয়ে ।  
 আয় মা এ দীন হীনের ভাঙ্গা ঘরে রাজা মেয়ে ॥  
 ভূষিত কুসুম হারে চর্চিত চন্দন ধারে,  
 শোভিত অভয়াপদ আরক্তিম জবা দিয়ে ॥  
 শূন্ত এ হৃদয় আসন দে মা এসে দরশন ;  
 আমি হেরি রূপ, অতুলন জুড়াই তাপিত হিয়ে ॥

— ০ —

বেতাগ ।

আয় মা জগত জননী ।  
 নিরুপায় দীনহীন চির হাহাকার পূর্ণ,  
 নিরন্ন এ বঙ্গ গৃহে অন্ন-দায়িনী ॥



রোগ ক্লিষ্ট জীর্ণ শীর্ণ ক্ষীণ দেহ বলহীন,  
 কাতর সন্তান গেহে শক্তি দায়িনী ॥  
 হৃজল হৃফল হীন মুক্ত প্রাণ আয়ুহীন ;  
 অশ্রময় বঙ্গ গৃহে শাস্তহাসিনী ॥

— ০ —

পি ৭০০৮

সারি ।

নিশি গেল পোহাইয়ে প্রাণনাথ এলো না ।  
 আমার মনের কথা মনে রইলো, শ্যামকে বলা হোল না  
 বনে বনে বুলি বুলি,

( আমি ) বনফুল আনিলাম তুলি ( সহরে )  
 তার বোঁটাগুলি দিলাম কেলি শ্যাম অঙ্গে বাজবে না ।  
 আমার সাধের মালা শুকাইল,

শ্যামকে দিতে পেলেম না ॥

— ১ —

গজল ।

বাণেই আমার কুঞ্জ হতে মিছে আর  
 জালাইও না,

স্মরিলে মরিব, মরিলে ভুলিব,  
 পেয়েছি যে বস বাতনা ॥

সয়েছি কত মরম বেদনা,  
 অন্তরযামী তুমি তো জান না,  
 মিনতি করি দুটি পায়ে ধরি,

ছুয়োনা ছুয়োনা ছুয়োনা ॥

পি ৭১২০

খান্ধাজ ।

কেমনে বা সরি বলনা কিশোরী পড়েছি রূপেরি ফাঁদে ।

( ও গো ) এ পথে আসিয়ে তোমারে হেরিয়ে (আমি) পড়েছি  
লো প্রমাদে ॥

হানি থরতর নয়নেরি শর এখন বলিছ সর সর

( ও গো ) আমার এ শরীর জর জর

কি জানি কি অপরাধে ॥

করিনি বটে রমণী সঙ্গ তুমি সে স্বভাব করিলে ভঙ্গ

আবার এবে মানা ছুঁইতে অঙ্গ এ রীতি কি রীতি রাখে ॥

বাগেলী ।

ছি ছি ছাড় বাঁকা মদনমোহন ।

অসময় রসময় রঙ্গ কি কারণ ॥

একে গৃহে গুরুজনা সতত দেয় গঞ্জন।

বারুণ করি কেলোসোনা ধোরণা নারীর বসন ॥

আমরা গোপেরি নারী, তব প্রেম বাঁধা হরি

নির্জ্জন নিশীথে প্যারীর কুঞ্জে দিও দরশন ॥

পি ৬৭৮১

খান্ধাজ ( কামক ) ।

কেন বঞ্চিত হব ভোজনে ॥

আমরা কত আশা ক'রে নিজ বাসা ছেড়ে এসেছি এখানে

কজনে

আহা তাই যদি নাহি হবে গো  
 তবে এত কি গরজ বাড়ীতে তোমার ছুটিয়ে এসেছি সবে গো  
 ক'রে কুখার জ্বালায় অন্ধ করে দিবে কি দুয়ার বন্ধ  
 তবে তাড়াতাড়ি পাত কর বলে কেন ডাক আত্মীয় স্বজনে ॥  
 আমরা শুনেছি তোমার বাড়ী  
 যে চায় তত পায় হে খাইতে পাস্তুরা হাড়ী হাড়ী  
 শুনি পাবনা হইতে এনেছ আহা  
 বর্জমান হ'তে খাজা ভারে ভার  
 একি সব মিছে কথা দিওনা কো ব্যথা  
 ( আমরা ) খাব না কো বেশী ওজনে  
 একি সব মিছে কথা ভাবিতে যে ব্যথা  
 দিওনা কো মোদের পরাণে ॥

### মিঃ হস্তিদাস ব্যানার্জি ।

পি ৬৭৮১

কমিক ।

কীর খাওয়া মুচকে হাসি শুকিয়ে গেছে কান্নারে ।  
 কার মন করলে চুরি ( আহা ) মার খেয়েছ বাছারে ॥  
 শুনি তুমি রাজার ছেলে, চুরি কর মাখন পেলে,  
 এমন বিত্তে কে শেখালে, কোন্ গোপিনীর কাছে রে ॥

## এম, এন, ঘোষ প্রভৃতি ।

পি ৬২০৮

চাষার প্রেম—কমিক ।

ঐ যাচ্ছিল যে ঘোষেদের ডোবার ধার দিয়ে  
 ঐ আবগাছগুলার তলায় তলায় কঁাকে কলসী নিয়ে ;  
 সে এমনি করে চেয়ে গেল শুধু মোরই পানে,  
 আর আঁখির ঠারে মেরে গেল ঠিক এ এই খানে ।  
 তার রং যে বড্ডই ফর্সা তারে পাব হয় না ভরসা  
 তার জন্তে করুক যতই প্রাণ আনচান ।  
 ও পরগে তার' ডুরে শাড়ী মিহি শান্তিপুরে,  
 ঐ শান্তিপুরে ডুরে রে ভাই শান্তিপুরে ডুরে ;  
 তার চক্ষু দুটি ভাগর ভাগর যেন পটল চেরা,  
 আর গড়নটি যে বলব ভাই সকলকার সেরা ।  
 তার রং যে বড্ডই ফর্সা তারে পাব হয় না ভরসা  
 তার জন্তে করুক যতই প্রাণ আনচান ।  
 তার এলোচুলের কি যে বাহার আর বলবো কিরে ;  
 তার হেঁটুর নীচে পড়ে ছিল মিথ্যা বলিনি রে ;  
 মুই মিথ্যে কবার লোক নইরে করিনিও ভুলে,  
 ও তার হেঁটুর নিচে চুল রে ভাই, হেঁটুর নীচে চুল ।  
 তার রং যে বড্ডই ফর্সা তারে পাব হয় না ভরসা,  
 তার জন্তে করুক যতই প্রাণ আনচান ।

## কালোয়াং—কমিক।

আমিই হচ্ছি সেরা কালোয়াত জন্মস্থান দিল্লি না হলেও,  
 চেনে সেথা মোরে সবে এমন কি ছোট বিল্লি ;  
 মিঞা তানসেন গোপাল নায়ক কিম্বদন্তি,  
 কে আছে আশুক সঙ্গীত রণে গর্ব করিব খর্ব ।  
 তামাক সাজিব গাত্র টিপিব হব আপনার শিশু,  
 অর্থটি শুধু পারিব না দিতে (কারণ) আমরা সবাই নিঃস্ব ।  
 দীপক গাহিয়া বহু মনুষ্যে পোড়ায় করেছি ভস্ম,  
 শুধু কি মাহুষ গো মেঘ মহিষ হস্তি এবং অশ্ব,  
 অর্দ্ধ দত্ত করিয়া কতই করিয়াছি আশি সিন্ধু,  
 সেই হ'তে হ'ল জ্যান্ত পোড়ান পেনাল কোডে নিষিদ্ধ ;  
 তামাক সাজিব গাত্র টিপিব হব আপনার শিশু,  
 অর্থটি শুধু পারিব না দিতে (কারণ) আমরা সবাই নিঃস্ব ।  
 যখন গাহিব তবুরা কাঁধে খিঁচিয়া ছপাটি দস্ত,  
 সে গানে মুচ্ছা যাবে যে যেখানে আছে যত কলাবস্ত ;  
 নবাব খাঁজাখাঁর দরবারে গাহিয়াছিলাম সিন্ধু,  
 ছাত ফুটো করে ঘরের মধ্যে খসে পড়েছিল ইন্দু ।

## টহলদারী।

সুন্দর এ দেহ একদিন মাটিতে মিশাবে ।  
 কচ্ছ বাড়ী লোহার কড়ি দিচ্ছ মজমুদ হবে,  
 ও তোমর বজ্র আটন ফস্কা বাঁধন দেখ না রে ভাই ভেবে ॥

পান ভোজন সব নিয়মে খাও সালসা চ্যাবনপ্রাশ,  
ও তোর সকল ফিকির ফস্কে বাবে হবি কালের গ্রাস  
দাঁত বাঁধিয়ে কলপ দিয়ে কাল কল্লে চুল,  
ওরে ভাব কি ভাই চিত্তগুপ্তের খাতায় হবে ভুল ॥

— — —

বাউল ।

মিছে কাজে ঘুরিস্ নে মন আসল কাজের উপায় কর  
ও তোর দিন ফুরাল আঁধার হ'ল,  
আলোয় আলোয় ঘরে চল ॥  
যেতে হবে অনেক রাস্তা করেছিস্ কি তার সম্বল,  
( বলি ) কেমন করে যাবি সেথা নাইকো রে তোর অর্থবল ॥  
দনীর সঙ্গ নিলে পরে হতিস যেই কাজেরে সফল  
ওরে তাও তো রে তুই খুঁজিসনে ভাই  
মিছে করিস গণ্ডগোল ॥

মুখে হচ্ছে জারী জুরী এতে কিবা হবে ফল

রঙ্গ রসে কাটাসনে কাল

মুখে হরি হরি বল ॥

— — —

অনিলাল পাঙ্কুলী ।

পি ৬৫৫৩

ভাটিয়ালি ।

বেগু বাজে না তাই দেখু চরে না ।

বাজা বাজা রে বেগু, নয় তো দেখুর পেট তো ভরে না ॥

আয় না কাহ্ন বাজারে বেণু, চলনা দেখু চরাতে যাই,  
 তোর সাথে যাব চরাতে, নয়তো দেখু যায় না ।  
 হৃদয় মামা পাটে বসেছে লালি আভা মেয়েছে,  
 বাজা বাজারে বেণু, ও ভাই কাহ্ন, নয় তো দেখু চরে না ॥

—•—

ভাটিয়ালি ।

বড় আশা ছিল কালা তোর চরণ খাইব বইলা রে  
 আমার আশায় জনম গেল ॥  
 কালা যখন বাজায় বাঁশী,  
 আমার মন প্রাণ হয় উদাসী  
 অমনি গো আসি,  
 বাঁশী শুনে প্রাণ হরে গো—  
 আমার কুল মান সবই গেল ।

—

পি ৭৬৩১

কমিক ।

কালা আমার শোনে না কথা  
 কত ক'রে ডাকছি তারে গো  
 তবু প্রাণে দেয় ব্যথা ॥  
 রাধার নামে বাঁশীর সুরে  
 প্রাণটী আমার কেমন করে গো—  
 কাদতে কাদতে ডাকছি কত  
 তবুত' দেখে না খেয়ে মাথা ॥

মিঃ কননীমোহন চাটার্জি :

ভাটিয়াল ।

বিধি, বার কর্ণে যা লিখেছে রে,  
 ( ওরে ) দুঃখ আর কঁাদলে যায় নারে ।  
 দুঃখ পেয়ে যায় বন্ধুর বাড়ী,  
 বন্ধু ডাকলে কয়না কথা রে ॥  
 কেহ থাকে দালান কোঠায়  
 ( ওরে ) কেহ থাকে গাছের তলায়  
 ( আবার ) কেহ প্রেম তরঙ্গে ভাসে  
 ( আনি ) দুঃখী বইসা কঁাদি ॥  
 দুঃখী জনা যায়রে হাটে  
 ( ওরে ) দুঃখের ডালি লয়ে মাথে  
 আবার ) সুখী যায়রে দব করিয়ে ( ওরে বিধিরে (   
 ( আমি ) দুঃখী বইসা কঁাদি ॥

মতিলাল দাস ।

পি ৬৭২৪

যাত্রার গান ।

হরি ভব পদে এই নিবেদন ।  
 রেখ বিপদকালে ( হরি ) বিপদ বারণ ॥  
 তুমি হে দীন তারণ, তুমি হে বিপদ বারণ ॥



তুমি পাণ্ডব জীবন হরি হে ;  
 তাই করি বারণ, ওহে কালবরণ.  
 তুমি আর কোথায় কর না গমন ॥

ডাক হরি বলে, ছুটি বাহু তুলে;  
 পাবি কুতূহলে হরি দরশন ।  
 সে যে বড় দয়াল হরি, শুনলে হরি হরি  
 ভক্তে কৃপাকরি, করেন বিতরণ ॥  
 ভক্তি ভরে তারে যে করে বন্দন,  
 থাকে নারে তার এই ভবেরি বন্দন,  
 হরি নামে হয় শমন পরাজয়  
 করেন মৃত্যুঞ্জয় যে নাম স্মরণ ॥  
 হরি নাম সূধা পানে ক্ষুধা হরে,  
 এত সূধা কিরে সূধাকরে ধরে,  
 ক্ষুধা নাহি ধরে ভক্তের অধরে  
 করেন অকাতরে সূধা ররিষণ ॥

স্বপ্নীর মিষ্টার মুস্তফী !

পি ১১ ( বাঙ্গাল দেশীয় ) পিতাপুত্রের ঝগড়া ।

পিতা । রাজচন্দ্র ! রাজচন্দ্র !! রাজচন্দ্র !!! ওরে রাউজা ;—  
 পুত্র । বাজা—

পিতা। এহানে আইস ; ডাইলেনি কতটী লক্ষ্য দিছ ?

পুত্র। আজ্ঞা—ছয় গুণা দিছি।

পিতা। দিবার বলছিলাম কত ?

পুত্র। আজ্ঞা,—আপনি কইছিলেন অষ্টগুণা দিবার। আমি অষ্টগুণা খুইজা পাই নাই, সেই জন্য ছয় গুণা দিছি।

পিতা। আমি দিবার বলছিলাম কত ?

পুত্র। আজ্ঞা অষ্টগুণা।

পিতা। বাজারে যাইবার পার নাই ? বাজার খনে কিনা আনবার পার নাই ?

পুত্র। আজ্ঞা,—মনে করলাম যে ছয়গুণা দিলেই অইব। সেই জন্য আমি ছয় গুণার বেশী পাইলাম না, দিলাম না।

পিতা। মিতু নি, পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করছ ; দিবার কইছিলাম কত ?

পুত্র। আজ্ঞা—অষ্টগুণা ॥

পিতা। দিছ কত ?

পুত্র। আজ্ঞা—ছয় গুণা।

পিতা। তুমি নি, পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করছ। তুমি নি পুত্র হইছ তোমার অন্ন খাইতে নাই, এ কথা বিষ্ঠা।

পুত্র। মশয় ! আহা করেন, আহা করেন, আহা করেন ; ওঠবেন না— ওঠবেন না।

পিতা। আরে হালা—আমি তোমার অন্ন খাইমু ? তুমি পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করছ। যা হইরা যা, এহান থে হইরা যা, হইরা যা, হালা—হইরা যা।

পুত্র। মশায়,—মাল্লেন আনারে, চড় মাল্লেন আনারে,  
( চপেটাঘাত ) চড় মাল্লেন কেন মশায়—আমারে মারেন ক্যান—  
কিসের লাইগা ; আমি ভুল করছি। না হয় অগ্নায় কণ্ঠ করছি।  
পায়ে ধরি, আপনি ক্ষমা করেন।

পিতা। ক্ষমা,—ক্ষমা তোমার কিছুতেই নাই। তুমি পিতৃ  
আজ্ঞা লঙ্ঘন করছ। পরশুরাম পিতার আজ্ঞায় মাতার মস্তক  
ছেদন করছিলেন, তুমি হালা—তোমাতে তা করবার কই নাই।  
তুমি ত আমার পুত্র না, তুমি আমার হালা—বোঝছনি ?

পুত্র। আজ্ঞা আমি কি করু ? আপানার আজ্ঞা শিরোধার্য  
করলাম ; আমি এইবারখন অষ্টগুণা লঙ্কার একটা কম দিচ্ছি না।

পিতা। আরে, কম দিচ্ছি না, কম দিচ্ছি না—আমি তোমাতে  
কইছিলাম অষ্টগুণা দিবার, ছয় গুণা দিচ্ছি ! আমি খাইবার  
পাল্লাম না, এডা তুমি বিবেচনা করতে পারছ না।

পুত্র। আজ্ঞা হুঁ—আমি বিবেচনা করছি। আমি মনে  
করলাম, চয় গুণাতেই অইব।

পিতা। ফের আবার কথা কইচ, আবার ঐ মুখে কথা কইচ,  
মারব নাকি ? ত্বাহ—

পুত্র। না মশায়, আমি পলাইলাম, আমি পলাইলাম।  
আপনি আইসেন, বাইরে আইসেন, ভাভ না খান ত তামাক  
খান। আমি বাইরে সাইজা রাখছি।

মাণিকপীরের গান ।

মাণিকপীর ভবনদী পারে যাবার লা ।  
 জয়দাল ফকির নেলে ফেনি খালে লা ॥  
 ও আল্লা আল্লা বলরে ভাই নবী কর সার ।  
 মাজা হুলিয়ে চলে যাবা ভবনদীর পার ॥  
 স্ববুদ্ধি গোয়ালার মেয়ের হাদা কুবুদ্ধি ঘটিল ।  
 বেসালির ভেতর দুহু রেখে পীরকে ফাঁকি দিল ॥  
 কত কীর্তি আছে রে ভাই কহনে না যায় ।  
 দেখ সাদির সময় দোলার বিবি ডুলি চেপে যায়  
 হাদা কহু কুমড়ো রাখলে ফেলে তুচ্ছ নেরেল ব্যাল !  
 আজগুবি হুনিয়ার খেলা সরষির মধ্যে ত্যাল ॥  
 ও মুসলমানের আল্লারে ভাই হিন্দুর মধ্যে সাধু ।  
 কহু কুমড়ো রাখলে ফেলে আখির মধ্য মধু ॥  
 ও আসমানেতে ম্যাগের খেলা করে সিংহলাদ ।  
 আর দিনের বেলায় স্থম্বি ওঠে রাতির বেলায় চাঁদ ॥

এন, সি, নন্দী (এমেচার)

পি ৬৪২৫

আড়ানা ।

তোরা কে পারে যাবি আয় ।

লেগেছে পারের তরী ঐ ভীরে দেখা যায় ॥

আসিছে আঁধার ঘন ওই গেল বেলা, . . .

তীরে বসি আর কেন মিছে ধূলা খেলা,  
 আয়রে পাপী আয়, আয়রে তাপী আয়,  
 পারের কাণ্ডারী ওই তরী বেয়ে চলে যায় ॥  
 পথেরি ধূলায় হইয়া অন্ধ,  
 দেখিবি রে পরে থেয়া বন্ধ,  
 তাই বলি আয় আয়রে ছুটে আয়,  
 পারের কাণ্ডারী ওই তরী বেয়ে চলে যায় ॥

শি, ডি, নন্দী (এমেচার)

খান্ধাজ ॥

কত দিন ভবে থাকিব মা  
 পথ চেয়ে কত ডাকিব মা  
 তুমি দেখা তো দিলে না, কোলে তো নিলে না,  
 কি আশে পরাণ রাখিব মা ॥  
 আমায় কেহ তো আদর করে না গো,  
 পতিতে ভুলিয়া ধরে না গো,  
 দুঃখে কারও আশি ঝরে না গো,  
 তবু মোহ নাহি টুটে ঘুম নাহি ছুটে  
 আর কতদিন জাগিব মা ॥  
 আমি শত নিষ্ঠুরতা সহিয়া গো,  
 হৃদয় বেদনা বহিয়া গো,

কাঁদিয়া তোমায়ে করেছি গো,  
আমি আঁধারে পড়িয়া কাঁদিয়া,  
আর কত ধূলা মাখিব মা ॥

### মনীশাল বন্দ্যোপাধ্যায় ।

পি ৪৬১৪

পেয়ারে নজরা ।

দীন ছুনিয়াকো মালিক খোদা নেওয়া দেওয়া সবি তার ।  
দুখের সুখের আশা যাওয়া যেন জোয়ার ভাটা দরিয়ার ॥  
তক্তায় বসে আমীর-বাচ্চা, পরে শাল দোশালা সন্না সাঁচ্চা,  
হলে পরে খোদার ইচ্ছা, শাল হবে তার টেনা সার ।  
দেখছে! যে জন ঘুরে মরে দ্বাবে দ্বারে ভিক্ষা করে,  
কাল সে তক্তায় বসতে পারে পরে সন্না চুড়িদার ॥  
সাঁচ্চা ধর বুঠা ফেলে, তাতে খোদার ছয়া মেলে,  
নইলে গুটির মতন জড়িয়ে জালে করে মরবে হাহাকার ॥

### রিজিয়া ।

রতন দেখিয়ে অবাক হইয়ে চেয়ে থাকে সবে সাগর পানে ।  
কোথা হতে ওই রতন সে পায় বল দেখি কেবা জানে ?  
গাছে গাছে ওই কুসুমের কলি, বল কার প্রেমে  
পড়িতেছে ঢলি,  
কুলু কুলু রবে গিরি নিঝরিণী গাহিছে কি গান মধুর তানে ।

## রেকর্ড সঙ্গীত ।

ওই যে সুরষ ভাটিছে আকাশে, উঠে ঢল বায়

কেন ফিরে আসে,

ধরাপানে চেয়ে কেন বল হাসে, নিমগন বল কাহার দেখানে ।

## পানিপথ ।

পি ৪৭৩০

টাকা—টাকা—টাকা—!

তোমার শুভ বরণ চক্রগমন—তোমা বিনা সব ফাঁকা!!

যারে তুমি হও প্রসন্ন, ধরায় সে গণ্য মাত্ৰ, হোকনা কেন

বুদ্ধিশূন্য,

লোকে করে ধন্তধন্ত, ধন্ত বলে পাণ্ডিত্যের কি ভাব মাথা !

( আবার ) যারে তুমি হও বিমুখ, ছুনিয়াতে তার

কোথায় স্থখ

মাগ বোঝে না প্রাণের দুখ, ভূত ব'লে পুত চায়না মুখ,

( ভাবে ) বুখা ভবে প্রাণরাখা !

নানা সাজে ছুনিয়া নাঝে পেতে কুহক ফাঁদ,

কি—খেলা—খেল রূপচাঁদ !

দানধর্ম্মে জিয়া কর্ম্মে কারে বা মাতাও,

বিলাস রক্ত রূপে ( আহা ) কারে বা ডুবাও,

কোথা বাঁধিয়ে লড়াই রক্ত-শ্রোতে মেদিনী ভাসাও,

কোথা বা সন্ধি চলে শান্তি চলে ঘুরাচ্চ সংসার চাকা ।

স্বর্গে যাবার তুমিই রথ, তুমিই দেখাও নরক-পথ—

হাঁসাও কঁাদাও সৎ অসৎ (তুমি) কখন সোজা কখন বাঁকা ।  
কে বোঝে তোমার তত্ত্ব, তোমার তরে জগৎ মত্ত,  
আমি তোমার অধম ভূত্যা কৃপা ক'রে দাও দেখা ॥

দেবলা দেবী ।

আমার বিবি, আমার বিবি, আমার বিবি ।  
তার রূপের চোটে রোস্নি জলে কোথায় লাগে পটের ছবি ॥  
জানির গলা এমনি মিঠে—কথা কয় মধুর ছিটে,  
কোয়েলা ঘাড় তোলেনা রা কারে না,  
কে জানে সে কোথা গিয়ে খাচ্ছে খাবি !  
খোঁপাতে জড়িয়ে মালা, ছড়িয়ে জ্বালা,  
চলে জানি ঠাট্ঠমক,  
নয়ন জলে সে কবিলে ভাসছে কত আমায় ভাবি ॥  
পিয়রি বড়ই মোরে পিয়ার করে চোখের আড় করতে পারে,  
কত যুত ক'রে না গুড়ুক সেজে নলটী এনে মুখে ধরে,  
আদরে চ'লে পড়ে, কখন বা ঠোনা মারে,  
(আবার) রাগলে পরে পয়জার ঝাড়ে  
এমন বিবি কোথায় পাবি ॥

— — —

নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

পি ৮৩৯

রামপ্রসাদী ।

কালী গো কেন গ্রাংটা ফের ।

ওগো লজ্জা কিছু নাই তোমায় ॥



বসন ভূষণ নাই মা তোমার রাজ্যার মেয়ে গুমোর কর ।  
 ওগো এই কি তোর কুলের ধর্ম, পতির বৃকে চরণ ধর ॥  
 আপনি গ্রাংটা পতি গ্রাংটা, অশানে মশানে চর ।  
 আমরা সবে মরি লাজে, এবার মেয়ে বসন পর ॥

### রামপ্রসাদী ॥

মা আমার বড় ভয় হ'য়েছে ।  
 তথায় জমা ওয়াশীল দাখিল আছে ॥  
 রিপু বশে চ'ললাম আগে, ভা'বলাম না কি হবে পাছে ।  
 চিত্রগুপ্ত বড়ই শক্ত, যা ক'রেছি তাই লিখেছে ॥  
 জন্ম জন্মান্তরের যত বকেয়া বাকী ছের টেনেছে ।  
 যার যেম্নি কর্ম তেম্নি ফল মা, কর্মফলের ফল ফ'লেছে ॥  
 জন্মায় কমী খরচ বেশী, তলব কি সে রাজ্যার কাছে ।  
 রামপ্রসাদের কেবল মাত্র কালীনাম ভরসা কাছে ॥

পি ১৬১৮

ইমন কল্যাণ ।

হরি হে কেমনে চিনিব তোমায় ।  
 ওহে বঙ্কুরায় ভুলে রইলে মথুরায় ॥  
 ওহে হরি বনমালী বনমালা কই কই,  
 যে চুড়াতে রাখানাম সে চুড়াটি কই কই ;  
 কই হে তোমার মোহন চুড়া,

কই হে তোমার পীতধড়া,  
গোপীগণের বস্ত্রহরা তাও কি মনে নাই !

—:~:—

সিন্ধু—খাঘাড ।

তবে তারা তোমার ভরসা বল কে করে ।  
যদি আপনার কর্মফল ফলিবে আমারে ।  
যে পথে চালাও তুমি, সেই পথে চলি আমি ।  
তবে সুখদুঃখের ভাগী কেন করিলে আমারে ।  
কমলাকান্তের এই নিবেদন ব্রহ্মময়ী,  
শমন-শব্দট যদি না থাকিত নরে ॥

—:~:—

পি ১৬১২

রামপ্রসাদী ।

মাগো আমার এই ভাবনা ।

( আমি ) কোথায় ছিলাম কোথায় এলাম, কোথায় যাব  
নাই ঠিকানা ।

দেহের মধ্যে ছ'জন রিপু, তারা দেয় মা কুমন্ত্রণা ।

(আমার) মনকে বলি ভজ কালী, তারা কেউ কথা শোনে না।

ভৈরবী ।

না ব'লে ডাকিস্ না রে মন, মাকে কোথা পাবে ভাই ।  
থাকলে এসে দিত দেখা, সর্বনাশী বেঁচে নাই ॥

গিয়ে বিমাতার তীরে, কুশপুন্তল দাহন ক'রে  
অশোচাস্তে পিণ্ড দিয়ে কালাশোচে কাশা ঘাই ।

পি ১৬২৩

কালেংড়া (আগমনী)

শারদ সপ্তমী উষা গগণেতে প্রকাশিল ।  
দশদিক আলো ক'রে আমার দশভূজা মা আসিল ।  
কখন আসিবে মেয়ে ছিলাম তার পথ চেয়ে  
এস ঘাই আনি ধেয়ে হৃদি-কমল বিকল হ'ল ।  
সিংহপৃষ্ঠে ভবরাণী গুহ গজানন বাণী,  
সঙ্গে লয়ে নারায়ণী জয়া বিজয়া আসিল ।  
পুলকে পুরিল হিয়া শঙ্খ ঘণ্টা বাজাইয়া,  
চল সখি উলু দিয়া বরণ ক'রে মাকে আনি লো ।

ললিত—( বিজয়া ) ।

চলিলে আনন্দময়ী আজি নিরানন্দ 'করে ।  
ভুলিয়ে থেকো না মাগো এস আবার দয়া ক'রে ।  
এই নিরানন্দ শিবে পুন আসিয়ে নাশিবে,  
যেন মাগো এই ভাবে পূজিতে পারি তোমারে ।  
হিম, শীত, বসন্ত, গ্রীষ্ম, বরসার অন্ত,  
পঞ্চতুর পঞ্চ প্রমত্ত হইলে,  
শরৎশুরুপক্ষ এলে, শুভষষ্ঠী-সায়ংকালে,  
এস মা সর্বমঙ্গলে শ্রীপদে জানাই কাতরে ।

পি ২০৫০ বেহাগ খাস্তাজ—( আগমনী ) ।

দেখ লো সজনি আসে ধীরি ধীরি ত্রিতাপ-নাশিনী জননী ওই ।

রূপের ঝলকে চপলা চমকে নখরে চন্দ্রমা উদ্ভিত ওই ॥

আয়লো সহচরি সবে যাই অরা করি, আনি ঘরে মার চরণ ধরি,

আমরা অবলা ললনা, জানিনা ভঞ্জন সাধনা,

চল লো সজনি জগত-জননীর চরণে শরণ লই ॥

ভৈরবী ( বিজয়া )

ও মা ত্রিনয়না যেওনা যেওনা ভক্তের প্রাণে ব্যথা দিওনা দিওনা ।

তুমি ত্যজিলে এ পুরী শূন্যময় হেরি কেমনেতে গৃহে থাকিব বলনা ॥

আমি দীনহীন বাচবো যত দিন,

এমনি করে পূজা করবো ততদিন,

দাসেরি আলায়ে এস দিনের দিন, দয়াময়ী-নামে কলঙ্ক রেখো না ॥

—:~:—

পি ৩৬৪০

পুরবী ।

তুমি কার কে তোমার কারে ভাবরে আপন ।

মহামায়া-নিদ্রা-বশে দেখিছ স্বপন ॥

নানা পক্ষী এক বৃক্ষে, রজনী বঞ্চয়ে স্থখে,

প্রভাত হইলে তারা করে দশ দিকেতে গমন ॥

তেমতি জানিবে সব, আমাত্য বন্ধুবান্ধন,

সময়ে পলাবে তারা কে করে বারণ ॥

আসোয়ারী ।

সংসারেতে এসে বিদেশীর বেশে পাশ্চাত্যে প'ড়ে যায় যে জীবন ।

মোহে মুগ্ধ হ'য়ে চাকচিক্যে ভুলিয়ে কিনিলাম কাচ

ফেলিয়ে কাঞ্চন ॥

বহু পরিশ্রম করি নিরন্তর. নানাবিধ দ্রব্যে সাজাইয়া ঘর,

সেই ঘর ফেলে যেতে হবে চ'লে, কিছুই কিছু নয় বুঝিলাম এখন ॥

সংসারের সার ছুর্গানাম ধন, সঞ্চয় করিতে কর রে যতন,

যে ধনেতে ধনী যোগী ঋষি মুনি, সেই ধন সঙ্গে করিবে গমন ॥

৩নিকুঞ্জবিহারী দত্ত ।

পি ১০৬

ভৈরবী—যং ।

হৃদয়-রাস মন্দিরে দাঁড়াও মা ত্রিভঙ্গ হ'য়ে ।

হ'য়ে বাঁকা দে মা দেখা, শ্রীরাধারে বামে ল'য়ে ॥

নরকর কোটিবেড়া, খুলে পড় মা পীতধড়া,

মাথায় পর মা মোহন-চূড়া, চরণে চরণ খুয়ে ॥

নরশির-মুণ্ডমালা, ত্যজে পর মা বনমালা,

কালী ছেড়ে হও মা কালী, হাদে গো পাষণীর মেয়ে

হৃদ-মাবারে কালশশী, দেখতে বড় ভালবাসি,

অসি ছেড়ে ধর মা বাঁশী, ভক্তের প্রতি সদয় হয়ে ॥

## শ্রীমুত বিশ্বনাথ রাও ।

ছায়ানট ।

তারা তারা তারা ব'লে কবে আমার প্রাণ যাবে ।  
 জনম অবধি তারা তারায় তারা মিশে যাবে ॥  
 বলিতে বলিতে তারা স্থির হবে আশিতারা,  
 তবে তোমায় ডাকিব তারা, যখন তারায় তারা মিশাইবে ।

## শ্রীনগেন্দ্রনাথ দত্ত ( এমসিআর )

পি ৬২৫২

সিদ্ধু ।

যে যাতনা যতনে, আমার মনে মন তা জানে ।  
 প্রথম মিলনাবধি যেন কত অপরাধী,  
 আমি নিরবধি সাধি প্রাণপণে ;  
 তবু তো সে নাহি তোষে,  
 আমায় দোষে অকারণে ॥

পিলু

( আমি ) কত আর সহিব বল ।  
 ( ওগো নাথ ) তোমারি বিরহীনল ॥  
 করিয়া থাকি যদি কোন অপরাধ,  
 ( ওগো ) আমার মরণ সময় কি  
 তুমি তাহা রাখিবে অন্তরে ।

অধিনী ডাকে এত বারে বারে,  
আমার মরণ সময় তুমি এসে দেখি যাও হে  
দাসী বাঁচে কি না বাঁচে প্রাণে ॥

শি, জি, ব্যানার্জি ( এমেচার )

পি ৬:৫৩

হিন্দু রমণী ।

শাখা সিঁধুর আলতাপরা, পর্ণকুটীর আলো করা।  
হিন্দুর ঘরের কুলবধু সকল জাতের সেরা,  
ধর্ম দিয়ে তৈরী সে যে লজ্জা দিয়ে ঘেরা ;  
এমন রত্ন কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি  
সকল জাতের সেরা সে যে হিন্দু রমণী ।  
ভোগ বিলাসে নাইকো আশা, অগাধ ভক্তি ভালবাসা,  
সর্বভাগী এমন যোগী আছে কোন বা দেশে,  
তারা মর্ত্যে এসে পুড়ে মরে মৃত পতির পাশে ;  
এমন রত্ন কোথাও ইত্যাদি ।  
দুঃখের বোঝা মাথায় করে, মুখটি বুজে বহন করে,  
সারা জীবন কাটিয়ে দিলে আচল গায় দিয়ে,  
তারা হাসিমুখে আধপেটা পায় কোন্ জাতের বা মেয়ে  
এমন রত্ন কোথাও ইত্যাদি ;  
পতির নিন্দা পিতার মুখে, দাক্ষায়ণী মরে দুঃখে,  
সতীর কাছে যম হেরেছে এমন পতিব্রতা,

মোখা গেলে ও সার্বাত্রি এমন স্নেহলতা ;  
এমন আগুনভরা মনোহরা চেন নাক তুমি  
সকল জ্বাভের সেরা সে যে হিন্দু রমণী ।

## শল্লীরাণী ।

( ২ )

গগনে না হইতে উবার বিকাশ শয়ন ত্যজিয়া উঠি,  
গেহের দুয়ার স্বকরে আপনি নিতুই কে দেয় ঝাটি,  
পূত করে গোময় সলিলে কে তার আঙ্গিনাখানি,  
মোদের শল্লীরাণী সে যে গো বঙ্গ শল্লীরাণী ।  
প্রভাত হইতে অর্ধ রজনী হাসিয়া করয়ে কাজ,  
পরে না সেমিজ বডি ব্রেসলেট, সরল কাহার সাজ,  
কাহার বচনে অতিথি ভিখারি শুনে না নিরাশ বাণী,  
মোদের শল্লীরাণী সে যে গো বঙ্গ শল্লীরাণী  
শুভ্র স্বাশুড়ী স্বামী দেবরের স্তব্ধ লাগিয়া হায়,  
কেবল আপন শরীরের পানে বারেক নাহিক চায়,  
কে রাঁধি আপনি যতনে খাওয়ায় হসিত আননখানি,  
মোদের শল্লীরাণী সে যে গো বঙ্গ শল্লীরাণী ।  
লজ্জা কাহার অঙ্গ-ভূষণ কস্ম কাহার, প্রাণ,  
সারাটি দিবস পড়ে না নভেল গাহে না বাজায় গান,  
আচার নিয়ম পালে নিতিকে ধরম বিধান মানি,  
মোদের শল্লীরাণী সে যে গো বঙ্গ শল্লীরাণী ।



মায়ের মাথার ঊষ্ম কেশেতে কণ্ঠা বাঁধে কেশ,  
 আদরে কে করে আহার স্বামীর ভুক্ত অবশেষ,  
 পূজে কেবল স্বামীর চরণ দেবতা চরণ মানি,  
 মোদের পল্লীরাণী সে যে গো বঙ্গ পল্লীরাণী ।

### শ্রীরাধাচরণ ভট্টাচার্য্য :

পি ৮৫৬

মূলতান ।

মন রে বাসনা যদি গাবে গান ।  
 যদি থাকে বোধ উদ্ভব, লয়, স্থান ॥  
 তার মা তারিণী বলে, তারা গ্রামে ধর তান,  
 বসন্তের হইওনা বশ, বাহার অতি নীরস,  
 নটখটে দিওনারে যোগদান ॥  
 অহং রাগ পরিহর গৌরী আরাধনা কর ;  
 তখন শ্রীরাগ আসিবে, হবে বাগেশ্বরীর অধিষ্ঠান ;  
 আশার আশে থেকে ভুলনা রে মূলতান ।  
 মন ললিত আলাপনে তোষহ সবারি প্রাণ ॥  
 ছায়াটের সভায় এসে, কি করিবে তোর মালকোষে,  
 পরজে কর তারে আপন জ্ঞান ।  
 এখন সিদ্ধিতে পার হ'লে পরে, থাকে সে গোবিন্দের মান ।

ভৈরবী ।

তুমি নির্মল কর, মঙ্গল করে, মলিন মর্ম্ম মুছায়ে ।  
 তব পুণ্য কিরণ, দিয়ে যাক মোর, মোহ-কালিমা ঘুচায়ে ॥  
 লক্ষ্যশূন্য লক্ষ বাসনা, ছুটিছে গভীর আধারে,  
 ( ওগো ) জানিনা কখন ডুবে যাবে মন অকুল গরল-পাথারে ॥  
 প্রভু বিশ্ব বিপদ-হস্ত, তুমি দাঁড়াও রুধিয়া পশ্চা,  
 তব শ্রীচরণতলে, নিয়ে এস মোর মত্ত বাসনা নিভায়ে ॥  
 আছ অনলে অনিলে, চির নভোনীলে ভূধরে সলিলে গহনে ;  
 আছ বিটপী, লতায়, জলদের গায়, শশী তারকায় তপনে ।  
 আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া, ব'সে আধারে মরিগো কাঁদিয়া,  
 আমি দেখি নাই কিছু বুঝি নাই কিছু, দাও হে দেখায়ে,  
 বুঝায়ে ॥

প্রফেশনার রেকর্ড প্রসার গোস্বামী(এমেনচার)

পি ১৬৩৪

ছায়ানট ।

দীন তারিণী ব'লে মা ডাকি গো তোমায় ।  
 তবে কেন দীনের প্রতি নিদয়া হইলি শ্রামা ॥  
 যদি পুণ্যফলে তারা, ত'রে যায় মা ভবদারা,  
 তারা নাম দুখহরা তবে আর কে কবে গো মা ॥

কিনারা পাশ্বে ।

সোহাগে মৃণালভূজে বাধিল শ্রীরাধা শ্রামে ।  
 চপলা অচলা হ'ল, নীলাচলে মিশাইল,  
 শোভিল কদম্বমূল শ্রীমতী-শ্রাম সমাগমে ॥  
 গোপনে গোপিনীকূল সে মাধুরী নেহারিল,  
 পুঞ্জে পুঞ্জে অলিকুল, কুঞ্জে আসি গুঞ্জরিল,  
 কালায় ভাবি কাল জল রাধায় কমলিনী ভ্রমে ॥

পি ২১৭৩

আসোয়ারী ।

বিমল আনন্দে জাগরে ।  
 মগন হও সুখ-মাগরে ॥  
 হৃদয়-উদয়াচলে দেখরে চাহি,  
 প্রথম পরম জ্যোতির আকরে ॥

রামকেলি ।

স্বপন যদি ভাঙিলে রজনী প্রভাতে  
 পূর্ণ কর হিয়া মঙ্গল কিরণে ।  
 রাখ মোরে তব কাছে নবনী কর এ জীবনে হে ॥

রমনীমোহন চট্টোপাধ্যায় ।

পি : ৬৩৩

সিন্ধু ( কথিক )

কি রাখন রেঁধেছ দিদি চচ্চড়ি ।

( বায়ুন দিদি গো )

থাকলে একটা উচ্ছের বিচি,

ভাত উঠতো মুড়োমুড়ি ।

হ'ত গরম ভাতে ফড়ফড়ি ।

তোমার চচ্চড়ির গুণ যায় না তোলা,

আমার সড় সড় সড়র করছে নোলা,

হ'ত দিদি টাকায় তোলা—

যদি দিতে ছুটো ফুলবড়ি ॥

— . —

খান্ধাখান্ধ মিশ্র ।

যেমন আছ তেয়ি থাক,

আবার কেন নয়না হান ।

ভাঙ্গা পীরিত জোড়া দিয়ে

আবার কেন ঝালিয়ে আন ॥

ক্ষমা কর, রসমই,

তফাৎ থেকে বিদেয় হই,

ঘেস্লে কাছে, প'ড়ব প্যাচে

তোমরা যে চাঁদ ভেলুকি জান ॥

পি ৬৪২৪

সিদ্ধু ভৈরবী ।

দীন-তারিণী তারা দীনদ্যাময়ী ।

এ দীনের দীন কি এমনি যাবে মা ॥

দিনে দিনে দিন ফুরাল ভবের দিন,

তবু কি এ দীনে দেখা দিবি না মা ॥

মা, মা, মা বলে কেঁদে হলেম সারা,

অকৃতি অধম বলে তাই কি দিলিনে সাড়া-

“রমণী মোহনে” রেখো চরণে,

যে দিচ্ এ দীনের দিন ফুরাবে মা ॥

তেমনি তেমনি তেমনি করে ( একবার ) নাচ দেখি মা কালী

ব্রজে যেমন নেচেছিলি হয়ে বনমালী ॥

মা তোরা ঐ ছুটি কর, পুরে দিব ক্ষীর সর,

মা নাচো মা নাচো ব'লে দিব করতালি—

চরণে চরণ দিয়ে দাঁড়াও মা ত্রিভঙ্গ হয়ে,

শ্রীরাধারে বামে লয়ে বাজাও গো বাশরী ॥

পি ৬৫৫৫

দেশ মিশ্র ।

আর কি আসিবে শ্রাম ( ও গো )

আর কি আসিবে, বাশী কি বাজাবে

বিধি যে আমারি বাম ( সেই রে ) ॥

এই আসি বলে সে গিয়েছে চলে,  
আর তো এল না বুঝি গেছে ভুলে,  
সে'য়ে গো আমার অতি আপনার,  
অভাগী রাখার কেবা আছে আর,  
বিনা সে নিষ্ঠুর শ্রাম ( সই রে ) ॥

সিন্ধু খান্ধাজ ।

ঘাস্নে লো সই ঐ বনে ।  
তোর সোণার অঙ্ক হবে কাল,  
কালার বাতাস লাগলে প্রাণে ॥  
তমালেরট তলে বসি চিকণকালী বাজায় বাঁশী,  
সেই ( বাঁশীতে ) স্বরে হয়ে উদাসী,  
ফিরবি লো সই বনে বনে ॥

পি ৬৬৩৮

আশা ভৈরবী ।

মা আমাদের পাগলিনী বাবা গাঁজাখোর ।  
( ঐ দেখ ) পড়ে আছেন চরণ তলে,  
গাঁজার নেশায় হয়ে ঘোর ॥  
নায়ের গলায় মুণ্ডমালা,  
বাবার গলায় হাড়ের মালা,  
সিন্ধা অস্থি করে লয়ে,  
বাজায় ভোরই ভোর ॥

## ভৈরবী ।

তোরা কে জামাই দেখবি আয় ।  
 সোণার বরণ গৌরী আগার,  
 এ বরে কি দেওয়া যায় ॥  
 ( ঐ দেখ ) ষাড়ে চড়ে বর এলো,  
 বরবাত্রী সব কাল কুলো,  
 কেউ বা ঠুঠো কেউ বা ছুলো,  
 কেউ বা চলে উলটো পায় ॥

## শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত ( এমসিআর )

পি ৬৭৮২

ছায়াট ।

বৃথা দিন গেল দীন দয়াময়ী  
 এ দীনের গতি কি হবে জননী ।  
 না জানি ভজন না জানি পূজন  
 নিছ গুণে তুমি তার গো তারিণী ॥  
 অগতির গতি মক্তি প্রদায়িনী  
 ভবভয় হরা ভবেশ ভায়িনী :  
 দিয়ে ও অভয় চরণ দুখানি  
 এ দীনে রেখো গো ভবানী ॥

মিঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ,

নেংটা মেয়ে আছে কোন দেশে,  
নেংটার জন্তে প্রাণটা কাদে  
পাই না তারে খোঁজ তলাশে ।  
নেংটা রাণীর বরণ কালা হাতে অসি জিহ্বা ম্যালা  
এলো থেলো তার চুল গুলো রক্ত মাংস ভালবাসে ।  
নেংটা রাণীর নেংটা রাজা সঙ্গে ফেরে নেংটা প্রজা  
সৃষ্টি ছাড়া সৃষ্টি তারা আস্ত ধরে খায় মামুষে ।  
নেংটা যদি দেখতে চাও নেংটি পরে উড়ে বাও  
অধম বলে অন্তকালে নেংটা দিবে দেখা তব পাশে ।

মিঃ এস, সাম্র্য্যাল ( এমচার )

পি ৬৪৬৩

মল্লার মিশ্র ।

কেবা জানতে পারে তোমায় তুমি ত্রিগুণ ধারিণী ।  
তুমি ত্রিলোক পার্লিনী মা তুমি ত্রিতাপ হারিণী ॥  
আখিনে অধিকা হও মা কার্তিকেতে কালিকে,  
অজ্ঞানেতে হও মা তুমি গণেশ জননী ।  
পৌষে লক্ষ্মী বরদা, মাঘে বাঘাদিনী সারদা,  
ফাল্গুনেতে হও মা তুমি রাধা বিনোদিনী ।



চৈত্রে হও বাসন্তী, বৈশাখে প্রথর চণ্ডী,  
 জ্যৈষ্ঠে মঙ্গল চণ্ডী আষাঢ়ে রথবাহিনী ।  
 শ্রাবণে কুলনে ঝোল, ভাদ্রমাসে জন্ম হ'ল  
 তাই তোমাকে বলে মাগো যশোদা নন্দিনী

কাফি মিশ্র ।

মা জাগাও যদি তবে জাগি, মন বসে না যোগে যাগে ।  
 দীনের উপায় কি হবে মা ঐ চরণে ( যদি ) মন না লাগে ॥  
 জপ তপ সাধনা সাধা, কষ্ট সাধা সবই লাগে,  
 এমন সাজে কিছু উপায় কর মা, কুলকুণ্ডলিনী যাতে জাগে ।  
 এই বেলা হয়েছে সময় দে-মা দেখা দীনের আগ,  
 চট করে দে চটকা ভেঙ্গে থাকিত মনের অনুরাগে ॥

পি ৬৫৫৬

হামির ।

মুরলী তানে হ'ল প্রাণ আকুল ।  
 কি করি সহচরি মরি লো মরি মরি  
 হরিল কুল শীল মজিল ছকুল ॥  
 বেণু বোলে প্রমোদ হিল্লোলে  
 উথলে যমুনা বিনোদ কল্লোলে,  
 দোলে লতাদল তমাল কোলে,  
 বকুল মালে হ'ল ব্যাকুল অলিকুল ।

নিখিল জাগিল হরষে মাতিল  
রাধার ভালে বিধি এই কি লিখিল ॥

—০—

সিদ্ধু মিশ্র ।

তোমার মোহন বাঁশা দাও হে আমায় ।  
ধরিব তোমারি বেশ কেমন দেখায় ॥  
তুমি যে বাঁশীর গানে ভুলাইলে গোপীগণে,  
আমি সে মুরলী তানে ভুলাব তোমায় ।  
পর্কে। আমি পীতধড়া বাঁধব মাথায় মোহন চূড়া  
মল্লিকা কলিকার বেড়া দিব সে চূড়ায় :  
অধরে মুরলী দিয়ে দাড়াব ত্রিভঙ্গ হ'য়ে,  
বঙ্কিম নয়নে চেয়ে ভুলাব তোমায় ॥

—

পি ৬৬৩৯

আশাবরী ।

• তব অমল পরসরস তব শীতল শাস্ত,  
পূণ্য কর মম অন্তরে দাও ।  
তব উজ্জ্বল জ্যোতি বিকাশি,  
হৃদয় মাঝে নম চাও ।  
তব মধুময় প্রেমরস হৃন্দর,  
অগন্ধে জীবন ছাও ।  
জ্ঞান ধ্যান তব ভক্তি অমৃত তব,  
শ্রীআনন্দ জাগাও ॥

খান্ধাজ ।

তোমারি মধুর প্রেম মুরতি বিরাজে নিখিল ভুবনে  
যেদিকে নয়ন চাউক নিঃখ হেরে সে নীরদ বরণে  
রসিক অন্তর মাঝে নিরন্তর প্রেম জলধি উথলে,  
না রহে স্বজাতি বিজাতি বিচার.

ভেসে যাব বন্তারি জলে .

সর্বত্র তোমারি আলিঙ্গন সুধা

চাহে হৃষিত প্রাণে ।

তোমার পরম প্রেমরস পানে

না মানে শাস্ত শাসনে ।

**শ্রীশঙ্করদ্বিন্দু ঘোষ :**

পি ৫৮২১

ছায়াট ।

দুঃখের বেশে এসেছ বলে তোমারি নাহি ডরি হে  
যেখানে ব্যথা তোমাতে সেথা নিবিড় করিয়া ধরিব হে  
আঁধারে মুখ ঢাকিলে স্বামী,  
তোমাতে তবু চিনিব আমি,  
মরণরূপে আসিলে প্রভু ( চরণ ধরি মরিব হে )  
তোমাতে নাহি ডরিব হে ।

নয়নে আজি ঝরিছে জল ঝরক জল নয়নে হে  
বাজিছে কুঁক বাজুক তবু কঠিন বাজুক

তুমি যে আছ বক্ষে ধ'রে  
বেদনা তাহা জানাক্ মোরে,  
চাব না কিছু, কব না কথা, চাহিয়া রব বদনে হে ॥

— — —

তব সিংহাসনের আসন হ'তে, এলে তুমি নেমে ।  
মোর বিজ্ঞান ঘরের দ্বারের পাশে দাঁড়ালে নাথ থেমে ॥  
একলা বসে আপন মনে গাইতেছিলাম গান  
তোমার কাণে গেল সে স্বর এলে তুমি নেমে ।  
মোর বিজ্ঞান ঘরের দ্বারের পাশে দাঁড়ালে নাথ থেমে ।  
তোমার সভায় কতই যে গান, কতই আছে গুণী  
গুণহীনের গানখানি আজ বাজলো তোমার প্রেমে ॥

প্রফেসর সুরেন্দ্রবিজয় দত্ত ( এমেচার )

পি ৫৫২৮

মিশ্র বেহাগ ।

আমার নিশিথ রাতের বাদল ধারা ।  
তুমি এসহে গোপনে  
আমার সকল লোকের দিশেহারা ॥  
অন্ধকারের অন্তর ধন দাঁও ঢেকে মোর পরাণ মন,  
আমি চাইনে তপন, চাইনে তারা ।  
যখন সবাই মগন ঘুমের ঘোরে  
নিয়োগো, নিয়োগো  
আমার ঘুম নিয়োগে হরণ কর-

একলা ঘরে চূপে চূপে      এস কেবল স্বরের রূপে,  
 দিয়োগো, দিয়োগো  
 আমার চোখের জলে দিওগো সাড়া ।

কানেড়া মিশ্র ।

আবার এসেছ আবার আকাশ ছেয়ে ।  
 আসে বুড়ির স্বাস বাতাস বেয়ে ।  
 এই পুরাতন হৃদয় আমার, আজি পুলকে  
 হুলিয়া উঠিছে আবার আজি,  
 নূতন মেঘের ঘনিমার পানে চেয়ে  
 রহিয়া রহিয়া বিপুল মাঠের পরে  
 নব তৃণদলে বাদলের ছায়া পড়ে  
 এসেছে, এসেছে, এই কথা বলে প্রাণ  
 এসেছে, এসেছে, উঠিতেছে এই গান  
 নয়নে এসেছে, হৃদয় এসেছে খেয়ে ॥

পি ৬৩৮৪

পিলু বাবোয়া ।

ওগো আমার নবীন শাখী,  
 ছিলে তুমি কোন বিমানে ।  
 সকল হিয়া মুক্তরিতে ( আমার )  
 তোমাঃ ঐ মধুর গানে ॥

জগতের এই গহন বনে,  
 ছিহ্ন আমি সন্ধানপনে  
 কি জানি কি লয়ে হানে  
 উড়ে এলে আমার প্রাণে ।  
 লয়ে তোমার মোহন বরণ,  
 স্থপ্ত ডালে রাখ্লে চরণ,  
 আজ আমার জীবন মরণ,  
 কোথায় আছে কেবা জানে ।

কীৰ্ত্তন ।

কবে মানস নয়নে হৃদি বৃন্দাবনে  
 হেরিব বাঁকা বনমালী ।  
 কবে ধোয়াব তার চরণ দুটি গো  
 ( আমার ) এমন দিন কবে হবে ।  
 ( অতি ) শীতল আঁখি জল ঢালি ॥  
 ( কবে ) লাজ ভয় যত্ন কাটিয়া যাবে গো  
 কৃষ্ণ প্রেমেরি তরঙ্গে—  
 ভক্ত পদধূলি চন্দন জ্ঞানে গো  
 আদরে মাখিব এ অঙ্গে—  
 ( আহা ) মুরলী রবে কবে পাগল হইব বল  
 ভুলে যাব কে আমি

প্রাণ বঁধুয়া কবে প্রাণে বিরাজিবে

হেবির জীবন স্বামী

কবে সোজা পথে চলিয়া যাব গো

হারি নাম পাথেয় লয়ে

কবে নিরঞ্জে অবনত নয়নে

কুরষ হুহ পানে চেয়ে ॥

### মুরলীচন্দ্র দাশ গুপ্ত

পি ৭৪১৬

আকুল নয়নে অদৌর পরাণে

জাগিয়ে যামিনী পোহায় ।

এই এল বলে নিশি গেল চলে

আশা না পুরিল হায় ॥

শেষ দীপ শিখা হইল মলিন

এই বুঝি নিভে যায় ,

অগুরু গন্ধ মন্দ মন্দ

উষার বাতাস মিলায় ॥

বাজে মুরলী মধুর তানে,

কি আকুল মন প্রাণ বাঁশীর গানে;

কুঞ্জে কুঞ্জে ফুলদল, পুলকে ফুটে উঠিল,

মাতিল ভয়রাকুল, মধুর মৃদু গুঞ্জে ॥

এস, জে, মজুমদার । ( ওরফে বকু বানু )

পি ১৬৫২

কমিক গান ।

পাবনা জেলার বাঙ্গাল মাঝির গান ।

ওরে ও মাঝি— ও মাঝির পো—ভাড়া দাবি—  
 যাব না ক্যান্ কর্তা—কনে দাবেন  
 এই সাপুর পাকুড়ে যাবো—কত নিবি--  
 দেড় টাকা নিব কর্তা আর খোরাকী—  
 আচ্ছা চল, চল, সকাল সকাল পৌছে দিতে  
 পারলে আবার বক্শীশ দিব এখন ।  
 ও কচ্ছিমদি ভাই—ও কচ্ছিমদি ভাই—  
 ভারা পাইছি—আস আস, ঝট করে আস ।  
 বদর—বদর—ব'লে খুলে দাই—  
 বদর বইলে পাগা তুলে কলমা পইরে দাও পাড়ি ।  
 ও ভাই মাঝি তামাক সাজি বাইয়ে যাই চল  
 তাড়াতাড়ি ॥

—মাঝি ও মাঝি ভাই—বাবুকে একট তামুক  
 টামুক খাওয়াও—উঠি যাও মাঝি ভাই,  
 এইখানে আইস ।

একজন মাঝি তিনজন দাঁড়ি  
 এই পদ্মা পারেই ঘর বাড়ী,  
 (আর) নিত্য চড়ার উপর রাইখা খাই, •  
 পেজ পোড়া আর ঝিচ্ছি ॥



ও মাঝি এ কোথা এলি রে ।

আজ্ঞে বাবু, তাল বেড়ের গোলায় আলাম

এইবার ঝট করে সাপুর কুলেতে

পৌছে দিব নে—বুঝছেন ?

যদি ঝট করে পৌছিবের পারি ।

বাবু হবেন খুশী ভারী ॥

(তখন) গিল্লির জন্ত বক্শীশ পাইব,

পাছা পাইড়া বোম্বাই শাড়ী ॥

আইছি কর্ত্তা—লাবন ।

বাক্সাল বৈষ্ণবী বেটার গান ।

কমিক ।

বঁধু তোমার হাতে কেন দেখি জ্বর লাঠি

তুমি মশা মারবেরে কামান পাতিছ

আগলাতিছ নাছি

আর কেন এহন তুমি গোঁসী ছাড়

আমি রাঁধছি, একটা খাটি বড়,

খাইয়া দাইয়া সইরে পড়

নইলে ঐ দেখছ এক জোড়া চটি ॥

আবার নাগর এসে ঐ পটাপটু দিটবে

এখনি আসিছে বাটী ।

এহোন মোদের বিয়ে নয়, তোমার গ্যাঁসা কেঁডা নয়,  
খোদার ভুলেতে জন্মাইছি মোরা  
হইয়া বৈষ্ণবীর বেটী ।  
কত টাকার মালিক মোরা বাচি ভিক্ষা মাগি ॥

### মিষ্ট ভাষাপদ চাটার্জি ।

পি ৬৭২৫

সিদ্ধু ষাঙ্গাজ ।

ওমা কত খেলা জান তুমি তোমার খেলা কে বুঝতে পারে ।  
যে বলে বুঝেছি আমি পদে পদে সেই মা হারে ।  
(আমার) বুদ্ধির মুখে দিয়ে ছাই, ঘুচাও যত আপদ বালাই.  
বুদ্ধি ধরে যেই চলে যাই, পাচ ভূতে মা বেঁধে মারে ॥  
মার খেতে আর পারি না তারা, পায় রেখ মা শিবদারা,  
হয়েছি যে দিশেহারা, মুক্তি দে মা এ কারাগারে ॥

শঙ্করা ।

এদিকে এসেছে কি গো কাল মত স্মৃতিটা মেয়ে ।  
চুল গুল তার এলো মেলো পড়েছে গো হাঁটু বেয়ে ।  
আপন মনে মিন্ মিন্ হাঁসি, কথা বড় কয় না বেশী ।  
অশান হ'তে কৈলাশ কাশী, নাচতে নাচতে  
বেড়ায় ধেয়ে ॥

শুনেছি তার নামটি তারা; চরণে ধরয়ে ধরা,  
দৈত্যের মুণ্ডমালা পরা, রক্তজ্বালা রাজ্য পায়ে ॥

পি ৬৭৮৩

খাছাজ ।

তোমা বিনে এ জগতে, সবই অন্ধকার ।  
তাইতে তোমায় রাখি প'রে হৃদি মাঝে অনিবার  
মোহন মুরলী করে, এস সখা ধীরে ধীরে,  
হ'য়ে বাঁকা দাওনা দেখা, প্রাণশশী শ্রীরাধার ।  
একি তোমার চল চাতুরি, মন দুঃখে জ্বলে মরি,  
কিসে এ জ্বালা পাসরি, বলে দাও নাথ আমার ॥

ভৈরবী ।

কবে তোমারি মুরলী উঠিবে বাজিয়া।  
স্বপ্ন আনার হৃদয় মাঝে ।  
তোমারি পরশে বিবশ তনু  
পাইবে পূন্যকে তোমারি কাজে ॥  
হের নয়ন মৃদু অঙ্ক, হের হৃদয়ছয়ার বন্ধ,  
শ্রবণ মন ঘুমে অচেতন আঁধারে আলোক রাজে  
মম ধূসর জীবন মাঝে  
তোমারি মরতী দোম্য সুন্দর, বিরাজে আমার  
অক্ষর ভিতর,

শত অপরাধ জিনি তোমার আশীষ বাণী  
শ্রবণে মম বাজে মম স্থপ্ত হৃদয় মাঝে ॥

### তিনকড়ি চক্রবর্তী :

পি ২০৩৪

( চন্দ্রগুপ্ত হইতে )

ঘনতমসাবৃত অধর ধরণী,  
গর্জে সিদ্ধু, চলিছে তরণী,  
গভীর রাত্রি, গাহিছে যাত্রী,  
ভেদি সে ঝঙ্কা উঠিছে স্বর ।  
ওঠ্ মা ওঠ্ মা দেখ মা চাহি,  
এই ত এইছি আর চিন্তা নাহি—  
জননী হীনা কণ্ঠা দীনা  
ওঠ্ মা ওঠ্ মা প্রদীপটী ধর ॥  
লজ্জি বনানী পর্কতরাজি,  
তোর কাছে এই আমি এইছি ত আজি ॥  
কোথায় জননী ! গভীর রজনী,  
গর্জে অশনি, বহিছে ঝড় ।  
এ কি ! কুটীর যে স্তম্ভধার !  
নির্ঝাণ দ্বীপ—গৃহ অন্ধকার—  
কোথায় জননী ! কোথায় জননী !  
শূন্ত যে শয্যা, শূন্ত যে ঘর ।

সে ধ্বনি উঠিয়া আর্ন্তনিনাদে,  
বিধাতৃ চরণে পড়িয়া কাঁদে ;  
চরণাঘাতে বজ্র নিপাতে,  
মৃচ্ছিয়া পড়িল সে অবনী পর ।

( চন্দ্রগুপ্ত )

ও সেই মহাসিদ্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে ।  
কে ডাকে কাতর প্রাণে আকুল তানে বলে “আয় চলে আয়,  
ওরে আয় চলে আয় আমার পাশে ।”  
বলে আয়রে ছুটে আয়রে তরা,  
হেথা নাইক মৃত্যু নাইক জরা,  
হেথায় বাতাস গীতিগন্ধভরা চির-স্নিগ্ধ মধুমাংসে,  
হেথায় চিরশ্রামল বহুধরা, চিরভ্রোহাংশ নীলাকাশে ॥  
কেন ভূতের বোঝা বহিস পিছে,  
ভূতের বেগার খেটে মরিস মিছে,  
দেখ ঐ সুধাসিন্ধু উথলিছে পূর্ণ ইন্দু পরকাশে ।  
ভূতের বোঝা ফেলে, ঘরের ছেলে, আয় চ’লে আয় আমার পাশে’

তৈজসোক্ত্যন্যথ বান্ধাজর্জী ।

পি ৬১৭৭

সারি ।

দয়াল তোমার আশায় আশা মাত্র রে বড়ই আশা ছিল ।  
আশা নদীর কূলে বসে, আমার কাঁদতে জনম গেল ।

আশা বৃক্ষ রোপন করে, আমি বসে আছি বৃক্ষমূলে,

ও ফল পাব বলে,—

ফল না ধরিতে বৃক্ষে, বৃক্ষের ডালে মূল ভাঙ্গিল ।

চাতক থাকে মেঘের আশে, মেঘ বরিষে অল্প দেশে,

চাতক বাঁচে কিসে—

জল পাব জল পাব বলে, তোমার চাতক প্রাণে ম'ল ।

### বার্ষ

শ্রাম রসিক রে পরের জন্তে কাঁদে রে আমার মন

পোড়া পর কি কখন হয় আপন ।

আমি যখন রাখতে বসি, কাল তখন বাজায় বাঁশী,

আমার প্রাণ হয় উদাসী—

আমি হলুদ দিতে দিই লবণ ।

কালার বাঁশীর কি গুণ জানে, কি কথা কয় কানে কানে,

কালার বাঁশীর জালায় জালাতন ।

### ভুলসীচরণ দাস ।

পি ৪৫৫১

সিদ্ধু ভৈরবী ।

খুলে দে তরুণী খুলে দে স্বরা শ্রোত বহে ঘায় রে ।

মন্দ মন্দ রঙ্গে ভঙ্গে নাচিছে তরঙ্গ রঙ্গে, .

ভাঙ্গিয়া ফেলিছি হাল, বাতাসে পুরেছে পাল,  
 স্রোতমুখে প্রাণ মন যাক ভেসে যাক রে ।  
 কে যাবি আমারি সাথে এই বেলা আয়রে ।

—•—

জংলা ।

অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া ।  
 দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া ॥  
 কোন্ সাগরের পার হতে আসে কোন হৃদয়ের ধন ।  
 ভেসে যেতে চায় মন, কেলে ঝেঁঙে চায় ঐ কিনারায়  
 সব চাওয়া সব পাওয়া  
 গিছনে ঝড়িছে ঝর ঝর জল গুরু গুরু দেয়া ডাকে,  
 মুখে এসে পরে অরুণ কিরণ ছিন্ন মেঘের ফাকে  
 গুণো কাণ্ডারি, কে গো তুমি কার হাসি কান্নার ধন ?  
 ভেবে মরে মোর মন কোন স্থরে আজি বাঁধিবে যন্ত্র  
 কি মন্ত্র হবে গাওয়া ॥

—•—

পি ৭৫৬৭

ভোরের বাতাস ধীরে কেঁথা বাস  
 বাস বঁধুয়ার দেশে ;  
 লুট্টয়ে আনিস্ কস্তুরী বাস  
 মাখান বঁধুয়ার কেশে ।  
 যদি সে ঘরে পশিতে না পারিস্  
 তবে সেই দ্বারের ধুলো নিয়ে আনিস্

সেই ধুলোয় কাজল করিস্  
পরিব নয়নে হেসে ।  
দলিয়াছ বধু দলিয়াছ প'য়  
নলে যদি যাও নাহি কৃতি তায়  
আমি জানি তুমি আসিবে নিশ্চয়  
ভুবন মোহন বেশে ।

—•—

তুমি নাকি দেখা দিতে এসেছ হেথায়,  
(ও গো) নিমিষের দেখা দিতে কে সাধে তোমায় ।  
যারে তুমি বাস ভাল করগে যতন  
আমি ত তোমারে ভুলে চাহিনি কখন  
তুমি আছ দূরে রহ দূরে  
ভুলি হে তোমায় ।

—•—

পি ৭৭৭৮

কেদারা মিশ্র ।

ভুবন মোহন বেশে কে রে নিকুঞ্জবনে  
মুখে রাধা রাধা বলে বারি ঝরে ছনয়নে ।  
বিভূতি ভূষণ আদি চলে বধু মাঝে  
জটা জুট আদি গঙ্গা বিরাজে  
কি জন্তে হও যোগী  
কার প্রেমে অহুরাগী  
প্রমাদ পড়েছে বুঝি মানময়ীর অভিমানে ।



ইমন ।

ঐ আসচে রে তোরা মনোচোরা  
 বাজিয়ে মোহন বাঁশী  
 নয়ন যে দেখেছে সে মজেছে রে  
 পরেছে প্রেমের ফাঁসী ।  
 ভুলনা সই কথার ছলনে  
 প্রেমের কথা কতই সে জানে  
 ওসে সরল কথায় মন মজিয়ে  
 শেষে দেবে লো ফাঁসি  
 আপন মনে থাকব সে দেশে  
 ভুলনা সই কাল শশী ।

বিশ্বনাথ রাও ।

৮৬১

প্রভাতী ।

হর হর হর বম্ বম্ বামে শোভে গৌরী ।  
 বাবা পাগলা ভোলা ত্রিপুরারি ॥  
 আনিরে যবা তুলে, নাকে শাজাব ফুলে  
 বাবাকে তুষিব ছুটো বিশ্বদলে ;  
 বাবা ভক্তিতে ভোলে সেটা এতই কি ভারী ।

কাফি—সিন্ধু ।

এমন দিন কি হবে তারা ।

যবে তারা তারা তারা ব'লে তারা বয়ে পড়বে ধারা ।

হৃদিপদ্ম উঠবে ফুটে, মনের আঁধার যাবে ছুটে ;

তখন ধরাত'লে প'ড়বো লুটে, তারা বলে হব সারা ।

তাজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ ;

ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা ।

## ডুয়েট

শ্রীঃ অভুল কৃষ্ণ পাল ও অশ্রুজিতি দাসী ।

পি ৬২০.

রাজা পুথু ।

স্ট্রীঃ । আমি খেংরে বিষ ঝেড়ে দেবো তোর ।

জারি জুরি ভেঙ্গে যাবে দুনিয়া দেখবি ঘোর ।

যেমন সাপ তার তেমনি বিষ, ঝাটার চোটে ছাড়াব বিষ ;

মিশিয়ে দিয়ে বিষে বিষ ক'রবো প্রেমের ঘোর ।

পুঃ কেয়া বাৎ, কেয়া বাৎ, রানী আমার ঝাটা ধ'রেছে ;

কেলে হাড়ি মাথায় ক'রে পাড়ায় যাবে ভেবেছে ।

স্ট্রীঃ । পাড়ায় যাই কি কোথায় যাই দেখিয়ে দেবো আজ

পাটে পাটে ক'রবো পাট্টা থাকবে না কো লাট ।

পুঃ । সন্তি নাকি, বল কি, মাইরি, এ রাজ্যের রাজা আমি

ভুলে গেছ কি ?

- জী: । তুমি রাজা আমি রাণী চট পটাপট শুনবে ধ্বনি,  
ঢাল চামড়া তুলে নেবো দেখবে তোমার খেচুনি ॥
- পু: । চটিস কেন, চটিস কেন, বলছি কথা শোন,  
তুমি আমার হেবোর মা সাত রাজার ধন ।
- উ: । রাত্তারানী আমরা হ'জন এইত সাধের খেলা,  
হোসে খেলে চ'লে যাই ভাসিয়ে প্রেমের ড্যালা ॥



- পু: । প্রাণেশ্বরী বদন তুলে দেখ তোমার কে এসেছে ।
- জী: । যাও যাও স'রে পড় আমার ঘাড়ে ভৃত ছেড়েছে ॥
- পু: । কেন এত নিষ্ঠুর হ'লে মুখ তুলে চাও একটা বার ;
- জী: । পিরীতে ডগমগ রসের সাগর নাগর আমার ।
- পু: । পায়ে ধরি বিনয় করি পায়ে রাখ প্রাণেশ্বরী ;
- জী: । অলু কোথাও চেষ্ঠা দেখ প্রেমের যাদু প্রাণের হরি ।
- পু: । তোমার পায়ে মাথা থাঁড়ি কেন আমার দিচ্ছ দমন
- দ্বী: । আমি আর নইসে আমি ভেঙ্গে গ্যাছে প্রেমের চমক ।



পি ৭৪১৩

যেমনি জ্ঞান তেমনি জ্ঞান কেউ ত কম নয় ।

পু: । ভবপারেশ্বর তরী ।

জী: । আপনি মাঝি হয় ।

পু: । কালী কালকে রাখে পায়ের তলে

জী: । কাল থাকে রাধার পায়ের তলে ।

পুঃ । ( আবার ) কখন রাখে মাথায় তুলে ।

স্ত্রীঃ । রাধার নাম চুড়ায় রয় ॥

পুঃ । দহুজ দল ভয়েতে বিহ্বল দেখিয়ে শ্রামার অসি ।

স্ত্রীঃ । গোপিনী গোপাল প্রেমেতে পাগল

ভুনিয়ে শ্রামের বাঁশী.

পুঃ । পাতকী তারণ ।

স্ত্রীঃ । পাতকী তারণ ।

পুঃ । ( মা ) জোরেতে করেছে জয় ।

স্ত্রীঃ । কালা প্রেমে সদা পরাজয় ॥

উভয়ে । কিবা শোভিছে কৈলাশ শিখরে ।

হর গৌরী হ'য়ে যুগলে মিলিত

অতি অপকূপ নয়নে হের রে ।

পুঃ । আধ অঙ্গ যিনি রক্তত বরণ

স্ত্রী । আধ অঙ্গ আভা তপত কাঞ্চণ ।

পুঃ । আধ চন্দ্রাস্বর ।

স্ত্রীঃ । আধ কৌমস্বর ।

উভয়ে । রূপের কিরণে অঙ্ককার হরে ॥

পুঃ । আধ বক্ষঃস্থলে দোলে অস্থিমালা •

স্ত্রীঃ । আধ হৃদে মণিহার উজালা

পুঃ । আধ কণ্ঠে রাজ কালকূট কালা

উভয়ে । আধই অমিয় ময়রিয়্য ধরে ॥

- পুঃ । আধই শরীরে বিভূতি-লেপন  
 স্ত্রীঃ । আধ কলেবর কস্তুরী চন্দন ।  
 পুঃ । শোভে আধ ভালে কিবা হরিতালে ।  
 স্ত্রীঃ । সিন্দুরের বন্দু আধ ভাল পরে ।

### অভয়াপদ ও আশ্চর্য্যময়ী !

পি ২২৬৪

পলিন ।

- উঃ । মরমে মরমে ব্যথা মনের কথা ফেলে দিব বনে ।  
 স্ত্রীঃ । তোমায় আমার বঁধন দেব সন্ধ্যাপনে  
 হৃজনের কেউ যেন না জানে !  
 স্ত্রীঃ । তোমার ঘরে থাকবে তুমি আমি আমার ঘরে ।  
 পুঃ । কেউ জান্বেনা শুন্বে নাকো যেন লুকিয়ে থাকি চুরি ।  
 উঃ । যখন হারয়ে যাবে প্রাণ,  
 হৃজনে হৃদিক থেকে তুলবো হৃথের গান ।  
 কুড়িয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি অদান প্রদান ।  
 পুঃ । আমি রাখবে যতনে,  
 স্ত্রীঃ । তুমি রাখবে যতনে,  
 পুঃ । তুমি আমার প্রাণে,  
 স্ত্রীঃ । আমি তোমার প্রাণে ।

কমিক ।

- পুঃ । ফোটা ফুলের মত তোর ঐ মুখখানা ।  
 স্ত্রী । জানি তোর মন ভোলান কদর পুরা ছুটানা ॥  
 পুঃ । অবাক হ'য়ে মুখপানে তোর সদাই লো তাকাই ॥  
 স্ত্রী । মনের মাঝে কি করে ছাই দেখ দেখি বালাই ॥  
 পুঃ । ভেসে যাই স্নখ-সাগরে তোর হাসি দেখে ।  
 স্ত্রী । বেশ জানি তোর গ্রাকাপানা দে মনে রেখে ॥  
 উঃ । তোর কখন হাসি কখন ফাঁসি পিরিতীটে তোর ॥

কৃষ্ণ রাধার সংবাদ ।

পি ৪৪৭৩

- কৃষ্ণ বলে আমার রাধা বদন তুলে চাও ।  
 আর রাধা বলে কেন মিছে আমারে জালাও ।  
 মরি নিজের জালায় ॥  
 কৃষ্ণ বলে রাধে দুটো প্রাণের কথা কই,  
 রাধা বলে এখন তাতে মোটেই রাজী নই,  
 সর ধোঁয়ায় মরি ।  
 কৃষ্ণ বলে সবাই বলে আমার মোহন বেণু,  
 রাধা বলে ওহো ! শুনে আমি মরে গেছু,  
 আমায় ধর ধর ( ওগো ) ।  
 কৃষ্ণ বলে পীতধরা বলে আমায় সবে,  
 রাধা বলে বটে ! হ'ল মোক্ষ লাভটি তবে,  
 থাক আর থাওয়া দাওয়া ।

কৃষ্ণ বলে আমার রূপে ত্রিভুবনটি আলো,  
রাধা বলে তবু যদি না হ'তে মিশ কালো,  
রূপতো ছাপিয়ে পড়ে ।

কৃষ্ণ বলে আমার রূপে মুগ্ধ ব্রজবালা,  
রাধা বলে ঘুম হচ্ছেনা এতো ভারি জ্বালা,  
( ওগো ) তাতে আমার কি ।

কৃষ্ণ বলে শুনি হরি লোকে আমায় কয়,  
রাধা বলে লোকের কথা কোরোনা প্রত্যয়,  
লোকে কি না বলে ।

কৃষ্ণ বলে রাধে তোমার কিবা রূপের ছটা.  
রাধা বলে হ্যা হ্যা কৃষ্ণ তা বটে বটে,  
তাতো সবাই বলে ।

কৃষ্ণ বলে রাধে তোমার কিবা চাক কেশ,  
রাধা বলে কৃষ্ণ তোমার পছন্দটা বেশ,  
( তোমায় ) সেটা বলতে হবে ।

কৃষ্ণ বলে রাধা তোমার দেহ স্বর্ণলত,  
রাধা বলে কৃষ্ণ তোমার খাসা নিষ্টি কথা,  
( যেন ) স্বধা ঝরে ।

কৃষ্ণ বলে এমন রূপ দেখিনি তো কভু,  
রাধা বলে হ্যা, আজ সাবান মাখিনি তবু  
নইলে আরো সাদা !

কৃষ্ণ বলে তোমার কাছে রতি কোথায় লাগে,  
রাধা বলে এ সব কথা বলতেই হত আগে  
( সব ) গোলত মিটেই যেত ।

### ব্যাই-ব্যান ।

ব্যাই । বেয়ান তোমায় গড় করি গো,  
তোমার গুণের কথা কইব কি আর কইতে  
যাওয়াই ঝক্‌মারি ।

ব্যান । বেয়াই তুমিই কি কম বল,  
ছেলের বিয়ের ফাঁকি দিলে করে নানান ছল,  
ব্যাই । দিচ্ছ যখন মেয়ের বিয়ে, থাকতে হবে সকল সয়ে,  
রক্ত ওঠা টাকা দিয়ে শুনতে হবে রকমারি ।

ব্যান । সোনা দেছ যা গয়নার,  
ওজন ঠিক দুশো ভরি আছে বটে তার,  
হ'লে কি হয় ছি ছি ছি, গড়নগুলো বিচ্ছিরি,  
দেখতে যেমন কেমন কেমন বলতে ধারা ঠিক নারি।

ব্যাই । আহা বল্‌ব তোমায় কি,  
হাল ফ্যাসানের নিয়ম যেমন ভেমুনি তো দিছি.  
গড়নেও দোষ নয়, এ সব ব্যানকে বলতে হয়  
মেয়ের বিয়ে যে দিয়েছি সকলি তার দোষ ভারি ।



## অভয়াপদ ও বেদানা দাসী ।

পি ১৩৭১

কমিক ।

\*  
 রঞ্জন । আমি এই চল্লুম,  
 মুক্তি । আমি এই চল্লুম,  
 রঞ্জন । ছি ছি ছি কল্লি কিলো সর্বনাশী ।  
 মুক্তি । যেতে হয় যাওনা চলে, আমি ত তাই ভালবাসি ।  
 রঞ্জন । তা হ'লে বামন বলে এ বাড়ালুম পা,  
 মুক্তি । আমারও শয়নকালে পদ্মনাভ মাটি মাটি গা,  
 রঞ্জন । আহা ! আহা ! পড়ে যাবে,  
 মুক্তি । ছুটো না হৌচট খাবে。  
 জালায় কে ম'রবে জলে বল দেখি তা ;  
 রঞ্জন । তাইতে তো পা চলে না, মন সরে না  
 বল না হয় ফিরে আসি ;  
 মুক্তি । কি বলব বুঝতে নারি  
 কাজ কি অ'খি-জলে ভাসি ॥

কমিক ।

পুঃ । আমার প্রাণ কেড়ে নিয়ে দেখগো পালায় ।  
 জী । একলা গেয়ে মজায় অবলায় ॥  
 পুঃ । তুমি কি না মজবার মত,  
 জী । দেখ ঠাট জানে কত,  
 উভয়ে । কলে বলে কথার ছলে দেখ গো ভোলায় ॥

পুঃ । ঐ দেখ প্রাণ নিয়ে পালায়

স্বী । ঐ দেখ মন নিয়ে পালায় ॥

পি ১৩৭২

ভৈরবী—মিশ্র ।

শুনমণি দাসি তব পায় ।

রমণী হৃদয়মণি ঠেলনা হে অবলায় ॥

প্রেম অভিলাষী দাসী, আঁখি হোঁর মন উদাসী,

রাখি মনে সবতনে হৃদয়ে ধরি তোমায় ॥

পুঃ । কেশব কুরু করুণা দীনে কুঞ্জ কানন-চারী ।

স্বী । মাধবমনোমোহন মোহনমুরলীধারী ॥

উভয়ে । ( হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল মন আমার )

পুঃ । ব্রজকিশোর কাণীয়হর কাতর-ভয়-ভঞ্জন,

দ্বী । নয়ন ঝাঁক ঝাঁক শিখি-পাখা রাধিকা-হৃদি-রঞ্জন,

পুঃ । গোবর্দ্ধন-ধারণ বন-কুম্ভ-ভূষণ, দামোদর কংসদর্পহারী

স্বী । শ্যাম রাস-রস-বিহারী ॥

উভয়ে । ( হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল মন আমার )

পি ৪২৮৫

কমিক ।

চা-ওয়াল। কে নেবে গরম গরম টি ।

পাউরুটিওয়ালী । বাক্স খুলে নাওনা তুলে তাজা পাউরুটি ।

চা-ওয়াল। তোমরা চেকে নাও—চিনে,

আসামের চা নয়কো আমার, খালি দিই টানে  
প্যাকিং করা, মার্কা মারা, নয়তো গো মাটি ॥

পাউরুটীওয়ালী। আমি কিনি রোলার মিল,

যাতা ভাঙ্গা নয়তো, ভূষি থাকে না এক তিল,  
তাতে গড়া গরম কড়া, ব্রেড পরিপাটী ॥

চা-ওয়াল। এ চা তৈরী খুব ছুং,

কেটেল্ খুলে, দেখাই ঢেলে আলতাপানা রং  
সুগার দেওয়া 'উড়ছে ধোয়া,

কেনো এক বাটী ।

পাউরুটীওয়ালী। খেলে আমার এ বিস্কট

পিক্ ফ্রেনান, আর হণ্টলে পামার,

করে দেবে ছট,

এরাকটে গড়া বটে শোন গো কথাটি ।

চায়ে ফেলে খাও গো তুলে

সুখ পাবে খাটী ॥

## অভয়ানন্দ ও ছোট হরিমতি

পি ১২৫০

কমিক ।

পুঃ । চোখ ঠেরে তুই করলি কি আমায় ।

স্ত্রী । হাসির কাসি পরালি গলায় ॥

পুঃ । প্রাণে যে দিলি ব্যথা,

স্ত্রী । মরি কি রসের কথা ।

উভয়ে । কে কারে কি করলে সেটা বোঝা বিষম দায় ।

পুঃ । দেখ খ্যাপালে আমায় ।

স্ত্রী । আমার প্রাণ বুঝি শেষে যায় ॥

—\*—  
কমিক ।

চুড়ি লিবি গো ।

কে স্বজনি ওলো ধনি চুড়ি লিবি আয় রে ।

রেশমি চুড়ি বিকিয়ে গেলে মেলা হবে দায় রে ॥

আমি আপন হাতে ধরে পড়িয়ে দিব কোমল করে ।

সস্তা বড় আয় লো দরে বিকিয়ে বুঝি যায় রে ॥

সাজবে চুড়ি কোমল করে,

এ চুড়ি মোর পরুলে পরে

ফিরবে নাগর পায়ে রে ॥

—:~:—

অভয়াপদ ও সুশীলা ।

পি ৩৭৩২

কমিক ।

বামা । দূর হ'য়ে যা তুই ছোড়া ত হলে হয়েছি।

হরে । কবুবো কি আর তুই ত আমায় পাঁগল করেছি।

হরে । মুখ তুলে তুই চা,

বামা । দূর হ'য়ে তুই যা,

হরে । ছাড়বো না এই ধরছ, তুই পারিস্ যদি যা,

বামা । বড়ই যে তোর বাড় ভাল চাস্ তো ছাড়,  
 হরে । ছাড়বো না, তুই হবি কিনা বল আগে আমার—  
 বামা । হ'তে পারি, আমার যদি গোলাম হ'য়ে থাকিস্ ;  
 হরে । গোলাম হব ফিরবো পায়ে তুই যদি ভাই রাখিস্ ।

কমিক ।

হরে । রাগ কোরো না প্রেমময়ি কওনা কথা চাওনা কিরে ।  
 বামা । কাজ নেইক সোহাগে, বেথায় ছিলি যা না সরে ॥  
 হরে । ছিলুম নাকো কোথাও আমি জানিস্ সদা তোরি,  
 বৃকের ভেতোর হাঁচড় পাঁচড় দম ফেটে ছাথ মরি,  
 বামা । দেখবো না আর তোর মুখ,  
 হরে । বলিস্নে আর ফাটবে বুক,  
 বামা । ফাটুক্ গে বুক পথ ছেড়ে দে নইলে পাবি দুখ—  
 হরে । পড়ছি পায়ে মিথ্যে আমার বাস্নিকো ভাই মেরে ॥

জিতেন্দ্রনাথ দত্ত ও মিস্ লীলাবতী ।

পি ৩৭৭২

ধাওয়াজ ।

পুঃ । তুমি বায়না ধরে অমন করে নয়না হেনো না ।  
 স্ত্রী । তোমার নয়নে নয়নে রাখি তুমি তাও কি জান না ।  
 পুঃ । তোমার প্রেমমাখা আঁখি ।  
 স্ত্রী । তোমায় প্রাণ ভোরে দেখি ।  
 \*তুমি দেখিতে জান না বলে কি, দেখা দিতে পার না ।

পুঃ । কেমন জ্বাল ফেলে দিছি ।

স্বী । কেমন মাছধরে নিছি ।

উঃ । আমি তোমাতে পরাণ বাঁধা দিছি বলি গো

শোন না ।

— — —

ঝাঁঝিঁট ঋষাজ ।

স্বী । তুমি যাও যাবে যাও মন ফিরে দাও মন ত

তোমার নয় ।

চুরি করে পালিয়ে যাবে ধরা হবে দায় ।

পুঃ । যে করেছে মনচুরি, তারে পরাও প্রেমের ডুরি ।

আমি তোমার কি ধার ধারি ধ'রনা আশায় ॥

স্বী । জান না প্রেমের রীতি বিচ্ছেদে বাড়ে পীড়িতি,

তার তরে করি মিনতি গগনা বলাই ॥

পুঃ । মজাবো না মজাবো নাকো মজায় মজা নাই ॥

— — —

পি ৪৩০২

টহলদারী ।

যে কটা দিন আছ বেঁচে রে মন,

হরিনাম নিতে কত ভুল না ।

ভুলে কেন রইলে ছকুল হারালে,

চিরদিন এইভাবে যাবে না ।

অর্থ অনর্থ যে তুমি কি তা জান না,

তবে কেন তাকে ছাড় না ।

ছেলে মেয়ে পারবার সকাল অসার,  
 কাজে তারা কেও ত আসবে না ।  
 একলা এসেছ একলা যেতে হবে  
 সঙ্গে কোন কিছু যাবে না ।  
 বাল্যকালে তুমি খেলা করে কাটালে  
 যৌবনে যুবতী ছাড়লে না ।  
 বুড়া হ'লে তবু টাকা টাকা টাকা  
 টাকা বুলি তোমার ঘুচলো না ।  
 তাই বলি ওরে মন সংসার-বন্ধন  
 হরিণাম-খড়্গে কাট না ।

— — —

দরবেশী ।

সীতারাম বল মোর মন রে,  
 ও নাম হৃদয়ে রাখ না গেঁথে,  
 ও যে দেবের হুল্লভি ধন রে ।

আগে 'সী' শেষে 'ম' মধ্যে তারা'র নাম রে ।  
 সীমার মধ্যে তারা আনা সীতারামের কান রে  
 আর এক কথা বলি তোরে মন দিয়ে মন শোন রে  
 হরি, দুর্গা, কালী, তারা, ব্রহ্ম নারায়ণ রে ।  
 দেখ সীতারামের নামের বীজ সব মিলন কেমন রে ।  
 জগতের সার ঐ দুটি নাম আর তো নাই ও মন রে ॥

পি ৪৮৭৪

পৌরোহিত্য ( কমিক ) ।

আমাদের ব্যবসা পৌরোহিত্য,  
 আমবা অতীব সরলচিত্ত,  
 হিত যা করি জানেন গোসাই, হরি যজ্ঞমান-বিত্ত ॥  
 মোদের রুজি এ পৈতে গাছি.  
 রোজ যত্নে সাবানে কাচি,  
 আর তালতলা চটি পেন্সন দিয়ে ঠন্থনে নিয়ে আছি ॥  
 দেখছ আর্কফলাটা পুষ্ট,  
 বত নছার ছেলে জুষ্ট,  
 কি বিষ-নয়নে ঐটে দেখেছে কাটতে পেলেই তুষ্ট ॥  
 আছে ব্রহ্মের একটি লিষ্ট,  
 তার! মাগের এতকি সৃষ্ট,  
 আমরা সব চেয়ে বেশি সোপকরণ মিষ্টান্নটাই মিষ্ট ॥  
 দেখ রেখে গেছে বাপ দাদা,  
 ঐ রত্নর গাদা গাদা,  
 আর ঘেনন তেমন করে আঙড়াও দক্ষিণাটি ত বাঁধা  
 মোদের পসার বিধবা দলে,  
 এই পৈতা টিকির বলে,  
 দক্ষিণে ভোজনে বেড় যত, আর মন্ত্র যী বলি চলে ॥  
 ঐ সুন্দর শোভাকরং  
 আর কাণ্ডপেয়ং দিবাকরং,  
 মন্ত্রে লক্ষ্মীব অঞ্জলী দেওয়ায়ে, বলি "দক্ষিণাবক্য করং" ॥



বড় মজা এ ব্যবসাটাতে,  
 কত কল যে মোদের হাতে,  
 এই কল লাভ আর মজের দৈঘ্য দক্ষিণার অহুপাতে ।  
 সাজে এক পাড়া থেকে ধরি,  
 জ্ঞান নাই যে বাচি কি মরি,  
 বাড়ী বাড়ী ছুটো ফুল ফেলে দিয়ে, ছ'শো কালীপূজা সারি ।  
 আমরা ধন্য-দাস দেবদর্শ,  
 আমরা বিলিয়ে বেড়াই ধন্য,  
 কিন্তু নিজের বেলায় খটি টেনেও, নেই অকরণীয় কুকর্ষ ।

### কলির ব্রাহ্মণ ( কমিক ) ।

ব্রাহ্মণ ব'লে নোয়ার মা মাথা কে অ'ল এমন হিন্দু ।  
 আমাদেরই কোন পূর্বপুরুষ গিলে ফেলেছিল সিঁদু ।  
 গিরি গোবর্দ্ধন ধন্য যেই সন্ত, মেরেছিল রাজা কংশে ।  
 তার পুত্র বেঁচে গেলেন, সে গেলেন গেলেন ।  
 বাবা এখনও রেখেছি গলার খুলিয়ে দেলাই পৈতে ।  
 তোমরা আমাদের সম্মান করিবে সে কথা আবার ঠিকতে ।  
 আগেকার মত মুখ দিয়ে আর বেরোর না বটে আগুন ।  
 কিন্তু কথার দাপটে এ ছুনিয়া মারি, সাহস থাকে তো লাগুন ।  
 যদিও এখন অভিশাপ দিয়ে করতে পারিনে ক্ষম ।  
 কিন্তু হাওয়াই তর্কে গিরি উড়ে বার তোমরা আবার কত ।  
 বাবা, এখনও রেখেছি গলার খুলিয়ে ইত্যাদি ।

গৌরহিত্য করে থাকি আর ক'রে থাকি শুকপিরি হে ।  
 আবার নরক হইতে দুহাত তুলিয়া দেখাই বর্গের সিঁড়ি হে ।  
 অহুসার আর বিলম্বের যোগে বাজাই এমন আশুড়াই ।  
 যে বজমান আর শিক্তবর্গে বেমানম ভাবে শাকড়াই ।  
 বাবা, এখনও রেখেছি গলার ঝুলিয়ে ইত্যাদি ।  
 যদিও করেছি চটির দোকান ঠেলছি বেড়ি ও হাতাটা ।  
 কিন্তু টিকিটা শুক বজার রেখেছি মহবি ব্যাসের মাথাটা ।  
 মন্টা আসটা খাই মাঝে মাঝে, প'ড়েও থাকি গো থানাতে  
 আর ব্রাহ্মণ ব'লে চিনিতে না পেরে ধরও নে যার থানাতে ।  
 বাবা এখনো রেখেছি গলার ঝুলিয়ে ইত্যাদি—  
 যদিও তুলে সন্ধ্যা গায়ত্রী, যশ তপ ধ্যান ধারণা ।  
 কিন্তু ব্রাহ্মণত্ব কোথা যাবে ? সোজা কথাটা

বুঝিতে পারো না ?

টুকু ক'রে চুকে চাচার দোকানে খাই নিম্ন পক্ষী ।  
 আর ভোরে উঠিয়া গীতা নিষে বসি বাবা বলে ছেলে লক্ষী ।  
 বাবা এখনো রেখেছি গলার ঝুলিয়ে ইত্যাদি—

মোক্ষ ও সুবানিনী ।

পি ৫৮১২

( কিস্করী হইতে )

মকরী । কথা কই কই কই, মুখে আসে কই

কথা কবনা কবনা কবনা ।

উৎ । কথা না কই না কই প্রাণ চুপে থাকে কই

চুপ র'বনা র'বনা র'বনা ॥

মকরী ! অহ্লাদে নেচে উঠেছে বুক,  
বেদের কপালে ছিল এত সুখ ।

উং । তবে কোন মতে করে ভোতা মুখ  
চুপটি দাঁড়ায়ে রবনা ।

মকরী । এই যদি তোর মনের কথা,  
কেন তোর প্রাণে জাগাই ব্যথা,  
উভয়ে । ভেঙ্গে গেছে স্নেহ, এ রাত্তি নিষ্প্রাণ,  
যেতে দেবো না, দেবো না, দেবো না ॥

উং । (আমি) কাদি কি হাঁসি ও প্রেমসী মাথাটা ঘুরে গেল ।

মকরী ॥ তোমারি কি একা শুধু, আমরাও বধু তোমারই দশা হল

উং । কি যে করি কোথা যাই, মাথায় আসে না ছাই  
মনে করি তুড়কি লাফ লাফাই ।

মকরী—(তবে) হাত পা ভেঙ্গে হুগুগো আড়

ভূতে এসে ধরুক ঘাড়,

টাকা তোমার শয়ে দেব, বলে কি আরে-ম'ল ॥

উং—এস তবে মুখোমুখি, প্রাণভরে যে যারে দেখি,

মকরী—এ কথাটা মন্দ কি লাগলো কানে ভালো ।

উভয়ে—(এবার) গুটি গুটি হাঁটি হাঁটি ঘরে ফিরে চলো ॥

স্বাধীনতা এবং কালশশী ।

৭ ৭৩৫২

বাউল ।

আমি কি অভাবে 'কাকাল' হ'লাম রে আরে  
 শ্রীদাম দাদা ।

আমার ধরা চুড়া মোহন বাঁশী, সব নিয়েছে রাধা ॥  
 অষ্ট সখি নিয়ে সাথে, আমি দাসখত দিলাম রাধার  
 পদেও ঋণি হইলেন তাতে ।

আমি ঋণ শুধিব কি প্রত্যাসে—তবু মুক্ত দেয় না রাধা ॥  
 খতের খাতক হ'লেম ভারি, আমি পীত বসন  
 ত্যজ্য করি ছেড়ে ব্রজপুরী ।

হরি হরি দণ্ডধারী—নদের হ'লেম দণ্ডধারী তবু  
 মুক্ত দেয় না রাধা ॥

বাউল ।

ও রাই ধনি গো, তুমি আমার প্রেমের মহাজন ।  
 এস করি প্রেম সম্বন্ধের আলাপন ॥  
 তুমি হ'লে প্রেমের মহাজন—অধীনে রয়  
 নিধুবনে ও রূপ করেছি ধারণ

আমি তোরা লাগি ছলনা করি গো, আমি  
 ভুলালেম আয়ানের মন ॥

তোরা লাগি বৃন্দাবনে খেহু রাখতেম বনে বনে  
 করতেম গোষ্ঠ গোষ্ঠারণ ।

আমার ধ্যানে রাখা, জানে রাখা গো,

আমি রাখা যন্ত্রের উপাসন ।

তাজে বাঁশী করে অসি নিধুননে এলোকেশী

ওড়গুণ করেছি ধারণ ।

তোমার প্রেম তাকিলে হৃদয় রাখি গো

আমি রাখা যন্ত্রের উপাসন ।

( তুমিতো ) রাজার কুমারী, বসত কর ব্রজপুরি—

আমি জানি সব কারণ ।

( রাধে ) বদন তোল কথা বল গো,

অমি ধরি তোমার ত্রিচরণ ।

কামুনকুমারী ও এ, এন, দত্ত ।

পাণ্ডব গৌরব ।

পি ১০২

ভীম ও শ্রীকৃষ্ণ ।

কুমারী, এ, এন, দত্ত ।

চিন্তিনী, এ, এন, দত্ত ।

মম সহ স্বন্দ কতু করে ?

ব্যক্ত তুমি বোঝ নি সত্যকি ?

দেবগণে সমাচার দেছ অকারণে !

( ভীমের প্রবেশ )

এস তাই এস বৃকোদর ।

দণ্ডীরে এনেছ সঙ্গে লয়ে ?

ভীম । না জানি কি গুরু অপরাধে,  
 বহু লজ্জা দিয়েছ শ্রীহরি !  
 জ্বিতুবন অযশ গাহিবে  
 দুর্ধ্যোধন সহায় হইলে  
 অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিজে হয় সাধ ।  
 হে মুরারি, তব পদ স্মরি, করিয়াছি পণ,  
 রণে দুর্ধ্যোধন করিব নিধন,  
 গদাঘাতে ভাঙ্গি উরু ।  
 মরমে দহিয়ে, তোমারে স্মরিয়ে  
 পাঞ্চালী খুলেছে বেণী ।  
 যাক মম প্রতিজ্ঞা অতলে ।  
 রহক দ্রৌপদী এলোকেশী চিরদিন ।  
 কুশলে কোরব রহক হস্তিনাপুরে ;  
 খেদ নাহি করি,  
 কিন্তু আশ্রিত তাম্বিব।  
 এ কলঙ্ক অপিতে মাথায়  
 ইচ্ছা কি হে তব ইচ্ছাময় ?  
 সন্ধি হেতু আসি নাই চক্রধারী ।  
 রুধ । কহ বীর, কিবা প্রয়োজন ?  
 কি হেতু তব আগমন হেথা ?  
 ভীম । মিনতি দাসের এই রাখ বহুপতি !  
 উপস্থিত রণ,  
 আমার কারণ,

আমি তব অরি  
 নহে আর চারি পাণ্ডব বিরোধী তব ।  
 বধিয়া আমায় বিবাদ ঘুচাও প্রভু !  
 আসিয়াছি দৈরথ-সমর আকিঞ্চনে,  
 অকিঞ্চনে করোনা বঞ্চনা,  
 বাহ্যাকল্পতরু তব নাম ।

কৃষ্ণ । সমবল সহ রণ ক্ষত্রিয় নিয়ম,  
 যেই অরাসন্ধ সহ রণে ভঙ্গ দিছি কতবার,  
 তৃণবৎ খেদিলে তাহারে ;  
 ধরেছিহু ক্ষুদ্র গোবর্দ্ধন,  
 কিন্তু তব চরণের ঘায়  
 গিরিশির চূর্ণ শত শত ;  
 নাহি হেন শক্তি মম জিনিব সবায় ;  
 লব তুরঙ্গিণী এই প্রতিজ্ঞা আনার,  
 ছলে বলে কৌশলে রাখিব সেই পণ ।  
 পাইয়াছ অপমান চাহ বুঝাইতে,  
 কিন্তু কোনমতে  
 স্থান মম নাহি পায় চিতে ;  
 আনিতাম সরল তোমায়,  
 দেখি তুমি আমা হতে অধিক চতুর,  
 ভাল  
 বল দেখি কিসে তুমি হতমান ?  
 যাও যাও

দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ তোমা সহ কতু না করিব ।  
 ভীম । অতি ছল, অতি খল, অতীব কুটিল,  
 তুমিই তোমার মাত্র উপমা কেবল ।  
 তুমি লজ্জাহীন,  
 তোমায়ে কি লজ্জা দিব  
 সম তব মান অপমান,  
 নহে ক্ষত্র হইে কহ কৃষ্ণ ক্ষত্রিয়সদনে,  
 পরাজয় ভয়ে রণে হও পরাভূত !  
 নিন্দা স্তুতি সমান তোমার,  
 কিবা নাম তব ভক্তাধীন,  
 কায় মন, প্রাণ, অর্পণ করেছি রাজ্য পায়—  
 তথাপি যতপি তুমি না বুঝ বেদনা—  
 রণস্থলে দেবতা মণ্ডলে,  
 উচ্চকণ্ঠে করিব প্রচার  
 নহ, তুমি লজ্জানিবারণ,  
 নহ তুমি ভক্তাধীন ।  
 নহে কন কের হতমান ?  
 হ'লে কণ্ঠাগত প্রাণ,  
 কৃষ্ণনাম আর না আনিব মুখে ।



কুমুমকুমারী ও এম, গোস্বামী, বি, এ,

( সংযুক্তা ও সূর্য্যসিংহ )

সংযুক্তা । সূর্য্যসিংহ ! কোন প্রয়োজনে  
মাগিয়াছ দর্শন আমার ?  
নহি আর মোরা দৌড়ে বালক-বালিকা  
নিভুতে তোমার সনে, মম আলাপন,  
আর নহে কর্তব্য আমার ।  
বল ত্বরা কিবা প্রয়োজন ?

সূর্য্য । কিবা প্রয়োজন ? বলি কারে ?  
কে শুনিবে দৃষ্ট এই মরমের ব্যথা ?  
কে বুঝিতে প্রাণ জ্বালা ?  
পাষাণি ! আমি তব ধাইব পশ্চাতে  
সাথে ল'য়ে তপ্ত জ্বাখি জল,  
অনন্ত এ প্রেম মোর,  
ভালি দিতে চরণে তোমার,  
তুমি কিন্তু যাবে চাঁল ফিরায়ে বদন,  
বরষিয়া বিজ্রপের হাসি !

সংযুক্তা । সেই পুরাতন কথা !  
কেবা চাহে তোমার প্রেম ?  
রেখে দাও যতনে তুলিয়ে তার তরে,  
সোহাগে যে ধরিবে হৃদয়ে ।  
শৈশব হইতে মোরা একত্রে পালিত,

কত খেলা খেলেছি দুজনে,  
আমি ছোট বোনটি গোমার,  
ভয়ি প্রতি কেন হেন প্রলাপ বচন ?  
স্বর্ধ্য । সংযুক্তা ! একদিন সন্ধ্যা-সমাগমে,  
ধরশ্রোতা নদীতীরে খেলিতে খেলিতে,  
খলিত-চরণ হয়ে,  
নিমজ্জিতা হ'য়ে ছিলে অগাধ সলিলে ;  
স্মরণ কি আছে তব কেবা সেই জন,  
নিজ প্রাণ তুচ্ছ করি,  
যেবা তব রক্ষিল জীবন ?

সংযুক্তা । আছে ।

স্বর্ধ্য । ভেবে দেখ অন্তদিন মনে,  
বনমাঝে মহারাণা সূনে ;  
গিয়াছিলে শিকার সন্ধানে ;  
স্মরণ কি আছে তব,  
ভীষণ সাদৃশ্য গ্রাস হ'তে,  
কেবা তব রক্ষিল জীবন ?

সংযুক্তা । আছে ।

স্বর্ধ্য । এই বুঝি প্রতিদান তার ?

সংযুক্তা । শোন স্বর্ধ্যসিংহ !

সঙ্গীর্ণ নহে হেন সংযুক্তা হৃদয়'  
তুলে যাবে প্রাণদাতা জনে,  
প্রয়োজন হ'লে নিজ প্রাণ-দানে,

রক্ষা তব করিব জীবন ;  
 উপকার হয় যদি তব,  
 অবহেলে হুৎপিও ছিড়ি,  
 নিক্ষেপিতে পারি আমি জলন্ত অনলে ।  
 কিন্তু প্রতিদান চাহ যদি প্রণয় আমার,  
 জেনো মনে মহাত্ম্য তব ।

সূর্য্য । তবে কি দেখিবে তুমি মরণ আমার ?  
 নীরস নয়ন কোণে তবু তব,  
 ঝরিবে না এক ফোটা অশ্রুজল ?

সংযুক্তা । অসি করে সময় প্রাক্‌গে,  
 পার যদি ত্যজিতে জীবন,  
 ভগিনীর আঁখিনীরে তিতিবে মেদিনী,  
 সহোদরা হাহাকার শুনিবে জগৎ !  
 কিন্তু যদি ত্যজ প্রাণ আমার কারণ,  
 সামান্য রমণী তরে,  
 বিসর্জন দাও তব অমূল্য জীবন,  
 কাপুরুষ-শব হেরি কিরাব নয়ন !  
 এত যদি সাধ তব ত্যজিবে জীবন,  
 মিলেছিল নাগরা-সমরে তব উত্তম স্বেযোগ ।  
 পৃষ্ঠ প্রদর্শন তবে কেন বা করিলে ?  
 কেন বল পলায়ে আসিলে ?

সূর্য্য । তব তরে—শুধু তব তরে  
 এখনও রেখেছি প্রাণ ;

দয়া কর—দয়া কর মোরে ।

বল বল—

হৃদয়ে ধরিয়ে তোমা জুড়াব জীবন ?

পতি ব’লে সম্ভাষণ করিবে কি মোরে ?

সংযুক্তা । পতি ত দূরের কথা !

ভাতা বলে এতদিন ভেবেছি তোমায়,

কিন্তু জেনো আজ হ’তে—

সংযুক্তার কেহ নহ আর !

কনোজের শিরে ঘেঁই,

অকাতরে দেছে কুলেকলঙ্ক-পসরা,

পৃষ্ঠ প্রদর্শন রণে ক’রেছে যে জন,

সংযুক্তা তাহার সনে,

আর না করিবে কভু মুখের আলাপ ।

সূর্য্য ! সংযুক্তা । কর তুমি সংযত রসনা,

জেনো মনে সীমা আছে মানব-ধৈর্য্যের ।

সূর্য্যসিংহ নহে কাপুরুষ,

কিন্তু যদি এই নিশীথ সময়ে,

নির্জ্জন এ লতাকুঞ্জ মাঝে,

করি যদি আমি তব অঙ্গ পরশন,

কি করিতে পার তুমি সংযুক্তা স্বন্দরী ?

সংযুক্তা । হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ !

কি করিতে পারি ?

শত সূর্য্যসিংহ নাহি ধরে শক্তি কতু,  
 স্পঞ্জিবারে কেশাগ্র আমার !  
 নাহি ভয়,  
 শাণিত ছুরিকা মোর কলুষিত নাহি হবে  
 ভীকর শোণিতে !

পি ৫০৫

হরিরাজ ।

শ্রীলেখা । এস বংস ! কি হেতু বিলম্ব এত ?  
 একে জলে মরি নিশিদিন, বাঁচি প্রাণে তোর মুখ চেয়ে  
 তুই যদি দিবি ব্যথা কয়ে কথা এত নিদাক্ষণ  
 প্রবোধ না দিয়ে জননীয়ে,  
 কার তরে রহিব সংসারে আর ?  
 বংস, হয়োনা নির্দয় এত জননীর প্রতি ।

হরিরাজ । মাতা নিষ্ঠুরতা অধিক কাহার ?  
 নহে ত আমার, ভাব একবার নিজ ব্যবহার  
 আমার পিতার প্রতি ।

শ্রীলেখা । হারিরাজ, ভুলেছ কি মনে কার সনে কর বাক্যালাপ ?

হরিরাজ । দুর্ভাগ্য অপায়, জননী আমার,  
 কি কহিব রুদ্ধ অসি মম,  
 নহে কি এখনও থাকিত জীবন, কলুষিত দেহে তব ।  
 বার দেহে কারি অনাদর,  
 কুলমান বিসর্জিলে অপরের পায়

সেই স্নেহ ধরা হতে লইয়া বিদায়  
 দেবলোক হতে দুর্ভেদ্য কবচে  
 রক্ষা করে জীবন তোমার;  
 নহিলে কি ক্ষত্রিয়-সন্তান এ কলঙ্ক করিয়া বহন  
 মাতা বলি করিত মার্জনা—  
 পিতা ! আর যে সহেনা ভুলে যাব আদেশ তোমার,  
 কলঙ্ক মাতার পুত্র হয়ে কেমনে সহিব—  
 ওই ওই শুন অশরীরী বাণী, সঙ্কল্প ওই আবাহন  
 শুন কথা, কলঙ্ক-বারতা আর নাতি প্রকাশ জগতে,  
 বিভূষণে কর ত্বর। আত্ম-সমর্পণ.  
 ঘৃণিত জীবন শুদ্ধ কর চির-অমৃততাপে ।

শ্রীলেখা । হরিরাজ হরিরাজ !  
 রক্ষা কর ! রক্ষা কর ! তোরে,  
 ধরেছি জঠরে, মাতৃহত্যা করিবি কি শেষে—  
 বাই আমি যাউ পলাইয়ে ।

হরিরাজ । কোথা যাও, দেখ চিত্র অতীব সুন্দর,  
 কি বিশাল ঠাট প্রশস্ত ললাট,  
 ভ্রূগুণ বাসবের চাপ সম,  
 পূর্ণজ্যোতি আকর্ষণময়, নাসিক গঠন  
 খগরাজে দিয়া লাজ,  
 আজাহলম্বিত বাহু স্থল্ললিত,  
 শয়ান করে কার্তিকেয় পরাজয়,

বীরবপু হের বকঃস্থল; হেরি  
 রিপুদল কাঁপিতে সভরে,  
 এই জন ছিল তব স্বামী ।  
 জ্ঞানচক্ৰ কর, উন্মীলন হের অস্ত জন,  
 ভিক্ষা অগ্নে পালিত কুঁকুর,  
 হিংসাতরে কুঞ্চিত ললাট,  
 ক্রভক্ষেতে কুংসিত আচার ভাসে  
 আঁখি পাশে নরকের ছায়া,  
 দয়া মায়া ভয়ে করে পলায়ন,  
 হেন জন বিলাসে কীট তব,  
 মাতা গজমতি দলি পদতলে  
 কাচথণ্ডে কৈলে আকিঞ্চন ?  
 ধন্য তুমি ফুলশরাসন !  
 অঘটন কিছু নাহি তব পাশে ।  
 মাতা ! জিজ্ঞাসি তোমাঝে,  
 কিবা ঘোরে আচ্ছন্ন করিল তব প্রাণ,  
 ছিল নাকি জ্ঞান,  
 কোথা ছিল হুনয়ন ?

ত্রিলেখা । রক্ষা কর ! রক্ষা কর !  
 তিরস্কার আর নাহি কর,  
 জাহ্নুপাতি স্নানি কন্যা ।

হরিদ্রাজ । আমি কেঁদা কি করিব করা ?

জামা-পদে বাচ প্রতিকার  
 দেবী পদে লহগে আশ্রয়  
 শোন মাতা, পুত্রের হৃদয়,  
 মাতৃহত্যা পাপে লিপ্ত নাহি কর হৃতে—

বহুত আচ্ছা।

রেবেকা। আমি চিরকাল unmarried থাক্তান যতপিও  
 সেটা—

চম্পটি। It would have been far preferable, it  
 would have been much better.

রেবেকা। তোমার marry করা was an act of great  
 mistake for me.

চম্পটি। In this view of the case,  
 my love! I thoroughly agree—

রেবেকা। I thoroughly agree—

চম্পটি। I thoroughly agree—

উভয়ে। In this view of the case.

my love! I thoroughly agree.

রেবেকা। It was great mistake to marry ধোরে  
 একটা pauper.

চম্পটি। The more so, O' my love! When you  
 yourself had not a copper.



রেবেকা। Tremendous sad mistake my darling ! very sad I see.

চম্পটি। In this view of the case,  
my love ! I thoroughly agree.

রেবেকা। I thoroughly agree—

চম্পটি। I thoroughly agree—

উভয়ে। In this view of the case my love !

রেবেকা। এই loveএর প্রথম stageটাই ভাল—whispers, hugs, and kisses.

চম্পটি। The charm is not so great as soon as you became a Mrs.

রেবেকা। The case becomes more complicated on the contrary—

চম্পটি। In this view of the case,  
my love ! I thoroughly agree.

রেবেকা। I thoroughly agree—

চম্পটি। I thoroughly agree—

উভয়ে। In this view of the case,  
my love ! I thoroughly agree.

রেবেকা। You may give me a thousand kisses and be mine for ever.

চম্পটি। তাই Something more substantial কিছু মুখের মধ্যে দেবার।

রেবেকা। You are as wise as Solomon, though  
not so rich as he—

চম্পটি। In this view of the case,  
my love ! I thoroughly agree.

রেবেকা। I thoroughly agree—

চম্পটি। I thoroughly agree—

উভয়ে। In this view of the case,  
my love ! I thoroughly agree.

রেবেকা। এই marry কোরে না হোক কোন অল্প  
কার্য-সিদ্ধি। .

চম্পটি। But annually একটি কোরে হচ্ছে বংশবৃদ্ধি ;

উভয়ে। Whatever difference of opinion there  
may be,

In this view of the case, my love !

I thoroughly agree.

রেবেকা। I thoroughly agree—

চম্পটি। I thoroughly agree—

উভয়ে। In this view of the case.  
my love ! I thoroughly agree.

কুসুমকুমারী, এ, এন, দত্ত ও এন, সি, বসু ;

পি ১০৩

ভ্রমর।

রাসবিহারী। তাইত ! এত দেয়ী হচ্ছে কেনই এখনও

আসছে না কেন? ঐ যে কে আসছে? একটু সাড়া নি—  
কে গা?

রোহিণী! তুমি কে গা?

রাসবিহারী। আমি রাসবিহারী গো!

রোহিণী। আমি রোহিণী।

রাসবিহারী। এত দেরী হ'লো যে?

রোহিণী। একটু না দেখেত আসতে পারিনি।

তা বড় কষ্ট হয়েছে না?

রাসবিহারী। না, কষ্ট আর কি? তবে অনেকক্ষণ ব'সে  
আছি, ভাবলাম—বুঝি আমাকে ভুলে গেলে, আর এলে না।

রোহিণী। যদি ভুলতে পারতুম, তা হলে আমার এ দুর্দশা  
হবে কেন? একজনকে ভুলতে না পেরে এদেশে এসেছি; আজ  
তোমাকে ভুলতে না পেরে—কে রে?

গোবিন্দলাল। তোমার যম!

রোহিণী। ছাড়! ছাড়! আমি কোন মন্দ অভিপ্রায়ে  
আসিনি, আমি যে অভিপ্রায়ে এসেছি, তা না হয় ঐ বাবুটিকে  
জিজ্ঞাসা কর।

গোবিন্দলাল। কই? কে তোর বাবু? কাকে জিজ্ঞাসা  
করব?

রোহিণী। কই? কোথায় গেল? কেউ ত এখানে নাই?

গোবিন্দলাল। কেউ নেই কেন, এই যে আমি আছি।

রোহিণী । কি ?

গোবিন্দলাল । তোমারে সঙ্গে একটা কথা আছে

রোহিণী । কি ?

গোবিন্দলাল । তুমি আমার কে ?

রোহিণী । কেউ নই । যতদিন পায়ে রাখ, ততদিন  
না হ'লে আর কেউ নই ।

গোবিন্দলাল । পায় ছেড়ে তোমায় মাথায় রেখেছিলাম ।  
বাজার জায় ঐশ্বর্য্য, রাজার অধিক সম্পদ, অকলঙ্ক চরিত্র,  
অত্যাঙ্গ্য ধর্ম্ম, সব তোমার জন্ত ছেড়েছিলাম । তুমি কি  
রোহিণী ! তোমার জন্ত ভ্রমর—জগতে অতুল, চিন্তায় স্বথ,  
দুঃখে তৃপ্তি, সেই ভ্রমরকে ত্যাগ করলুম । তুমি কি রোহিণী !  
তোমার মুখ চেয়ে সর্ব্বস্ব ছেড়ে বনবাসী হলুম । সেই বিশ্বাসের  
এই পরিণাম ! সেই বিশ্বাসের এই প্রতিদান ? সর্ব্বনাশী !  
রাক্ষসী ! তোমার ত কিছুই অভাব ছিল না । রাজরাণীও এত  
আদরে থাকে না । তবে কেন তুই এ কাজ করি ? হি ! হি !  
অতি স্বণিত কাজ ! নরকেও তোমার—

( পদাঘাত )

রোহিণী । উঃ !

গোবিন্দলাল । রোহিণী দাঁড়াও ! তুমি একবার মৃত্যুতে  
চেয়েছিলে । আবার মরতে সাহস আছে কি ?

রোহিণী । এখন আর না, মৃত্যুতে চাইব কেন ? জীবনের  
যা স্বথ ছিল সব পূর্ণ হয়েছে, তবে আর দুঃখ কিসের ।

গোবিন্দলাল। তবে চূপ ক'রে দাঁড়াও! নড়ো না! এই দেখ পিস্তল ভরা আছে। কেমন! মরতে পারবে?

রোহিণী। না! না! মেরোনা, মেরোনা, আমি মরতে পারবো না। আমায় মেরোনা মেরোনা।

গোবিন্দলাল। কি আশ্চর্য্য! রোহিণী এখনও তোমায় বাঁচিবার সাধ হয়? না না, তা হবে না। তোমার বাঁচা হবে না। তুমি না মরলে আমার মন অনেক প্রতারিত হবে! চূপ ক'রে দাঁড়াও, এই দেখ পিস্তল, চূপ ক'রে দাঁড়াও।

রোহিণী। না না, মেরোনা মেরোনা, আমার এই নূতন যৌবন নূতন স্বখ, মেরোনা মেরোনা। আমায় চরণে না স্থান দাও বিদেয় দাও।

গোবিন্দলাল। এই দিই (পিস্তলাঘাত)

—

এন, সি, বসু, ও কুসুমকুমারী।

দোললীলা।

গোপী। কেন রং দিলি চং করে।

সাদা কাপড় রক্তিয়ে দিলি পিচ্কিরি মেয়ে।

গোপ। তোমার কাল বরণ ভালবাসি,

যখন তখন তাই ত আসি,

আড়াল থেকে আড়ে দেখে তোর

পায়ে পায়ে বেড়াই সুরে।

গোপী। ও তোর ধ্যাবড়া মুখে জেলে ছড়ো কাগের গুড়ো দি।

গোপ । যেমন দিবি পাবি তেমনি পাবি শোধ ভুলেত নি ।  
 গোপী । ( ওরে করিলি যে খুন তরুণ অরুণ  
 মরি মরি বকমারি ।  
 উভয়ে । এমন দিনে বুকের ধনে ফাগ মাথাতে হয়,  
 ওরে না মাথালে নয় ।  
 অনেক দিনের আশার আশা রেখেছি রে  
 প্রাণ পূরে ।

### ৮ অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ও মিস্ প্রকাশমণি

পি ৬৫৭

ষ্টেজ একটি জনা হইতে—

জনা ও প্রবীৰ ।

প্রবীৰ । দাও মাগো সন্তানে বিদায়,  
 চ'লে যাই লোকালয় ত্যজি,  
 কল্লিয়-সন্তান অপমান কেন সব ?  
 ধরিয়াছি পাণ্ডবের হয়, আদেশ পিতার  
 ফিরে দিতে অৰ্জুনেরে,  
 পিতৃ আজ্ঞা না হবে লঙ্ঘন—  
 করি অথ অৰ্জুনে অর্পণ,  
 চ'লে যাব যথা ল'য়ে যাব আধি ।  
 বৃথা ধন ধরিছি যা করে,  
 বিফল জীবন শত্রুভয়ে  
 অস্ত্র ত্যজি দাসত্ব করিব ।

বীর দণ্ডে অশভালে দিয়েছে লিখন.  
 রণে আবাহন করি, ত্যজি রণ  
 কল্লিমনন্দন পরাজয় মানি লব !  
 হেন প্রাণ কেন মা রাখিব,  
 কেন মাগো ধরেছিলে গর্ভে মোরে ?

জনা ।

বৎস ! ত্যজ মনস্তাপ,  
 প্রবল প্রতাপ পাণ্ডব কল্লিনি শুনি ।  
 তুমি নৃপতির নয়নের নিধি,  
 তাই রাজা নিবारे তোমায়ে  
 সমরে ঘাইতে যাদুমণি ।  
 বলবানে পূজাদান আছে এ নিয়ম.  
 রণস্থলে বীর করে বীরের আদর  
 শুনিয়াছি নর-নারায়ণ ধনঞ্জয়,  
 লজ্জা নাহি হেন জনে  
 সম্মান-প্রদানে ।

প্রবীর

ডরে পূজা ঘৃণা করে বীর ।  
 ফিরে দিতে যাই যদি বাজী,  
 ঘৃণায় অর্জুন কথা নাহি কবে মম সনে,  
 \* কিরায়ে বদন বীরগণ হাসিবে সকলে ।  
 শুনি মাতা, জাহ্নবীর বরে  
 পাইয়াছ মোরে ;  
 \* কাপুরুষ পুত্র কি দেছেন ভাগিরথী ?

রণে যদি না যাই জননী,  
 দেবতার হবে অপমান ।  
 মাগো তব পদে মতি,  
 অক্ষয় কিরীট শিরে তব পদধূলি,  
 মাতৃনাম অক্ষয় কবচ বুকে,  
 সম্মুখ-সমরে বিমুখ কে করে মোরে ?  
 জনা । নয়ন-আনন্দ তুমি জীবন আমার, তাবি  
 মনে পাছে তোর হয় অকল্যাণ ।  
 প্রবীর । রণমৃত্যু হতে কিবা আছে যা কল্যাণ ?  
 কে কোথায় ক্ষত্রিয়জননী  
 সম্মানে অঞ্চলে ঢাকি রাখে ?  
 কুলদ্বার পুত্র কার কামনা জননী,  
 ক্ষত্রিয়-নন্দিনী কার ভীষ্ম-পুত্র সাথ ?  
 পিতার নিষেধ যদি, না করিব রণ,  
 ফিরে দিব হয়,  
 কিন্তু লোকময় কলঙ্ক-ভাজন  
 রাখিব জীবন ছার  
 মনে স্থান দিওনা জননী !  
 রণে যদি যেতে মোরে মানা,  
 বলিয়া চরণ,  
 বিদায় হইয়া যাই জনমের মত ।  
 জনা । স্থির হও ! আমি বুঝাইব ভূপে ।  
 হয় হোক যা আছে



মা জাহুবীর মনে,  
 রণসাধ যদি তোর, রণ পণ মম ।  
 প্রবীর      স্মরি তোর পদধূলি শকরে না ডরি ।

— — —

( হেজ একটিং ) জনা হইতে :

( জনার সৈন্তগণকে উৎসাহ প্রদান )

১ম সেনা । আর কার মুখ চাহ মস্তিবর ?  
 আত্মরক্ষা শাস্ত্রের বিধান,  
 পাণ্ডব-আশ্রয় ল'য়ে রাখিব জীবন ।

সেনাপতি । এ নহে উচিত কভু ।  
 পুত্রসম এতদিন পালিল ভূপাল,  
 অসময়ে লব গিয়ে শত্রুর আশ্রয় ?  
 ধর্ম্মে নাহি সবে হেন কাজ ।

১ম সেনা । ধর্ম্ম ! ধর্ম্ম ! আত্মরক্ষা  
 মহাধর্ম্ম শাস্ত্রে হেন কয় ।  
 বিশেষতঃ কৃষ্ণদেবী হয় যেই জন  
 ত্যাক্য সেই, কহে সাধুজন সবে ।  
 দেখ, বিভীষণ ধার্ম্মিক সূজন  
 রাবণে করিল ত্যাগ রামের কারণ !  
 আসে ঐ দেউটা জালিয়ে বিভীষণ  
 চামুণ্ডারূপিণী—

জনা । .      দিক মস্তিবর ! শতধিক

সেনাপতি, প্রায় নিশা অবসান,  
 আছ সবে জঙ্ঘক সমান দাঁড়াইয়ে ।  
 প্রাতে অরি আক্রমিবে পুরী,  
 উৎসাহবিহীন আছ পুতলি সমান  
 মরণে কি মন্ত্রী এত ভয় ?  
 রণ-মৃত্যু না হ'লে কি এড়াবে শমন ?  
 উচ্চ জয় লতি, নাই গৌরব কামনা ?  
 ধিক্ ! ধিক্ ! কি কব অধিক,  
 সুসজ্জিত না হেরি বাহিনী !  
 ঘোর রবে কর সিংহনাদ,  
 বজ্রাঘাত করি শত্রুবৃকে ।  
 হুঙ্কারে খর্ব কর শত্রু অহঙ্কার ।  
 সাজায়ে বাহিনী শীঘ্র প্রকাশ বিক্রম ।  
 অমর কি জন্মেছে পাণ্ডব ?  
 পাণ্ডব কি প্রসূর-গঠিত ?  
 তীক্ষ্ণ তীর নাহি পশে কায় ?  
 বীরপুত্র বীর-অবতার তোমা সবে  
 রণোৎসাহ কেন নাহি হেরি ?  
 বাধ বৃক; সাজ শীঘ্র, আসন্ন সময়,  
 বীরদণ্ডে ধিমুখ পাণ্ডবে, কিবা ভয় ?  
 রণজয় হইবে নিশ্চয় ।  
 জাহ্নবীর বরে মম প্রবীর কুমার

কুমার সমান শক্তিধর, আগুয়ান  
তার বাণে কে হবে সংগ্রামে ?  
সাজ রণে কে আছ কোথায়  
বাজাও তুল্ভি ঘোর রবে !  
চল চল, গৃহ ঘারে অরি !

সৈন্তগণ । জয় জয় নীলধ্বজ ভূপ ।

জনা । চল চল বিলম্বে কি ফল ?  
সাজাও স্তম্ভন ।  
সাজায়ে বাহিনী আগুবাড়ি দেহ রণ,  
সাজ শীঘ্র, রণ জয় হইবে নিশ্চয় ।

সৈন্ত গণ । জয় জয় নীলধ্বজ রায় !

জনা ! কারে ভয়, জাহুবী সহায়।  
অরিয়ে জাহুবী- পদ প্রবেশ সমরে ।  
পাণ্ডব সহায়ে যদি যুদ্ধে পুরন্দর  
তবু জয় হইবে সমর ।  
গভীর গর্জনে মাতৃনাম উচ্চারি বদনে  
চতুরঙ্গ দলে দেহ হানি,  
শত্রু-শিরে পড়ুক ঝন্ডনা  
অগ্নিমুখ বাণ বরিষণে দহ শত্রুগণে;  
পাণ্ডবে জিনিবে মহাকীর্তি রবে  
বমজয়ী নাহি অতি-সেনা ।  
বীরদন্তে অশ্বভালে দিয়াছে লিখন,

বীরপ্রাণে সহিবে কেমনে ?  
 নিব্বীর নহে ত বহুধরা ?  
 উৎসাহে মাতহ বীরভাগ !  
 মাথিয়ে কলঙ্ককালি অপমান স'হে  
 কে চাহে রাখিতে প্রাণ ?  
 যাও যাও, প্রবেশ আহবে ;  
 গর্ব্ব খর্ব্ব কর ফাস্তনীর ;  
 যাও শীঘ্র, আজ্ঞা জাহুবীর ।  
 সৈন্তগণ । জয়—জয়—মাহিম্যতীপুরী !  
 পাণ্ডবের গর্ব্ব খর্ব্ব করিব এখনি ।

**কুঞ্জলাল চক্রবর্তী ও সন্ধ্যাজিনী দাসী :**

মাধবী-কঙ্কণ ।

পি, ৬৬৬

( উদ্ভাস )

নরেন্দ্র ও হেমলতা !

হেম । কি ?

নরেন্দ্র । হেমলতা !

হেম । কেন ?

নরেন্দ্র । হেমলতা !

হেম । কি বলছো ?

নরেন্দ্র । হেমলতা—আজ আমি জন্মের মত চল্লম, আমার বিদায় দাও ।

হেম । না না, তোমায় বিদায় দে'ব কেন ? তুমি অমন ক'রে ব'লছ কেন ? তোমায় তো যেতে হবে না । মা বলেন, তোমার ত যাওয়া হবে না ।

নরেন্দ্র । হেমলতা—শোন,—আমি সব শুনেছি, তোমার মা দয়াময়ী, পুণ্যবতী, তাঁহার স্নেহভরা জননীর প্রাণের মতন কাঁথা করেছেন । তাঁকে আমার শত সহস্র বার প্রণাম, কিন্তু হেমলতা আমার জন্য আমি আর কাকেও কষ্ট দেব না, আজ আমি জন্মের মতন চল্লম । কোথায় যাচ্ছি, কি ক'র'ব কিছুই জানিনে, আর সে চিন্তাও করিনি । জগতে লক্ষ লক্ষ প্রাণী আছে, আর আমার থাকবার স্থান নাই ?

হেম । ওগো ! ও কথা আর ব'ল না । তুমি ও রকম করে কথা কয়ো না, ও সব কথা শুন্লে যে আমার কান্না আসে, প্রাণ যেন ছ ছ করে উঠে, নরেন্দ্র, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় কাঁদিয়ে না ।

নরেন্দ্র । হেমলতা, কেঁদো না ; সমস্ত জীবন কাঁদবার আছে । আমার একটি কথা শুন, এই জনাকীর্ণ জগতে আজ হ'তে আমি একাকী, নানা স্থানে নানা লোক দেখ'বো, সকলে সমাজ মধ্যে বন্ধুবর্গ মধ্যে গৃহমধ্যে বাস করছে, তাদের মধ্যে আমি বন্ধুশূন্য, গৃহশূন্য, একাকী । জীবনে নরেন্দ্রকে আপনার ভাববার একরূপ লোক নাই । নরেন্দ্রের মৃত্যুকালে শোক কর'বে, একরূপ লোক নাই ।

হেমলতা। উঃ! আর সইতে যে পারিনে। এমন কথা যে আমি সইতে জানিনা, আমি এত কঁাদছি, তোমার চক্ষে যে এক কোঁটা জল নাই। ওগো একটু কঁাদ, তা হ'লে অত রাগ থাকবে না।

নরেন্দ্র। হেমলতা, ক্ষণেক স্থির হও, কেঁদো না, আমি এখন কঁাদতে পারছি না। আমার মনে যে ভাব হচ্ছে, তাহা ক্রন্দনে ব্যক্ত হয় না। হেমলতা তুমি আমায় ভালবাস, জগতের মধ্যে তুমি এক একবার নরেন্দ্রের প্রতি স্নেহদৃষ্টিতে দেখতে—নরেন্দ্রের বিষয় স্বপ্নচিত্তে ভাবতে, কিন্তু নরেন্দ্র তোমার ঘেরাপ গাঢ় প্রণয়ের সহিত ভালবাস্ত, অন্ধকার জীবন শূন্য জীবন-আকাশে একটি প্রণয়-তারকার প্রতি কিরূপ সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকত, তা হেমলতা, জান না। রমণীর হৃদয় সে ভাব ধারণ করতে পারে না। কিন্তু সে স্বপ্ন আজ ভঙ্গ হ'ল; জীবনের একটা মাত্র আলোক নির্ব্বাণ হ'লো, আজ হ'তে দেশে দেশে, অরণ্যে অরণ্যে বাবজীবন পরিলম্বন ক'রবে।

হেমলতা। বল, বল, আরও বল, তোমার যত মনে হয় তত নিষ্ঠুর হ'য়ে বল, আমি কঁাদতে কঁাদতে সচ্ছি, তাতেও যদি তোমাব রাগ ভঙ্গ হয়।

নরেন্দ্র। হেমলতা, আমার আর একটি কথা আছে, বাল্যকালে আমরা দুইজনে এই মাধবীলতা গাছটা পুতেছিলাম, আমাদের ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে লতাটাও বেড়েছে,—আজি আর এর থাকবার দরকার কি?

হেমলতা। আহা! ও কি?

নরেন্দ্র । ফুল যত শীঘ্র শুকায়, লতা তত শীঘ্র শুকায় না—  
হেম ! বোধ হয় তুমি কিছুদিন অরণ্য রাখবে ! যদি রাখ,  
এই ককণ্ঠী হাতে করে রেখ, যখন হতভাগাকে ভুলে যাবে, এই  
জাহ্নবীর জলে শুধু লতা ফেলে দিও ।

### কুঞ্জলাল চক্রবর্তী প্রভৃতি ।

পি ৫২৭৪

লক্ষণসেন ( ষ্টেজ এ্যাক্টীং ) !

স্বষণ । চতুর্দিকে বিভ্রাট হ'চ্ছে, আপনি একটু উদ্বোধনী হন ।

লক্ষণ ! আমি কি ক'রবো স্বষণ । আমি ত যুগ যুগান্তর  
ধরে রাজ্য আঁকড়ে রাখতে পারবো না । যাদের নিয়ে রাজ্য  
ভায়া যদি না দেখে, একজনের চেষ্টায় কতদূর হতে পারে  
স্বষণ ! একবার সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখ, লালসা মত্তব্যস্ত  
হারিয়ে দিচ্ছে, সবল দুর্বলকে তাড়না করছে ধনী দরিদ্রকে  
তার শ্রেণীভুক্ত মনে কছে না, ধরনীতে যেন কোন সম্বন্ধ  
নাই—যে বলবান—সেইমাত্র সব গুণের পুরস্কার থাকবে,  
না এ বন্ধে আর থাকতে পারবো না, স্বষণ নৌকা প্রস্তুত রাখ,  
আমি তীর্থযাত্রা করবো । স্বষণ ! সময় থাকতে থাকতে এখন  
নৌকা সাজাও, আমার নদীঘাট, আজ আমার বহু বংশের অতীত  
হয়ে গেল ।

স্বষণ । 'রাজা ! রাজা ! আপনি এর উপায় করুন ।

লক্ষণ । ঢের চেষ্টা করে বুঝেছি, হবার নয় । তুমি নৌকা  
প্রস্তুত রাখ, আমার তীর্থযাত্রাই ভাল ।

স্বষণ । না দেখায় কি সমস্ত নষ্ট ক'রবেন ?

লক্ষণ । চেষ্টা করে যা হ'লো না, তা যদি হবার হয়, হবে । সকলকে অসন্তুষ্ট ক'রে আমার লাভ কি ? যুগ যুগান্তর আমি ত' আর রাজ্য ধ'রে রাখব না ?

স্বষণ । রাজা ! রাজা ! এই জয়শীল হাত যদি একবার তুলতেন ।

লক্ষণ । কি ক'রবো স্বষণ, আমার জাতি যদি আপনাকে ভাল বাসতে জানতো, যদি স্বার্থ ভুলে জাতীয় উন্নতির প্রার্থনা কর্তো ; বক্ত্রিয়ার কেন—সমবেত মুসলমানের এমন শক্তি ছিল না, তারা, ভারতের একটা স্তম্ভ চ্যুত করে ।

( পুঁতি হস্তে সভাপণ্ডিতের প্রবেশ )

সভাপণ্ডিত । যথা বলেছেন, যথা বলেছেন, এহানকার মঙ্গল ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে । আমাদের ধর্ম্ম-শাস্ত্রে স্পষ্ট ল্যাখছে, বেদ মিথ্যা অইবো, তবে ব্যক্ত্রিয়ারের লঙ্ঘন বঙ্গ বিজয় ক'র্ক, ক'র্ক, ক'র্ক ।

লক্ষণ । কি ব্রাহ্মণ ! বেদ মিথ্যা হবে তবু—স্বষণ এখানে বলছি, নৌকা সাজাও ।

সভাপণ্ডিত । দ্যা'হেন না, দ্যা'হেন না, এই পত্রটি বৃকের মধ্যে রাখছি ।

লক্ষণ । রাখুন, রাখুন, ওই পত্রখানি জপমালা করে বৃকের মধ্যে রেখে দিন । স্বষণ দেশের লোক বড়বস্ত্র ক'রে, তারা যদি খেচ্ছায় মাথায় মোট কর্তে চায়, তাদের সিংহাসনে বসিয়ে আমার লাভ কি ? আজ একটা নূতন শিক্ষা কবুলেয় ।



স্বষেণ । কি রাজা ?

লক্ষ্মণ । আগে জানতাম, কেবল ধনীর দোষে দরিদ্র হয়,  
বিদ্বানের দোষে মুর্থ হয়, বলবানের দোষে দুর্বল হয়, কিন্তু আজ  
শিখলেম, মাত্র প্রজার দোষেই কুরাজা জন্মায় ।

### পটোপাটো !

বিশ্বেশ্বর । [ সাস্চর্য্যে ] কে মহিম না ?

মহিম ।—হাঁ দাদা মহাশয়—

বিশ্বেশ্বর ।—চোপ রাও ! আমি ঘাতকের দাদা মহাশয় নউ ।

এখানে এসেছ কেন ?

মহিম ।—আশ্রয় ভিক্ষা কর্তে ।

বিশ্বেশ্বর—বটে !—স্পর্ধা বটে ! বেরোও এখান থেকে ।

সরযু—দাদা মহাশয় !

বিশ্বেশ্বর ।—চূপ সরযু । যে ব্যক্তি নারী হত্যা করে, এখানে  
তার স্থান নাই ।—বেরোও ।

সরযু—দাদা মহাশয় !

বিশ্বেশ্বর ।—সরযু ! বুঝি ! সব বুঝি ! কিন্তু এখানে লুকোচুরী  
চলবে না । চিরদিন সোজাপথে চলে এসেছি এখন স্নেহের  
খাতিরে আমি ঝাঁকপথে চলতে পারবো না । আমার বাড়ী  
হত্যাকারীর আড্ডা নয় । বেরোও জীঘাতক ! তোমার মুখ  
দেখলেও প্রায়শ্চিত্ত কর্তে হয় । বেরোও ।

সরযু।—[ উঠিয়া ] তবে আমাকেও বিদায় দিন, দাদা মহাশয় !

বিশ্বেশ্বর।—সে কি !

সরযু।—উনি যাই হোন—উনি আমার স্বামী—

বিশ্বেশ্বর।—ও ! বুঝেছি ! বেশ—ভেবেছি নাতনী, তোকে আমার প্রাণের চেয়েও ভালবাসি বলে' তোর জন্ত কৰ্ত্তব্য পথ ছাড়বো ! মনেণ করিস্ না । কৰ্ত্তব্যের জন্ত অনেক ছেড়েছি—তোকেও ছাড়তে হয় ছাড়বো । যদিও তোকে ছাড়তে আমার বুক ভেঙ্গে যাবে, সৰ্ব্বাঙ্গ অবশ হয়ে যাবে, হয়ত আমি পাগল হ'য়ে যাবো কিন্তু যতদিন বেঁচে থাকবো নিজের কৰ্ত্তব্য করে' যাবো । অপরাধীকে বিশেষতঃ হত্যাকারীকে, বিচারের হাত হ'তে রক্ষা কর্ণ না । বিচারের চক্ষে ধূলি দিব না যা নাতনী ! আমি তোকেও বিদায় দিচ্ছি ।

মহিম।—না না তার প্রয়োজন নাই । আমি নিজেই এখান থেকে চলে যাচ্ছি । নিজে বিপদের তরঙ্গে ডুবছি, জীকে সে আবর্তের মধ্যে টেনে আনি কেন । আমি নিজে গিয়ে পুলিশকে ধরা দিব !

সরযু। দাঁড়াও, আমিও তোমার সঙ্গে যাবো । যেখানে তোমার স্থান, সেইখানেই আমার স্থান ; সে গাছ, তলায় হৌক, কারাগারে হৌক, বধ্যভূমিতে হৌক । দাদা মহাশয়, তবে বিদায় দিন । ( প্রণাম )

বিশ্বেশ্বর। বেশ । যা সরযু । যদি যেতে পারিস যা । • চক্ষু উপড়ে ফেলবো, উপড়ে ফেলবো, যদি অশ্রুপাত করিস্ । অন্ধ

হ'য়ে তো যাবই ! না হয় আগেই গেলাম । যা, সরযু ! গলায়  
ঠেলে উঠেছিস্ কি ? নেমে যা সরযু ! আমায় ছেড়ে  
হত্যাকারীর সঙ্গে যা ।

সরযু । দাদা মহাশয় !

বিশেষর । চেয়ে দেখ সরযু, চেয়ে জাখ ! এই শুভ্র কেশ যা'র  
উপর দিয়ে ষষ্টি বৎসরের ঝড় বায়ু বয়ে গিয়েছে । চেয়ে দেখ  
সরযু এই লোল বক্ষ যা'র মধ্যে একটা স্নেহের সমুদ্র ঢেউ  
খেলে যাচ্ছে । চেয়ে দেখ, চেয়ে দেখ এই বৃদ্ধ মুমূর্ষু না  
—না—যা—সরযু, আমায় ছেড়ে যা ঐ হত্যাকারীর সঙ্গে চ'লে  
যা—যা সরযু ।

## প্রফুল্ল

জেলখানার দৃশ্য ।

স্বরেশ । মেজদাদা, আমাকে কি এন্নি করে শাসিত কত্তে  
হয় ? আমায় বাঁচাও দাদা, আমার প্রাণ যায় ।

রমেশ । চুপ করে শোন । তুই যদি আমার কথা শুনিস্  
তবে কালই তোকে খালাস ক'রে নিয়ে যাব । ( কাগজ প্রদান )  
দেখ্ কাগজখানা সই ক'রে দে, আগিল ক'রে তোকে ছাড়িয়ে  
নিতে হ'বে । কোথা হে কাঙালী, কোথায় গেলে, সাক্ষী হও ।

স্বরেশ । দাদা, তোমার সঙ্গে কাঙালী কেন ?

রমেশ । সাক্ষী হ'বে ।

স্বরেশ । কিসের সাক্ষী ? র'সো, যাতে কাঙালী আছে, তাতে অবশ্যই জোচ্চুরি আছে । আমায় জেলে দিয়েছ, বোধ হয় আমার প্রাণ বধ করবার চেষ্টায় আছ ।

রমেশ । আচ্ছা কাঙালী সাক্ষী নাই হবে । আমি অল্প লোককে সাক্ষী কর্কে, তুই কাগজখানা দে ।

স্বরেশ । আগে তুমি বল, এ কিসের লেখাপড়া ।

রমেশ । আর কিছুই নয় । -তোমার বখরা বাঁধা রেখে, টাকা তুলতে হ'বে, সেই টাকা কোন্সিলীকে দিয়ে আপীল করতে হবে ।

স্বরেশ । আমার বখরা কি ?

রমেশ । তুই জানিসনে বুঝি ? দাদা আমাদের দুই ভাইকে ফাঁকি দিয়ে বিষয় করেছেন । ও বিষয়ে তোমার বখরা আছে, আমারও আছে !

স্বরেশ । দাদা ফাঁকি দিয়েছেন ? তোমার মিথ্যা কথা ? মেজদাদা আমার ক্রমে চোখ খুলছে । তোমাকে কাঙালীর সঙ্গে দেখে, আমি তোমায় আর এক চক্ষে দেখছি । আমি এখন বুঝতে পাচ্ছি, তুমি আমায় শোধরাবার জন্তে জেলে দাওনি । এ কষ্ট মায়ের পেটের ভাইও কখন দিতে পারে না । মায়ের পেটের ভাই কেন, অতি বড় শত্রুকেও দেয় না । এখন আমি ভাবছি—তুমি আমাকে জেলে দিয়ে মাকে কি ব'লে বোঝালে, বড় বউকে কি ব'লে বোঝালে । তুমি আপনি ষড়যন্ত্র ক'রে জেলে দিয়েছ, তুমি আমার ভাই নও, শত্রু । বোধ হয় দাদা বেঁচে নাই, কিম্বা তোমার ষড়যন্ত্রে কোন্স বিপদে পড়েছেন । তা নইলে আপীলের টাকার জন্য আমার বখরা বাঁধা দেবার

কোন আবশ্যক হ'ত না—তুমি সত্য বল, তাদের কি হয়েছে ?

রমেশ । তুই পাগল হয়েছিস ? দে দে কাগজখানা দে ?

স্বরেশ । রোস রোস, ক্রমে আমার আরও চক্ষু খুলেছে । তুমি আমায় জেল থেকে খালাস কর্তে আসনি, আপনার কাজ কর্তে এসেছ । কিন্তু মেজদা, শোন, আমার বখরা ত নেই, যদি থাকে, তার এক কড়াও তুমি পাবে না, আমি জেলে প'চে মরি, স্বীপাস্তুরে যাই, ফাঁসি যাই সেও কবুল, তবু যে কাঙালীর বন্ধু তাকে আমি বখরা লিখে দেব না । পরমেশ্বর জানেন, তোমার মনে কি ষড়যন্ত্র আছে, পরমেশ্বর জানেন দাদার কি সর্বনাশ করেছে, যাও মেজদাদা, তুমি এ কাগজ পাবে ন ।

রমেশ । স্বরেশ, ভাই, তুমি কি শোননি, আমাদের কি সর্বনাশ হ'য়ে গেছে । ব্যাঙ্ক ফেল হ'য়ে গিয়েছে, দাদার হাতে টাকা নাই, আমাদের হাতেও টাকা নাই ।

স্বরেশ । মেজ দাদা, বড় চমৎকার বোঝাচ্ছ । দাদার হাতে টাকা নাই, তোমার টাকা নাই, তোমারা কুতী, আর আমি কখন এক পয়সা রোজগার করি নাই, আমার সহীয়ে টাকা পাবে ? মেজ দাদা, তুমি আমার চেয়ে মিথ্যাবাদী, আমার চেয়ে কেন, বোধ হয় কাঙালীর চেয়েও মিথ্যাবাদী । তুমি যে দাদা, মায়ের পেটের ভাই, এই আশ্চর্য্য ।

কালাতী । বাবাজী, অবুঝ হয়োনা, অবুঝ হয়োনা, তোমার দাদা তোমার ভালর জন্তে এসেছে ।

স্বরেশ । বুঝেছি কাদালীচরণ, আমার ভালর জন্তে পুলিশে  
নালিশ ক'রেছিলেন, আমার ভালর জন্তে তোমার বাড়ীতে পুরে  
আমায় গ্রেপ্তার ক'রে দিয়েছিলেন, আমার ভালর জন্তে মিথ্যা  
সাক্ষী দিতে এসেছেন, আমার ভালর জন্তে জেলে দিয়েছেন,  
আমার ভালর জন্তে বখরা লিখে নিতে এসেছেন, আর আমার  
ভালর প্রয়োজন নাই, আমি কাগজ ছিড়ে ফেলুম ( ছিন্ন করত )  
তোমাদের পদার্পণে জেলও কলুষিত হয় ।

রমেশ । তবে জেলে প'চে মর ।

স্বরেশ । দাদা, বড় আশায় নিরাশ হ'লে ! জোচ্চর !  
জোচ্চরের বন্ধু ! জেলে এসেছ জোচ্চুরি কোত্তে, তোমার জেল  
হয় না কেন, তা জান ? আজও তোমার উপযুক্ত জেল তৈরী  
হয়নি ।

**মিঃ কে, এল, চক্রবর্তী ও সরোজিনী ।**

( ষ্টেজ একটিং )

তরুণা হইতে ।

পি ৬৬৫

সহচরী ও হারাণ ।

ভিখারী । আচ্ছা, বাবা আচ্ছা, মনোবাচ্ছা পূর্ণ হোক ।

• [ প্রস্থান

হারাণ । অচ্ছা ঠাকুর, হালকিল একটা মনোবাচ্ছা আছে,  
দেখছি.তোমার আশীর্বাদের জোর । দিই দোরে ধাক্কা, ডেকে  
ত ফেলা যাক. মুখ চাপত গেলে যে বুক ফেটে যায়, কপাল

তুঁকে ফেলা যাক, কুলের কুলবধু তো আর নয় ? ( প্রকাশ্যে )  
 গয়লা বো—গয়লা বো, ও সহচরী !

নেপথ্যে সহচরী। কে ডাকে গা ?

হারাগ। আ-আ-আ-আমি।

নেপথ্যে সহচরী। আমি কে ?

হারাগ ! দোর খোলনা, চিনতে পারবে এখন।

নেপথ্যে সহচরী। কে বল, নইলে আমি দোর খোলবো না।

হারাগ। আমি একজন খদ্দের।

নেপথ্যে সহচরী। কোথাকার খদ্দের ? যাও এখন দোর  
 খোলবার ঘো নাই।

হারাগ। আরে পায়ে পড়ি, শীগগীর খোল, এখনি কোথেকে  
 কে এসে পড়বে, ও সহচরী।

নেপথ্যে সহচরী। তোমার নাম কি ?

হারাগ। আমার নাম—আমার নাম—সহচর।

নেপথ্যে সহচরী। আমার সঙ্গে স্ত্রাকামো করতে এসেছ ?  
 দাঁড়াও তো।

( সহচরীর প্রবেশ )

কেরে মুখপোড়া মিন্‌সে ?

হারাগ। গয়-গয়-গয়লা বো—সহচরী—আমি—আমি—  
 হারাগ।

সহচরী। হারাগ বাবু ! কেন গা তুমি আমার সঙ্গে লাগাতে  
 এসেছ ? বাই দেখি বোস মশায়ের কাছে, বড়মাস্তুষের শালা  
 আছ—তুমিই আছ, তা বলে আমার সঙ্গে লাগাবে কেন ?

হারাগ। রাগ করছো কেন ? রাগ করছো কেন ? আমি  
ত.তোমার সঙ্গে লাগিনি ।

সহ। লাগনি তো ডাক পাড়াপাড়ি করছো কেন ;

হারাগ। কি জান সহচরী, আর কিছু না—এই-এই আমার  
বড় বাতিক বৃদ্ধি হয়েছে, তাই একটু চো-চো-চোনা চাইতে  
এসেছি ।

সহ। আমায় তাকা পেলে নাকি ? সহচরী গয়লানী তোমার  
মত সাতটা বাবুকে হাতে বেচে আসতে পারে । দেড় প্রহর  
বাত্নিতে ওঁর চো-চো চোনার দরকার হয়েছে । আমি কিছু  
বুঝতে পারিনে বটে ?

হারাগ। কি বুঝতে পেরেছ ?

সহ। আমি যা বুঝতে পেরে থাকি—যাও, আমায় সেই  
চরিত্রের লোক পেলে কি না ?

হারাগ। ..প্রাণ যায় সহচরী, প্রাণ যায় ! তুমি আমায় মেরে  
ফেল, নইলে আমি মাথা মুড় খুঁড়বো !

সহ। আবার আমার জন্তে প্রাণ গেল কেন ? মুখ্যোদের  
ঝি - বিধি গেল কোথা ?

হারাগ। আরে রাম রাম রাম, সে বেটার নাম করোনা,  
বেটার নাম ক'রো না ! কালপেচি বেটা শুটুকী, বয়সের গাছ-  
পাথর নাই ।

সহ। দিন কতক তার জন্তে যে খুব খেপেছিলে ?

হারাগ। গেরোর ফের—গেরোর ফের ! একটা ফাঁড়া  
ছিল, কেটে গেছে ।



সহ । তা আর ফাঁড়ায় কাজ নাই, এখন বাড়ী যাও ।

হারান । তোমার পায়ে পড়ি সহচরি, আমার প্রতি নির্দয় হ'য়ে না, তোমাদের গয়লাবংশ দাতাবংশ, আমায় দয়া কর, তুমি বই আমার তিন কূলে কেউ নেই ।

সহ । যাবে তো যাও, নইলে মাথায় গোবরগোলা ঢেলে দেবো ।

হারান । তা দাও, তা দাও, খানিকটা গোবর গুলে ঢেলে দিয়ে আমায় শুদ্ধ ক'রে নাও, আমার প্রায়শ্চিত্তির হ'য়ে যাক্ ।

সহ । আজ এখন যাও, এর পরে যা হয় দেখা যাবে ।

[ প্রস্থান ।

হারান । দোর দিলে কেন ? ও সহচরি ! ও সহচরি ! আমি ম'লে তোমার কিন্তু পাপ হবে । এই কি তোমার গয়লার ধর্ম ? ও সহচরি ! আর একবার দরজা খুলে একটি কথা কয়ে যাও, নিদেন দুটো গাল দিয়ে যাও, তবু ভরসা পাই ।

## রিজিয়া ও বীরেন্দ্রসিংহ

“রিজিয়া” হইতে ।

বীরেন্দ্র । দেবি ! এতকাল সহোদর সম  
পালিয়াছ মোরে, আজি পুনঃ  
কেন এই ব্যবহার ? বিশেষতঃ  
বিধব্যা কাকের আমি ।  
মোর সনে তব পরিণয়

কল্পনায় নাহি আসে,  
রাজরাণি ! হেন নিদারুণ বাণী  
কেন আজি কহিছ দাসেরে ?  
ভ্রাতা যদি বন্ধ হয় পরিণয়-সূত্রে  
ভগিনীর সনে লুপ্ত হবে ধর্ম্যনাম  
এ বিশ্ব সংসারে ধর্ম্য সনে  
ত্রস্তাগুর হবে লয় ।

রিজিয়া । তাতে বল প্রেমিকের কিবা ভয় ?  
যাক্ বিশ্ব রেণু বেণু হ'য়ে  
মিশে যাক্ পরিমাণ সনে,  
সে অনন্ত প্রলয় মাঝে  
রব মোরা দুইজনে ;  
নিভহন্তে বসন্তের বরা ফুল  
কুড়ায়ে আনিয়ে, মনোমত  
রচিব শয়ন । এই সুবলিত  
বাহুবলী মম উপাধান হবে  
তব শিরো হৃদয়ের অভ্যন্তর  
হ'তে আনন্দের অশ্রুভার  
নিয়ে, সুরভি নির্ধাস,  
ব'য়ে যাবে শ্বেদ-সিক্ত  
তব মৃথের উপর দিয়ে ।  
আরে আরে চপল কুরঙ্গ !  
দেখি তুমি পালাও কোথায় ?

- তোমারে রাখিব ঘেরি  
 ক্ষুদ্র এই হৃদি-অরণ্যের মাঝে ।
- বীরেন্দ্র । শাহাজাদি, ক্ষম অপরাধ মম ।  
 আমি নিতাস্তই অযোগ্য তোমার,  
 এতদিন রেখেছি গোপনে, আজি  
 প্রয়োজন শেষ, সম্রাট-নন্দিনী,  
 রুতদার আমি । একজনে  
 অপিয়াছি প্রাণ, প্রতিদান  
 দিয়াছে সে জন : ফিরায়ে  
 কেমনে লইব বল ?
- রিজিয়া । কে সে ? মোহাগের ইন্দিরা তোমার ?  
 তুমি ছায়া মাত্র দেখিতে পাবে না  
 আর তার ! আমি ভাল জানি  
 পুরুষের মন ; প্রণয়-প্রতিমা,  
 যতক্ষণ নাহি যায় আঁখি আড়ে,  
 টুটে না'ক প্রণয় বন্ধন । তাই  
 আমি কুহুমহুর্গের রমণীরে  
 সরায়েছি নয়নের পথ হ'তে তব ।
- বীরেন্দ্র । এতদিনে ভাঙিল স্বপন !  
 এতদিনে বুঝিলাম সব,  
 সেই স্বরবালা ছিল তব  
 কাম-পিপাসা-শাস্তির পথে  
 ধোর অন্তরায় । তাই তুমি-

ঘোর অস্তরায় । তাই তুমি  
কৌশলে তাহার করিয়াছ  
সর্বনাশ ! কিন্তু শাহাজাদি !  
এই দণ্ডে বধ্যভূমি যদি সিন্ত  
হয় শোণিতে আমার, জানিহ  
নিশ্চয়, পাপ-ভবা তব  
কত নাহি হইবে পূরণ ।

রিজিয়া ।

আরে আরে কাকের কর্ণাট,  
আরে আরে দাস্তিক কক্কর !  
এত অহংকার তোর ? দিল্লীখরী,  
সুলতানা রিজিয়া, যার পাণি-  
গ্রহণের তরে লালায়িত শত শত  
রাজ্যেশ্বর, দিল্লীখরী সুলতানা  
রিজিয়া দীন ভিক্টরের মত  
যাচিল প্রণয়-ভিক্ষা, তুই  
প্রত্যাখ্যান করিলি, তাহারে,  
রে বর্ষর ! এখনি লভিবি উপযুক্ত  
প্রতিকূল তার ।

বীরেন্দ্র ।

শাহাজাদি ! এতকাল প্রাণপণে  
সেবিহু চরণ তব, একদিন তরে  
কোন ভিক্ষা চাহি নাই  
তব পাশে দিল্লীখরী !  
অধীনের এই শেষ ভিক্ষা

কর দান ; যেই ঘাতকের  
 খড়গ দ্বিধাশিত করিবে শির  
 মম, সেই রক্তমাখা খড়গ  
 যেন অভাগিনী ইন্দিয়ার  
 জীবলীলা করে অবসান ।  
 ইন্দু ! ইন্দু ! চলিলাম জনমের মত,  
 ছুই জনে নির্জনে বসিয়ে  
 এঁকেছিহু যত ভবিষ্যৎ ছবি, নয়নরঞ্জন,  
 উন্মাদ নিয়তি আজি  
 মুছে দিল সব !

ক, এন, দত্ত ও কুমুমকুমারী ।

পি ৫০৩      কপালকুণ্ডলার একটি দৃশ্য ।

নবকুমার ও মতিবিবি ।

নব । আর কি বলবে বল । নীরব হ'লে কেন ? তবে  
 এখন আমি চলেম ; তুমি আর আমায় ডেকো না ।

মতি । যেয়েনা, আর একটু থাক, আমার যা বলবার, তা  
 এখনও বলা শেষ হয়নি ।

নব । কি বলবে বল ।

মতি । উঃ ! এত লাজনা !

নব । কৈ, কি বলবে, বল ।

মতি । কি বলবো, কি কথায় আমার অন্তরের জ্বালা বোঝাব ?

নব । কিছু বলবে না ? নীরব রইলে যে ! যদি কিছু না বলবে, তবে আমায় থাকতে বললে কেন ? আমি যাই ।

মতি । না তুমি যেয়োনা ।

নব । তুমি কি বলবে বলনা ।

মতি । তুমি কি চাও ? পৃথিবীতে কিছু কি তোমার প্রার্থনীয় নাই । ধন, সম্পদ, মান, মর্যাদা, রক্ত রহস্ত যাক লোকে প্রণয় বলে, পৃথিবীতে যাকে লোকে স্মৃতি বলে, আমি তা সকলই তোমায় দিচ্ছি, কিছুই তার প্রতিদান চাই না, কেবল তোমার দাসী হ'তে চাই । তোমার যে পত্নী হব, সে গৌরব রাখি না । কেবল দাসী—ঐ চরণের দাসী হতে চাই, এই আমার নিবেদন ।

নব । আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ইহ জনমে দরিদ্র ব্রাহ্মণই থাকব । তোমার দত্ত ধন সম্পদ নিয়ে যবনীজার হতে পারব না ।

মতি । জার ! যবনী-জার ! ভাল, যাক, সে কথা যাক । বিধাতার যদি তাই ইচ্ছা হয়, তবে না হয় আমার জীবনের সকল সাধ অতল জলে বিসর্জন দিব । এখন আমার একটি অনুরোধ রাখবে কি ? এই পথ দিয়ে তুমি এক একবার ঘেঁষে, দাসী ভেবে এক একবার দর্শন দিও ; আমার জীবনের সকল সাধ সকল আশা পূর্ণ হবে । আমি তোমায় দেখে চক্ষু পরিতৃপ্ত করব ।

নব । তুমি যবনী, পরজ্ঞী, তোমার সঙ্গে একরূপ আলাপেও দোষ হয়, তোমার সঙ্গে আর আমার দেখা হবে না ।

মতি । তুমি আমার নও, তবে কার ? দৈব বিড়ম্বনায় আমি তোমায় হারিয়েছি, আমার রক্ত কে অপহরণ করবে, আমি কেন সঙ্ক করব ? না, সঙ্ক করব । বিধাতার বিড়ম্বনা—আমি যবনী উপায়হীন । প্রাণ যায় ! ওহোঃ হোঃ ! প্রাণ যায় ! নির্দয়,—আমি তোমার জন্ত আগরার সিংহাসন পরিত্যাগ ক’রে এসেছি, আমার ত্যাগ ক’রো না ।

নব । তুমি আবার আগ্রায় ফিরে যাও, আমার আশা ত্যাগ কর ।

মতি । এ জনমে নয় ! এ জনমে তোমার আশা ছাড়ব না ।

নব । এ কি ! কে এ রমণী ! কল্পিতনাসারঙ্গ, ললাট দেশে ধবনী ক্ষীত রমণীর রেখা । জ্যোতির্ময় চক্ষু সমুদ্র-বারিবেৎ বলসিত, দলিত-কণা কণিনীর জায় কণা তুলে দণ্ডায়মানা, কে এ রমণী—উন্মাদিনী যবনী কে ?

মতি । তোমায় ত্যাগ করবো, এ জনমে নয় । তুমি আমার হবে ।

নব । এ কি অপূর্ব শোভা ! বহুশৃঙ্খল বিছাটের জায় মনমোহিনী শোভা ! হৃদয়ে ভয়সঙ্কার হয় ! আমার বহুদিনের কথা শ্রবণ হচ্ছে, আমার প্রথম স্ত্রী পদ্মাবতীকে যখন শয়নাগার হতে বহিষ্কৃত করতে উদ্যত হয়েছিলেন—দাদশবর্ষীয়া বালিকা তখন সদর্পে আমার প্রতি এইরূপ ফিরে দাঁড়িয়েছিল, এমি তাহার চক্ষু প্রদীপ্ত হয়েছিল, এমি ললাটে রেখা বিকাশ হয়েছিল, এমি নাসারঙ্গ কেঁপেছিল, এমি মস্তক হেলেছিল । বহুকাল সে মৃষ্টি

মনে পড়ে নাই। আজ এই যবনীকে দেখে সে মূর্তি মনে পড়েছে। তুমি কে ?

মতি। আমি পদ্মাবতী।

নব। একি ভয়ঙ্কর সংঘটন ! এর পরিণাম কোথায় ?

## হরিশ্চন্দ্র

অশান দৃশ্য ।

( শৈব্যার মৃত পুত্র ক্রোড়ে প্রবেশ )

শৈব্যা। নাই রে ! ওই যে আমার বাছা ছিল কোথায় গেল ! এই যে মা মা ব'লে কোলে উঠেছিল, কোথা গেলি বাপ রে আমার ! বাছা রে আমার ! বাপ রে আমার !

রাজা। কেন কেন মন ? ওকি আবার ? চণ্ডালের বেশ, চণ্ডালের ধর্ম, চণ্ডালের আচরণ, চণ্ডালের অন্ন গ্রহণ, শবারণ্যে জীবনযাপন, তবে আবার রোদন-রোলে কেঁপে উঠে কেন ? কোন অস্ত্রাগিনীর হৃদয় ছি'ড়ে অশানে ফেলতে আসছে, এমন কত আসে, নিত্য আসে—তোমার তায় কি ?

শৈব্যা। ওহো-হো-হো—না-না-না—আছে, জ্বাছে, এই যে খেলেছিল - এই যে - এই যে ! একি হ'তে পারে চাঁদ আমার নেই ! ছুঁখিনীর ধন নেই ! গেছে—একেবারে ছেড়ে গেছে ! ও হো-হো-হো ! না না, আমি ভুল করেছি, পাগল হয়েছি ; আমার বাছা আছে—ঘুমিয়েছে আবার উঠবে, আবার আমার



মা বলে গলা জড়িয়ে ধরবে । আমার বুকের ধন আমি বুকে তুলে ঘরে নিয়ে যাই ।

রাজা । ( স্বগত ) পাগলিনী, ঘুমিয়েছে বটে রে । ও বড় মজার ঘুম ! ও ঘুম একদিন বই দু'দিন আসে না । সবাই জেগে থাকে আর কে জানে কোথা হতে একজন ঝাঁক'রে ঘুমিয়ে পড়ে । আজ তোর ছেলে ঘুমুলো, আর একদিন তুই ঘুমবি । এই যে আমি কত ঘুমন্তর কাপড় ছাড়িয়ে নিচ্ছি ! আংরাং বিছানা পেতে দিচ্ছি ! আশিও একদিন ঐ ঘুম ঘুমবো ! কবে ঘুমবো, আয় আয়, ঘুম আয়, ঘুম আয় ! ( প্রকাশ ) । দেখ, তুমি ঘরে যাও, দান রেখে যাও, যা করবার, আমি করবো এখন, তোমার আর দেখতে হবে না, তুমি জন্ম কাকালিনী নও, আমি বুঝতে পেরেছি ।

শৈব্যা । বাছাকে আমার—কি আর বলবো চণ্ডাল । বাছাকে আমার—অভাগিনীর কন্দদোষে ফণীতে ওঃ ওঃওঃওঃ বুকে ফেটে যায়, আর বলতে পারিনি ।

রাজা । বুঝেছি দেবি, দংশনে মৃত্যু হয়েছে

বিদ্যুৎ প্রকাশ

রাজা । কি কি কি এ ! না না ! বিদ্যুৎ আর একবার—! আর একবার দেখি ! ভগবান ! আর একবার ! ইহলোকে সর্বস্ব গিয়েছে, আমার পরলোক নাও, একটি বিদ্যুতের চমক ভিক্ষা দাও ; তার পর যা ভেবেছি, যদি তা হয়, আমার মন্তকে বজ্রাঘাত করে । শৈব্যা ! শৈব্যা ! শৈব্যা !

শৈব্যা । আমি মরিনি, মরবার নয় : পতি আমার ।  
 আরাধনার দেবতা আমার ; অভাগিনীর ইহকাল পরকাল, খুব  
 কাজ করেছে ! খুব বুকে তুলে দিয়ে গিয়েছিলে, খুব যত্নে  
 রেখেছি ! এই নাও, তোমার পুত্র নাও, তোমার রোহিতাশকে  
 নাও, এমন রাক্ষসীর কাছেও রেখে যায় ।

সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ( গুরুকে দানীবার ) ও

প্রকাশমনি ।

পি ১২৫১

জন ।

প্রবীর ও মদনমঞ্জরী ।

প্রবীর । কেন প্রাণেশ্বর, বিমলিনী হেরি,  
 প্রভাত সমীরে কমলে নীহার যথা ঝরে,  
 কেন অঁখিজল ঝরে অবিরল,  
 কেন 'বধুমুখী' হাসি না নেহাবি  
 কেন করেছে অভিমান !  
 বিলম্বে কি ব্যাকুলা হয়েছ ?  
 অন্তরে অন্তরে চাঁদ মুখ তোমার বিহরে  
 তোরি তরে দেবী এত ।  
 মুছ অঁখিজল মন প্রাণ হতেছে চঞ্চল,  
 তুল মুখ, হেসে কথা কও !  
 কেন অধোমুখে রও,  
 পায়ে ধরি মান ভিক্ষা দাও ।

মহনমঞ্জরী । রাখ রাখ মিনতি আমার,

প্রাণনাথ কত বল !

বুঝিতে না পারি,

কেন আঁখি-বারি সঘরিতে নারি,

তুমি পাশে,

তবু কেন হতাশে পরাণ কাঁদে ।

বল বল, কি হল আমার !

প্রবীর !

বিলম্ব যে হেতু মম,

শুনলো প্রেমসী,

রাজপথে করিতে ভ্রমণ

শর্ব্বহুলক্ষণ তুরঙ্গম হেরিলাম

ধায় দূরে, তখনি অমনি তোমারে

পড়িল মনে,

মনোহর বাজি নেচ চলে

ফুলসাজে সাজি

সাধ হল ধরে এনে দিব তোরে,

ধাইলাম অশ্ব ধরিবারে

হাওয়ায় হাওয়ায় বলবান্ হয়,

ছুটিলাম পাছে পাছে তার,

অমঙ্গল করে অনিবার,

তবু পাছে ধাই তার,

পাছু করি বহু বনরাজি

ধরিলাম বাজি,

আনিয়াছি আদরে তোমারে দিতে ।  
মদনমঞ্জরী । আচম্বিতে কোথা হতে এল হেন হয়,

ভয় হয়,

মায়া ত এ নয় ?

প্রবীর । চিন্তা ত্যজ সুবদনী,

মায়া ইহা নয়,

অশ্বভালে রয়েছে লিখন,

অশ্বমেধ যজ্ঞে ব্রতী রাজা যুধিষ্ঠির

যজ্ঞ-অশ্ব দেশে দেশে ফেরে,

অর্জুন রক্ষক তার ।

লিখিয়াছে অহঙ্কারে

“ঘোড়া যে ধরিবে

ফাস্তনী বধিবে তারে ।

মদনমঞ্জরী । পায়ে ধরি প্রাণনাথ,

দেহ ঘোড়া ছাড়ি,

ননদিনী-মুখে বার্তা শুনি,

মহাবীর পাণ্ডব ফাস্তনী ।

খাণ্ডব-দাহনে

পরাজয় করেছিল দেবগণে,

বাহুবল্লে মহেবে তুঘিল,

দেব অরি নিপাত কবচ নিপাতিল,

ভীম, দ্রোণ, কর্ণ পাম পরাজয়,

সর্বত্র বিজয়,

সেই হেতু বিজয় তাঁহার নাম ।

প্রবীর । জানি সখি, মহারথী ধনজয় বীর,  
অনলের বরে হেন অরি গিলিয়াছে ঘরে,  
এতদিনে মিটিবে সমর-সাধ !

মদনমঞ্জরী । যুঝিতে কি চাও প্রভু অর্জুনের সনে ?

প্রবীর । চমৎকৃত কেন চন্দ্রাননে ?  
সত্য যেই কলিয়নন্দন,  
রণ তার চির-আকিঞ্চন,  
উচ্চ অধিকার কলিষের সম আছে কার ?  
সম মান জীবনে মরণে,  
হলে রণজয়  
মাগ্ন লোকময়,  
পড়িলে সমরে  
দম্ভভরে যায় স্বর্গপুরে,  
তুমি কলিয়কুমারী,  
সমরে কি ভয় তব ?  
রণসাজে বীরাক্ষণা  
সাজায়ে পতিরে  
হাসিমুখে সমরে যাইতে কহে ।

মদনমঞ্জরী । রাখ নাথ দাসীর মিনতি,

ছেড়ে দাও হয়,  
পাণ্ডব-সংহতি করো না করো না বাদ,  
পাণ্ডবেরে কেহ নাহি জিনিতে সমরে,

নারায়ণ রথের সারথি,

ভুবনবিজয়ী ধনঞ্জন ।

প্রদীর । হেন হেম পতি সাধ কিলে তোর ?

অহঙ্কারে ধরিয়াছি ঘোড়া,

প্রাণভয়ে দিব ছেড়ে,

সম্মুখ-সংগ্রামে পাণ্ডবে না ভরি,

নাহি ভরি নারায়ণে ।

— — —

( শান্তি কি শান্তি )

প্রসন্নকুমার ও পার্শ্বতী ।

প্রসন্নকুমার । গিন্নী শান্তি করছ,

এই নাও সব শান্তি করে—

তোমার ভুবনকে এনেছি !

পার্স্বতী । ও মা, কি হলো গো ।

ভুবন । মা ! মা !

প্রসন্নকুমার । ডেক না ভুবন ডেক না, মরে যদি

মরে বাঁচুক, বোমা,

কেন মুখে জল দিচ্ছ ? মরে জুড়ুক,

এ বড় আলা মা, বড় আলা,

আধপোড়া হয়ে রয়েছি—

মরে শীতল হোক, কে তোমরা—

শান্তি করতে এসেছ নাকি ?

আর কেন বাবা, শাস্তি ত হয়েছে,  
আর কেন, ভয় নাই, ভয় নাই,  
তোমাদের অপরাধ নাই ।

পার্কতী । ওমা, ওমা, কি হলো গো,  
ভুবন, ভুবন, মা আমার, কি হলো !  
আমার সোপার ভুবনের কি হলো ;  
ওমা, আমার বাবাকে  
কোথায় রেখে এলি ?  
ওগো কি রান্ধনী জন্মেছি গো—  
স্ফুটি খাব নাকি গো—  
স্ফুটি খাব না কি ?  
কি হলো গো কি ।

প্রসন্নকুমার । খুব কঁাদ যত পার কঁাদ  
চেঁটা কর, কঁাদতে পার দেখ,  
দেখ, দেখ, কেঁদে যদি একটু  
শীতল হও । আমার চক্ষে কান্না নাই,  
শরীরে জল নাই—আগুন শুকিয়ে  
গেছে—কেবল আগুন ধু ধু জলছে—  
কিন্তু পুড়িয়ে ছাই করে না ।

পার্কতী । ওগো আমার বেণীকে কোথায়  
পাঠিয়ে দিয়ে এলে ।

আমার বড় সাধের জামাই যে গো,  
আমি স্ত্রীলের শোকে পড়েছিলাম,

বেগী আমার মুখে জল দিয়েছিলো,

ওগো কি হলো গো কি হলো ;

ভুবন ! মা মা, আমাকে দেখ ।

প্রসন্নকুমার । না, না, চক্ষু বুজে থাক,

তুমি আমার মতন কঠিন নও,

চক্ষু ঠিকরে পড়লে,

আর চেওনা। পৃথিবী দেখো না,

যা হবার হোক

কাণে কিছু শুনো না—

বড় জালা, বড় জালা !

পার্বতী । ওগো তুমি যে বলো

বেগীর চিকিৎসা করান্ন,

কি চিকিৎসা করালে, আমার বেগীকে

এনে দাও, কি চিকিৎসা করালে

কি চিকিৎসা করালে ।

প্রসন্নকুমার । সে কথা শুনবে—শুনবে ?

শোন তবে, ডাক্তার ডাকিয়ে

বাছার পা কাটানুম,

রক্ত ছুটে বুঝি গঙ্গার তীরে গেল,

সেই রক্তে বেগীকে ভাসিয়ে দিলে,

চক্ষের উপর দাঁড়িয়ে দেখেছি,

মুর্ছা ঘাই নি,

মৃত্যু হয় নি,



মরণ নেই,—

পাষণ, পাষণ, বুক আমার পাষণ—

এই দেখ, এই দেখ !

পি ১০৫২

বিষমঙ্গল ।

বণিক অহল্যা, মঙ্গলা ও বিষমঙ্গল ।

বণিক । প্রিয়ে আজি মম পরীক্ষার দিন,

পরীক্ষা করিব প্রেম তব ।

সত্যে কর পতিরে উদ্ধার !

হের, ধর্ম সাক্ষী এখনও, তখনও ।

অহল্যা । ধর্মাদর্শ কি আছে আমার ?

স্বামী, প্রভু, কি পরীক্ষা আর ?

আমি দাসী—আজ্ঞা তব শিরোধার্য মোর,

তব পদে শুভাশুভ বিচারের ভার ।

বণিক । প্রিয়ে, পরীক্ষা স্থান,—

শুভাশুভ বিচারের নহে

( মঙ্গলার প্রবেশ )

মঙ্গলা । ওগো অতিথি দরদালানে দাঁড়িয়ে আছে ।

( বিষমঙ্গলের প্রবেশ )

বণিক । আসতে আজ্ঞা হয়, আসুন ।

অহল্যা । স্বামী, পতি, প্রাণেশ্বর তুমি দায়ে ঠেকিয়েছ,

তুমিই রক্ষা করবে । আমি অবলা !

বণিক । এই আমার গৃহিণী—আপনার দাসী ।

( প্রস্থান )

অহল্যা । আপনি এই পালকের উপর উপবেশন করুন ।

বিষমকল । না, আমি তোমায় দেখব—এইখান থেকেই দেখব ।

( স্বগত ' ভেবে দেখ মন,

কত তোরে নাচায় নয়ন ।

ছিলি ব্রাহ্মণ-কুমার—

বেণুদাস নয়নের অনুরোধে !

পিতৃ-শ্রাদ্ধ দিনে, ধৈর্য্য নাহি প্রাণে'

ঘোর নিশি মহা ঝঙ্কারাতে,

তরঙ্গের সনে রণ !

রহিল জীবন শব্দেহ আলিঙ্গনে ।

সর্পে রজ্জ্ব ভ্রম--

হেন অন্ধ করেছে নয়ন !

পুরস্কার—বারাঙ্গনা-তিরস্কার !

মন, হাসি পায়—

হ'ল তোর বৈরাগ্য উদয় !

চ'লে গেলি এক বাসে গৃহবাস ত্যজি

"কোথাঐরুক্ষ" বলি হরি উত্তরোলি,

—যেন তোর কত প্রেম !

আরে আরে পাগল আমার মন !

ধ্যানে মগ্ন বাপীতটে সাধুর আকার—

শুনি কঙ্কণ-ঝঙ্কার,  
 চাহিলি নয়ন মেলি ।  
 জাখ পুনঃ নয়নের ছলে  
 কি উন্মাদ দশা তোরা ।  
 মন, তুমি আঁখির গরব কর ।  
 —নিত্য ভর পাছে যায় এ রতন ।  
 জাখ তোরা আঁখির আচর !  
 সেই মাংস অস্তি,  
 কাষ্ঠপ্রমে, প্রাণের তাড়নে,  
 দিলে যারে আলিঙ্গন—  
 সেই মত গলিতে হইবে  
 বাহ্যিক এ লাবণ্যের আবরণ—  
 এষ্ট রত্ন ভাব তুমি সংসারের সাব ।  
 ভাব মন বুঝা জন্ম তার,  
 এ রতনে বঞ্চিত যে জন ।  
 বুঝ, মন, নয়ন তোমার  
 অন্ধ কিবা নহে !  
 কিছু নাহি হেরে ;  
 অসম্মত যে বস্তু তাহে কহে নিত্যধন  
 এর ছলে কত দিন রবি ভুলে ?  
 (প্রকাশ্যে) তোমার অলঙ্কার থেকে ছুটো  
 কাঁটা খুলে দাও ।  
 না ! তোমার স্বামীকে, বল, আমি তোমার

পার্সল ছেলে ; যাও মা, তোমার পতি আঁকা ;  
আমার কথা হেলন কর্তে নেই ।

অইল্যা । কে এ মহাজন ।  
বিষমদল । মন এখন কি আঁখির মমতা কর ?

শত্রু তোর শীত্র কর বধ !  
দ্বিধা আনি উত্তম নয়ন ।

যেই আঁখি ব্রজের গোপালে  
আমার বলিয়ে নেবে কোলে তুলে,  
অন্ত সব দেখিবে অসার !  
যাও যাও নবর নয়ন !

(চক্ষু বিহ্বলকরণ)

চল পদ বধা ইচ্ছা হয় ।

### প্রস্থান ।

যোগেশ ও জ্ঞানদা ।

যোগেশ । কি বাবা, এখানে পালিয়ে এসেছ ? আমার  
সঙ্গে লুকোচুরি ? কেমন ধরেছি । ভাল মতের মতন চাবিটা  
বের করে দাও, আজ ছুঁধিন বেটাঁরা মদ খেতে দেয় নি ।

জ্ঞান । তুমি আবার কি কত্তে এসেছ ? ছোলেটা কেমন করে  
উপোস করে মরছে, তাই দেখতে এসেছ ?

যোগেশ । আমি কিছুই দেখতে শুনতে আনি নি, মদ  
কুসিয়েছে মদ চাই, টাকা বার করে দাও, হুড় হুড় চলে যাচ্ছি ।

কারকঃ মুখ দেখতে চাইনি, কারকে মুখ দেখাতে চাইনি,  
চুহু চুহু মদ খেতে চাই বস ।

জ্ঞান । তোমার একটু লজ্জা হয় না ? মাগ ছেলে অশ্রদ্ধাবে  
যরে, যার বাড়ী ভাড়া সে আজ বাদে কাল ভাড়ার জন্ত তাড়িয়ে  
দেবে ; বাড়ী বেচা তিনশো টাকা ছিল, তা চুরি করে নিয়ে  
গিয়েছ, আর কোথায় কি পাব, কি নিতে এসেছ ? থিক্  
তোমায় থিক্ ।

যোগেশ । থিক্ একবার—থিক্ লাখবার ! আমাকে থিক্,  
তোমাকে থিক্, মাকে থিক্, বেদোকে থিক্ আর যে যে  
আছে সবাইকে থিক্, থিক্ বলে থিক্ ডবল থিক্ । কেমন  
বাবা থিকের ওপর দিয়েই একটা ছড়া বেঁধে দিলেম ! নাও  
বাবা সুপুত্র হয়ে বাস্তুটি খোল ।

জ্ঞান । ওগো— একটু হাঁশ কর ; কোথায় দাঁড়াব, তার  
স্থান নেই, আগামীকাল বাড়ীভাড়া দেবার কথা, দিতে পারি নি,  
কখন তাড়িয়ে দেয় । ছেলেটা আধ পয়সার মুড়ি খেয়ে গেছে,  
তোমার কি দয়ামায়া নেই ? পাখীতেও যে ছেলের আহাৰ  
ঘোঁটায় ! ঘরে চাল নেই, এখনি যেদো কিদে পেয়েছে  
বলে আসবে, তুমি টাকা চাইতে এসেছো তোমার লজ্জা  
নেই ?

যোগেশ । বড় লম্বা লম্বা কথা কচ্চো যে ? কিসের লজ্জা ?  
লজ্জা থাকলে কেউ জুচ্চরী করে ? লজ্জা থাকলে কেউ মদ  
খায় ? লজ্জা থাকলে কেউ ভিক্ষা করে ? আজ তিনদিন ভিক্ষা  
করে মদ খাচ্ছি, একটা ছোলা দাঁতে কাটিনি, একটা পয়সার জন্ত

রাস্তায় লোকের কাছে হাত পাতচি আবার লজ্জা দেখাচ্ছ ? তবে আর কি ? কিসের লজ্জা ? নিয়ে এস টাকা, নিয়ে এস !

জান । বকো, আমি চলেম ।

যোগে । যাবে কোথা ? টাকা ধার করে দাও ; না বার কত্তে পার, চাবী দাও, আমি বার করে নিচ্ছি ; ঐ যে বান্ন রয়েছে আমি ভেঙ্গে নিতে পারি !

জান । কি কর, কি কর ! আজ যে ভাড়া দিতে হবে, নইলে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে । আমি বাসন বাধা দিয়ে তিনটে টাকা এনেছি, ছুটা খর ভাড়া ক'রে আছি, দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবে, রাস্তায় দাঁড়াতে হবে ।

যোগে । তা' আমার কি ? কেউ আমার মুখ চেয়েছিলে ? কেউ আমার মুখ চাচ্ছ ? আমি, এই যে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা ক'রে বেড়াচ্ছি, বিষয় চিনেছিলে বিষয় নিয়ে থাক । কেমন ঠকিয়ে নিয়েছে । হা হা হা ! ছেড়ে দাও ।

এ, সি, মুখার্জি এবং টি, চক্রবর্তী

কর্ণ ও পরশুরাম ।

১ম অঙ্ক

( কর্ণের উৎসব প্রদর্শনে মন্তক রাখিয়া আমদারাম নিম্নিত )

কর্ণ । হ্রোণাচার্য্য ! বড় আশা করে তোমার কাছে ।  
অল্প শিক্ষা ক'রতে গিয়েছিলেম, তুমি আমাকে স্তূত-পুত্র ব'লে  
অবজ্ঞায় প্রত্যাখ্যান করেছিলে । শেলের মত সে প্রত্যাখ্যান-

বিষের জালা এখনও এ হৃদয় ত্যাগ করেনি। তাই তোমার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তোমার প্রিয় শিশু অর্জুনের চেয়ে যদি শত্রুবিজ্ঞায় পারদর্শী না হ'তে পারি তো এ জীবন ত্যাগ করব। তুমি প্রত্যাখ্যান করেছিলে, তাই আজ জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, নরদেহে ভগবান জামদগ্ন্য আমার গুরু।

জাম। (উঠিয়া) একি! আমার কর্ণমূল সিক্ত হ'ল কি ক'রে? বারি এলো বোঝা হ'তে? না, না—এত' বারি নয়—এ যে শোণিত! তোমার উরুদেশে ভেদ ক'রে উঠেছে! কি সর্বনাশ! একি হ'ল! বৎস তুমি আমায় আগরিত করনি কেন? উঠ, উঠ।

কর্ণ। প্রভু!

জাম। একি! অষ্টপদ, তীক্ষ্ণদংষ্ট্রী,

স্থূল চর্ম, সূচীসম লোম

শূকর আকার

কর্কশ অলক এই

মাংস অহি দ্বক মেদ মজ্জা করিয়াছে ভেদ,

অকুণ্ঠিত তুমি নিস্পন্দ নির্ঝাক

অকাতরে সহিয়াচ যন্ত্রণা ভীষণ—

তবু আগরিত করনি আমারে?

কর্ণ। প্রভু! উপবাস-ক্লিষ্ট পরিশ্রান্ত আপনি, পাছে আপনায় নিদ্রার ব্যাঘাত হয় এই ভয়ে আমি আপনাকে আগরিত করিনি।

জাম। অগ্নান বদনে এই কষ্ট সহ্য করেছ?

কর্ণ। মৃত্যু পর্য্যন্ত এর অপেক্ষাও অধিক যত্নগা সহ করতেম,  
তবু আপনার নিজায় বাগধাত করতেম না।

জাম। একি অকৃত সহিষ্ণুতা ! একি অমাহুযী ধৈর্য্য !  
একি অলৌকিক গুরুভক্তি !

ব্রাহ্মণ ?—ব্রাহ্মণ ?

স্বল্প সঙ্কণে দেহের গঠন ধীর

বংশগত তপস্তার কলে

সুকুমার কলেবর

দিব্য কাস্তি,

হোম হবি সম কোমল হৃদয়

সেই দ্বিজকূলে জনম তোমার ?

এও কি সম্ভব ?

বুঝিতে না পারি,

কোন দৈবী মায়া বলে

আজ ব্রাহ্মণত্ব

করিয়াছে তার সীমা অতিক্রম !

সত্য কহ,

সংশয় না রাখ আর,

কহ সত্য—

কোন শক্তি সহিয়াছে

চুর্ব্বাক্ষর যত্নগা এই

ইন্দ্র বাহা সহিতে অক্ষম ?



কর্ণ । প্রভু !

জড়িত রসনা মোর কি দিব উত্তর,  
আমি নহি দ্বিজ !

জাম । নহ দ্বিজ ! নহ দ্বিজ !

কোন জাতি ?

কোন্ কুলে জন্ম তব ?

একি কল্পাহিত কেন কলেবর ?

যদি ভার্গবের রোষ বহি হ'তে

বাঁচিবার থাকে সাধ—

বল ছুরাচার,

কোন বংশ আকর রে তোরা ?

নিঃসংশয়ে ব্রহ্ম অস্ত্র করিয়াছি দান

ব্রাহ্মণ জানিয়া তোরে,

প্রয়োগ সংহার যার,

একমাত্র জ্ঞাতব্য দ্বিজের,

ব্রহ্মবিদ বেদ পরায়ন

বংশগত অধিকারী যার,

অরুপটে সেই সিদ্ধ যন্ত্র

করিয়াছি দান

ব্রাহ্মণ জানিয়া তোরে ;

যদি বাঁচিবার থাকে সাধ—

বল প্রতারক,

সত্য কেবা তুই

কোন বংশ আকর রে তোর ?

নহে তোরে ভয়পিণ্ডে পরিণত করিব এখনি !

কর্ণ ও পরশুরাম ।

২য় অঙ্ক

কর্ণ । রক্ষা কর, রক্ষা কর, সম্বর এ ক্রোধ ।

শিশু বলি’

একবার পদাশ্রয় দিয়েছ দাসেরে,

নিষ্ফল করো না প্রভু, করুণা তোমার

অকপটে কহি সত্য ভাষ

আভাষে বুঝহ ঋষি মনোব্যথা মোর

নহি বিজ্ঞ, নহি গো কজিয়,

উচ্চজাতি হ’তে

নহেক উদ্ভব মোর :

দীন আমি,

জন্ম মোর অতি হীনকূলে—

দীন রাধার নন্দন

আমি অধিরথ সূত ;

স্বতিপাঠ পিতৃবৃত্তি মোর,

সংসার বর্জিত জাতি ।

উচ্চ—অতি উচ্চ আশায় তাড়নে

উন্নতের প্রায়

## রেকর্ড সঙ্গীত ।

হিতাহিত জ্ঞান শূন্য আমি,  
শুধু আশ্রয় বলে প্রতিষ্ঠার আশ  
করিয়াছি মিথ্যা ব্যবহার ।  
স্বত বলি দ্রোণাচার্য্য ঠেলিল চরণে,  
অভিমানে আত্মহারা,  
শুধু বিদ্যালাত আশে  
সাজিয়াছি প্রতারক  
গুরু !

ধরি চরণ তোমার  
শিষ্ট বলি'—পুত্র বলি' কমা কর মোরে ।

জাম । স্বত পুত্র তুই:-?  
লভি জন্ম হীন স্বত কুলে  
দেবতা বাক্তিত উচ্চ আশা তোর ?  
না—না,  
তাও তো সম্ভব নয় !  
তবে এ আশ্রমে প্রবেশের কালে  
ভৃগুবংশধর বলি'  
কেন দিলি পরিচয় ?

কর্ণ । নিজ বিধি কেন দেব হও বিশ্বরণ ?  
তুমি দ্বিজ করিয়াছ শাস্ত্রের বিধান,  
বেদ বিদ্যাদাতা যেই গুরু  
তীর বংশে পরিচয় দিতে  
আছে প্রভু শিষ্যের এ অধিকার ;

তেঁই, হে ভার্গব,  
 মনে মনে বরি' গুরুরূপে তোমা  
 ভৃগুবংশধর বলি'  
 পরিচিত করিয়াছি মোরে ।  
 জাম । বুঝিয়াছি সব ।  
 কিন্তু শোন মূৰ্খ !  
 বিজ্ঞা বাহা তাহা চির সত্য ;  
 সত্যের আকর দেব মহেশ্বর  
 পুরুষ সূন্দর  
 শিব আখ্যা ধার  
 বিজ্ঞা—তীর স্বরূপ প্রকাশ ;  
 সত্য ব্রহ্ম,  
 বিজ্ঞা জ্যোতিঃ তীর ,  
 সেই বিজ্ঞা কিনেছিস মিথ্যা বিনিময়ে,  
 শোন মূৰ্খ !  
 মেঘাবৃত সূর্য্য সম  
 আসন্ন সময়ে তোর  
 সমকক্ষ যোদ্ধাসনে ধৈর্য্য-সমরে  
 এই বিজ্ঞা বিশ্বতির আবরণে রহিবে আচ্ছন্ন !  
 কিন্তু তবু চমকিত হেরি' আমি  
 গুরুভক্তি তোর !  
 শাপ দিহু তোরে  
 তবু করি আশীর্ব্বাদ

এই অপকীর্তি সনে  
 গুরুভক্তি তোর  
 চিরদিন ধরা মাঝে রহিবে প্রচার ।

কর্ণ । দেব !

আশীর্বাদ-তব  
 শাপক্লিষ্ট জীবনের  
 একমাত্র সান্তনা আমার ।

জাম । যাও অনৃতভাবিন,  
 ব্রহ্মবিদ তাপসের সত্যের আশ্রম  
 নহে যোগ্য স্থান তোর !  
 বন্ধ-অস্ত্র করিয়াছ লাভ,  
 রাম দত্ত ধনু আজি শোভে সূত করে,  
 তবু মম বরে  
 বীর্যবান ক্ষত্রিয় কুমার  
 সমকক্ষ তোর কেহ নাহি রবে ভবে ।  
 মিথ্যাবাদী সহবাসে অপবিত্র দেহ,  
 প্রয়োজন শুচির বিধান ।

টি, চন্দ্রনবর্তী ও মিস্ কৃষ্ণভানিনী (এমেচার)

পি ১৪০৬

কর্ণ ও কুম্ভী ১ম ধণ্ড

নদীতীর ।

কর্ণ । কহ কেবা তুমি

‘শুভবাসে বরঅঙ্গ করি’ আচ্ছাদন,

প্রতীক্ষায় রয়েছ এখানে ?

কহ, কিবা প্রয়োজনে ?

‘কুন্তী । বৎস, ভিখারিনী আমি ।

কর্ণ । বৎস বলি’ সম্বোধন করিলে আমারে !

নমস্কার লহ দেবি ।

কহ মাতা, কেবা তুমি,

কিবা প্রয়োজন তব ?

কুন্তী । কেবা আমি ?

বৎস,

আমি কুন্তী—

কর্ণ । পার্থের জননী ?

কহ মাতা একি অঘটন আজি ?

পঞ্চ কেশরী-জননী তুমি

পাণ্ডব ঈশ্বরী দীনা ভিখারিনী বেশে

আসিয়াছ মোর কাছে—

চির পুত্র-বৈরী তব !

কহ কিবা প্রয়োজনে ?

কুন্তী । আসিয়াছি ষষ্ঠের নিকটে !

কর্ণ । আসিয়াছ ষষ্ঠের নিকটে !

কহ, কি সম্বন্ধ তোমায় আমার ?

এ কি !

জ্ঞান কেন বদন তোমার ?

জ্ঞান কেন মধ্যাহ্ন ভাস্কর,

জ্ঞান কেন দিক্ চক্ররেখা ?

মলিনতা যমুনার নীরে !

কহ সত্য কেবা তুমি ?

কুন্তী । আমি রে জননী তোয় ।

কর্ণ । স্মৃত-পুত্র আমি রাখার নন্দন,

চিরদিন এই খ্যাতি—

পরিচয় পতাকা আমার

পুরোভাগে করেছে গমন—

আজি তুমি এসেছ হেথায়

শতছিন্ন করিবারে তারে ?

তুমি যদি না হইতে ধর্মরাজ মাতা

যদি আর কেহ বলিত একথা

মিথ্যাবাদী বলিতাম তারে !

কুন্তী । নহে মিথ্যা,

সত্য, নহ তুমি রাখার নন্দন,

অভাগিণী কুন্তীর তনয়,

বুদ্ধি দোষে মোর আজি স্মৃত-অখ্যাধারী,

ভ্রাতৃ-বৈরী—মিত্র কোরবের,

বৎস,

তুমি মোর প্রথম তনয় ।

স্বর্ধ্য তেছে জনম তোমার ।

কর্ণ । বিচিত্র নাটক-কাব্য কথা হেন—

ইতি পূর্বে আর কেহ করেনি রচনা !

পাটেশ্বরী ভারত ঈশ্বরী জননী আমার—

পিতা ওই তমোকর দেব দিবাকর

আলোক আকর,—

আর আমি ফিরি শৃংগালের প্রায়

অজ্ঞকার সংসার কাননে

পরিচয় হীন-ব্যক্ত জগতের !

যাও-যাও দেবি,

উন্মাদ করো না মোরে ।

তুমি মোর মাতা,

মরণ শিয়রে করি’

এ পরিচয়ে নাহি প্রয়োজন ।

কুন্তী । বিধির নির্বন্ধ বৎস’

সত্য আমি তোর মাতা ।

কর্ণ । দিবালোক গ্রাস করিল রজনী,

স্থান কাল হারাইল নিজ ব্যবধান,

অতীত উদয় হেরি বর্তমান মাঝে

আমি কর্ণ কুন্তী-পুত্র রবির তনয়,

মাতৃহারা আজি মাতার সম্মুখে,

অভূত বিধি !

হে জননী,

হও যত অপরাধী—

তবু তুমি আরাধ্যা আমার !



নহে ভিক্ষা,  
 কহ কিবা আজ্ঞা তব ?  
 কুন্তী । ভীম দ্রোণ গত,  
 শুনিলাম এ সময়ে তুমি সেনাপতি ;  
 আকুল আমার প্রাণ—  
 ব্রাতৃ বধে ভাই !  
 পুত্রহারা হবে কুন্তী তুমি কিহা পাণ্ডব উচ্ছেদে  
 তাই লোকলজ্জা দিয়া বিসর্জন—  
 যে কলঙ্ক গোপনের তরে  
 বন্ধ-কীরে বঞ্চিত করিয়া তোমা,  
 নয়নের নীরে ভাসি'  
 নদী জলে দিয়াছিহু ডালি—  
 আজি স্বইচ্ছায় সে কলঙ্ক ধরি' শিরোপরে,  
 —সেই নদীতটে  
 ভিখারিনী বেশে এসেছি তোমার কাছে ।

কর্ণ ও কুন্তী—( ২য় খণ্ড ) ।

কুন্তী । পুত্র !  
 ভিক্ষা— এ সময়ে দেহ ক্ষমা,  
 মিল' যুধিষ্ঠীর সনে,  
 ছয় পুত্র নোর রহক জীবিত ।  
 কর্ণ । এত মায়া, এত স্নেহ, এতই করুণা  
 গুই বন্ধে তব,

তবে কহ গো জননী,  
কোন প্রাণে বিসজ্জিলে মোরে ?  
অবোধ অজ্ঞান শিশু  
দশ মাস দশদিন গর্ভে দিয়ে স্থান  
মৃত্যু মুখে দিয়াছিলে সঁপি'  
প্রথম তনয়ে তব ?  
কহ মাতা,  
তখন কাদেনি কি মায়ের পরাণ ?  
বিন্দুবারি ঝরেনি নয়নে ?

কুন্তী । পুত্র !

আর লজ্জা নাহি দেহ মোরে !

কর্ণ । কোথা লজ্জা ?

বুঝিয়াছি মাতা—

আগমন কারণ তোমার—

পুত্র স্নেহে অন্ধ তুমি !

কিন্তু আস নাই মোর তরে

আমি সেই বিসজ্জিত অভাগা তনয় তব !

আসিয়াছ—

পঞ্চপাণ্ডবের কল্যাণ কামনা করি',

আর-কলঙ্কের ডালি তুলে দিতে শিরে মোর !

হ'ক-তাতে না ছিল আক্ষেপ ;

কিন্তু সত্যে বন্ধ আমি দুর্ব্যোধন পাশে,

আমরণ আজ্ঞা তার করিব পালন ।

## রেকর্ড সঙ্গীত

তাজিয়ে তাহারে না পারিব কত  
যদি জগতের সমস্ত মাতৃহ  
আজ দীন-কণ্ঠে ভিক্ষা করে কর্ণের নিকটে ।

কুস্তী । তবে নিফল হইবে ভিক্ষা ?

কর্ণ । এ জীবন করেছ নিফল,  
ব্যর্থ করিয়াছ সব সাধনা আমার,  
ক্ষম হ'য়ে নহি ক্ষত্র আমি  
রবিদ্যাতি ধূলিসাৎ করিয়াছ তুমি—  
হুৰ্য্যোধন বক্ষে স্থান দিয়েছে সাদরে ।  
কি আশ্চর্য্য, ভিক্ষা তব হইবে নিফল !

মাতা,

নাহি জান কি করেছ তুমি ;

নাহি জান,

কি উত্তাপ—কি যন্ত্রণা ভীষণ

এই হৃদয়ের স্তরে স্তরে

রয়েছে সঞ্চিত !

তুমি যদি স্থান দিতে কোলে

আজ ভারতের ইতিহাস হ'ত অন্তরূপ ।

কুস্তী । আজ আমি যদি বলি

যুধিষ্ঠির সগৌরবে সিংহাসনে বসাবে তোমারে

জ্যেষ্ঠ বলি পূজিবে চরণ ।

কর্ণ । ভাগ্যবান যুধিষ্ঠির,

ভাগ্যবান আর ভাতা তার—

এই মাতৃস্নেহে বঞ্চিত হয়েছে তারা ;  
 চিরদিন মন্দভাগ্য আমি,  
 এই স্নেহে হয়েছি বঞ্চিত !  
 আসিয়াছ পঞ্চ তনয়ের কল্যাণ কামনা করি,  
 পঞ্চ পাণ্ডব জননী,  
 এসেছ যখন  
 সাধ্যায়ত্ত যাহা তাহা করিব গো দান ;—  
 নহে সিংহাসন লোভে ;—  
 সিংহাসন অতি তুচ্ছ কর্ণের নিকটে !  
 শুধু রাশিতে সম্মান তব,  
 করি পণ—  
 এই যুদ্ধে হয় পার্থ, নয় কর  
 ধরা হ'তে লইবে বিদায়—  
 তুমি রবে চিরদিন পঞ্চপুত্রের জননী ।

কুন্তী । বৎস,  
 বুঝিয়াছি অভিমান তব ।  
 আমি নারী দুর্বলা অভাগী,  
 মনো ব্যথা মোর  
 জানেন সে অন্তর্ধামী ধিনি !  
 কি বলিব-কমা কোরো মোরে, •  
 কমা কোরো জানহীনা জননী বলিয়ে ;  
 কেনো—  
 শুধু করি নাই ব্যর্থ তোমার জীবন •

জীবন-সঙ্গিনী চির ব্যর্থতা আমার—  
আমি মাতা অভাগা কর্ণের !

এ, কে, শাল্ল এ২২ এ, দাসী

পি ৭৭০০

উভয়ে । হরিহর হের মানস নয়নে নামে রহ সদা ভোর  
শাস্তি প্রেমেতে রহিবি মগন ঘুচিবে মায়াবহ ঘোর ।

পুরুষ । পাগল ভোলার বিহ্বল আঁখি পরাণ নিব্বিকার ।  
শতবারি মালা মোহন জটায় সর্প কণ্ঠহার ।

স্ত্রী । শ্রাম কলেবর উজ্জল আঁখি আধ বন্ধি মঠান  
রাধার হৃদয়ে বাধা দূরে দিতে ব্রজরাম অভিরাম ।

পু । দুঃখে সম্পদে অটল চিত্ত সমর্পণ মগ্নপ্রাণ

স্ত্রী । বনফুল মালা কণ্ঠে দোহুল অধরে বংশীগান ।

পু । দেবতা আমার হৃদয় দেবতা শাস্তি মন্ত্র মোর

স্ত্রী । দেবতা আমার হৃদয় দেবতা প্রেমের মন্ত্র মোর ।

পু । দাও সে সাধনা দাও সংযম ঘুচাও এ মোহ ভোর

স্ত্রী । দাও সে পিরীতি মধুর গরীমা নয়নে অগ্ন ঘোর ।

পু । জয় জয় স্বর হব মৃদক শেখর পিনাকী শঙ্কর বৃষবাহন

স্ত্রী । জয় জয় জয় মঙ্গলদায়িনী শুভদে বরদে ভবেশ

ভায়িনী ।

পু । জয় জয় জয় ত্র্যম্বক ভব ত্রিপুরাস্তক গঙ্গাধর হর  
ত্রিলোচন ।

স্ত্রী । জয় জয় জয় শিব সিমন্তিনী কমল। বগলা  
ত্রিতাপ হারিণী ॥

এ, চৌধুরী এবং শ্রীমতী কুম্ভভানিনী ।

৮১২১ ‘রাজা ও রাণী’ হইতে ।

কুমার । শঙ্কর পড়েছে ধরা । শঙ্কর ধরেছে তাগারে ।  
নিয়ে গেছে জয়সেন কাছে । আর তো সহ্য না!  
দুঃখ! হয় এ জীবন করিতে বহন  
সহস্রের জীবন করিয়া ক্ষয় ।

শ্রীমতী । মোরা দুইজনে যাই রাজ সভামাঝে ;  
দেখিব কেমনে, কোন ছলে জলাঙ্কর  
স্পর্শ করে কেশ তব ।

কুমার । শঙ্কর বলিত,—  
‘প্রাণ যায় সেও ভাল, তবু বন্দি ভাবে  
দিওনা ধরা ।’ পত্নীসিংহাসনে  
বসি বিদেশের রাজা দণ্ড দিবে মোরে  
বিচারের ছল কারি—একি সহ্য হবে?  
অনেক সহিছি বোন, পিতৃপুরুষের  
অপমান সহিব কেমনে ।

শ্রীমতী : তার চেয়ে মৃত্যু ভাল !

কুমার । বল, বোন, বল, “তার চেয়ে  
 মৃত্যু ভাল ।” এই ত তোমার যোগ্য কথা ।  
 ভাল করে ভেবে দেখ !  
 বেঁচে থাকা ভীকৃত্য কেবল । বল  
 একি সত্য নয় ? থেকে না নীরব হয়ে,  
 বিষাদ আনত নেত্রে চেয়ো না ভূতলে ।  
 মুখ তোলা, স্পষ্ট ক’রে বল একবার,  
 স্থপিত এ প্রাণ ল’য়ে লুকায়ে লুকায়ে  
 নিশিদিন মরে থাকা একদণ্ড, একি  
 উচিত আমার ?

স্বমিত্রা । তার চেয়ে মৃত্যু ভাল ।

কুমার । আমি রাজপুত্র,  
 ছারখার হয়ে যায় সোণার কাম্বীর,  
 পথে পথে বনে বনে ফিরে গৃহহীন  
 প্রজা—কেঁদে মরে পতি পুত্রহীনা নারী!  
 তবু আমি কোন্‌মতে বাঁচিব গোপনে ?

স্বমিত্রা । তার চেয়ে মৃত্যু ভাল ।

কুমার । বল, তাই বল ।  
 ভক্ত বার অহরহ মোর—প্রতিদিন  
 মপিছে আশ্রম প্রাণ নির্ঘাতন সহি ।  
 তবু আমি তাহাদের পশ্চাতে লুকায়ে  
 “  
 জীবন করিব ভোগ—একি বেঁচে থাকা !

স্বমিত্রা । এর চেয়ে মৃত্যু ভাল ।

কুমার ।

বাচিলাম গুনে ।

কোন মতে রেখেছিল তোনারি লাগিয়া

এ হীন জীবন, প্রত্যেক নিশ্বাসে মোর

নিঃশ্বাসের প্রাণবায়ু করিয়া শোষণ ।

আনার চরণ ছুঁয়ে করহ শপথ

যতই কঠিন হোক !

সুমিত্রা ।

করিতু শপথ ।

কুমার : এ জীবন দিব বিসর্জন । তারপরে

তুমি মোর ছিন্নমুণ্ড নিয়ে, নিজ হস্তে

জালন্ধর রাজকরে দিবে উপহার ।

বলিও তাহায়—“কাশ্মীরের অতিথি তুমি

বাকুল হয়েছ এত যে দ্রব্যের তরে

কাশ্মীরের যুবরাজ দিতেছেন তাহা

অতিথ্যের অর্ঘ্যরূপে তোমাতে পাঠায়ে ।”

মোন কেন বোন ? সঘনে কাঁপিছে কেন

চরণ তোমার ? বস এই তরুতলে !

পারিবে না তুমি ? একান্ত অসাধ্য একি !

ববে কি ভূতোর হস্তে পাঠাইতে হবে

তুচ্ছ উপহার সম এ রাজ মন্তক ?

( সুমিত্রার মুচ্ছা )

ছি ছি বোন । উঠ, উঠ !

পাশাণে হৃদয় বাধ । হয়ো না বিহ্বল ।

তুঃসহ এ কাজ—তাইতো তোমার পরে



দিতেছি দুক্ল ভার। অগ্নি প্রাণাধিকে,  
মহৎ হৃদয় ছাড়া কাহারো সহিবে  
জগতের মহা ক্লেশ যত। বল, বোন,  
পারিবে করিতে ?

সুমিত্রা। পারিব।

কুমার। দাঁড়াও তবে।

ধর বল, তোল শির। উঠাও জাগায়ে  
সমস্ত হৃদয় মন। ক্ষুদ্র নারী সম  
আপন বেদনা ভারে পোড় না ভাঙ্গিয়া।

সুমিত্রা। অশাগিনী ইলা !

কুমার। তারে কি জানিনে আমি ?

হেন অপমান লয়ে সে কি মোরে কত  
বাঁচিতে বলিত ? সে আমার ঋণভারা  
জীবনে মরণে। মহৎ যত্নের দিকে দেখাইছে পথ,  
চল বোন ! আগে হ'তে সংবাদ পাঠাই  
দূতমুখে রাজসভা মাঝে,  
কাল আমি যাব ধরা দিতে।

—o—

তি চক্রবর্তী প্রভৃতি।

কর্ণ। ভাগ্য—ভাগ্য !

নাহি জানি ছায়া কিংবা কায়া—

কোন মায়ার স্বজন :

নারী কিংবা নর—কি আকার তার,

পীড়নে বাহার ত্রস্ত ত্রিসংসার ;

সেচ্ছাচার—শাসন দুর্কার—

অবহেলে করে পদানত দেবতামানব !

নিয়তি—নিয়তি—ও বাবা বাঘ !

কোথা তার স্থান ?

বিশ্ব হ'তে কত—কত দূরে,

কোন স্বর্গে, ভীষণ নরকে

কিংবা অন্ধতম বসাতলে ?

যদি পাই—পাই সম্মুখে আমার

গুরু দত্ত অসির গ্রহারে

খণ্ড খণ্ড করি তারে

করি দূর জগতের জঞ্জাল ।

নিয়তি । ও : ! তুমি দেখছি বড় রেগেছ ! কি জানি  
যদি আমার বাড়েই অঙ্গটা বসিয়ে দাও ! কাজ নেই আমি  
গরীব বেচারী—আমার সরে পড়াই ভাল ! সামান্য স্ত্রীলোক  
অপমান করে, তার আবার আফালন দেখ !

তর্ক । রে হৃদয়

সহজাত অভেদ্য কবচ

কোন অভেদ্য পাষাণে গঠন তোমার ?

কত দূর—কতদূর সহ্য গুণ তব ?

হে তপন,

হৃদয় আনন্দ নিধি, আরাধ্য আমার,  
 পাংশু আবরণে কেন ঢেকেছ বদন ?  
 দাঁড়াও দাঁড়াও দেব, দাঁড়াও কণেক  
 তুমি ইষ্ট—তুমি সাক্ষী—  
 তুমি ক্ষণ রহ স্থির  
 হে অন্তর্গামী অন্তর্ধ্যায়ী জগত নয়ন  
 এ জীবন ডালি দিই সম্মুখে তোমার ;—  
 সূতপুত্র কণ নাম  
 যাক—যাক মুছে—  
 যাক মিশে অনন্ত আঁধারে—  
 মৃত্যু হোক একমাত্র আশ্রয় আমার ।

( পদ্মাবতীর প্রবেশ )

পদ্মা । আর তুমি হও একমাত্র আশ্রয় পদ্মার ।

( মালাদান ]

কর্ণ । একি ! কে ! কে তুমি ! একি ক'লে ? কার  
 গলায় মালা দিলে ?

পদ্মা । আমার স্বামীর ।

কর্ণ । কে তুমি ?

পদ্মা । তোমার দাসী ।

কর্ণ । কি সর্বনাশ ক'বুলে ? উন্মাদিনী ! কে তুমি ?  
 তুমি কি জান আমি কে ?

পদ্মা । জানি ; তুমি আমার স্বামী ।

কর্ণ । না—না, স্মৃত পুত্র আমি—

স্মৃত পুত্র আমি—

সর্ব্ব ঘৃণা ; সর্ব্বহেয়,

নীচ—অতি নীচ

পরিচয় হীন—

অধিরথ স্মৃত, দীন রাধার নন্দন ।

পদ্মা । হ'ক, তবু তুমি মোর স্বামী ।

কর্ণ । শোন উন্মাদিনী

জীবনের তটপ্রান্তে

করিয়াছি চরণ স্থাপন—

শোন—মৃত্যুকামী আমি ।

পদ্মা । তবু—তুমি মোর স্বামী ।

ক । কি করিলে বালা ?

কার গলে দিলে কুসুমের মালা ?

ফেলিয়া এসেছি আমি জীবন পশ্চাতে

হের অন্তগামী রবি ছবি সন্মুখে আমার

অনন্ত প্রাণধার আসিছে গ্রাসিতে মোরে—

হ'মি চাহ

ফুল দিয়া রোধিবারে গতি তার ?

পদ্মা । না না আমি কারও গতিরোধ করতে চাই না ।

তুমি যদি মৃত্যুকামী হও, কোন ক্ষোভ নেই, কোন দুঃখ নেই !

আমি দাসী তোমার নিকট শুধু এই অধিকার চাই—তোমার সঙ্গে

আমাকেও মৃত্যু বরণ করতে দাও ।

কর্ণ। একি আশ্চর্য্য! সন্ন্যাস নভামাঝে অবজায় মুখ  
ফেরালে যে সেও নারী—আর তুমিও নারী! আভিজাত্য  
অভিমান হীনা, কে তুমি রহস্তের মত আমার সম্মুখে এসে  
দাঁড়ালে? এখন আমি কি করি?

পদ্মা। যা তোমার ইচ্ছা। তুমি মরতে চাও, জেনো,  
আমিও তোমার সঙ্গিনী।

কর্ণ। সুদর্শনে!

দর্শনে তোমার

মৃত্যু হ'ল আজি পরাজিত;

লাঞ্ছিত জীবন

ধন্য হ'ল পুণ্য পরশে তোমার।

অভিধাপ—

মৃত্যুকালে রথচক্র গ্রাসিবে ধরণী

আজি জীবন প্রভাতে

কালচক্র গ্রাস করিল রমণী।

ডিসেম্বর ১৯২৬ সে—প্রকাশিত রেকর্ড ।

মিস্ আকুবাবালা ।

পি ৩১০৮

আত্মদর্শন হইতে ।

আমি আমি বলে কারে ভাব মন  
কে তুমি, তোমার কে আপন ?  
যে আমিতে সেই আমি পাবে  
কর না তার অন্বেষণ ।

আমার, আমার—পুত্র পরিবার—  
আমি কিন্তু কে ঠিকানা নেই তার  
পঞ্চভূতে আমার দিয়েছে আকার  
দিয়ে নিতে তার কতক্ষণ ?

তখন আমি কোথা যাবে  
অনন্তে মিণাবে

অনন্তই রবে দিনর্শন !

বিমনা হয়োনা, বিপথে যেওনা  
সে পথে পাবে না নিত্যধন, •  
চল সত্যপথে বিবেকের সাথে  
হৃদয়ে হেরিতে নব বৃন্দাবন ॥

মন তোমায় বুঝাই কত বল না  
 সবই মায়া, সবই ছায়া, সবই মায়ার চলনা ॥  
 ভাল ব্যাসাৎ ক'রতে এলে, আপনারে ভুলে গেলে  
 অনিত্যে এ প্রাণ সঁপিলে পেয়ে কাঙ্ক্ষন ললনা ।  
 কেবা তোমার সঙ্গের সাথী মাতা পিতা পুত্র নাতি  
 ভাবছ কেবল স্বর্গের বাতী, সাথী কে তা' দেখলে না ॥  
 ভাবছ মায়া অমূল্যধন, হাঁসি মুখে করে যতন  
 মায়ার সৃষ্টি, নারীর দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারলে না  
 এখন ভাঙ্গা হাটে হাট ক'রে নাও—যা কিছু পাও তুল না ॥

### আশ্চর্য্যময়ী দাসী ।

৮১০২

কীৰ্ত্তন—মিশ্র ।

(আজি) বামিনীর শেষে                      যুগের আবেশে  
 কি দেখিছু আজি যখনে  
 দেখিলাম যাহা                      ভুলিবারে তাজা  
 পারিব কি কভু জীবনে ?  
 নব জলধর শ্রাম                      নধর স্নানর ঠান  
 (এমন' রূপ দেখি নাই) (জীবনে, নয়নে আশি)  
 কিবা মনোহর                      মধুর মরতি  
 লাগিয়া রয়েছে নয়নে ।  
 হায় : ভুলিব কি কভু জীবনে ?

হাতে বাঁশরীই বুঝি সেটি  
 স্বপনে দেখেছি বমুনার জল উজ্জান করিল যেটি  
 ( তখন উজ্জান বহিল বমুনা ) ( মোহন বেণু শুনে )  
 ( হরষে মাতিল ) ( তালে তালে বাঁশীর )  
 ( পশু পক্ষী এক সনে ) ( বমুনার সনে সবে )  
 ব্রজবালা যত ছুটে এলো সবে  
 সে স্বর পশিতে শ্রবণে  
 আহা ! ভুলিব না কভু জীবনে ।

ইমন ।

শ্রাম হৃন্দর                      রূপ মনোহর  
 মরি মুরহর কি মুরতি রে ।  
 (কিবা) স্নানজ ত্রিভঙ্গ                      অনঙ্গ মোহন  
 নীলকান্ত জিনি জ্যোতিঃ রে ॥  
 সূচাকু চাচর                      চিকুর পরে  
 শোভিছে মোহন চূড়া রে,  
 (ভায়ঃ ললাট ফলকে                      বিজলী চমকে  
 ঝালরে মুকুতা পাতি রে ।  
 (কিবা) শ্রবণ যুগলে                      মকর কুন্তল  
 অলকা তিলকা ভালে  
 (ভায়ঃ) ঋগ্নন জিনি                      নয়ন যুগলে  
 অঞ্জনে শোভা অতি রে—





কে বলে পিরীতি ভাল ?  
হাসিতে হাসিতে করিয়া পিরীতি  
কাদিয়া জনম গেল ।

( হায় ) কিশোরী আর বাশরী  
শুনবে না, সে রাগ করেছে ।  
কবে কালশরী বাজিয়ে বাশী  
তারে বুঝি গাল দিয়েছে ॥  
ধনুনাতে আর যাবে না  
গুরুজনার গাল থাকে না ( কিশোরী )  
প্রাণ নিয়ে লুকচুরী খেলা সে ছেড়েছে ।  
এবার ঘরের কাছে সকাল সঙ্গে বনপ্রাণ রাই  
সব ঢেলেছে ॥

কাল নাম যে শুনবে  
তার সঙ্গে না কথা কবে  
কালার সঙ্গে প্রেম করে সে কালী মেখেছে ॥  
ভাবে কি করিলে তারে ভোলে  
কালই রাখার কল হুয়েছে ॥

## শ্রীমতী নীহারবালা

পি ৮১১১

“অযোধ্যার বেগম” হইতে ।

তুমি আমারি তুমি আমারি,  
 তুমি আমারি তুমি আমারি ।  
 অন্তরে বাহিরে ঘুম জাগরণে,  
 সতত তোমারে নেহারি ॥  
 খেক কাছে কাছে দূরে বেওনা,  
 দিগ্বেছ ধে ভালবাসা ফিরে চেওনা ;  
 জীবনে মরণে বধু আমি তোমারি ।  
 আমি তোমারি ॥

“চিরকুমার সভা হইতে ।”

ও আমার ধ্যানেরি ধন

তোমার হৃদয়ে দোলায় যে হাসি রোদন ।

আসে বসন্ত ফোটে বকুল কুঞ্জে পূর্ণিমার চাঁদ হেসে আকুল

তারি তোমায় খুঁজে না পায়

প্রাণের মাঝে আছ গোপন স্বপন ।

আঁখিরে ফাঁকি দাও একি ধারা

অশ্রুজলে তারে কর সারা ।

গন্ধ আসে কেন দেখিলে মালা,

পায়ের ধ্বনি শুনি পথ নিরমালা ;

বেলা যে যায় ফুল যে শুকায়—

অনাথ হ'য়ে আছে আমার ভবন ।

### শ্রীমতী সন্মা মজুমদার (এমেচার)

পি ৮১১২

নাইরে বেলা নামল ছায়া ধরণীতে  
এখন চলরে ঘাটে কলসখানি ভ'রে নিতে ।  
জলধারার কলস্বরে সন্ধ্যা গগন আকুল করে  
ডাক আমায় পথের পানে সেই ধ্বনিতে ।  
এখন বিজন পথে করে না কেউ আসা যাওয়া  
প্রেম নদীতে উঠেছে ঢেউ উতল হাওয়া  
জানিনে যে আর কিরবো কিনা  
তার সাথে আর হবে চেনা  
ঘাটে সেই অজানা বাজায় বীণা তরনীতে ।

ও আমার চাঁদের আলো  
আজ ফাগুনে সন্ধ্যাকালে ধরা দিয়েছ,  
ধরা দিয়েছ যে আমায় পাতায় পাতায় ডালে ডালে।  
সে গান তোমার সুরের ধারায় বহা জাগায়  
তারায় তারায় সুরের ধারায় বহা জাগায়  
মোর অজিনায় বাজলো গো ।  
বাজল' সেই সুর আমার প্রাণের তালে তালে ।

সব কুঁড়ি মোর কুটে ওঠে তোমার হাসির ইসারাতে  
দক্ষিণ হাওয়ায় দিশাহারা  
আমার ফুলের গন্ধে মাতে  
ভুল ভুলি করলে বিলোল আমার প্রাণে  
রক্তের হিলোল করলে বিলোল আমার প্রাণে  
মর্ষরিত মর্ষ গো  
মর্ষ তোমার জড়ায় হাসির জালে ।

### শ্রীমতী সাহান্না দেবী ( এমেনচার )

১৭ ৮১১৩

কালেংড়া ।

বধূ ধর ধর মালা পর গলে  
ফিরে দিওনা বন কুসুম বলে !  
কাঁটার ঘায়ে রক্তা হাতে  
ফুল তুলেছি আঁধারে দুঃখ রাতে  
তারে গৈঁধেছি বিজনে আঁধি জলে  
প্রেমের কূলে ছিহু একা  
আজি তোমারে একেলা পেহু দেখা  
ঘর ভুলিহু তবু বেণুর বোলে  
যদি না মালা শোভে গলে  
তারে দিও ঠাই তব পদতলে  
তোমায় ধরিব হৃদয় শতদলে !

দরবারি কানাড়া ।

তোমারেই ভালবেসেছি আমি, তোমারেই ভালবাসিব  
তোমারই হৃৎখে কাঁদিব সখে ! তোমারই হৃৎখে হাসিব ।

মেলেছি নয়ন তব জ্যোৎস্নায় জাগরণে

মুদ্রিব নয়ন তব স্থপ্ত নয়ন সনে

জীবনে মরণে আমি তোমারই, তোমারি কাছে

জনমে জনমে ফিরে আসিব !

মমতী শস্ত্রী দেবী ( এমেচার )

পি ৮১১৪

কীর্তন ।

আর কতকাল থাকবো ব'সে দুয়ার খুলে ( বঁধু আমার : )

তোমার বিশ্বকাজে ( বঁধু হে ) আমারে কি রইলে, ভুলে ? ( ঐ )

বাহিরের উষ্ণ বায়ে, মালা যে যায় শুকায়

নয়নের জল বুঝি তাও বঁধু মোর যায় ফুরায় ;

( শুধু ) ভোরখানি হায় ( বঁধু হে ) কোন পরাণে তোমার

গলায় দিব তুলে ।

৪ বিরাহে দিন কাটালি কত যে কথা ছিল

কত যে মনের আশা ওগো মনের মাঝে রহিল

কি লয়ে ( বঁধু হে, বঁধু আমার )

থাকবো বল তুমি যদি রইলে ভুলে ( বঁধু আমার ) ।

ভৈরবী ।

দিন চলে যাবে,  
মন আমার সদাই ভাবে, এ দিন চলে যাবে ।  
গভীর দুঃখে ক মনের স্থখে  
ওগো দিন নাহি দাঁড়াবে  
আমার দিন চলে যাবে ।  
রাতের পরে দিন আসে  
দুঃখের পরে সুখ হাসে  
যদিও আমি থাকি বসে, তবু দিন নাহি রবে ।  
হে নানা লোকের মাঝে  
থাকি আমি কতই কাজে  
আমার মনে ( প্রাণে ) যখন ব্যথা-বাজে ভাবি এদিন  
নাহি রবে ।

ওগো মন আমার ব্যাকুল ভাবে  
সদাই ওগো তোমায় চাবে  
ও সে জানে যবে সময় হবে  
সেই শেষের দিনে তোমায় পাবে ।

শ্রীঅভয়াশঙ্ক চ্যুতাক্ষি ।

৮১১৫

নব্যাঙ্গী ।

বিশ্রামটাই কাজের অঙ্গ সেইটাই বড় কাজ  
তোনার বাজে কাজের জন্তে আছে না, তগিনী, ভাঙ্গ ।

কুলীর দ্বারা যে কাজ চলে  
 সে কাজ আমার কবুতে বলে  
 পত্নী তোমার বাদী দাসী হয় না মনে লাগে ।  
 কাপড় কাচো, বাসন ধাওো, এঁটো শুচাও বাপ  
 দুদিন পরে বলবে কর পায়খানাটাও সাফ ;  
 ঘর্টর ঘর্টর বাটনা বাটো  
 আলুর সঙ্গে আতুল কাটো  
 রান্না ঘরে গিয়ে পর মাথায় হানো বাজ  
 চিঠি লেখা, গল্প করা, নাটক নভেল বোঝনা  
 মূর্খেরা সব মনে করে যেন বড়ই সোজা ;  
 দেশের দেশের খবর রাখা  
 বাজে ভাবো সাবান মাখা  
 উলের লেগের ফুল তোলা আর নারী দেহের সাজ ।  
 চাকর বাকর রাখতে নারো মিছে আমার দোষ  
 দুজন না হয় মাসী পিসিই নীচের ঘরে পোষ ;  
 বুঝেছি তো তোমার ওজন  
 না হয় বল দাসী দুজন  
 খরচ দিয়ে পাঠিয়ে দিতে লিখছি বাসায় আজ ।

কালোর গুণ ।

হায় রে কালো মন্দ কিমে ?

একটু হিসেব ক'র দেখলে পরে

কালোই ভালো বলবে শেষে ।



মহেশ্বর তো গোঁরবরণ  
 বুকে দেখ' কালীর চরণ  
 আবার সোণার বরণ লক্ষ্মী ঠাকুরণ  
 বিষ্ণুর চরণ টিপছেন বসে ॥  
 নন্দ ঘোষের কালো ছেলে  
 মজালে সে গোপীকূলে  
 বনুনার সেই কালো জলে  
 তাদের কুলমান সব গেল ভেসে ॥  
 কালো জলে পদ্ম ফোটে  
 আবার কালো কোকিলের কুহু তানে  
 মাতায় প্রাণ যে নবীন রসে ॥  
 কালো চুলে শোভে নারী  
 সাদা চুলে হয় সে বুড়ী  
 আবার দেখ, তেজবরে সব রসের বুড়ী  
 সাদা মাথায় কলপ বসে ॥  
 কালো পাঠার মাংস ভাল  
 বত কাল' ততই ভাল  
 তবে গিন্নী আমার সবসে ভাল  
 ছোটো মুখ'নাড়া কই দিস্না এসে ॥

এ, পাহুল ।

গি ৬১:৬

ইমন ।

নয়ন চাহিছে হেরিতে তোমায়  
তুমি কেন দেখা দাও না দাও না ?  
অবণ গুনিবে মধুর বাণী  
কাছে কেন তুমি এস না ?  
হৃদয় আসন সাজান রয়েছে  
এসে কেন বারেক বসনা ?  
মন প্রাণ সদা তোমারে চাহিছে  
খরা দিতে কেন চাও না ?  
নিদয় নিষ্ঠুর নহ তো গো তুমি  
এমন হলে কেন বলনা ?  
আমায় বল না আমায় বল না ॥

স্বরট—মিশ্র ।

তুমি কর গো আমায় বধির  
তোমার অধীর বাঁশরী বাজায়ে ।  
হৃদি কদম্বের শিহরণ তুলি  
হিয়ার যমুনা নাচায়ে ॥  
ধেমুগণ গোষ্ঠে নাহি আসে হায়  
বাজে না তো বেণু

বহেনা উজান তোমার বাশী  
 বাজে নাকো তান যে তালে ।  
 আকুল কর গো ব্যাকুল কর গো  
 বাজায় তব বাশরী  
 আর কোন দিকে যেন যাইতে না পারি  
 তারি মায়া সম্পাসরী ;  
 লজ্জা সরম ভরম ধরম কিছু নাহি চাহিব  
 শুধু তোমাতে মজিতে, তোমারি হইতে  
 তোমাতে ডুবিয়া ধাইব চলে ।

— ০ —

বিস্তৃত হৃদয়ান মুখাভিজ্ঞ !

পি ৮১১৭

তিলক-কামোদ—ঠুংরী ।

কেমনে সখি যাব যমুনায়ে ।  
 যমুনাতে যেতে আর মন নাহি চায় !  
 যমুনাতে গেলে পরে কুল রাখা হবে দায়  
 যে যায় যাক যমুনা জলে  
 আমি ত যাবনা জলে,—  
 কালো কত ছল ক'রে বাশরী বাজায় ।

বারওয়া—ঠুংরী ।

পাপিয়া ধরিল তান ।  
 বধিল মম প্রাণ ।

শুনে পাণিয়ার তান,—  
বিরহীর যায় প্রাণ,—  
যায় বুঝি কুলমান,—  
বধিল জীবন ।

হৃদয়ে সঞ্চারিত

প ৮১১৩

মোহিনী কালোড়।

দেখে যা দেখে যা দেখে যা লো তোরা।  
সাধের কাননে মোর, সাধের কুসুম উঠেছে ফুটিয়া।  
মলয় বহিছে স্বরভি লুটিয়া রে  
হেথায় জোছনা ফুটে তটিনী ছুটে  
প্রমোদে কানন ভোর ( আমার )  
এ কাননে বসি গাহিব গান  
স্বপ্নের স্বপনে কাটা'ব প্রাণ,  
তুলিব কুসুম দুজনে মিলিয়ে  
স্বপ্নে গাঁথিব মালা পরাব গলায়  
আধ আধ ঘুম ঘোর ।  
আয় আয় সখি আয় লো হেথা  
দুজনে কহিব মনের কথা  
খেলিব দুজনে মনের খেলায়ে

হুখে রহিব মিশি দিবস নিশি  
করিব রজনী ভোর ।

দেশ—কালেংড়া ।

দে লো সখি দে পরাইয়ে গলে  
সাধের বকুল ফুলহার ।  
আধ ফোটা জুইগুলি  
যতনে আনিয়া তুলি  
গাঁথি গাঁথি সাজায়ে দে মোরে  
কবরী ভরিয়ে ফুল হার ।

তুলে দেলো চঞ্চল কুন্তল  
কপোলে পড়িছে বারে বার ।  
আজি এত শোভা কেন  
আনন্দে বিবশা যেন  
বিষাধরে হানি নাহি ধরে  
লাবণ্য ঝরিয়া পড়ে ধরাতলে  
আজি তোরা দেখে যা, দেখে যা  
তরুণ তরু এত রূপরশি  
কহিতে পারে না বুঝি আর ।

কে. মজিনক ।

পি ৮১২০

দিকু খায়াজ ।

শুণ শুনে যার মন ভুলিল না জানি তার রূপ কেমন ।

(মন) হ'ল উচাটন কোথায় গমন করিলে পাই তার দরশন ।

কেহ বলে মেলে গহন বনে গেলে

কেহ বলে মেলে হর-জুদি কমলে

সর্বভূতেশ্বরী যোগীগণে বলে, ভক্তের হৃদয়ে থাকে সে গোপন

আলো করা রূপ কাল মন হরা

কাল নিবারিণী ভালে শশী ধরা

মায়াতে আবৃত করে নয়ন তারা

হেরিতে না দেয় তারা কেমন ।

— : \* : —

ইমন কল্যাণ ।

জনমাবধি আমি তোরে না ডাকিছ স্বামী

দিনগুলো মিছে গেল কেটে ।

আমার যা কিছু ছিল কি জানি কোথায় গেল

হিংসা বুঝি সব নিলে লুটে ।

তোমারে ডাকিব বলে আইছ মায়ের কোলে

কুহকেতে সব গেল টুটে ;

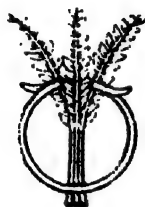
কর্ণ দাও রুদ্ধ ক'রে, কর প্রভু অন্ধ মোরে

চরণেতে পড়ি গিয়া লুটে ।

7

8

# জোনোফোন রেকর্ড সঙ্গীত







# • জোনোফোন রেকর্ড সঙ্গীত ।

বেদান্না দাসী ।

এন ৪৬৭

পূরবী ।

আকাশে ঢেউ লেগেছে, চাঁদ ফুটেছে, চাঁদের গায় ।

ছড়িয়ে গেছে সোণার কিরণ ফুর ফুরে হাওয়ায় ।

দেখলে অলস, লয়ে ফল, গগন ভরা ফুল,—

ফুটেছে পবন বেয়ে সোহাগে আকুল,—

দেখলে পাছে জড়িয়ে ধরে পায় ।

তাই তোরে বারণ করি, বাসনে লো তার সীমানায়

যামিনী যে যায় হায়,

আশা মম পুরিল না ।

রমণীর নিজ মনে, মনে কেন রাখিলে না ।

আমি তোমায় ভালবাসি,

প্রাণ দিয়ে সদাই তুষি ।

তাতে তুমি না হও খুসি, আমায় ভালবাসিলে না ।

—•—

এন ৪৮০

ভৈরবী ।

বনে বনে চুঁড়ি রে বঁধুয়া কাঁহা গেই !

দরশন নাহি পাই'রে বঁধুয়া কাঁহা গেই ।

যৌবন লুটি পিয়া গেছে ভাগি,  
( দরশন নাহি পাই'রে বঁধুয়া )  
জিম্মালে নাহি মাকুরে বঁধুয়া কাঁহা গেই !

—•—

জবলা ।

লয়লা কি খেলা এ যে নূতন খেলা ।  
নয়ত ছেলেখেলা এত প্রেমের মেলা ।  
উঠলো সই যৌবন ফুটি, ভাল লাগে কি ছুটোছুটি ।  
নিরিবিলাি বসে দুটি ধ'রে দুটির গলা !  
পাঠশালের পাঠ সাক্ষ হ'লো দেখ সে প্রেমের মেলা !

—

মিস্ ভট্টাচার্য্য ।

এন ৮৬০

খান্সাজ ।

সে যে পাশে এসে বসেছিল তবু জাগিনি ।  
সে গো তারে চেয়েছিল হতভাগিনী ।  
এসেছিল নীরব রাতে, বীণাখানি ছিল হাতে,  
স্বপন মাঝে বাজে যেন গভীর রাগিণী ।  
জ্বগে দেখি দখিণ হাওয়া পাগল করিয়া,  
গন্ধ তাহার, ভেসে বেড়ায় আঁধার ঘেরিয়া,  
কেন আমার রজনী যায় কাছে পেয়ে কাছে না পাই  
কেন গো তার মালার মাকুত কুকে লাগে নি ।

বেহাগ খায়াজ ।

কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব তোমার রসাল-নন্দনে ।  
কবে তাপিত এ চিত্ত হইবে শীতল তোমারি করুণা-চন্দনে ।  
কবে তোমাতে হয়ে যাব আমার আমি হারা,  
তোমার নাম নিতে নয়নে ব'বে ধারা,  
এ দেহ শিহরিবে ব্যাকুল হবে প্রাণ বিপুল পুলক-স্পন্দনে ।  
কবে ভবের স্বপ্ন দুখ চরণে দলিয়া যাত্রা করিব শ্রীহরি বলিয়া,  
চরণ টলিবে না হৃদয় গলিবে না কাহার করুণ-ক্রন্দনে ॥

—\*—

মিস্ চান্দ্রশীল্লা ।

এন ৮৫৭

বরুণা ।

আমার সাধের চন্মনা ।

একটা ছু'টি কাটতে বুলি, শিকল কেটে উড়ে গেলি,  
আদর সহিল না ।  
এখনো তোর কচি পাখা, গলায় কাঁঠি দেয়নি দেখা,  
রাখা বুলি আখা শেখা, কাণে ঠেকে না ।  
মাথায় ঠুক্রে দেবে কাক, উড়তে খাবি ঘোরণ পাক,  
কায় কানাতে আছাড় খেয়ে ভেঙ্গে যাবে ডানা ॥

—

কেদারা মিশ্র ।

আজি এসছি, আজি এসছি, বঁধু হে  
নিয়ে এই হাসি রূপ গান ।

আজি আমার যা কিছু আছে এনেছি তোমার কাছে,  
তোমায় করিতে সব দান ।

আজি তোমার চরণতলে রাখি এ কুসুমভার,  
এ হার তোমার গলে দেই বঁধু উপহার,  
স্বধার আধার ভরি তোমার অধরে ধরি,  
কর বঁধু কর তায় পান ।

আজি হৃদয়ের সব আশা, সব স্বপ্ন ভালবাসা,  
তোমাতেই হউক অবসান ॥

ঐ ভেসে আসে কুসুমিত উপবন-সৌভভ,  
ভেসে আসে উজ্জ্বল জলদল-কলরব  
ভেসে আসে রাশি রাশি জ্যোৎস্নার স্বহাসি,  
ভেসে আসে পাপিয়ার তানি ।

আজি এমন চাঁদের আলো, মরি যদি তাও তাল  
সে মরণ স্বরগ সমান ॥

আজি তোমার চরণতলে লুটায় পড়িতে চাই,  
তোমার জীবনতলে ডুবিয়া মরিতে চাই,  
তোমার নয়নতলে শয়ন লভিব বলে  
আসিয়াছি তোমার নিধান ।

আজি সব ভাষা সব বাক নীরব হইয়া বাক্  
প্রাণে শুধু মিশে থাক্ প্রাণ ॥

এন ৮৫৮

নবযৌবন ।

বুঝি বউ কয়নি কথা অভিযানে ।

তাই জ্বালা জুড়িয়ে দিল জীবনদানে ।

মরেছিল সাধ রেখে বাকি,

তাই জন্ম নিয়ে হয়ে পাখী,

বলে বৌ কথা কও, বৌ কথা কও,

যদি কেউ মান করে থাক, পতির কাছে হেসে কথা কও,

নইলে বৌ কথা কও, বৌ কথা কও শুনতে হবে তোমার কাণে ।

যখন বুক ফুটে তার প্রাণ বেঝবে, প্রাণের কথা থাকবে প্রাণে

পারিসানা ।

আমার মিন্‌সে যদি যারা যায় ।

(ভাবছি তাই) মনের মতন মানুষ পাওয়া দায় ।

একটু যেমন বয়স হয়েছে, সে তেমন আসে না কাছে

নেশার ঝোঁকে আনমনে আছে,

ষিটুষিটে নয় হেসে কথা কয়,

মনের মতন হয়ে সদা রয়.

প্যানপেনে নয় জড়ানে ফেরে না সে পায় পায় ।

শ্রীমতী পূর্ণকুমারী ।

এন ৪৮১

কীর্তন ।

যমুনে, এই কি তুমি সেই যমুনা প্রবাহিনী ।

ও যার বিমল তটে, রূপের হাটে বিকাত নীলকান্তমণি ।

কোথা চারু চন্দ্রাবলী      কোথা বা সে জলকেলি,  
কোথা সেই ললিতা সখী হুহাসিনী—  
কোথা সেই রাসবিহারী বংশীধারী বামেতে রাই বিনোদিনী,  
দেখাইয়ে দাও আমারে যমুনে সেই বামারে,  
অনাথের নাথ হৃদি মাঝে বার পা ছুখানি,  
হরি ব্রজগোপালের সেই চরণে লুটাইব দিবা রজনী ।

— — —  
পিলু বারোয়া ।

কি মধুর হুঁরে বাঁশী বেজে উঠল শ্রাম ।  
একি তোমার লীলা না বাঁশীর খেলা,  
আমি বুঝিতে নারি গুণধাম ।  
একবার বাঁশী বেজেছিল যমুনার কূলে  
সে স্বপন-কথা ব্রজবাসী গেছে হে ভুলে—  
সে আকুল প্রাণে নাইক সাথী শ্রীদাম হৃদাম বহুদাম,  
যমুনার আর কি উজ্জান, তুলবে সখা রাধার নাম ।

— . —

এন ৪৮২

খাখাজ—একতাল ।

আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন, আকুল নয়ন রে ।  
আমি নিতি নিতি বনে করিব যতন কুসুম চয়ন রে ।  
কত শারদ যামিনী হইবে বিফল বসন্ত যাবে চলিয়া,  
কত আশ্রম স্বপন, উদিয়ে তপন, প্রভাতে যাইবে ছলিয়া,  
এ যৌবন কত রাখিব বাধিয়া, মরিব কাঁদিয়া রে ।

সেই চরণ পাইলে মরণ মাগিব সাধিয়া সাধিয়া রে,  
 • আমি কার পথ চাহি এ জনম বাহি, কার দরশন যাচি রে—  
 যেন আসিবে বলিয়া কে গেছে চলিয়া, তাই আমি  
 বসে আছি রে ।

বঁধু তোমার গরবে গরবিনী হাম রূপসী তোমার রূপে ।  
 ( গরব বাড়ায়েছ হে, গরবিনীর গরব বাড়ায়েছ হে )  
 হেন মনে করি ও ছুটি চরণ সদাই রাখিব বুকে ॥  
 ( ছেড়ে দিব না হে, রাক্ষা চরণ ছেড়ে দিব না হে )  
 ( আমার হৃদয়ের ধন হৃদয়ে রাখিব, ছেড়ে দিব না হে )  
 আমার নয়নের অঙ্কন,                      অঙ্কের ভূষণ,  
 ( আমি নয়নে পরিব, নয়নের অঙ্কন ক'রে তোমায় নয়নে  
 পরিব ।

ভূমি হে কালিয়া চাঁদ  
 ( ওহে ) জ্ঞানদাস কয় তোমার পিরীত অন্তরে অন্তরে রয় ॥

এন, ৪৫১

খান্ধাজ ।

মাতিয়ে দে মা আনন্দময়ী, আনন্দেতে মেতে যাই ।  
 একবার আমায় মাতিয়ে দে মা, যেমন মেতেছিলেন রাই ॥  
 দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে.                      তব নামস্থধা পানে,  
 তারা মাতৃক যত নর নারী, আমি দেখে শুনে প্রাণ জুড়াই ॥



নাম সুধারস পান করিলে      ভব-সুখা যায় মা চলে,  
 ( তারা ) ওমা হয় যে মহাভাবের উদয়,  
 আমি সেই সুধাপান করতে চাই

—•—

“মা মা” রবে মনসুখে মন ত্রিহস্তী বাজাও রে।  
 মায়ের রচিত স্নমধুর বীণা বাজায়ে মায়ের গান গাওরে।  
 গঙ্গা যমুনা সরস্বতী ঘেরি, সপ্তত্রিকোটী তন্ত্রী সারি সারি,  
 বাজিছে নিয়ত “মা মা” করি বীণার ভিতরে শুনরে।  
 দীন রাম বলে করোনা হেলা, বাজাও সাধের বীণা এই বেলা,  
 অজপা ফুরালে, যাবে লীলা ফেলে,

আনন্দে চলিবে আনন্দনগরে।

—:~:—

এন ৪৫২

খাওয়া।

আমার চোখে যদি লাগে ভাল, কেন চাইব না।  
 দেখব কেবল মুখখানি তার, তাও কি পারব না।  
 আঁখি আমার দিয়াছে বিধি, বেধ বো বলে নিরবিধি,  
 নয়ন ভ'রে দেখব তারে, কারুর কথা শুনবে না।

c

— — —

সাহানা।

আসি বলে সে গেছে আমার।  
 আসি বলে সে যায় চলে ফিরে ত আসে না আর।  
 হাসিটুকু চুরি করে আসবে কি সে প্রমোদ-ভরে,

হৃথের বোঝা চাপিয়ে গেছে প্রাণের তিতরে ;  
 বদন ভরে ডাক রে মোরে একটিবার ।  
 সে আমারি আঁধার প্রাণে হেসে স্নিগ্ধ আলো আনে,  
 গোড়া মন জেগে উঠে তার মধুর তানে,  
 বড় ভালবাসা তার হৃদি মাঝে হাহাকার ॥

পি ৪৫৬

যোগিয়া মিশ্র ।

একবার শ্রাম নাচ নাচ শ্রামারূপ ধরে ।  
 হয়ে নৃত্যকালী দৈত্য-মুণ্ডমালী  
 নেচেছিলে যেমন অম্বর সমরে ॥  
 বহুদিন কাহ্ন বাজাইয়া বেণু  
 চরালে ত ধেমুগণে,  
 নটবর-বেশে লীলা প্রেমাবেশে  
 হল গোপ-বধু সনে ।  
 এখন বাঁকাশলী কণ রাধ বাঁশী  
 ধর ধর অসি করে ।  
 ছাড় পীত-ধটী, বাধ কটিতটে নরকর হার,  
 দেখি রক্তনেত্র, রণক্ষেত্রে মুক্তকেশ-ভার ;  
 নাহি মুরলী-ঝঙ্কার ঘোর রণ-হুহুকার কাঁপায় অন্তর,  
 খল খল হাস্য, টলমল বিশ্ব, শ্রামা-বামা-পদভরে ॥

## কিঁকিট ।

হরি হে আমার এই বাসনা ।

আমার হৃদয় মাঝে উদয় হও হে বংশীধারী কেলসোণা ॥

বাজায়ে বোল রাধা বীণী, একবার ব্রজের খেলা খেল আসি ;

আমার হৃদি হোক হে ব্রজের পাখী ও স্থানাম ভোগ রসনা ॥

মনচোরা রাখাল বেশে একবার ব্রজের খেলা খেল এসে,

আমার হৃদি হোক হে কদমতলা ও স্থানাম ভোগ রসনা ॥

মন কদম্ব অলকারে তারে কি সবাই ভুলতে পারে ;

আমি ভজন সাধন ছেড়ে দিয়ে তারই নাম করিব যে সাধনা ॥

এন ৪৫৪

সিদ্ধু ।

তোমায় চিনিগো চিনিগো তোমায়ে ওগো বিদেশিনী ।

তুমি থাক সিদ্ধু পারে ওগো বিদেশিনী ॥

তোমায় দেখেছি মাধবী রাতে, তোমায় দেখেছি শারদ

প্রাতে ;

তোমায় দেখেছি হৃদয় মাঝারে ওগো বিদেশিনী ।

আকাশে পাতিয়ে কান শুনেছি তোমারি গান ;

তোমায়ে সঁপেছি প্রাণ ওগো বিদেশিনী ।

ভূষন ভ্রমিয়ে শেষে এসেছি তোমারি দেশে ;

আমি অতিথি তোমারি দ্বারে ওগো বিদেশিনী ॥

কীর্ত্তন ।

২ কাহ্ন সে বিনোদ রায় গো—

ও তোর বিনোদ চুড়া বিনোদ বলিহার

উড়িছে বিনোদ বায় গো—

ও তার বিনোদ গলায় বিনোদ মালা

বিনোদ বিনোদ ফুলে ।

মালা আপনি ফুলে ( না ফুলালে )

বিনোদ গলেতে মালা আপনি ফুলে—

( আলো করেছে গো ) গলায় আলো

করেছ গো । ৩ বিনোদ ফুলের

মালা আলো করেছে গো—

কিবা কোন্ বিনোদিনী সখীরে ( ও সখি )

কিবা কোন্ বিনোদিনী বিনোদ গাঁখুনি গঁথেছে

বিনোদ ফুলে, তার বালাই

যাই গো ( সেই বিনোদিনীর

বালাই যাই গো )

অনুরাগ মিশাইয়ে মালা গঁথেছে, তার বালাই যাই গো ।

কহে শ্রামানন্দ বিনোদ নাগর বিনোদ

কদম্বমূলে ( ধনি ) দাঁড়ায়ে আছে,

বিনোদ কদম্বমূলে নাগর দাঁড়ায়ে আছে,

নারীর কুল মজাবে বলে নাগর দাঁড়ায়ে আছে,

ললিত ত্রিভঙ্গ ঠামে নাগর দাঁড়ায়ে আছে,

ওগো বাম চুড়া বিলম্বিয়ে নাগর দাঁড়ায়ে আছে,  
 ওরূপ দেখিয়া, কত বিনোদিনী কলসী ভাসালে জলে ।  
 আর রাখিতে নারে, কুল-কলসী  
 আর রাখিতে নায়ে, কুল-কলসী  
 ভাসাইয়ে দিলে আর রাখিতে নারে ।

—•—

এন ৪৫৬

বেহাগ ঝাঝাঝ ।

রূপ দেখে ভালবাস সখা,  
 পায়ে ধরি ভাল বেস না সখা হে—  
 স্বপনেরি মত রূপ-অহরাগ, ঘুম ভেঙ্গে গেলে রবেনা সখা হে ।  
 রূপেরই আকর তরুণ তপন, তাহে কর সখা প্রাণ সমর্পণ ;  
 প্রতি প্রভাতে বাঁধিবে সোহাগে, সেরূপ মলিন হবেনা সখা হে ।  
 ভালবাস যদি প্রেমেরি কারণ,  
 সে ভালবাসাতে করিনে বারণ ;  
 ভালবাস যদি জীবন মরণ,  
 আঁখি কারো পানে চাবে না সখা হে ।

—•—

ইটালিয়ান ঝিঁঝিট

প্রেমের কথা আর বলো না, আর তুল না,  
 আর তুল না, কম হে সখা হে,  
 ভাল থাক, সুখে থাক. থাক হে,  
 আমাদের দেখা দিও না, হৃদিনল আর জেল না ।

## উষাবালা দেবী

এক ৪৪২

ধাফাফ মিশ্র ।

ফুটেছে কমল কলি আপনি এসে জুটলো অলি ।

সে কেন শুন্বে মানি মিছে কেন বলাবলি।

গোপনে কমল বিকাশে,

মনে মনে মন জানে তাই ভ্রমরা আসে,

যারে যে ভালবাসে সে যান্ন তার পাশে ।

কোনো লো প্রেম যেখানে, সেখানে ঢলাঢলি

১

সিদ্ধু মিশ্র ।

আমার আহ্লাদে প্রাণ আটখানা ।

( ও প্রাণ ) কেমন কেমন করে,

আমি বুঝতে পারি না ॥

আমি আসছি ধান দূরী নিয়ে,

মামুজি ক'রবে বিয়ে ;

গলাগলি ঢলাঢলি করবো ছুজনা ॥

তোমার মুখখানি কি চমৎকার,

দেখে তোরে মাথা ঘুরে, হয় একাকার,

যদি ভালবাসিস্ সাম্লে থাকিস

দিসনে গো তার প্রাণে হানা ॥

এন ৪৪৩

ভৈরবী ।

আমি বেচি পানের খিলি ।

দিনের বেলা ঘুমিয়ে পড়ি, সন্ধ্যা হলেই দোকান খুলি ।

আমার পুরুষ-রতন,

বেরিয়ে গেছে ভোরের বেলা, ফেলে এই রতন ।

দিয়ে নখে নাড়া, দিইগো সাড়া,

বেচতে বসি পান ।

কত রং বেরংয়ের বাবু ভাষা চেয়ে চেয়ে যান ।

দিখে দাঁতে মিশি মুচকে হাসি

পান আছে পান-খিলিওয়ালা ।

—•—

গ

সিকু খাছাছ ।

ঘোষের দহি নিবিগো,

খাটি ছুধের দহি দেখে নে না ।

সাজ পাতা দহি দেখলে যায়গো চেনা ।

কঁড়ে আঁচল দে' মুছে,

বাটের মুখে ছুয়ে দিছি ছুধ, কথা নয় মিছে,

মাটা তোলা নয়কো ছুধ এই বাজারের কেনা ।

বানের জন্মে অরুচি,

এক কঁোটা দই জিবে দিলে মুখের হয় রুচি,

কত রসের নাগর, পরের পাগল

ভাল মন্দ বাছে না ।

কলিকাতা ইভিনিং ক্লাব ;

নং ১১২

বিঁকিট মিশ্র ।

আমার জন্মভূমি

ধন-ধান্ত-পুষ্পভরা                      আমাদের এ বহুস্বরা,  
তাহার মাঝে আছে দেশ এক, সকল দেশের সেরা,  
ও যে স্বপ্ন নিয়ে তৈরী                      সে যে স্থিতি দিয়ে ঘেরা ।  
এমন দেশটা কোথাও খুঁজে পাবে নাক ভূমি,  
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি ;  
সে যে আমার জন্মভূমি, সে যে আমার জন্মভূমি ।  
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা,                      কোথায় উজল এমন ধারা,  
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কাল মেঘে ;  
কোথা পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে, উঠি পাখীর ডাকে জেগে ।  
এমন দেশটা—ইত্যাদি ।

এত স্নিগ্ধ নদী কাহার,                      কোথায় এমন তুঙ্গ পাহাড়,  
কোথায় এমন হরিৎ ক্ষেত্র আকাশতলে মেশে ;  
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে ।  
এমন দেশটা—ইত্যাদি ?

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী,                      কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখী,  
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে ;  
ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে ।  
এমন দেশটা—ইত্যাদি ।



ভায়ের মায়ের এত স্নেহ,      কোথা গেলে পাবে কেহ,  
ও মা তোমার চরণ দুটা বকে আমার ধরি ;  
শেতে ভগ্ন আমার যেন, এই দেশেতেই মরি ।

মিঃ কে, এল চক্রবর্তী ও মিস্ এইচ দাসী ।

পদ্মিনী ।

পঞ্চম ভক্ত ।

চতুর্থ দৃষ্ট ।

এন ১৩

লক্ষণ সিংহ ।

লক্ষণ ।      তিন তিনবার আক্রমণ আমার বার্থ হ'ল ।  
সংহার ক'রে ক'রেও শত্রুর শেষ হল না !  
একের মৃত্যুতে শত্রু সহস্র মূর্তি ধারণ ক'রে  
রক্তবীজের স্রাব আমাকে গ্রাস ক'রে এলো ।  
আর আমার কিছুই নাই । কেবল রাক্ষপুত্র কয়টা  
অবশিষ্ট । এ কয়টাকে মৃত্যুমুখে পাঠিয়ে কি  
চিতোর-রাণাবংশ ধ্বংস করবো ? কি কর্তব্য,  
কিছুই ঠিক ক'রে পারিনে । এদিকে আমি  
সৈন্তের অভাবে চরণ থাকতও চলচ্ছক্তিহীন  
হ'য়ে ভবানীর আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে আছি, ওদিকে

দুর্গমধ্যে রাজা ভীমসিংহ সমস্ত পুরবাসীদের  
নিয়ে বন্দী । শত্রু ভীমবলে দুর্গদ্বার আক্রমণ  
করেছে, এদিকে হাজার হাজার বাদসার সৈন্য  
আমার গতিরোধ করবার জন্য দুর্ভেদ্য  
প্রাচীরের ত্রায় দাঁড়িয়ে রয়েছে । ওই দুর্গদ্বার  
ভেঙ্গে গেল । এই দেখতে দেখতে জ্বর  
ব্রতের আগুন জলে উঠল ! হা ভবানি !  
আমি শুধু দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম ।  
না, এ দৃশ্য আর দেখতে পারি না । ক্ষত  
বিকৃত দেহের যজ্ঞা এ দর্শন-যজ্ঞগার তুলনায়  
অতি তুচ্ছ ।

নেপথ্যে । ময় ভূখা হো

লক্ষ্মণ । একি ভীষণ দৈববাণী !—দৈববাণী না স্বপ্ন !

নেপথ্যে । ময় ভূখা হো ।

লক্ষ্মণ । একি ! চতুর্দিকে রক্ত তরঙ্গের মধ্যে বালার্ক-রক্ত-  
কমল-বাস-প্রস্ফুটিতা কে মা তুমি ক্ষুধার ষাতনায় কাতর হয়ে  
এই অশান-প্রাস্তরে বিচরণ করছ ?

নেপথ্যে । ক্ষুধা—বড় ক্ষুধা ।

লক্ষ্মণ । কে তুমি ?

ছা, যু । আমি চিতোর-রক্ষিণী মাতৃকা ।

লক্ষ্মণ । এমন ক'রে কি তুমি চিতোর রক্ষা করছ ?

ছা, যু । বড় ক্ষুধা ।

লক্ষ্মণ । সমস্ত চিতোরীকে খেয়েও তোমার ক্ষুধা মিটলো না ?

হা, মু। আহার অযোগ্য ! জন্মভূমি যদি রাখতে চাও ত  
শ্রেষ্ঠ প্রাণ বলি দাও—রাজপ্রাণ বলি দাও ।

লক্ষ্মণ। তা হ'লে চিতোর রক্ষা হবে? যথার্থই যদি  
চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী মা হোস, আমায় সত্য বল, আমি আত্মপ্রাণ  
বলি দিই ।

হা, মু। যদি চিতোরের দ্বাদশ রাজকুমার, এক এক ক'রে  
শক্রর সম্মুখে গিয়ে তার অসিতে মৃত্যু দিয়ে আমার পূজা দেয়,  
তবেই চিতোর রক্ষা হবে ।

লক্ষ্মণ। রক্ষা হবে ?

হা, মু। কিরূবে ।

লক্ষ্মণ। একাদশ রাজকুমার অবশিষ্ট । তার মধ্যে একজন  
নির্ধাসিত ; আর আছি আমি ।

হা, মু। সৎকেই ।

লক্ষ্মণ। সব গেল, চিতোর ভোগ ক'ত্তে থাকবে কে মা ?

হা, মু। অবিশ্বাস ! ময় ভূখা হো !

লক্ষ্মণ। অপরাধ হয়েছে মা !

ফের ! ফের ! তাইত—

দয়াময় ভগবান !

দয়া ক'রে আমায় চিতোরের দ্বারে মাথা

রেখে মরতে দাও । আর কিছুই চাই না ! এ কি

সহস্রবার চেষ্টা করেও যে দুর্গদ্বারের কাছে

আমি উপস্থিত হ'তে পারিনি, সে দ্বার কে

উন্মুক্ত করে ?

কল্পা। পিতঃ! আমার স্বামী!

লক্ষণ। তাইত! তাইত! একি! মায়াবিনি

• রাক্ষসি! আমাকে মিথ্যা বাক্যে

প্রতারিত ক'রে আমার বংশ নিধূল করুলি!

অরুণ! পিতার আদেশ পালন ক'ন্তে মৃতদেহে

চিতোর ভূমি স্পর্শ করুলি! দে রাক্ষসি!

কোথা আছি—আমার একটা বংশধর

কিরিয়ে দে।

ছায়ামুণ্ডি। দিয়েছি।

## বিজয়-বসন্ত।

### তৃতীয় গর্তাঙ্ক।

চতুর্থ গর্তাঙ্ক।

রাজা, রাণী ও বলবন্ত।

নেপথ্যে। মহারাজ, আমি এসেছি; কার্য শেষ ক'রে এসেছি।

রাজা। কে! কে! এ সময় আবার কে! কে ও কি চায়?

হুজুয়। মহারাজ, আপনি বাহিরে যান, বাহিরে যান, বুঝি বলবন্ত!

রাজা। না না এইখানে—এইখানে তোমার কাছে থাকি, কাছে থাকি।

( রক্তাক্ত হস্তে বলবস্তের প্রবেশ )

বল । মহারাজ, সব শেষ ! সব শেষ !

রাজা । কি ! কি ! বলবস্ত তুমি কাঁপছ যে—কাঁপছ যে ?

বল । কাঁপছি মহারাজ, কৈ তা তো জানি না ! রাজ-আজ্ঞা পালন করেছি, কুমারদের নিঃশেষ করেছি ! দেখবেন ! দেখবেন ! আমার সঙ্গে আহ্নন, দুই মুণ্ড মশানে গড়াগড়ি যাচ্ছে, এখনও শৃগাল কুকুরে খায়নি । মহারানী আপনিও আহ্নন, বিশ্বাস না করেন স্বচক্ষে দেখে যান, খুব প্রতিশোধ হয়েছে—খুব প্রতিশোধ হয়েছে !

দুর্জয় । যাও যাও বলবস্ত, তুমি মহারাজের সাম্নে থেক না, হস্ত প্রক্ষালন করগে ।

বল । কি প্রক্ষালন করবো—রক্ত ! একি যে সে রক্ত যে, সামান্য জলে প্রক্ষালিত হবে ? এই হস্তে বিজয়ের রক্ত, এই হস্তে বলবস্তের রক্ত, রাজবংশধরের রক্ত ! গাঢ়—তপ্ত, সপ্ত সমুদ্রের সমস্ত জলেও এ রক্ত প্রক্ষালিত হবে না ! দেখুন মহারাজ, দেখুন মহারানী, আমি কেমন কৃতজ্ঞ ভূতা—রাজ আজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করেছি কি না !

রাজা । যাও বলবস্ত, যাও, তোমার পুরস্কার পাবে, যাও ।

বল । বাই মহারাজ, দেখুন, আমার কোন ক্ষতি নাই, ঠিক দেখুন কুমারের রক্ত কি না ! দেখুন আপনার রক্ত—আপনি দেখলেই চিন্তে পারেন ।

দুর্জয় । বলবস্ত, যাও যাও, দেখ্ছো না মহারাজ কাতর হচ্ছেন ।

বল । কিসের কাতর ! রাজা রাজকার্য্য পালন করেছেন—  
পতি পত্নীর সম্মান রেখেছেন, পিতা পুত্রবধ করেছেন, তার আবার  
কাতরতা কি ? কাতরতা দেখেছি আমি । এই তামসী নিশীথে,  
বিভীষিকাময় মশানে কুমারদের কাতর ক্রন্দন শুনেছি, “কোথায়  
মা—কোথায় বাবা” বলে চীৎকার ক’রে কেঁদেছে, তা শুনেছি,  
“ওকদেব ! রক্ষা কর” বলে আমার পায়ে ধরেছে, অমনি  
মুগ্ধ হচ্ছি করেছি ।

রাজা । ওঃ হোঃ !

বল । কেমন মহারাজ ! আজ্ঞা পালন করেছি তো !  
মহারাজী ! আপনারও আজ্ঞা লঙ্ঘন হয়নি, আগে বসন্তের, তার  
পর বিজয়ের মন্তকচ্ছেদ ।

## ভ্রমর ।

এন ১৪ হরে চাকর ও কীরি বি ।

হরে । দেখলে বাদি বেটির আক্কেলটা একবার দেখলে,  
তোর মেয়ে মাল্লবের জাতের মুখে মারি কাড়ুর রাড়ী ! বেটী  
তাগা তসর পোরে মেজো বোমার সঙ্গে বাপের বাড়ী চোল্লো ।  
মেজাজ্জ ভারি গরম, একবার চুপি চুপি আমিায় বলে যেতে  
পারলি না, নেমক্কারাম বেটী ! কর্তার খাবার থেকে চুরি  
করে বেটীকে খাবার থাইয়েছি । পানের ভিবে থেকে চুরি  
করে পান থাইয়েছি ! তাগা গড়বার সময় নগদ পঞ্চাশ টাকা

দিয়েছি। তা একবার আমায় বলে গেল না! এই যে চারদিন তুই সেখানে গিয়ে থাকবি, আমায় কি একবার বলে গেলে তোর মানের হানি হতো? আমি তোকে বেতে আপত্তি কতাম? আমি কি পিরীত করতে জানি না? মাঝে মাঝে বিরহের একটু দুঃখ চাই, নইলে পিরীত জমাট হয় না। তুই দুফোঁটা চোখের জল ফেলতিস, আমি দুফোঁটা চোখের জল ফেলতুম, কেমন মজাটা হতো বল দেখি। যা বেটা যা, চুলোয় যা, আবার ঘুরে ফিরে এই হরে বেটার হাতে এসে পড়তে হবে, তখন জুতো ঝাঁটা লাথি, তবে আমার নাম হরে। এই যে, বেটার নাম কর্তে না কর্তে এসেই হাজির হয়েছে। দে বেটা, আমার টাকা ফিরিয়ে দে; তাগা গড়াতে যে পঞ্চান্ন টাকা দিয়েছি, এখনি হাজির কর। জানিস বেটা, তোর প্রতি আমার যা খরচ পড়ে, একটা ভাল মেয়েমানুষ বাধা রাখলে তার চেয়ে কম খরচায় হয়। চুরি চামারি করে যা পাই, বেটার পাদপদ্মে ঢেলে দিই কিনা তাই বেটা আমার সঙ্গে বেইমানী?

কীরি। এই যে মুখপোড়া এখানে এসে ঝাঁড়ের মত টেচাচ্চিস, কেউ শুনলে ঝাটা মেরে বিদেয় করবে।

হরে। বিদেয় করে করবে, আমি মরিয়া হয়েছি। মেজ বোমার সঙ্গে বাপের বাড়ী চলে গেলি, আমি ব্যাটা হেথ'য় পড়ে রইলুম। একবার বলে যেতে পারলিনি? খালি ঝাও কস্‌বার সময় ঘুনিয়ে ঘুনিয়ে হরের কাছে পিরীত কর্তে আসা?

ক্ষীরি। তোকে যত্ন করে কে? লুকিয়ে লুকিয়ে ভাল খাবারটা, ভাল কপড়খানা, মাছের মুড়টা তোরে কে এনে দেয়?

• হরে। এই তুই তুই, তুইরে বেটা, আমার আর কে আছে যে, এনে দেবে। আচ্ছা দেখবো, গিন্নিমা কাশী যাচ্ছেন, আমিও সঙ্গে চল্লুম, দেখি বেটা তোর কি করে চলে! আর যা পাস্ পাবি, এমন চেহারা কোথাও পাচ্ছিস না!

ক্ষীরি। অঃ! ব্যাটা কি নব কার্তিক রে, দূর হ দূর হ!

হরে। আচ্ছা দূর হলেম, এই বাঁ পায়ের লাখি দেখিয়ে হ'লেম; তুই কত বড় বেটা বুঝে নেব, হাঁ!

ক্ষীরি। আমিও এই ভান পায়ের—তুইও কত বড় আমি বুঝে নেব, হাঁ! •

## ইন্দিরা

ভূতীয় অঙ্ক ।

দ্বিতীয় পর্ভাঙ্ক ।

কেলো ও হারাগী ।

কেলো। বলি শোন্ না. শোন্ না হুহ করে পান্সীর মত বেয়ে চলেছিস যে, একটুকু দাঁড়া, একটা কথা বলি শোন্।

হারাগী। আ মরণ আর কি, তোর কথা আবার শুন্বো কিরে মিন্সে, কঠা বাবুর যেমন কিছুই ঠিকানা নাই, দেখে শুনে এক চাকর রেখেছেন—দেখনা! •



কেলো। শোন্ না, শোন্ না, তোর জগ্গে বেশ ভাল এক  
জোড়া নাল পেড়ে কাপড় রেখেছি।

হারাগী। তোর নাল পেড়ে কাপড়ের নিকুচি করেছে,  
ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেব জানিস্।

কেলো। আঃ তা হ'লে তো বাঁচি, হারাগী তোর পায়ে পড়ি,  
যদি তুই কোন রকমে পারিস্ আমি বিষে জরে রয়েছি; তোর  
দিকি! এ আমার প্রাণের কথা—বিষের জ্বালায় ছট্‌ফট্  
করছি; প্রাণ যায় যায় হয়েছে, আর ঘুরতে পারিনি, সারা  
হয়ে গেলুম।

হারাগী। ও হরি! তুমি আমার প্রেমিক তা জানতুম না!

কেলো। দেখছিসনি রসে ডগমগ—তা থাক একটু দাঁড়াবি?  
ছোটো কথার উত্তর দিয়ে যাবি?

হারাগী। কেন রে পোড়ারমুখ মিনসে! তোর কথা শুনবার  
জগ্গে দাঁড়াব কেনরে? আর তোর কথার উত্তরই বা দিতে যাব  
কেন?

কেলো। আবার চল্‌লো, শোন্ না, তোকে সরভাজা খাওয়াব  
বাদান পেস্তা খাওয়াব, অমন শুঁটকি আছিস দেখতে দেখতে  
আমার মত এমনি হয়ে যাবি।

হারাগী। ইস্!—তুই যে ভারি আয়ত্তি কচ্ছিস্ দেখছি,  
কথাটা কি বল দেখি।

কেলো। বলছি কি, তোদের যে নৃতন রাধুনী হয়েছে, সে  
লোক কেমন?

হারাগী। ওরে হতচ্ছাড়া মিন্‌সে! নূতন রাধুনীর খবর তোকে দিব কেন রে?

কেলো। হারাগী! তোকে বলতে কি—আমি তার কথা শুন্‌তে বড় ভালবাসি, এমন একটি লোক পাইনে যাকে প্রাণ খুলে তার দুটো কথা জিজ্ঞাসা করি, এমন সাবকাশ পাইনে যে আড়াল থেকে তার দুটো কথা শুনে আসি, এমন সুবিধা পাইনে তাকে একবার চোখের দেখা দেখে আসি। প্রাণের দায়ে ভোর স্মরণ নিয়েছি হারাগী—তুই কিছু মনে করিস না!

হারাগী। ও হরি—তুমি মনে মনে পেঁয়ে বসে আছ, আমার দরদ জানিয়ে বাদাম পেস্তা খাওয়াও। তোর ব্যাপারখানা কি? ভদ্রলোকের বাড়ী চাকর সেজে এসে কুল মজাবার চেষ্টা?

কেলো। হারাগী, তুই জানিস্‌ কি? আমি অনেক দিন থেকে ওর পেছু নিয়েছি, ও বেখানে গিয়েছে—ছান্নার মত সঙ্গে সঙ্গে ফিরেছি, ও হৃদশায় পড়ে কেঁদেছে—আমার চোখের জলে বুক ভেসে গেছে, আশ্রয়হীনা হ'য়ে বেড়িয়েছে—আমিও নিরাশ্রয় হ'য়ে সঙ্গে সঙ্গে বেড়িয়েছি, যদি কখনও একটু সুখের আভাস পেয়ে ওর মুখে বিদ্যুতের মত হাসি দেখা দিত—আমি স্বর্গ হাতে পেতুম। হারাগী তুই বুঝবি কি? আমি ওলট পালট খাচ্ছি, তারি গোলযোগে পড়েছি, হিসেব নিকেশ করে উঠতে পাচ্চিনে।

হারাগী। রোস সর্বনাশীর বেটা! তোকে আজই বাড়ী থেকে তাড়াচ্ছি। দুধ কলা দিয়ে কালসাপ গোষা—মনিবের ভালর দিকে কাকুর নজর আছে?

কেলো । হারাণী, আমার সর্বনাশ করিসনি, আমায় প্রাণে  
মারিসনি, এ বাড়ী ছাড়তে হ'লে আমি প্রাণে মারা যাব ।

হারাণী । আঃ মরণ তোমার, আমি এখনি চল্লম, দালা  
বাবুকে গিয়ে এই সব কথা বলছি ।

কেলো । হারাণী, এটা মনে থাকে যেন তোরও এক দিন  
আছে, তুই যে এমনি করে চিরদিন কাটাতে পারবি তা নয়,  
আমার মত একদিন না একদিন তোকেও ধরা প'ড়তে হবে ।

হারাণী । পালা মিন্‌সে পালা, ও কথা মুখে আনবি যদি তো  
কাঁটা মেরে বিদেয় করবো ।

## শ্রীমুক্ত অভয়ানন্দ চট্টোপাধ্যায়

এন ১৬০

কমিক ।

কার কথায় করেছ এত মন ভারি ( সুন্দরী ) ।

আমি যেখানে সেখানে থাকি অনুগত তোমারি ।

( প্রিয়ে ) তুমি বালাম চাল, তুমি অড়র ভাল

তুমি আমার মাছের অস্থল জানি চিরকাল ;

গোল আলু, বাগদা চিংড়ী, উচ্ছে পটল চচ্চড়ী ।

( প্রিয়ে ) তুমি পাউরুটী যেন জিবেগজাটী

রসগোল্লা রসে ভরা মোহনভোগ, রুটী,

: ( প্রিয়ে ) তুমি আমার কাঁচাগোল্লা, তুমি আমার ভালপূরী ॥

( প্রিয়ে ) পিপাসার বারি                      যেন জল দেবার ঝারি

রোদের ছাতা শীতের কাঁথা, মশার মশারী ।

( প্রিয়ে ), তুমি আমার মাথার মনি, আয় তোরে মাথায় করি ॥

কমিক ।

আহা কিবা মানিয়েছে রে ।

যেন মেঘের কোলে ইন্দ্রধনু, ক্রকের পাশের বলরাম;

( ব্রজের কুঞ্জবনে )

আর নাচের সঙ্গে তবলার টাটী, টপ্পার সুরে হরিনাম;

( বাহ্বারে বাহবা )

যেন কপির সঙ্গে মটরশুঁটি, ক্ষীরের সঙ্গে পাকা আম ;

( বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে )

আর মুড়ির সঙ্গে পাপর ভাজা, মদের সঙ্গে হরিনাম,

( বাহ্বারে বাহবা )

যেন জরের সঙ্গে বিস্মৃচিকা , গোপীর সঙ্গে ব্রজধাম ;

( ও সেই ছাপর যুগে )

আবাব বিয়ের সঙ্গে রোসুন-চৌকি, আর মরণকালে হরিনাম ॥

( বাহ্বারে বাহবা )

এন ১৬১

কমিক ।

ও বউ কণ্ঠনা কথা মুখ তুলে ।

বউ দেখ না চেয়ে চোখ খুলে ॥

এনেছি বকুল মালা, করবে আলা, তেল চোয়ান তোর চুলে  
 মিশি দাঁতের হাসিটী বেশ মুখখানি বেশ ঢলঢলে,  
 ডুরে শাড়ীর বাহার বড় আঁচল খানি ঝুলঝুলে ॥  
 হাতের শাখা ধপ ধপে বেশ ঝুমঝোটে ছলছলে,  
 সিঁথের সিঁদূর কাজল চোখে খয়ের গোলা টিপ জলে ॥  
 হলুদ মাখা অঙ্গখানি গাল দুটি বেশ তলতলে,  
 কড়াই পনা সোনার দানা ছলছে ছুছল তোর গলে ॥

কমিক ।

শুন সবে কলিকালের বিবাহ বর্ণনা ।  
 ক'নের না ঐ বোলুছে জোরে, আসতে হবে সজ্জা করে,  
 থাস গেলাস আর ফুলের ছড়ি পাঙ্কির দুধারে,  
 আবার রংমশালের আলো নইলে শোভা হবে না।  
 ও ব্যাই শুন মহাশয়, বাজনা যেন হয়,  
 ওই কাড়া নাগবা ঢোল কাশি রোশন চোকী ফুলট বাঁশী  
 জগঝম্প গজঝম্প ইংরাজী বাজনা ;  
 এ সকল না হইলে মান থাকিবে না ॥  
 ব্যাই চলে বায় হেঁসে হেঁসে ব্যান বলে ব্যাই বস কাছে,  
 কুমুদকে সোপার গয়না দিলে শোভা হয় ।  
 ও ব্যাই সোপার চিরুণী দিও দুখানি  
 ঝলমলে গোট চন্দ্রহার, কোমর শোভা হয়গো তার

গলায় চিক আর গড়িতে দিও ঐ খোট্টা শাকরায়ে,  
আবার নূতন গয়না উটেছে ঐ নাকের নাকচোনা ॥

### শ্রীমুক্ত প্রমোদাস দাস :

এন ১৪ কাফি সিন্ধু—কাওয়ালী ।

দেহি দেবী দরশন ।

আর দুঃখ দিওনা দীনে দীন দয়াময়ী,

দলুজ-দলনী আমা শিব-হৃদয়-ধন ॥

দীনতারিণী, মম দিন আগত দেখি

দিনে রেতে তাই তোরে এত পরিজাহি ডাকি,

জানি না জননী আর ক'দিন বা আছে বাকী,

এই বেলা দিনে দিনে কর দীনের দুঃখ মোচন ॥

জানি মা চরণ তব ওপারেরই স্থখতরি,

কি জানি শেষের দিনে পাছে ও পদ পানরি,

তাই মা সতত তোরে আকুল হৃদয়ে স্মরি,

অলসে থেক'না কর দ্রুতগদে আগমন ॥

সিন্ধু :

দুরন্ত সন্তানে কি মা, মা হয়ে মা পায়ে ঠেলে ।

অশান্ত হবে মা শান্ত, তোরে ঐ ছুটি চরণ পেলে ॥

তুমি মা আমারি মা, তুমি যে জগতের মা,

একবার এসে কোলে নে মা, আমি যে আবদারে ছেলে ॥

## বিলম্বজল ।

মিঃ এস. এন. হোম ও মিস্ বিনোদিনী ।

১১ মঙ্গলা, বণিক, অহল্যা ও বিলম্বজল ।

মঙ্গলা । ওগো অতিথি ঠাকুর দরদালানে দাঁড়িয়ে আছেন ।

বণিক । আস্তে আস্তে হয় আস্তন !

অহল্যা । স্বামী, পতি, প্রাণেশ্বর, তুমি দায়ে ঠেকিয়েছ,  
তুমিই রক্ষা করবে । আমি অবলা ।

( বিলম্বজলের প্রবেশ । )

বণিক । এই আমার গৃহিণী—আপনার দাসী । ( প্রস্থান )

অহল্যা । আপনি পালকে উপবেশন করুন ।

বিলম্বজল । না, আমি তোমায় দেখব—এইখান থেকেই  
দেখব ।

( স্বগত ) ভেবে দেখ মন

কত তোরে নাচায় নয়ন ।

ছিলি ব্রাহ্মণ—কুমার—

বেস্তাদাস নয়নের অনুরোধে ।

পিতৃ শ্রাদ্ধ-দিনে ধৈর্য্য নাহি প্রাণে,

ঘোর নিশা, মহা ঝগাবাতে,

তরঙ্গের সনে রণ !

রহিল জীবন শবদেহ-আলিঙ্গনে ।

সপ্নে রজ্জু ভ্রম—

হেন অন্ধ করেছে নয়ন !

পুরস্কার—বারাঙ্কনা-তিরস্কার !

মন, হাসি পায়—

হ'ল তোর বৈরাগ্য-উদয় !

চ'লে গেলি একবাসে গৃহবাস ত্যজি ;

“কোথা কৃষ্ণ” বলি হলি উতরোলি,

—যেন তোর কত প্রেম !

আরে রে পাগল মন !

ধ্যানে মগ্ন বাপীতটে সাধুর আকার—

ভুনি কঙ্কণ-ঝঙ্কার,

চাহিনি নয়ন মেলি ।

ভ্রাখ্ পুনঃ নয়নের ছলে

কি উন্মাদ দশা তোর !

মন, তুমি আঁখির গরব কর !

নিত্য ডর পাছে যায় এ রতন !

ভ্রাখ তোর আঁখির আচার !

সেই মাংস অস্থি,

কাষ্ঠভ্রমে, প্রাণের তারনে,

দিলে যাবে আলিঙ্গন—

সেইমত গলিত হইবে ।

বাহ্যিক এ লাভণ্যের আবরণ—

এই রত্ন ভাব তুমি সংসারের সার !



ভাব মন, বৃথা জন্ম তার  
 এ রতনে বঞ্চিত যে জন !  
 বুঝ, মন, নয়ন তোমার  
 অন্ধ কিবা নহে !  
 কিছু নাহি হেরে ;  
 অসার যে বস্তু তাহে কহে নিত্যধন ।  
 এর ছলে কত দিন রবি ভুলে ?  
 ( প্রকাশে ) তোমার অলঙ্কার থেকে আনায়  
 দুটো কাটা খুলে দাও ।  
 মা ! তোমার স্বামীকে বলগে যাও, আনি  
 তোমার পাগল ছেলে ; যাও না, তোমার পতি  
 আত্মা ; আমার কথা হেলন করিতে নেই ।

অহল্যা । কে এ মহাজন !

( প্রস্থান )

বিষমকল । মন এখন কি আঁখিবু মমতা কর ?

শত্রু তোর শীঘ্র কর বধ ।

দিব আমি উত্তম নয়ন ।

যেই আঁখি ব্রহ্মের গোপালে

আমার বলিয়ে তুলে নেবে কোলে,

অন্ধ সুব দেখিবে অসার !

যাও যাও নখর নয়ন,

[ চক্ষু বিজ্ঞকরণ ]

চল পদ দখা ইচ্ছা তব ।

## পৃথ্বীরাজ

• পৃথ্বীরাজ-প্রতিমূর্তির গলায় মালাদান ।

জয়চাঁদ । কি করিলি অবোধ বালিকা !  
 সূধা-ভ্রমে হলাহল করিল যে পান ।  
 বিপ্রগণ ! অজ্ঞান বালিকা  
 নাহি জানে কার মূর্তি-গলে দেছে মালা ?  
 মাজ্জানীয় নহে কি এ ভ্রম ?

সংযুক্তা । নহে ভ্রম পিতঃ !  
 জেনে শুনে মালা দান করেছি উহায় ।

জয়চাঁদ । কি কহিলি ?

সংযুক্তা । জানি আমি কার পদে সঁপিলাম প্রাণ !  
 কায়মনবাক্যে সদা ভজেছি তাঁহায়—  
 পতি মোর পৃথ্বীরাজ !

জয়চাঁদ । আরে, আরে কুলের কণ্টক !  
 পিতৃ-অরি পতি তোরা !  
 ছদ্ম দিয়ে সর্প-শিশু করিছ পালন !  
 হ'ল ঘাই বিষের উদ্গম ;  
 প্রসারিয়া কাল-ফণা  
 হেলায় পালক শিরে করিলে দংশন !  
 ভেবেছিঁস্ মনে, ভুলে স্নেহ আকর্ষণে  
 ক্ষমা বুঝি করিব রে তোরে ?

চাস্ যদি আপন মঙ্গল  
অন্ত জনে বরমালো কর সমর্পণ !  
সংযুক্তা । সে কি কথা, দেব !  
শিশুকাল হ'তে তুমিই শিখায়ে দেছ  
সতীত্ব পরম নিধি রমণী-জীবনে ;  
তুমিই বলেছ, তাত !  
“নারী-ধর্ম করিতে পালন  
হ'লে প্রয়োজন  
তুচ্ছ প্রাণ দিও বিসর্জন” ।  
তবে কেন তব উপদেশ  
তুমিই বিশ্বত হও পিতঃ !  
বর-মাল্য সমপিয়ে একের গলায়,  
অন্তে বল, কেমনে ভজিব ?  
দ্বিচারিণী সংযুক্তারে কবে জনে জনে  
তাহে মান বাড়িবে কি তব ?  
চক্রবর্তী রাণা জয়চাঁদ  
স্থখী কি হবেন তায় ?  
জয়চাঁদ ! প্রগল্ভা বালিকা !  
কে ঘাচিছে উপদেশ তব ?  
চাস্ যদি আপন মঙ্গল  
সর্ব্ব করহ মোর আদেশ পালন !  
সংযুক্তা । নারী-ধর্ম রক্ষা হ'তে কি মোর মঙ্গল,  
পায়ে ধরি পিতঃ !

তনয়ারে শিখা'ওনা কুলটা-আচার ।

জয়চাঁদ । তনয়া ! কে মোর তনয়া !

অকাতরে পিতার উন্নত শিরে  
যেই জন ঢেলে দেয় কলক-কালিমা,  
পিতৃ-অপমান করি আনন্দ যাহার,  
পিতৃ-আজ্ঞা অবহেলে দলে যে চরণে,  
সে মোর তনয়া !

জয়চাঁদ আজি নির্বংশ রে তুই !

মহাশ্রমে হৃদয়-কাননে,  
বিষবল্লী করিয়ে রোপণ  
বেধেছিলি মায়া আর স্নেহের প্রতাপে ;  
এবে নিজ করে নির্মম হইয়ে  
বিষবল্লী ফেল উপাড়িয়ে !  
সংযুক্তা, প্রস্তুত হও, স্বর ইষ্টদেব ।

[ অসি নিকাশন ]

সংযুক্তা । পিতৃ ! দুহিতা তোমার মরণে কি ভরে ।

সতীত্ব অমূল্য নিধি করিতে রক্ষণ,  
হ'লে প্রয়োজন,  
বীরবালা হাসিতে হাসিতে  
শমনেরে দেয় আলিঙ্গন !

জয়চাঁদ । ভাল, মর তবে,

নিভে যাক প্রাণের এ জালা !

[ অসি উত্তোলন ]

রাওমল । কি কর বাতুল ! ( জয়চাঁদের হস্ত ধারণ )

জয়চাঁদ । প্রতি পদে, বৃদ্ধ, তুমি বাধা দাও মোরে,  
এবে লও প্রতিফল

( রাওমলকে তরবারির আঘাত )

কোথা গেল সে কাল-নাগিনী ?

( সংযুক্তাকে মারিবার জন্য পুনরায় অসি উত্তোলন  
পৃথ্বীরাজের প্রবেশ ।

পৃথ্বীরাজ । কাপুরুষ ! তনয়ার লতে চাহ প্রাণ !

এস প্রিয়তমে !

আজি হ'তে দৌবারিক-গৃহে তব স্থান ।

প্রণাম চরণে,

পূজনীয় শব্দর ঠাকুর !

## ভ্রান্তি

এন ১২

গঙ্গা । তুমি কে গা ?

রজ । তাইত কেউ একজন হ'ব বোধ হয়, না ।

গঙ্গা । হাঁ তা একজন বোধ হচ্ছে বটে ।

রজ । বাঃ ! তোমার বেশ বোধ শোধ ।

গঙ্গা । তা এখানে কেন ?

রঙ্গ । যতদিন বেঁচে থাকি এক আয়গায় থাকতে হবে  
তো চাঁদ !

গঙ্গা । মুখখানি তুলে একবার আমার পানে চাও না ।

রঙ্গ । চাইলে চোখ দিয়ে প্রাণ বেরিয়ে যাবে ।

গঙ্গা । হোক চাও—হুটো কথা কও ।

রঙ্গ । কথা তো কচ্চি, এই নাও চাইলুম। যায় প্রাণ  
ভিক্ষে মেগে খাব ।

গঙ্গা । এখানে কি ক'চ্ছ ?

রঙ্গ । তোমার কি দরকার তা বল না ।

গঙ্গা । আমি তোমায় দেখে মোহিত হয়েছি—

রঙ্গ । বেশ তোমায় বাহবা দিলুম ।

গঙ্গা । তুমিও আমায় দেখে একটু মোহিত হও না ?

রঙ্গ । মনে কর হ'য়েছি ।

গঙ্গা । তবে আমার বাড়ীতে এস ।

রঙ্গ । দেখ তা হলে বড় পিরীতের যুত হবে না । পিরীতের  
সুখই হ'ল বিচ্ছেদ । তুমি ঘরে গিয়ে বিরহে হাহতাশ করবে,  
আমি এখানে বসে অজ্ঞান কান্দছি ; বেশ প্রেমের তূফান উঠে  
যাবে ।

গঙ্গা । আচ্ছা তোমার সে বন্ধু হুটী কোথায় ?

রঙ্গ । তার ভিতরে কোনটিকে তোমার দরকার ?

গঙ্গা । দরকার আমার তোমায় ।

রঙ্গ । সে দরকার তো মিটলো, এখন ও হুটীর মধ্যে  
কোনটিকে দরকার বল না ।

গঙ্গা। তোমাদের খুব বন্ধুত্ব বোধ হয়।

রঙ্গ। এতো দিন তো ছিল এখন বোধ হয় দুশমন হয়ে  
দাঁড়াবে।

গঙ্গা। কেন?

রঙ্গ। এই তোমার আমায় যখন পীরিত হ'ল, তখন  
বন্ধুত্বের গোড়ার কুড়ুল প'ড়লো।

গঙ্গা। কই পীরিত হ'ল?

রঙ্গ। ইস্ এতোতেও পীরিত হলো না? তবে তুমি পথ  
দেখ।

গঙ্গা। আচ্ছা, তুমি কি কর?

রঙ্গ। তুমি কি কর?

গঙ্গা। আমি নাচি গাই মোজরা করি।

রঙ্গ। আমি দালালী করি।

গঙ্গা। কিসের?

রঙ্গ। ফোঁপোরের!

গঙ্গা। ওঃ তুমি ফোঁপোর-দালাল!

আমার মোজরোর-দালালী করতে পার?

রঙ্গ। কেন, তোমার ভাঙ্গা কশা হয়েছে নাকি?

দালালী না হলে খদ্দের জোটে না?

গঙ্গা। বার্নাই, এখন তোমাদের যত সব বেরসিক লোক  
হয়েছে, খদ্দের জুটবে কোথেকে বল।

রঙ্গ। তবে এক কাজ কর, হয় পীরের দরগাহ সিন্ধি মান  
আয় না হয় পৈরাগে মাথা মুড়াও।

গঙ্গা । আমি মাথা মুড়াব কেন ? আমার দিবি চুলগুলি ।

রঙ্গ । তা বেশ, বাড়ীতে বোসে বিছুনি কোলাও গে ।

গঙ্গা । তোমায় আমি বুঝতে পারলুম না ।

রঙ্গ । ছুনিয়ার সব কথা কে বোঝে বল ?

গঙ্গা । পড়া শুনাও কর, বাবুয়ানাও কর, ইয়ারকিও দাও,  
চিকিৎসাপত্রও করে থাক, বে খাও করনি খবর রেখেছি,  
মেয়েমানুষের কাছেও যাও না, দান ধ্যান কর, এদিকে পূজা  
আশ্রয়ের ধারও ধার না ।

রঙ্গ । আমার প্রতি শুভদৃষ্টি পড়ছে কেন ? কামদেবও  
নই, আর তেমন ট্যাকও আমার তারি নয় । কিছু মতলব  
আছে কি ?

গঙ্গা । তুমি আমায় চিনেছ ?

রঙ্গ । না, ও চাঁদবদন তো আমার মনে পড়ছে না !

গঙ্গা । এই তো গোল বাধাও !

রঙ্গ । কেন—

গঙ্গা । আজ ক'বছরের কথা—আমি ঠাকুরতলায় সঙ্গি-  
গম্বী হয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়ি, বেশ্যা ব'লে ঘুগা ক'রে কেউ  
মুখে একটু জল দিলে না, তুমি তুলে এনে তোমার বাড়ী নিয়ে  
এলে, তারপর যখন ভাল হ'য়ে বাড়ী যাই, তুমি যেন আমায়  
চেনই না ।

রঙ্গ । পাঁচ রকম তো লোক থাকে, বুঝে নাও না, আমি  
ঐ একটা এক রকম লোক ।



গজ। তুমি কি মেয়ে মানুষের সঙ্গে ভাব কর না ?

রজ। কেন চাঁদবদনি, এই যে তোমার সঙ্গে খুব প্রণয় করেছি।

## পূর্ণচন্দ্র

পূর্ণচন্দ্র ও লুনা।

পূর্ণচন্দ্র। জননি! আশীর্বাদ করুন।

লুনা। আজ আমার স্বপ্নভাত, তোমার চন্দ্রবদন দেখলুম।  
( স্বগত ) আরে সত্যি চাঁদপানা মুখ, আরে, আরে, ফুলপানা  
দাঁত, আরে, আরে ক্যায়া আঁখিরে !

পূর্ণ। মা! আজ আমার কি শুভদিন, আজ আমি পিতার  
চরণ বন্দনা করলুম! তোমার পাদপদ্ম দর্শন করলুম! জননি  
—জননি! সম্ভান কি অপরাধী?

লুনা। মরি মরি! ভূতলে কি পূর্ণশশী?

কিবা রতি আশে এসেছে মদন?

উছ-মরি মরি

নয়নে বরষে ফুল-শর।

অজ্র অর অর

ধর ধর কাঁপে থর থর

পিপাসী-র স্নানীতল বারি কর দান।

পূর্ণ এ কি !

কোথা মা জননি কারে করি সম্ভাষণ ?  
কেমনে বা পিশাচিনী এল এ আগারে ?

পূর্ণ । কহ কথা, বণনা নীরব,  
ঢালরে বচন-সুধা—জুড়াক্ জীবন ।

পূর্ণ । কহ কার এ পুরি—কে তুমি সুন্দরী ?  
কোথায় জননী মম ?  
কহ তুমি কেবা ছদ্মবেশী—  
পাপ কথা কহ কি কারণ ?

সুনা । শুন গুপ্তমণি !  
প্রেমাধিনী দাসী তোরা আমি,  
সতিনী জননী তোরা ।  
বৃদ্ধ রাজা পশে কবে কালের কবলে—  
আমি কি হে নারী যোগ্যা তার ?  
কমলিনী ফোটে কি ভেকের তরে ?  
আদরে লমরে ;  
হৃদি-ভৃঙ্গ এস হৃদি-মাঝে ।

পূর্ণ । এ কি, এ কি ! কি শুনি, কি শুনি  
এ কি এ কি কি বল জননি !  
এখনি মা রসাতলে পশিবে মেদিনী  
হবে একাকার নরক আগার  
ব্যাপিবে বিপুল স্থান !

## রেকর্ড সঙ্গীত ।

বাড়াইতে সে তম ভীষণ  
ঈশ্বরের রোষ-হতাশন  
প্রলয়-দামিনী-সম পলকে কিরিবে !  
রুদ্ধ সমীরণ,  
ককচ্যুত হইবে তপন !  
রেণু হবে অন্ধাণ্ড বিশাল !  
মা মা ! সন্তানেরে অভয় করহ দান ।  
নূনা । ছি ছি । তুমি নির্দয় কেমন !  
মরে নাবী তোল না মদন,  
কেন কর ঘৃণা, দেখনা দেখনা,  
তোর সম কিশলয়-রঞ্জিত অধর,  
লাবণ্য-সলিলে হের অঙ্গ ঢল ঢল,  
দেখ দেখ, তোমার যেমন—  
খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি মম !  
দেখ না দেখ না মরে রে ললনা,  
চাঁদমুখ তোল না তোল না ।  
তুমি নব যুবা—আমি নবীনা যুবতী,  
আমি রতি তুমি হে মদন !  
কেন হে মিলন-স্থখে রহিব বঞ্চিত ?  
যায় ধরা যাক রসাতলে,  
ঘেরক আঁধার,  
আমি তোমার—তুমি আমার !  
অধরে অধরে, হৃদি হৃদি' পরে,

ধরাধরি ভুজ-পাশে,  
 বিশ্বনাশে প্রেমিকের কিবা ডর ?  
 পূর্ণ । এই তো সেই দুঃসংসার !  
 নহে এ তো কুসুম-আগার ?  
 ভীষণ কণ্টকময় !  
 ঘোরে মস্তিষ্ক আমার,  
 চলিতে চরণ নাহি চলে,  
 এ কি ! কোন্ কূহকের ছলে—  
 হেন ভাষা তুনি আজ জননীর মুখে ?  
 এই কি প্রথম শিক্ষা পশিয়া সংসারে ?  
 হেন ছারস্কারাগারে কেন রহে নরে ?  
 কেন ডরে বিসর্জন দিতে কলেবরে ?  
 ছি ছি ধিক্ ! এই কি সংসার ।  
 এই কি সেই কুংসিং পাথার ?  
 ধিক্ ধিক্ শতধিক্ মানব জীবনে !  
 মাতৃপদে শত শত প্রণাম আমার ।

এস, জে, মজুম মদার (ওরফে নবু বানু ।)

এন : ৫৮

পাগল ক'লে ওই মুরারি অঙ্গে নয়ন-বাণ মারি ।  
 পাগল ক'রে চ'লে গেল আমি জ'লে মলেম তার তরে ।

দেহে তার নব যৌবন চুরি করলে দেহ মনরে !

পাগল ক'রে চ'লে গেল আমি জলে ম'লেম তার তরে ।

— ০ —

কমিক ।

ভাগ্যে আমার বাজায় বাঁশী ।

বাঁশী শুনে প্রাণ উদাসী ॥

কেনরে ভাগ্যে বাজালি আমার প্রাণ কেড়ে নিলি

ওরে ঘরে রইতে নারলেম আমি হলেম উদাসী ॥

পেট্রিক বাজালেন গোান ।

এন ১৫২

কমিক ।

ওরে মন চল করি গিয়ে বাসা, না দিলে পরসা,

ঐ যে দ্বাশে সন্দেশ আর মোণ্ডা পাওয়া যায় ।

মোরে যাহু করুছে জ্বলেবিতে ( একটীবারে দফা সাবুছে  
বুঝছেন ) আর মন ভুলায়েছে দ্বিবেগজ্বায় ॥

( বাবু একটু কয়ে দিতে পারেন কনে পাওয়া যায় )

( একটী বারে জানে মারা গেলেম )

ঐ কীরের যদি হাঁড়ি পাতাম ও মুই তারির মধ্যি ডুবে  
যাতাম,

সে হানে সপরিবারে বাস করিতাম ;

( একবারে দো-মহাল বাড়ী কস্তেম, বুঝছেন )

কত মজা মারতাম এ ছুনিয়ায় ।

এ বাজার যদি যখন যাইরে ও সেই সন্দেশ আছে  
চারিধারে  
তহন জিবটা দিয়ে পাণি পড়ে একটু খাইবার চাইলেই  
পরসা চায় ।  
( একিবারে ফকির হইয়ে যাবুনে বাবু বুঝছেন  
একিবারে ফকির হইয়ে যাবনি ) !

**ইলশা মাছের মুড়াখানি খাও ।**

কমিক ।

( বঙ্গদেশীয় কুলীস ব্রাহ্মণ ৩৫৭টা বিবাহ, ৬৭ বৎসর পরে  
খণ্ডর বাড়ী গিয়াছেন, তাই বৌ পরিবেশন করে খাওয়াচ্ছেন )

স্ত্রী । ওরে পরাণ আমার ইলশা মাছের মুড়াখানি খাও ।

( বুঝছেন ইলশে মাছের মুরা খানি খাও একবার )

আমি যতন কইরে আপনি রাঁধছি না খাও যদি

মাথা খাও ॥

স্বামী । ওরে আমি খাইব কেমন কইরা, আমার দাঁত যে  
গ্যাছে হকল পইরা,

এ ভাল যদি বাস মোরে ইলশা মাছের ডিম্ব দাও ।

স্ত্রী । তা হবি লয় আমি কাঁদু, গোল বালিশের উপর মাথা  
কুঁটু

আর আবল তাবল পেচাল পাড়ু, আমি পাগল হব  
তুমি জ্ঞাও ।

( বুঝছি পরাণ আমার আমি একিবারে পাগল হয়ে যাবনি )  
 স্বামী । নাগ্যান পাগল হইলাম আমি একিবারে মারা যাবেন  
 আমি দুঃস্থ দিয়ে থাকো, না হয় একটা পাহা কলা না ছাও ।

### শ্রীমুক্ত অন্নদাপোবিন্দ চক্রবর্তী ।

০০ .

কমিক ।

সংসারে চায় গৃহলক্ষী সফ্র কাপড় গয়না ।  
 গয়না না দিলে বনি হেনে কথা কয় না ॥  
 মোটা সূতোর কাপড়ের পাড় কোমরেতে রয় না ।  
 বাবুধাকা পাছাপেড়ে একমাস বই আঁর্ষ যায় না ॥  
 ব্যয়ের দিকে নজর বেশী আয়ের দিকে চায় না ।  
 কষ্ট বলে আয়ের মধ্যে সিঁথের সিঁদুর দেয় না ॥  
 একটা পয়সার মুড়ী মুড়কী পিতামাতায় পায় না ।  
 কীরের তক্তি লেডিকেনি নইলে ধনি খায় না ॥  
 গিন্নী একটা কথা বল্লে বোয়ের গায়ে সয় না ।  
 বাড়ীর কর্তা আপদ বালাই গিন্নী বুড়ী ময় না ॥

— • —

কমিক ।

এ পোড়া ভাগ্যে হয়েছেন তিনি ডেপুটীবাবুর কন্যা ।  
 কান্ধেই তিনি ওবার্গবে অন্ননাকুলে ধন্যা ॥  
 দেখিতে তিনি ত মা কালী যেমন, খোঁপাটা তাঁহার বড়ীর মতন,

হাতীর মতন গড়ন পেটন, তায় চলেন আবার হেঁকন টেঁকন,  
পাড়ার সকলে বলে গো তাঁহারে রূপসী-অগ্রগণ্য ।

কারণ ডেপুটীবাবুর কত্তা—

হিলতোলা জুতো পরিয়া তিনি যে হাঁটেন নেংচে,

চুলটা এলিয়ে পড়েন শাড়িটা গাউনের মতন,

ময়ূরী যেমন পেখম তুলিয়া,

কাজেই তাঁহাকে বলিতে হইবে রূপসী অগ্রগণ্য ।

কারণ তিনি ডেপুটীবাবুর কত্তা—

লিখিতে পারেন ভেঙ্গে চুরে বেকে,

কাকটা বকটা হাতে কালি মেখে,

যুক্তবর্ণ লিখিতে হইলে আলুচেরা চোখ উঠে গো কপালে,

পাড়ায় অথচ তাঁহার সমান নাহিক বিদ্ববী অজ্ঞা !

কারণ ডেপুটীবাবুর কত্তা—

মাঝে মাঝে তিনি ধরেন যে তান,

নাকি-সুরে সিটকে কপাল,

নাম গাওরে সবাই তাঁহার সমান নাহিক দম্বাল,

কাজেই তিনি গো গাহিতে বাজাতে পাড়ার মাঝে অনজ্ঞা

পোড়া বরাতের দোষে কচিতে কখন,

পাকশালে তিনি করিলে গমন—

তরকারীগুলি লাগে আগাগোড়া,

হয় ত আলুনি নয় হুণে পোড়া,

ক্লান্তিতে বাড়িতে তাঁর তুলনায় পাড়ার সবে নগণ্য ।

কারণ ডেপুটীবাবুর কত্তা—



পাড়ার ত সব বলে সমস্তরে,  
 তার মত মেয়ে পড়ে না নজরে,  
 নিখিল ভুবনে নিখুঁত এ নিধি,  
 নিরঞ্জে বসি নিরমিলা বিধি,  
 আমারি বেলায় কথায় কথায় চোখে তাঁর ডাকে বন্তা ।  
 কারণ ডেপুটীবাবুর কত্তা—  
 একথা মানিতে আমার তরফে ভয়ানক ক্রটি,  
 এ পোড়া বরাতে কখন আমার তিনকূলে কেউ হয়নি ডেপুটি,  
 কাজেই তাঁহার আমারি বেলায় নয়নে ডাকে বন্তা ।  
 কারণ ডেপুটীবাবুর কত্তা—

গোপালচন্দ্র সিংহ দ্বারা

## মেয়ের স্বশুরবাড়ী যাত্রা ।

এন ২

( পাড়ারগায়ের মেয়েরা স্বশুরবাড়ী যাত্রার সময় প্রায়ই কাদিতে কাদিতে যায়—আর বাড়ীর যারা বৃদ্ধা থাকেন, তাঁরা হয় ত একটু সঙ্গে এগিয়ে দিয়ে এলেন । আমাদের পল্লীগ্রামে ওটা তত বড় দোষের নয় কি না ! )

( মেয়েটা কাদতে কাদতে যাচ্ছে,

একটা সন্ত-প্রসূত ছেলে কোলে আছে

সেটিও কাদতে কাদতে যাচ্ছে ;

আর পাঙ্কীর বেহারা ডাকছে ।

আর, তার খোঁনা দিদিমা,  
 তিনি আবার বোঝাতে যাচ্ছেন )  
 ( মেয়েটী কঁাদছে ) আমি কেমন কোরে  
 থাকবো গো ! দিদিমা গো ! দিদিমা !  
 আমি যে তোমায় ছেড়ে থাকতে পারবো না !  
 দিদিমা গো মা

( পাক্কী বেহারা ডাকছে ) ধেই কি নাগড়  
 ধেই কি নাগড়—বায় সামাড় ! ধেই কি নাগড়  
 ধেই কি নাগড় । হই চলি যা !

দিদিমা । ছিঁ দিদি ! ছিঁ দিদি ! কেঁদনা দিদি কেঁদনা ।  
 আহা হা জঁয় এয়েছী ইয়ে থাক, হাতের নোয়া ক্ষয় ইঁক, পাক্কী  
 মাথায় সিদুর পর, দিদি গো, এমন ইত্তা'গার হাতে দিয়ে  
 চিলুম যে আমার সোণার চাঁদকে চারদিন বেণী করে থাকতে  
 দেয়না, যেন দাঁড়কাকে সন্দেশ নিয়ে যাবার মত এল আর মুখে  
 করে তুলে নিয়ে গেল ।

( ছেলেটী এইবার কঁাদছে )

ওয়াও ! ওয়াও ! ওয়াও ! ওয়াও ! ওয়া-ওয়া !

ওয়া, ওয়াও ! ওয়াও ! ..

[ ছেলেটীকে শাস্ত করবার জন্য তার মুখে স্তন দিয়েছে

সে দুধ খাচ্ছে আর কঁাদছে ]

ও ও-ওয়াও—ও-ও-ও-ওয়াও—ও-ও-ওয়াও । ..

মেয়েটী । আমি যে, তোমায় ছেড়ে থাকতে পারবো না  
 দিদিমা গো মা ! কখন মাসে আমার নিয়ে এসো গো !

দিদিমা। হিঁ দিদি কেঁদনা দিদি কেঁদনা ! এই এই কঁলা  
পাকলে তৌমায় পাঠিয়ে দেবো, দিদি ; কেঁদনা ; এই নোটে  
শাকের বিচি তৌমায় পাঠিয়ে দেবো দিদি ; এই এই নোনা জাতা  
পাকলে তৌমায় একি ঝুড়ি পাঠিয়ে দেবো দিদি—কেঁদোনা দিদি,  
কেঁদনা ।

খেই কি নাগড়, খেই কি নাগড় বায় সামাড়, খেই কি নাগড়  
চলোগো মশায় খেই কি নাগড়, হই চলি যা ! খেই কি নাগড়  
বাবু সামাড় ! খেই কি নাগড়, খেই কি নাগড় । এই গাড়ি-  
ওয়াল। খেই কি নাগড়—হেই ।

## ভিখারির চালাকি

[ পাড়ারগায়ের ভিখারি ব্যাটার। গেরোসের কাছে কেমন  
আন্তে আন্তে বাগিয়ে কাজ নেয় একবার দেখুন ]

ভিখারী। জয় রাধে কৃষ্ণ ! চারটি ভিক্ষে পাই মা । মাগো,  
হুপুর বেলা অতিথি—চারটি ভিক্ষে পায় মাঠাকরন ।

[ ইতিমধ্যে বাড়ীর গিন্নী যিনি তিনি বেরিয়েছেন— ]

গিন্নী। বলি ও বড় বড় ! অ'রে হুপুর বেলা অতিথি  
এসেছে, বলি চারটি ভিক্ষে দে । বলি বাবা ! তোমার কোথা  
হোতে আসা হচ্ছে ?

ভিঃ। এই দেখেন মাঠাকরন, এই আসছি প্রায় পাঁচ ছ  
কোশ হবে, এই দিকে যেতেও হবে—আমাদের গৌরব প্রভুর

জন্মস্থান নবদ্বীপ দর্শন ক'রে এই পাপ দেহকে ধ্বংস করুব বলে  
বাচ্ছি মাঠাকুরাণ !

গিন্নী । বলি বাবা, এই উৎকর্ষার সময় যাচ্ছ, বলি আহা-  
র টাহার না ক'রে কি রকম ক'রে চলবে ?

ভিঃ । দেখেন সেটা আপনার ইচ্ছে আর গোবিন্দের ইচ্ছে ।  
বলি মাঠাকুরাণ, একটু—আহারীয় জল আছেন কি ?

গিন্নী । ও বাবা, ব্রাহ্মণের বাড়ী—আবার জল নেই কি ?  
ও বড় বো ! দু'খানা বাতাসা একটু জল বৈষ্ণবের ছেলেকে দে ।

( জলটা খেয়েই তার পরে বলছে— )

ভিঃ । মাঠাকুরাণ ; এই চারখানা শুপারি আছেন কি ?

গিন্নী । বলি বাবা, শুপারি কেন, এই একটা পান দিলে  
চলবে না কি ?

ভিঃ । সেটা দেখেন আপনার ইচ্ছে, আর গোবিন্দের  
ইচ্ছে । জয় রাধে কৃষ্ণ !

গিন্নী । বলি বাবা ! বলছিলাম কি দুপুর বেলা—দুটি  
পেসাদ ব্রাহ্মণের বাড়ীতে পেতে কি দোষ আছে ?

ভিঃ । দেখেন মাঠাকুরাণ সেটা আপনার ইচ্ছে, আর এই  
গোবিন্দের ইচ্ছে, তা যা হয় ব্যবস্থাটা করে ফেলুন আর কি ।

গিন্নী । বলি ও বড় বো, এই তরকারি বেছে .গুচ্ছে বৈষ্ণবের  
ভাত দে ।

( ভাত ত একেবারে বেড়াল ডিছুতে পারি না ; এমন  
বোগাড় হয়েছে । বেটা খেতে বসেছে । শাক্তর বাড়ী বৈষ্ণব  
খাচ্ছে । পাঠার হাড় টাড় বেছে নিয়ে তরকারি দেওয়া হয়েছে ।

বেটা গোত্রাসে খেতে আরম্ভ করেছে, তার পর একটি হাড়ের কুচো বেরিয়েছে, দেখেই বেটা বলছে।)

ভিঃ। রাধে কৃষ্ণ! রাধে! রাধে! রাধে! গোবিন্দ! গোবিন্দ!

গিন্নী। বলি ও বাবা! চম্কাচ্ছ কেন? ও তা মনে ক'র না, আমাদের ব্রাহ্মণের বাড়ী তা হবার যো নাই, নদীর চড়ার কড়াই কি না? ঐ গরুর হাড় না হয় শুয়ারের হাড়। ও তুমি তা মনে ক'র না, বাবা ও পাঠা এখানে হবার যো নাই বাবা তা মনে ক'রো না।

## বাঙ্গাল জমিদারের নিকট দুর্গোৎসবের ফর্দ পেশ।

এন ১০

(বাঙ্গাল জমিদারের কাছে পূজার দরখাস্ত পেশ হচ্ছে। জমিদারবাবু বসে আছেন। বাগছাপা গায়ে লাগান, বসে আছেন। হরিনামের দ্ব্যুখেতে হাত পুরে দিয়ে আর এক ব্যাট। পুঁয়ে পাওয়া, ম্যালেরিয়া করে ভোগা, সরকার সে গিয়ে হাজির, বাবু জিজ্ঞাসা কচ্ছে।

বাবু। আর এখান কি আনছে?

সরকার। আজ্ঞে, এই কয়খানা দরখাস্ত! আর একখানা পূজার ফর্দ আনবার কইছিলেন সেডাও আনছি।

বাবু । কিসের দরখাস্ত পাঠ করিয়া হনাও ।

সরকার । আজ্ঞে, হরিহরপুরের প্রজাদের জনকষ্ট হওয়ার দরুণ, তারা কিঞ্চিৎ সরকার হইতে সাহায্য প্রার্থনা করে যে সরকার হইতে জলাশয় খনন করিয়া দেওয়া হয়, এ জগৎ তারা কর-বৃদ্ধি দিবার স্বীকার করে ।

বাবু । হঃ এটা দেওয়ানজীর কাছে পাঠায়ে দাও । ঐ খান কিসেয় দরখাস্ত পাঠ করিয়া হনাও ।

সরকার । আজ্ঞে, এটা হইছে—হরিহরপুরের লাটের সামিল রঞ্জনপুর গ্রাম ৩৩বানীচরণ চক্রবর্তীর অবীরা পত্নী—তিনি স্বামীর উপার্জিত ব্রহ্মোত্তর দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেছিলেন । গত বৎসর পঞ্চরজু ধরিল—ঐ ব্রহ্মোত্তর ভূমি মালভুক্ত হওয়ায় ঐ ব্রাহ্মণকন্যাকে অনাহারে মারা যাইতে হইতেছে ।

বাবু । মারা যাইবে কিসের লাগ্য ; বাজারে যাইয়া ঘর ভাড়া নিবার কও । ভূম্যধিকারীকে ফাকি দিয়া ছাপাইয়া ডাহাতি করিয়া খাওয়ার চেয়া বেস্তাবৃত্তি ভাল । পূজার ফর্দ পাঠ করিয়া হনাও ।

সরকার । আজ্ঞে—তাহেন মুষিকের কাপড়—সিংহের কাপড়—ময়ূরের কাপড়—

বাবু । আরে ভট্টাচার্য্য! ব্যাটার দেখি এইটা ভগ্নান; মুষিকে কোন কালে কাপড় পইর্যা থাকে ? আর—তোমার সিংহ কাপড় পইর্যা থাকে, ওই দেহ ম্যাইয়া লোক গুলারে কাপড় না দেওয়া খারাপ দেহায়, এই গুলারে কাপড় দিয়া,—আর বেবাক কাপড় গুলা কাইটে দেও ।

সরকার । আজ্ঞে, বাত্বকর বিদায় আর প্রতিমা খরচ আড়াই শত টাহা—

বাবু । ওঃ রও-রও-রও—হা দেহ প্রতিমার আরাই শত টাহাটা জ্বলে ফেলাইয়া না দিয়া ঐটা খেমটাওয়ালীদের ইসের মধ্য দেও অর্থাৎ খরচের মধ্য দেও ।

সরকার । 'আজ্ঞা এবার খ্যামটাওয়ালী সম্বন্ধে একটু কথা আছে, থোকা বাবু কইছিলেন তাঁর বন্ধুবান্ধব কলিকাতা হইতে আসিবে, দুই ডজন ব্রাণ্ডি আর দুইটা খেমটাওয়ালী ।

বাবু । আরে সর্বনাশ করছে বেটা, আরে ব্যাটা, খেমটাওয়ালী লয়ে করবে কি । আ দ্যাহ এই খেমটাওয়ালীর ভিতর বড়ই গোলমাল দেহি । তুমি যাইয়া, নিজের চক্ষে দেখিয়া বায়না দিবা ! বুঝচ কিনা ? ঐ দালাল মারকৎ বায়না দিবা না । আর থোকার জন্ত দুইটা ছোট ছোট নৃত্যগীতে পরিপক এমন দেখে হুন্দর দেখে খ্যামটাওয়ালী লইয়া আস্বা ।

সরকার । আর থোকাবাবু কইতেছেন ব্রাণ্ডির কথা ।

বাবু । ওঃ ব্রাণ্ডির কথা কইছে, বেটা একেবারে দেখছি উচ্ছন্ন গেছে, বেটারে ত্যাজ্যপুত্ৰ করা যাবে । এটনী ডাইকা ব্যাটারে ত্যাজ্য পুত্ৰ কইরা কাল ব্যাটারে ঘর খেহে বাহার করিয়া দাও । পাঞ্জি বেটা, নচ্ছার ব্যাটা ।

## ‘ ‘তোত্‌লা পুরোহিত ও কালা যজমান”

( পুরোহিত হয়েছেন তোত্‌লা—আবার যজমানটি হয়েছেন কালা। এই লায়ে লায়ে ভিড়ে গিয়েছে বাবা। আন্ধর বরাদ্দ হয়েছে ভাল, এখন কতদূর গড়ায় একবার দেখুন। পুরোহিত বল্‌ছেন। )

পুরুত। এই দেখ বাবা, এই-এই আমি গিয়ে ধরগে, যা বলব কিনা তুমি যেন-ঠিক-ঠিক তাই ব’ল। এই প্রথমে বলগে যেনগে তোমার এই নমঃ।

যজমান। এই প্রথমে বলগে তোমারগে যেন নমঃ।

পুরুত। আরে বেটা বলি মাটা কর্বি নাকি ওরকম কে-কে-কেন, বল শুধু নমঃ।

যজমান। আরে বেটা মাটা কর্বি নাকি বলগে শুধু নমঃ।

পুরুত। আরে এ-এ তা নয় তা নয় বল শুধু নমঃ।

যজমান। আরে বেটা তা নয় বলগে শুধু নমঃ।

পুরুত। আরে এই-এই বেটা দেখছি গুণ্‌গোল বাঁধালে দেখছি। আরে বেটা অতদূর হবে কেন, আন্ধ পণ্ড করবি নাকি বেটা, বল্‌গে তোমারগে এই নমঃ।

যজমান। বলগে তোমারগে নমঃ।

পুরুত। আরে বেটা বলি ভেড়ের ভেড়ে।



যজ্ঞমান। আরে বেটা ভেড়ের ভেড়ে।

পুরুত। তবে রে বেটা মকরামি।

যজ্ঞমান। তবে রে বেটা মকরামি।

পুরুত। এ এই দেখবি ব্যাটা।

যজ্ঞমান। দেখবি ব্যাটা।

পুরুত। মারবো ব্যাটাকে লাথি।

যজ্ঞমান। উনি লাথি মারবেন আমার ঘেন পান্নেই।

পুরুত। তবে রে বেটা আমি লাথি মারবো ব'লে গে তুইও  
লাথি মারবি।

যজ্ঞমান। আর ঠাকুর তুমি লাথি মারবে আমি দৌড়ে  
পালাতে জানিনে ব'ঝি।

পুরুত। এই বেটাকে খান্না দিলুম—দিলুম।

যজ্ঞমান। এই বেটাকে দিলুম খান্না দিলুম—দিলুম।

পুরুত। আরে বেটা তুই কুশ হাতে কর না আঃ।

যজ্ঞমান। তুই বেটা কুশ হাতে কর না।

পুরুত। এই মারু খেল বে-বে-টা দেখি, মার খেলে, তবে  
রে বেটা—

যজ্ঞমান। তবে রে বেটা মারুতো বেটা, ভেড়োর ভেড়ে।

পুরুত। তুই বেটা ভেড়ের ভেড়ে।

যজ্ঞমান। তুই বেটা ভেড়ের ভেড়ে।

( এই দু বেটার ত ঝটাপটা লেগেছে, মাগী তখন বাঁটা হাতে  
ক'রে দৌড়ে এসেছে। )

মাগী। ওরে পুরুত পোড়ার মুখো ছেড়ে দে, মিলে মরে

গেল, ওমা মিলের জন্তে গোবর দিয়ে জায়গা করু'ছিলুম, ওমা  
ছেরাফ এতদূর গড়াবে তা জানি না, তা হ'লে সদর দরজা পর্যন্ত  
গোবর দি'তুম, ওমা কি ঝকঝকির ছেরাফ, এ গিড়-পুরুষ  
উদ্ধারের কাজ নেই, নিজের উদ্ধারেব যোগাড় দেখুক ।

—:—

### ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু কীর্ত্তন সুধাকর

পি ৭৬৭ :

কীর্ত্তন ।

যমুনা পুলিনে কৃষ্ণ করি মনঃসংগম

বিশাখা কৃষ্ণের রূপ করিছে কীর্ত্তন ।

(৫ আমি) কিরূপ হেরি'তুম, মধুর মুরতি, পিরীতি রসের সার

আমার হেন লয় মনে এতিন ভুবনে

তুলনা নাহিক তার ;

(সখি) কিবা বরবিনোদিয়া চুড়ার টালনি

(৬ তার) কপালে চন্দন চাঁদ

(আমি দেখে যে এলাম) ( নাইতে গিয়ে )

পিরীতি নয়ন, পিরীতি বদন, পিরীতি গঠন ।

দেখলাম হাতে চাঁদ, পায়ে চাঁদ, আরো চাঁদ কপালে

আর তো কত দেখি নাই চাঁদ কাছে ভূতলে

গগনেতে এক চাঁদ এই তো ভাল জানি

ভূতলেতে চাঁদের গাছ কে রোপিল জানি ?

গগনচন্দ্র নাচে গায় চরণার বৃন্দে

চারু চন্দ্র নাচে গায় পুলকিত অঙ্গে

(সখিরে) যমুনা পুলিনে আমি তারে দেখে যে এলাম  
কি অপরূপ আমি দেখে এলাম ।

শুনাইতে কাহ্ন ও নয়ন যুগল ঝর ঝর আকুল তহ্ন মন প্রাণ  
বলে সজনি তুহে হাম কি কহব আন ।

মঝু লাগি সোধনি পেলহি জ্যৈছন  
ঐছখ ভেলহি আমার ।

তোদের রাইও কাদে আমি কাঁদি

তোদের রাই কাদে তোদের সনে

আর আমি কাঁদি বনে বনে

( আমার ) ( কাঁদা কেবা শোনে )

( বনলতা আর পশু পাখী বিনে )

( আবার বসিয়া ভবনে সখিগণ সনে কাদে রাই বিধুমুখী

যমুনা পুলিনে আমি নিরঞ্জে কাঁদিয়া ভাসাই আঁখি

( বাঁশীও কাদে ) ( আমি কাঁদি আমার )

হা রাধে, হা রাধে বলে আর কাদে যমুন.

( সেই যমুনা কাদে )

আমার নহন বারি জুড়ে ধরি কাদে রে

সেই বৃন্দাবন চাঁদে প্রেমময়ী নাম শুধা গেয়ে

সেই যমুনা আজও কাদে

ভাগ্যবানে গুনিয়ে কাদে

# হিজ মাফ্টারস্ ভয়েস্ রেকৰ্ডে অসমীয়া সঙ্গীত ।

শ্ৰীমুক্ত শ্ৰীমুখৰচন্দ্ৰ বড়াইয়া (এমেকাৰ)  
আসামী ভাষায় জাতীয় সঙ্গীত ।

পি ৬৩৮৫

ভৈরবী ।

অসমা নিৰূপমা জননী,

অয়ি অলজ্য গিৰি হুৰ্গৰাণী।

গিৰি মালা বেষ্টিত দুৰ্জয় দুৰ্গে,

সগৰ্বে তুলি শির কত যুগে যুগে,

শাসিছা ধৰণী মূনিমনমোহিনী,

গৌৰব নিৰূপমা জননী ।

তুমি মহাতীৰ্থ ; তুমি পুণ্য গৰ্ব্ব,

তুমি মোৰ স্বৰ্গ হৃদয়ের পৰ্ব্ব,

তুমি অন্নপূৰ্ণা ধনে ধানে পূৰ্ণা,

কৰুণাময়ী অয়ি জননী ।

—•—

আসামী ভাষায় জাতীয় সঙ্গীত।

আসোয়াৰি ।

কিয় নো পামরা অসমীয়া হৈবা

চিরকাল তুমি আছিলি স্বাধীন ।

ভারতর মা জে তোমার জননী  
 বীর প্রসবিনী আছিলে এ দিন ।  
 প্রকৃতিয়ে নিঃপ্রাণ আসাম গড়িলে  
 কাম্য ভূমি পতি আবরি রাখিলে ।  
 প্রকৃতির বন মুনি মনোরম  
 কত আছে এনে আসাম সনান ।  
 মাধব শঙ্করে অক্ষয় কীরিতি  
 বেদ গান গালে কবি সরস্বতী  
 সকলোকে আমি পাহরিল। তুমি  
 এলাহে ভাগরে ইলা অচেতন ।

পি ৬৩৮৬

জঙ্গলা ।

[ নীলাশ্বর পরা ]

ফুলো ফুলিলে ঘোনে ও হাঁহলে  
 বাহিয়েও ধরিলে তান !  
 শীতল মলয়া মুরতি পরিলে  
 তটিনীয়ে গালে গান ।  
 অলন কুসুম শয়ান  
 এরা এরা মেলা নয়ন  
 আইা আইা সখি উবা আছে রখি  
 মধু নিশা অবসান ।  
 'ধির কিয় চকু পাহি

রক্তা পরা নাই ইঁহি  
কোন স্বরগর ফুল পরাণর  
সতে উরি ফুরে প্রাণ ॥

জঙ্গলা ।

[ নীলাদরর পরা ]

হৃদয় বিদরি উঠে শত বেদনা  
করণ রাগিণী ইতি চকু লোসনা,  
গভীর কালিমা রাজি জীবনত যায় ভাহি  
নীলবে কতনা জলে অগণি কণা ॥  
জিলিমিলি জিলিমিলি জেউতি সমা ।  
কত যাছে মধু স্মৃতি জনা নজনা ;  
গোপনে পরাণ জলে জিলিকে হিয়ার তলে  
মরণ কামনা ভরা অগণি কণা ॥

মাষ্টার এন, সি শর্মা ( এমেচার )

পি ৬১৫৮

টোরি ভৈরবী ।

আজি হৃদয় দিয়া বুঝাই তোমার প্রেমর বাণেয়ে,  
মোর গোটেই জীবন উথক জিনি নিফুট, গানে রে ।  
কপে বনাই পরাণ তহু করা মুখ প্রতি অণু ,  
বজ্রাই তোমার হৃদয় বেগু মধুর তানে রে ।  
রবি শশী আজই মিলন থাকক নিরখি,

পুরুষ আত্ম প্রাণের স্বধা, অনন্ত কাল লাগক তথা,  
পান করে। মিলন স্বধা যুগল প্রাণেরে ।

অগতির গতি হরি !

( হরি ) গতি মোর কি হব ?

চেতনা কনিও পথব !

শেষর সমল নেচালোঁ। ভজি ;

উধাতুরে খোজ উধাব ।

নয়নের যণি নিলে চুর করি,

নইলে ঘুরিয়ে ঘুরাব ॥

# সূচীপত্র ।

( বর্ণমালানুসারে )

গায়ক ও গায়িকাগণ ।

নাম ।	পৃষ্ঠা ।
অঘোরনাথ চক্রবর্তী ... ..	২২২-২২৩
অতুলকৃষ্ণ পাল ও অশ্রমভী দাসী	৫৯৯-৬০২ ; ৬৯০-৬৯১
অভয়াপদ চট্টোপাধ্যায় ... ..	৫০, ২০০-২২২, ৭০৮-৭১০
অভয়াপদ চট্টোপাধ্যায় ও আশ্চর্য্যাময়ী দাসী	৬০২-৬০৭
অভয়াপদ চট্টোপাধ্যায় ও ছোট হরিমতি ...	৬০৮-৬০৯
অভয়াপদ চট্টোপাধ্যায় ও স্থলীলাবালা দাসী	৬০৯-৬১১
অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ ... ..	২২৩-২২৬
অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ও কুহুমকুমারী	৬১৮-৬২১ ; ৬৫০-৬৬৩
অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ও প্রকাশমণি ... ..	৬৬৫-৬৬৬
অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, কুহুমকুমারী ও এন, সি, বসু	৬৬৬-৬৬৮
আজুরবালা মিস্ ... ..	৪-২৬ ; ৫৯৯-৭০০
আমোদিনী মিস্ ... ..	১-৪
আশ্চর্য্যাময়ী দাসী ... ..	২৫-৫২, ৭০০-৭০২
ইন্দুবালা মিস্ ... ..	১০৪-১১২, ৭০২-৭০৩
উষ্মিলা দেবী মিসেস্ ... ..	১২৫-১২৮
উষ্মাঙ্গী মিস্ ... ..	১২৭-১২৯



নাম ।	পৃষ্ঠা ।
এ, চৌধুরী ও শ্রীমতী কৃষ্ণভামিনী ...	... ৬২১-৬২৪
এন, সি, বোস ও কুন্সুমকুমারী ...	... ৬২৪-৬২৫
এম, এন, ঘোষ প্রভৃতি ...	... ৫৫৫-৫৫৫
কনক সরোজিনী ...	... ১১৩-১১৪
কলিকাতা ইন্ডিনিং ক্লাব ...	... ২৩২-২৩৩
কিরণময়ী মিস্ ...	... ১১৪
কৃষ্ণচন্দ্র দে ( অক্ষ পায়ক ) ...	... ৫১২-৫১৩
কৃষ্ণভামিনী ...	... ১১৭-১১৮
কৃষ্ণলাল ...	... ৫১২-৫২২
কুঞ্জলাল চক্রবর্তী প্রভৃতি ...	... ৬৪৫-৬৫১
কুঞ্জলাল চক্রবর্তী ও সরোজিনী ...	... ৬৪১-৬৪৪; ৬৫১-৬৫৮
কুমারী বকুল বসু ...	... ৮০-৮২
কুন্সুমকুমারী ও এম, গোস্বামী ...	... ৬২২-৬৩১
গণপতি মুখোপাধ্যায় ...	... ৫১১
কীরোদমুখোপাল মুখোপাধ্যায় ...	... ৪১৪
ক্ষেত্রমোহন মিত্র প্রভৃতি ...	... ৪৪৫-৪৫৫
গহরজান ...	... ২৮-২৯
গন্ধ, এ ...	... ৭১১-৭১২
গুপ্ত এস, বি, ...	... ৪৪৬-৪৪৮
গোপালচন্দ্র সেন ও গুপ্ত ...	... ৩১৫
গোপালচন্দ্র সিংহ রায় ...	৩০২-৩০৫-৩১২-৩১৪, ৭৬৪-৭৭৫
গোপেশ্বর স্বরূপাধ্যায় ...	... ৩১৫-৩১৮

ନାମ ।	ପୃଷ୍ଠା ।
ଗୋବିନ୍ଦରାଣୀ ବାହି ... ..	୧୨-୧୦୫
ଗ୍ରାମୋଫୋନ୍ କ୍ଲବ୍ ... ..	୭୧୮-୭୨୨
ଗ୍ରାମୋଫୋନ୍ ଥିଏଟ୍ରିକ୍ୟାଲ୍ ପାର୍ଟି ... ..	୭୧୮-୭୨୦
ଗ୍ରାମୋଫୋନ୍ ମିଉଜିକ୍ୟାଲ୍ ପାର୍ଟି ... ..	୭୨୭-୭୨୭
ଘୋଷ ଏମ୍, ଏନ୍, ( ମନ୍ତ୍ରୀ ) ... ..	୧୧୮-୧୧୨
ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବକ୍ସିମଚନ୍ଦ୍ର ... ..	୭୦୨-୭୧୧
ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ପ୍ରଫେସର ... ..	୨୧୭-୭୦୨
ଚିନ୍ତାମଣି ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ହରିପ୍ରିୟା ... ..	୭୨୭-୭୭୮
ଜହରମତି ଦାସୀ ... ..	୧୧୨-୧୧୭
ଜିତେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଘୋଷ ଓ, ସୁବାସିନୀ ... ..	୭୧୧-୭୧୭
ଜିତେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ ... ..	୫୨୨-୫୫୨
ଜିତେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ ଓ ମିସ୍ ନୀଳାବତୀ ... ..	୭୧୦-୭୧୧
ଜିତେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ ... ..	୫୨୫-୫୨୮
ଜୀବାନନ୍ଦ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଡାକ୍ତର ... ..	୭୨୨-୫୨୭
ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଘୋଷ ... ..	୧୮୧
ଡି, ଡି, ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଭୃତି... ..	୭୨୫-୭୨୮
ଡାଲିମଣି ଦାସୀ ... ..	୮୫-୮୧
ଭାରାପଦ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ... ..	୧୨୧-୧୨୭
ଭିନକଡ଼ି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ... ..	୧୨୭-୧୨୫
ଭିନକଡ଼ି ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଓ କୁଞ୍ଜଭାସିନୀ ... ..	୭୮୨-୭୨୦
ଭୂଳକ୍ଷ୍ମୀଚରଣ ଦାସ ... ..	୧୨୧-୧୨୮
ଭୌଲୋକ୍ୟନାଥ ବନ୍ଦ୍ୟୋପାଧ୍ୟାୟ ... ..	୧୨୫-୧୨୧

নাম ।				পৃষ্ঠা ।
দত্ত, বি, এস,	...	...	...	২৩০-২৩২
দৌনেজনাথ ঠাকুর	...	...	...	৩০৪-৩০৬
দিলীপকুমার রায় মি:	...	...	...	৩০৬-৩০৭
দ্বিজেন্দ্রনাথ বাগ্‌চি	...	...	...	৩০৩-৩০৪
দেববালা দাসী ( ওরফে দেবী	...	...	...	২২-২৩
নগেন্দ্রনাথ দত্ত	...	...	...	৫৭১-৫৭২
ননীবালা ( নেনী )	...	...	...	১৩৪-১৩৫
ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	...	...	...	৫৬৬-৫৬৫
নন্দরাণী দেবী	...	...	...	১৩২-১৩৪
নন্দরাণী মিস্	...	...	...	৪
নন্দী এন, সি,	...	...	...	৫৬১-৫৬২
নন্দী পি, ডি,	...	...	...	৫৬২-৫৬৩
নরহৃন্দরী দাসী ( নরী )	...	...	...	১৩৫-১৩৭
নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	...	...	৫৬৫-৫৭০
নিকুঞ্জবিহারী দত্ত	...	...	...	৫৭০
নীহারবালা মিস্	...	...	১৩৮-১৪০ ;	৭০৪-৭০৫
পান্নাময়ী দাসী	...	...	...	১৪৫-১৫৭
পান্নারাণী মিস্	...	...	...	১৪০
পূর্ণকুমারী	...	...	...	১৫৭-১৬০
প্রতিভা সোম মিস্	...	...	...	১৪১-১৪৪
প্রফুল্লকুমারী মিস	...	...	...	১৪০-১৪১
প্রফুল্ল বড়ুয়া	...	...	...	৭৭৭-৭৭৯

নাম ।	পৃষ্ঠা ।
বটরাণী মিস্	... ৫৮-৬০
বঁড়াল, এল, সি,	... ৫২২-৫২৬
বরদামুন্দরী দাসী	... ৫২-৫৮
বলাইদাস শীল	২২৯-২৩০ ; ৩০৮-৩০৯
বিজয়লাল মুখোপাধ্যায়	২৩৫-২৪৯ ; ৭১২-৭১৩
বিনোদিনী দাসী	... ৭২-৮০
বিনোদিনী দাসী ( পটলা )	... ৭৮-৭৯
বিভাবর্তী মিস	... ৭৫-৭৭
বিভূতিভূষণ বোস	... ২৫২
বিভূতি সেন মি:	... ২৩৬-২৩৮
বিশ্বনাথ রাও	... ৫৭১ ; ৫৯৮-৫৯৯
বিষ্ণু বাবাজী প্রভৃতি	... ২৪৯-২৫০
বীণা চক্রবর্তী মিস্	... ৭৭-৭৮
বেদানা দাসী	... ৬০-৭৫
ব্যানার্জী পি, জি,	... ৫৭২-৫৭৪
ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী	... ২৫০-২৫২
ভবানীপুর ক্লাব	... ২৬১-২৬২
ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়	... ২৩৪-২৩৫
মজুমদার এস, জে,	... ৫৮৯-৫৯১
মণিলাল গাঙ্গুলী	... ৫৫৫-৫৫৬
মতিলাল দাস	... ৫৫৭-৫৫৮
মলিনা মিস্	... ১৩১-১৩২

নাম ।	পৃষ্ঠা ।
মল্লিক এ, এন, মিঃ ...	২২৬-২২৮
মল্লিক কে, ...	৪৫৫-৫১২ ; ৫২৬-৫২৭ ; ৭১৫
মাণিককুমারী দাসী ...	১৩০-১৩১
মানদাসুন্দরী দাসী ...	১১৮-১৩০
মাষ্টার এন, সি, শর্মা ...	৭৭৯-৭৮০
মাষ্টার মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় ...	৫২৭-৫২৮
মিস্ চারুশীলা (খোদন) ...	৮২-৮৪ ; ১৬৭
মিস্ দাস ...	৮৫-৯২
মিস্ রাধারাণী ...	১৬২-১৬৫
মিস্ সরলা ...	১৭১-১৭২
মুখার্জি, এ, সি, এবং টি, চক্রবর্তী ...	৬৭৫-৬৮২
মুস্তফী মিষ্টার ...	৫৫৮-৫৬১
মুই বোস কুমারী ...	৮২
রক্ষিত জে. কে, ...	৪৪২-৪৪৩
রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় ...	৫৫৭ ; ৫৭৭-৫৮০
রমা মজুমদার... ...	১৬০-১৬১ ; ৭০৫-৭০৬
রাণীবালা মিস্ ...	১৬৫-১৬৬
রাণু সেনগুপ্ত, মিস্ ...	১৬৭-১৬৮
রাধাচরণ ভট্টাচার্য ...	৫৭৪-৫৭৫
রাধাবল্লভ ও কালশশী ...	৬১৭-৬১৮
রাধারাণী ...	১৬১-১৬২
রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী প্রফেসর ...	৫৭৫-৫৭৬

নাম।	পৃষ্ঠা।
রায় ডি, এল, মিঃ ... ..	৩০৭-৩০৮
শরদিন্দু ঘোষ ... ..	৫৮৪-৫৮৫
শান্তি দেবী ( মিসেস্ এস, এম, সান্ধ্যাল )	১৭৫-১৭৬ ; ৭০৭-৭০৮
শৈলেন্দ্রনাথ দত্ত ... ..	৫৮০
শোভনা দেবী ... ..	১৭৫
সত্যবালা দেবী ... ..	১৭২-১৭৩
সত্যরাণী মিস্ ... ..	১১৪-১১৭ ; ১৭৩-১৭৪
সান্ধ্যাল এস, মিঃ ... ..	৫৮১-৫৮৪
সাহানা দেবী ... ..	১৬৮-১৭০ ; ৭০৬-৭০৭
স্ববাসিনী মিস্ ... ..	১৭৬-১২৪
স্বরেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত ... ..	৫৮৮
স্বরেন্দ্রবিজয় দে, প্রফেসর ... ..	৫৮৫-৫৮৮
স্বরেন্দ্রনাথ ঘোষ ( দানী বাবু ) ও প্রকাশমণি	৬৬৩ ৬৭৫
সুনীলা, মিস্ ... ..	১২৫
সোম, এটচ, সি ... ..	৪২১-৪২২
মোড়ী, মিস্ ... ..	১১৩
হরিন্দ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ... ..	৪১৩-৪০০ ; ৫৫২
হরিসাধন দেব ... ..	৪২০-৪২১
স্বরেন্দ্রনাথ ঘোষ ... ..	৪১২-৪১৩
স্বরেন্দ্রনাথ দত্ত ... ..	৬২০-৪১২ ; ৭১৬-৭১৭

# জোনোফোন রেকর্ডের সূচীপত্র

বর্ণমানানুসারে

গায়ক ও গায়িকাগণ ।

নাম	পৃষ্ঠা ।
অন্নদাগোবিন্দ চক্রবর্তী	৭৬৪-৭৬৬
অভয়াপদ চট্টোপাধ্যায়	৭৪৪-৭৪৭
উষাবালা দেবী	৭৩১-৭৩২
কলিকাতা ইভিনিং ক্লাব	৭৩৩-৭৩৪
কুঞ্জলাল চক্রবর্তী ও মিস্ এচ দাস।	৭৩৪-৭৩৪
গোপালচন্দ্র সিংহ রায়	৭৬৬-৭৭৫
ঘোষ এস, এন ও মিস্ বিনোদিনী	৭৪৮-৭৬১
চারুশীলা মিস্	৭১১-৭২৩
ধর্মদাস দাস	৭৪৭
পূর্ণকুমারী	৭১৩-৭৩০
বেদানা দাসী	৭১২-৭২০
ভট্টাচার্য্য মিস্	৭২০-৭২১
নজ্জুমদার এস, জে ( বকু বাবু )	৭৬১-৭৬১

---







